বাংলা

১২

বাংলা সাময়িক-পত্র

১৮১৮—১৮৬৮

শ্রীযুত অমল হোম

প্রিয়বরেষু

সংবাদপত্র-পরিচালনায় তোমার নিষ্ঠা তোমার প্রতিষ্ঠারই সমতুল্য। সেজন্য 'বাংলা সাময়িক-পত্র' তোমারই হাতে সমর্পণ করিলাম।

বাংলা সাময়িক-পত্র

১২২৫ (ইং ১৮১৮)—১২৭৪ (ইং ১৮৬৮)

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

কলিকাতা

প্রকাশক
শ্রীরামকমল সিংহ
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

প্রথম সংস্করণ — মাঘ ১৩৪২
দ্বিতীয় সংস্করণ — মাঘ ১৩৪৬
নূতন সংস্করণ — মাঘ ১৩৫৪

মূল্য পাঁচ টাকা

মুদ্রাকর—শ্রীসজনীকান্ত দাস
শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা
৫'২—২৫।১।১৯৪৮

নিবেদন

বাংলা-সাহিত্যের প্রসারের সহিত বাংলা সাময়িক-পত্রের ঘনিষ্ঠ যোগ আছে; ১২২৫ (ইং ১৮১৮) সালে প্রথম বাংলা সাময়িক-পত্র প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছে। কোন্ কোন্ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের চেষ্টায় সাময়িক-পত্রের মধ্য দিয়া বাংলা দেশের সাহিত্য, সমাজ ও রাষ্ট্রে নব জাগরণ আসিয়াছে, তাহার একটি নির্ভরযোগ্য ইতিহাসের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বর্ত্তমান গ্রন্থে বাংলা সাময়িক-পত্রের জন্মাবধি ১২৭৪ (ইং ১৮৬৮) সাল পর্য্যন্ত ইতিহাস আলোচিত হইয়াছে। আলোচ্য বিষয়ে চূড়ান্ত উপকরণ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি এ-কথা জোরের সহিত বলিতে না পারিলেও চেষ্টার ক্রটি করি নাই। শহর ও মফস্বলের প্রাচীন পরিবারে রক্ষিত পত্র-পত্রিকা অনুসন্ধান করিলে হয়ত এখনও কিছু নূতন উপাদান আবিষ্কৃত হইতে পারে।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

কলিকাতা। মাঘ ১৩৫৪





রামমোহন রায়



রামগোপাল ঘোষ



দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়

বাংলা সাময়িক-পত্র

প্রথম পরিচ্ছেদ (১৮১৮—১৮৩২)

আজকাল সভ্য-সমাজে সংবাদপত্র নিত্যব্যবহার্য্য বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছে, সংবাদপত্র মুদ্রণ ও বিতরণের বিধিব্যবস্থাও একটা বিরাট্ ব্যবসায়ে পরিণত হইয়াছে। অথচ সংবাদপত্রের ইতিহাস খুব প্রাচীন নয়। ইউরোপীয় জাতিদের মধ্যেও মাত্র গত দুই শত বৎসরের মধ্যে সংবাদপত্রের সম্যক্ বিকাশ হইয়াছে। তাহার পূর্ব্বে ইউরোপের মফস্বলবাসী বড়লোক ও ব্যবসায়ীরা হাতে-লেখা সংবাদের চিঠি হইতে সংবাদ সংগ্রহ করিতেন।

আমাদের দেশেও মোগল আমলে বাদশাহরা প্রতি প্রদেশে এবং বড় বড় শহরে চর রাখিতেন ; এই চরেরা স্থানীয় সংবাদ সংগ্রহ করিয়া কখনও মাসে একবার, কখনও বা সপ্তাহে সপ্তাহে লিখিয়া পাঠাইত। গোপনীয় রাজকীয় কথা না থাকিলে এই সকল সংবাদের চিঠি রাজদরবারে প্রকাশ্যে পড়া হইত, এবং সভায় উপস্থিত সকল লোক নানা স্থানের সংবাদ পাইত। এই প্রথার অনুকরণে সেনাপতি, শাসনকর্ত্তা এবং করদ-রাজারাও রাজদরবারের ঘটনা, রাজধানীর ও অন্যান্য প্রদেশের সংবাদ জানিবার জন্য সম্রাটের সভায় নিজ নিজ সংবাদ-লেখক—'ওয়াকেয়া-নবিস' রাখিতেন। ফৌজদার, থানাদারের মত ছোটখাট রাজকর্ম্মচারীরাও উপরিতন কর্ম্মচারী অর্থাৎ সুবাদার বা প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তার সভায় নিজস্ব পত্র-লেখক নিযুক্ত করিতেন। এই সকল লেখক নিজ নিজ প্রভুর নিকট নিয়মিতরূপে যে সংবাদ লিখিয়া পাঠাইত, তাহাই সাধারণতঃ মুখে মুখে সমাজে প্রচারিত হইত। বড় বড় মহাজন এবং ধনী বণিকেরাও নিজ নিজ কারবারের দূরবর্ত্তী শাখাগুলিতে অথবা বড় বড় শহরে অবস্থিত স্বকীয় প্রতিনিধিগণের নিকট হইতে নিয়মিতরূপে স্থানীয় সংবাদ পাইবার ব্যবস্থা করিয়া রাখিতেন। সংবাদ জানিবার জন্য মানুষের যে একটা স্বাভাবিক কৌতূহল আছে, এইরূপে মোগল-যুগে সমাজের প্রায় সকল স্তরের লোকের মধ্যেই তাহা চরিতার্থ করিবার উপায় ছিল। এই সকল সংবাদ-লিপির নাম ছিল 'আখ্‌বার' বা ডবল বহুবচনে 'আখ্‌বারাৎ'। এগুলি ফার্সীতে লিখিত হইত ; মারোয়াড়ী মহাজনদের প্রতিনিধিরা হিন্দী ভাষা ব্যবহার করিত। সংবাদ-বিতরণ উদ্দেশ্য হইলেও এই পত্রগুলি আধুনিক পদ্ধতির সংবাদপত্র হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের ছিল। আখ্‌বারাতে শুধু বিশেষ ঘটনারই উল্লেখ থাকিত,—রাজনৈতিক মন্তব্য অথবা শাসন-ব্যবস্থা সম্বন্ধে কোন সমালোচনা থাকিত না।

ইংরেজ-আমলে ইংরেজী সংবাদপত্রের অনুকরণে এ-দেশের এই প্রাচীন ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন হইল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বাংলা দেশে সর্ব্বপ্রথম মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হয়। তাহার ফলে জ্ঞান ও শিক্ষার ক্ষেত্রে যে নবজাগরণ সুরু হয়, সংবাদপত্র-প্রকাশ উহার একটি

দিক্। বাংলা দেশের—তথা ভারতবর্ষের প্রথম মুদ্রিত সংবাদপত্র ইংরেজী; উহা 'বেঙ্গল গেজেট,' ১৭৮০ সনের ২৯ জানুয়ারি হিকি (Hicky) কর্ত্তৃক প্রকাশিত হয়। গবর্ণর-জেনারেল ওয়ারেন হেষ্টিংসের স্ত্রী ও জনকয়েক পদস্থ লোকের বিরুদ্ধে মানহানিকর প্রবন্ধ প্রকাশ করায় দুই বৎসর যাইতে-না-যাইতেই এই সাপ্তাহিক পত্রিকার প্রচার বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। ইহার পর 'ইণ্ডিয়া গেজেট', 'ক্যালকাটা গেজেট', 'হরকরা' প্রভৃতি আরও কতকগুলি সংবাদপত্রের জন্ম হইয়াছিল।

সংবাদপত্র-শাসন

সে-যুগে কোম্পানীর গবর্মেণ্ট সংবাদপত্রের উপর প্রসন্ন ছিলেন না। তাঁহারা অধিকাংশ সংবাদপত্রের রচনা-ভঙ্গি উগ্র এবং ভাষা ইতর ও অশ্লীল বলিয়া বিবেচনা করিতেন। এই কারণে এবং সৈন্যসামন্তের গতিবিধি, জাহাজ-গমনাগমনের সংবাদ প্রভৃতি যাহাতে অবাধে সংবাদপত্রে প্রচারিত না হইতে পারে, তজ্জন্য ১৭৯৯ সনের মে মাসে লর্ড ওয়েলেস্‌লী সর্ব্বপ্রথম সংবাদপত্রের স্বাধীনতার সংকোচবিধান করেন। তখন হইতে নিয়ম হয়, সেক্রেটরির দ্বারা পরীক্ষিত হইবার পূর্ব্বে এ-দেশে কোন সংবাদপত্রই প্রকাশিত হইতে পারিবে না; নিয়মভঙ্গ করিলে সম্পাদককে ইউরোপে নির্ব্বাসিত হইতে হইবে। স্মরণ রাখা প্রয়োজন, তখন পর্য্যন্ত এ-দেশের সকল সংবাদপত্রই ইংরেজী ভাষাতে এবং ইউরোপীয়ের সম্পাদকত্বে প্রকাশিত হইত। এই নিয়মের ফলে সংবাদপত্রের সমস্ত লেখাই, এমন কি, বিজ্ঞাপন পর্য্যন্ত, মুদ্রণের পূর্ব্বে অনুমোদনার্থ সরকারের সেক্রেটরির নিকট পেশ করিতে হইত। সরকার কর্ত্তৃক সংবাদপত্র-শাসন কিরূপ কঠিনভাবে চলিয়াছিল, শ্রীরামপুর মিশনের জে. সি. মার্শম্যানের একখানি পত্র হইতে তাহা বেশ বুঝা যায়। তিনি লিখিয়াছেন, "সম্পাদকীয় মন্তব্যের স্থলে সংবাদপত্রের অনেক স্তম্ভই তারকা-চিহ্নিত হইয়া বাহির হইত; কেন না, সে-সকল অংশে 'সেন্‌সর' তাঁহার সাঙ্ঘাতিক কলম চালাইতেন, শেষ মুহূর্ত্তে শূন্য অংশগুলি পূরণ করিয়া দেওয়া সম্ভব হইত না।" দমনকার্য্য এই ভাবে কয়েক বৎসর চলিবার পর এমন একটি ঘটনা ঘটিল, যাহার ফলে গবর্ণর-জেনারেল লর্ড হেষ্টিংস 'সেন্‌সর' বা সংবাদপত্র-পরীক্ষকের পদ তুলিয়া দেওয়া সমীচীন বোধ করিলেন। হিট্‌লী নামে এ-দেশীয় এক জন সাহেব 'মর্ণিং পোষ্ট' পত্রের স্বত্বাধিকারী ও সম্পাদক হন। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে সংবাদপত্র-পরীক্ষক বেলী সাহেব 'মর্ণিং পোষ্টে'র একটি সংখ্যার কিয়দংশ ছাপিতে নিষেধ করেন। কিন্তু হিট্‌লী তাহাতে কর্ণপাত করেন নাই; তিনি জানাইয়াছিলেন যে, বঙ্গদেশে তাঁহার জন্ম, তাঁহার মাতা এদেশবাসিনী; এ অবস্থায় সেন্‌সরের আদেশ অমান্য করিলেও তাঁহার কোন শাস্তি হইতে পারে না, যেহেতু এরূপ অপরাধে কেবলমাত্র ইউরোপীয় সম্পাদকগণেরই শাস্তির বিধান আছে। এই ব্যাপারে সংবাদপত্র-পরীক্ষক-পদের অসারতা উপলব্ধি করিয়া লর্ড হেষ্টিংস বিশেষ বিবেচনার পর সেন্‌সরের পদ রহিত করিয়া তৎপরিবর্ত্তে সম্পাদকদের নির্দ্দেশের জন্য কতকগুলি

দিগ্দর্শন।—

প্রথম ভাগ।—

আমিরিকার দর্শন বিষয়।—

পৃথিবী চারি ভাগে বিভক্ত আছে ইওরোপ ও আসিয়া ও আফ্রিকা ও আমেরিকা। ইওরোপ ও আসিয়া ও আফ্রিকা এই তিন ভাগ এক মহাদ্বীপে আছে ইহারা কোন সমুদ্রদ্বারা বিভক্ত নয় কিন্তু আমেরিকা পৃথক্ এক দ্বীপে প্রথম দ্বীপহইতে সে দুই হাজার ক্রোশ অন্তর। অনুমান হয় তিন শত চাব্বিশ বৎসর হইল আট শত আটানব্বই শালে আমেরিকা প্রথম জানা গেল তাহার পূর্ব্বে আমেরিকা কোন লোককর্ত্তৃক জানা ছিল না এই নিমিত্তে তাহার প্রথম দর্শনের বিবরন লিখি।—

যেহেতুক পৃথিবীর মধ্যে যেং কর্ম্ম হইয়াছে সেং কর্ম্মহইতে এ কর্ম্ম বড়। অনুমান পাঁচ শত বৎসর গত হইল চুম্বক পাথরের গুন প্রথম জানা গেল তাহার গুন এই যে তাহাকে কোন লৌহে ঘষিলে সে লৌহ সর্ব্বদা দুই কেন্দ্রে অর্থাৎ ওত্তর ও দক্ষিন ভাগে থাকে সেই লৌহ কোম্পাসের মধ্যে দিলে সমুদ্রে কিম্বা মৃত্তিকার ওপরে যে কোন স্থানে কোন লোক থাকে সেই কোম্পাসের দ্বারা পৃথিবীর সকল ভাগ সে জানিতে পারে। কোম্পাসের গঠন এই মত এক কাগজের ওপরে মণ্ডলাকৃতি করিয়া বত্রিশ সমান অংশ করিয়া চতুর্দ্দিকে সকল দিগ ও বিদিগ্ ও ওপদিগ্

ক না

['দিগদর্শন' পত্রের বাংলা সংস্করণের একটি পৃষ্ঠার প্রতিলিপি]

সাধারণ নিয়ম প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন (১৯ আগষ্ট ১৮১৮) ; দেশীয় সম্পাদকগণকে শাসন করিবার ক্ষমতা তখন সরকারের হাতে না থাকায় কেবলমাত্র ইউরোপীয় সম্পাদকগণের জন্য সেন্‌সরের পদ বাহাল রাখা তিনি সঙ্গত মনে করেন নাই।

লর্ড হেষ্টিংস কর্ত্তৃক নূতন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বেই বাংলা ভাষায় একাধিক সাময়িক-পত্র প্রকাশিত হইয়াছিল।

দিগ্‌দর্শন (মাসিক)। এপ্রিল ১৮১৮।

১৮১৮ সনের এপ্রিল মাসে বাংলা দেশে বাংলা ভাষায় মুদ্রিত প্রথম সাময়িক-পত্র জন্মলাভ করে। ইহা একটি মাসিক, নাম 'দিগ্‌দর্শন,' প্রকাশক—শ্রীরামপুর ব্যাপটিষ্ট মিশন। জোশুয়া মার্শম্যানের পুত্র জন ক্লার্ক মার্শম্যান ইহা সম্পাদন করিতেন। "যুবলোকের কারণ সংগৃহীত নানা উপদেশ" এই পত্রিকার কলেবর পূর্ণ করিত। 'দিগ্‌দর্শন' পত্রিকার প্রথম দুই সংখ্যার সূচী এইরূপ :—

(প্রথম ভাগ, পৃ. ১-১৬)

আমেরিকার দর্শন বিষয়।—	বলুনদ্বারা সাদ্‌লর সাহেবের আকাশগমন।—
হিন্দুস্থানের সীমার বিবরণ।—	মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্ররায়ের বিবরণ।—
হিন্দুস্থানের বাণিজ্য।—	শঙ্কর তরঙ্গের কথা।

(দ্বিতীয় ভাগ, পৃ. ১৭-৩২)

উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরিয়া ইউরোপহইতে ভারতবর্ষে প্রথম আসিবার কথা।—	ইংগ্লণ্ডের বাদশাহের পৌত্রীর মৃত্যু বিবরণ।—
	বাস্পের দ্বারা নৌকা চলানের বিষয়।
ভারতবর্ষে জন্মে অথচ ইংগ্লণ্ডে না জন্মে যে২ বৃক্ষ তাহারদের বিবরণ।—	কোমিল্লার পাঠশালার বিষয়।—
	মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্ররায় বাহাদুরের কথা।—

স্কুলের পাঠ্য-হিসাবে এই মাসিক পত্রের উপযোগিতা অনুভব করিয়া স্কুলবুক-সোসাইটি ইহার বহু খণ্ড ক্রয় এবং উহার একটি ইংরেজী সংস্করণ প্রকাশের জন্য সম্পাদককে অনুরোধ করিয়াছিলেন। ১৮১৮ সনের ডিসেম্বর মাসে 'ফ্রেণ্ড-অব-ইণ্ডিয়া' লিখিয়াছিলেন :—

> *The Dig-durshuna.* It has been suggested that certain articles in the Monthly Dig-durshuna, might not be wholly uninteresting to our youth in general. As it appears reasonable, therefore, that nothing should be withheld from our Indian Youth from which they can derive the slightest information, it is proposed in future to publish separately an English translation of each Number ; and for the use of such youth as may wish to read it in both languages, a few copies in both, so as to make the English agree page for page with the Bengalee An English Translation of the Numbers already published having been requested, the publishing of the original work will in consequence be suspended for a short season till this can be completed.

'দিগ্‌দর্শন' পত্রের তিনটি বিভিন্ন সংস্করণের প্রকাশিত সংখ্যার তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল :— বাংলা সংস্করণ ··· ১-২৬ সংখ্যা। ইংরেজী-বাংলা সংস্করণ ··· ১-১৬ সংখ্যা। ইংরেজী সংস্করণ ··· ১-১৬ সংখ্যা।

সমাচার দর্পণ (সাপ্তাহিক···)। ২৩ মে ১৮১৮।

প্রথম বাংলা মাসিকপত্র 'দিগ্‌দর্শন' প্রকাশের মাসখানেক যাইতে-না-যাইতেই মিশন একখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশে উদ্যোগী হইলেন। এই সাপ্তাহিক পত্রের নাম 'সমাচার দর্পণ'। ইহারও সম্পাদক হইলেন জে. সি. মার্শম্যান।* ১৮১৮ সনের ২৩ মে (১০ জ্যৈষ্ঠ ১২২৫, শনিবার) 'সমাচার দর্পণে'র প্রথম সংখ্যা বাহির হয়। পত্রিকা-প্রচারের উদ্দেশ্য প্রথম সংখ্যায় মুদ্রিত এই বিজ্ঞপ্তি হইতে জানা যাইবে ঃ—

সমাচার দর্পণ।—কথক মাস হইল শ্রীরামপুরের ছাপাখানাহইতে এক ক্ষুদ্র পুস্তক প্রকাশ হইয়াছিল ও সেই পুস্তক মাস২ ছাপাইবার কল্পও ছিল তাহার অভিপ্রায় এই যে এতদ্দেশীয় লোকেরদের নিকটে সকল প্রকার বিদ্যা প্রকাশ হয় কিন্তু সে পুস্তকে সকলের সম্মতি হইল না এই প্রযুক্ত যদি সে পুস্তক মাস২ ছাপা যাইত তবে কাহারো উপকার হইত না অতএব তাহার পরীবর্ত্তে এই সমাচারের পত্র ছাপাইতে আরম্ভ করা গিয়াছে। ইহার নাম সমাচার দর্পণ।—

এই সমাচারের পত্র প্রতিসপ্তাহে ছাপান যাইবে তাহার মধ্যে এই২ সমাচার দেওয়া যাইবে।

১ এতদ্দেশের জজ ও কলেক্তর সাহেবেরদের ও অন্য রাজকর্ম্মাধ্যক্ষেরদের নিয়োগ।—

২ শ্রীশ্রী যুত বড় সাহেব যে২ নূতন আয়িন ও হুকুম প্রভৃতি প্রকাশ করিবেন।

৩ ইংগ্লণ্ড ও ইউরোপের অন্য২ প্রদেশহইতে যে২ নূতন সমাচার আইসে এবং এই দেশের নানা সমাচার।

৪ বাণিজ্যাদির নূতন বিবরণ।

৫ লোকেরদের জন্ম ও বিবাহ ও মরণ প্রভৃতি ক্রিয়া।

৬ ইউরোপ দেশীয় লোককর্ত্তৃক যে২ নূতন সৃষ্টি হইয়াছে সেই সকল পুস্তকহইতে ছাপান যাইবে এবং যে২ নূতন পুস্তক মাসে২ ইংগ্লণ্ডহইতে আইসে সেই সকল পুস্তকে যে২ নূতন শিল্প ও কল প্রভৃতির বিবরণ থাকে তাহাও ছাপান যাইবে।

৭ এবং ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস ও বিদ্যা ও জ্ঞানবান লোক ও পুস্তক প্রভৃতির বিবরণ।

---

* অনেকের ধারণা, উইলিয়ম কেরীই 'সমাচার দর্পণ' প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে মার্শম্যান 'সমাচার দর্পণে' (১৫ নবেম্বর ১৮৩৪) লিখিয়াছিলেন ঃ—"চন্দ্রিকাসম্পাদক মহাশয়··· লিখিয়াছেন দর্পণ পত্র প্রথমতঃ ৺ডাক্তর কেরী সাহেবকর্ত্তৃক প্রকাশিত হয় ইহা প্রকৃত নহে দর্পণের এইক্ষণকার সম্পাদক যে ব্যক্তি কেবল সেই ব্যক্তির ঝুঁকিতেই ষোল বৎসরেরও অধিক হইল অর্থাৎ দর্পণের আরম্ভাবধি এই পর্য্যন্ত প্রকাশ হইয়া আসিতেছে। ফলতঃ ডাক্তর কেরি সাহেব ভাবিয়াছিলেন যে এতদ্দেশীয় ভাষাতে কোন সম্বাদপত্র যদ্যপি অতিবিবেচনাপূর্ব্বকও প্রকাশিত হয় তথাপি তাহাতে গবর্ণমেণ্টের অসন্তোষ হইতে পারে অতএব তিনি এই দ্বৈধ ব্যাপারে অনুকূল না থাকিয়া বরং একপ্রকার প্রতিকূলই ছিলেন···।"

এই সমাচারের পত্র প্রতি শনিবারে প্রাতঃকালে সর্ব্বত্র দেওয়া যাইবে তাহার মূল্য প্রতি মাসে দেড় টাকা। প্রথম দুই সপ্তাহের সমাচারের পত্র বিনামূল্যে দেওয়া যাইবে। ইহাতে যে লোকের বাসনা হইবেক তিনি আপন নাম শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে পাঠাইলে প্রতি সপ্তাহে তাহার নিকটে পাঠান যাইবে।

প্রথম তিন সপ্তাহের 'সমাচার দর্পণ' বিনামূল্যে বিতরিত হইয়াছিল ইহা প্রতি শনিবার শ্রীরামপুর হইতে প্রকাশিত হইত। ৪ জুলাই ১৮১৮ হইতে ২৫ ফেব্রুয়ারি ১৮২৬ পর্য্যন্ত 'সমাচার দর্পণে'র কণ্ঠে নিম্নলিখিত শ্লোকটি শোভা পাইত :—

দর্পণে মুখ সৌন্দর্য্যমিব কার্য্যবিচক্ষণাঃ।
বৃত্তান্তানিহ জানন্তু সমাচারস্য দর্পণে॥

মার্শম্যান নামে সম্পাদক হইলেও কার্য্যতঃ পত্রিকা-সম্পাদনের ভার এ-দেশীয় পণ্ডিতগণের উপরই ন্যস্ত ছিল। এমন কি, পণ্ডিতেরা অনুপস্থিত থাকিলে 'সমাচার দর্পণে' নূতন সংবাদ প্রকাশও বন্ধ থাকিত। ইহার একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। ২৬ অক্টোবর ১৮৩৩ তারিখে 'সমাচার দর্পণ'-সম্পাদক জানান, "আমারদের পণ্ডিতগণ আগামি সোমবারপর্য্যন্ত স্ব২ বাটী হইতে প্রত্যাগত হইবেন না অতএব এই কালের মধ্যে দর্পণে নূতন২ সম্বাদ প্রকাশ না হওয়াতে পাঠক মহাশয়েরা ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন।" 'সমাচার দর্পণে'র প্রথমাবস্থায় সম্পাদকীয়-বিভাগে ছিলেন পণ্ডিত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার :

> শ্রীযুক্ত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার···পূর্ব্বে অনেক কালাবধি দর্পণ সম্পাদনানুকূল্যে নিযুক্ত ছিলেন এইক্ষণে দশ বৎসর হইল কলিকাতার গবর্ণমেণ্টের প্রধান সংস্কৃত বিদ্যামন্দিরে কাব্যাধ্যাপকতায় নিযুক্ত আছেন। ('সমাচার দর্পণ,' ২ জুলাই ১৮৩৬)

ইহার পর পণ্ডিত তারিণীচরণ শিরোমণি চার বৎসর 'সমাচার দর্পণ'-সম্পাদনে সহায়তা করিয়াছিলেন। ১৮২৮ সনের জুন মাসে তাঁহার মৃত্যু হইলে পরবর্ত্তী ৫ই জুলাই তারিখে সম্পাদক লেখেন :—

> ···পণ্ডিত তারিণীচরণ শিরোমণি···সংস্কৃত ব্যাকরণ ও সাহিত্যাদি শাস্ত্রে অতিশয় ব্যুৎপন্ন এবং ইঙ্গরেজী ও হিন্দী ও বাঙ্গলা ও নানাদেশীয় ভাষা ও লিপিতে বিদ্বান ছিলেন। ···গত চারি বৎসরের মধ্যে আমারদের সমাচার দর্পণ কি ছাপাখানার অন্য২ পুস্তকে যে সকল শব্দ বিন্যাসের রীতি ও ব্যঙ্গোক্তি দ্বারা লিখনের পারিপাট্য তাহা কেবল তৎকর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। বিশেষতঃ বালককালাবধি এই কর্ম্মে নিযুক্ত হওয়াতে তর্জ্জমাকরণে শীঘ্রকারী এবং ছাপাখানার অন্য২ কর্ম্মে অত্যন্ত পারক হইয়াছিলেন।

যাঁহারা বাংলা ভাষায় অনভিজ্ঞ, তাঁহাদের জন্য ৬ মে ১৮২৬ তারিখে শ্রীরামপুর হইতে 'সমাচার দর্পণে'র ফার্সী সংস্করণ—'আখবারে শ্রীরামপুর' প্রকাশিত হয়। এই সাপ্তাহিক পত্র বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই।

১৮১৭ সনে কলিকাতায় হিন্দুকলেজ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে এ-দেশে ইংরেজী শিখিবার সাড়া পড়িয়া যায়। এই কারণে শ্রীরামপুর মিশন ১৮২৯ সন হইতে 'সমাচার দর্পণ'কে

সমাচার দর্পণ।

১ সংখ্যা] শনিবার। ২৩ মে সন ১৮১৮। ১০ জ্যৈষ্ঠ সন ১২২৫।

সমাচার দর্পণ।

কথক মাস হইল শ্রীরামপুরের ছাপাখানাহইতে এক ক্ষুদ্র পুস্তক প্রকাশ হইয়াছিল ও সেই পুস্তক মাসং ছাপাইবার কল্পও ছিল তাহার অভিপ্রায় এই যে এতদ্দেশীয় লোকেরদের নিকটে সকল প্রকার বিদ্যা প্রকাশ হয় কিন্তু সে পুস্তকে সকলের সম্মতি হইল না এই প্রযুক্ত যদি সে পুস্তক মাসং ছাপা যাইত তবে কাহারো উপকার হইত না অতএব তাহার পরীবর্ত্তে এই সমাচারের পত্র ছাপাইতে আরম্ভ করা গিয়াছে। ইহার নাম সমাচার দর্পণ।—

এই সমাচারের পত্র প্রতিসপ্তাহে ছাপান যাইবে তাহার মধ্যে এইং সমাচার দেওয়া যাইবে।

১ এতদ্দেশের জজ ও কলেক্টর সাহেবেরদের ও অন্য রাজকর্ম্মাধ্যক্ষেরদের নিয়োগ।—

২ শ্রীশ্রী যুত বড় সাহেব যেং নূতন আয়িন ও হুকুম প্রভৃতি প্রকাশ করিবেন।

৩ ইংগ্লণ্ড ও ইওরোপের অন্যং প্রদেশহইতে যেং নূতন সমাচার আইসে এবং এই দেশের নানা সমাচার।

৪ বানিজ্যাদির নূতন বিবরন।

৫ লোকেরদের জন্ম ও বিবাহ ও মরন প্রভৃতি ক্রিয়া।

৬ ইওরোপ দেশীয় লোককর্ত্তৃক যেং নূতন সৃষ্টি হইয়াছে সেই সকল পুস্তকহইতে ছাপান যাইবে এবং যেং নূতন পুস্তক মাসেং ইংগ্লণ্ডহইতে আইসে সেই সকল পুস্তকে যেং নূতন শিল্প ও কল প্রভৃতির বিবরন থাকে তাহাও ছাপান যাইবে।

৭ এবং ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস ও বিদ্যা ও জ্ঞানবান লোক ও পুস্তক প্রভৃতির বিবরন।

এই সমাচারের পত্র প্রতি শনিবারে প্রাতঃকালে সর্ব্বত্র দেওয়া যাইবে তাহার মূল্য প্রতি মাসে দেড় টাকা। প্রথম দুই সপ্তাহের সমাচারের পত্র বিনামূল্যে দেওয়া যাইবে। ইহাতে যে লোকের বাসনা হইবেক তিনি আপন নাম শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে পাঠাইলে প্রতি সপ্তাহে তাহার নিকটে পাঠান যাইবে।

মসলা বিক্রয়ের ইস্তাহার।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে ৮ জুন সোমবার সাড়ে দশ ঘড়ীর সময় কোম্পানির পুরানা কুঠীর মধ্যে খাতাবাটীতে মোকাম বান্দা আমদানী মসলা জাহাজ মুরবয়া ও সেনড্রেন আইসে তাহা নিলাম বিক্রয় হইবেক নীচে দফাওআরী লিখিত মতে জানিবা।

বান্দা জায়ফল প্রথম রকম	৭৫০০ পোন
দফে দোসরা রকম	৭৫০০
মাবা — নীরস	২০০১
এমবোয়ানা জায়ফল খোসাসমেত	৮০
বান্দা জৈত্রী প্রথম রকম	১০০০০
মাবা নীরস	২০১
এমবোয়ানা নীরস	১৪১

২ দফা এক টাকা ফিলাট বায়না ও আমানত ফিশত ১০ দশ টাকার উপর দিতে হইবেক নিলামের সময় মাতবরির কারন তাহাতে কোন কসুরি করে তবে ঐ লাট পুনরায় বিক্রয় হইবেক ক্রয় করিতে কোন নোকসান হয় তাহা প্রথম খরিদারকে দিতে হইবেক মুনাফা হইলে কোম্পানির হইবেক।—

৩ তিন দফা ইস্তক নিলামের তারিখ লাগাইদ এক মাহার মধ্যে মসলা খরিদের বেবাক টাকা দিয়া মাল খালাষ করিয়া লইয়া যাইবেক যদি এই মাফিক না করে তবে ঐ আমানত এবং বায়নার টাকা কোম্পানিতে গুনাগার হইবেক এবং মসলা নগদ টাকায় পুনরায় বিক্রয় হইবেক বিক্রয় করিতে যে নোকসান হইবেক এবং বাজে

['সমাচার দর্পণ' পত্রের প্রথম সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠার প্রতিলিপি]

দ্বিভাষিক (বাংলা ও ইংরেজী) করিবার ব্যবস্থা করেন। ১১ জুলাই ১৮২৯ (২৯ আষাঢ় ১২৩৬) তারিখের সংখ্যায় প্রকাশ :—

পাঠকবর্গেরদের প্রতি বিজ্ঞাপন। সমাচারদর্পণ প্রকাশক এগার বৎসরের অধিক কালাবধি কেবল বাঙ্গলা ভাষায় এই কাগজ প্রকাশকরণানন্তর বর্ত্তমান তারিখ অবধি সম্বাদ ইঙ্গরেজী ও বাঙ্গলা ভাষায় প্রকাশ করিতে মনস্থ করিয়াছেন। কিন্তু কাগজের মূল্য মাসিক এক টাকা করিয়া যেরূপ পূর্ব্বে স্থির হইয়াছিল তদতিরিক্ত কিছু না লইতে স্থির করা গিয়াছে। বাঙ্গলা তর্জ্জমায় মূল কথার ভাব থাকিবে কিন্তু তাহা এতদ্দেশীয় পদের সহিত ঐক্য থাকিবে। প্রকাশক এই ভরসা করেন যে যাঁহারা সম্বাদপ্রাপণেচ্ছুক আছেন কেবল যে তাঁহারদের উপকারক এমত নহে কিন্তু যাঁহারা ইঙ্গরেজী ভাষা শিক্ষাকরণবিষয়ে ব্যগ্র আছেন তাঁহারদেরও উপকার দর্শিবে। কলিকাতাস্থ এতদ্দেশীয় সমাচারপত্র হইতে যাহা বাচনী করিয়া লওয়া যাইবে তাহাকেও ইঙ্গরেজী পরিচ্ছদ দেওয়া যাইবে।

১৮৩২ সন হইতে 'সমাচার দর্পণ' সপ্তাহে দুই বার প্রকাশ করা আবশ্যক বোধ হইল। ৩১ ডিসেম্বর ১৮৩১ তারিখে এই বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হয় :—

প্রতিসপ্তাহে দর্পণ দুইবার প্রকাশকরণের আবশ্যক হওয়াতে দেড় টাকা করিয়া মূল্য স্থির করা গেল...। অতিরিক্ত দর্পণের প্রথম সংখ্যা আগামি ১১ জানুআরি বুধবার প্রকাশ পাইবে।

'সমাচার দর্পণে'র এই অতিরিক্ত সংস্করণ দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই। ১৮৩৪, ৫ই নবেম্বর বুধবার সম্পাদক জানাইলেন :—

পাঠক মহাশয়েরদিগকে অতিখেদপূর্ব্বক আমরা জ্ঞাপন করিতেছি যে ইহার পূর্ব্বে এতদ্দেশীয় সম্বাদপত্রে যে মাসুল নির্দ্দিষ্ট ছিল তাহা সংপ্রতি গবর্ণমেণ্টের হুকুমক্রমে দ্বিগুণ হওয়াতে ইহার পর অবধিই আমারদের বুধবাসরীয় দর্পণ প্রকাশ রহিত করিতে হইল।

৮ নবেম্বর ১৮৩৪ হইতে 'সমাচার দর্পণ' সাপ্তাহিক আকারে পুনরায় প্রতি শনিবার প্রকাশিত হইতে লাগিল। ১৮৪০ সনের ১লা জুলাই হইতে মার্শম্যানের উপর অন্য একখানি নূতন বাংলা সাপ্তাহিক পত্র—'গবর্ণমেণ্ট্ গেজেটে'র সম্পাদনভার পড়ে। এই কর্ম্মবাহুল্যের ফলে সম্পাদককে শীঘ্রই 'সমাচার দর্পণে'র প্রচার রহিত করিতে হইল। ২৫ ডিসেম্বর ১৮৪১ তারিখে ইহার শেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়।* সাপ্তাহিক 'ফ্রেণ্ড-অব-ইণ্ডিয়া' ৩০ ডিসেম্বর ১৮৪১ তারিখে লেখেন :—

THE SUMACHAR DURPUN.—The Editor of the *Sumachar Durpun* finds himself under the necessity of closing that journal with the termination of the present year. With two other journals, the *Friend of India* and the *Bengalee Government Gazette*, to attend to, it is not possible to do that justice to the *Durpun*, whether in reference to the supply of editorial observations and intelligence, or to the translation of them into

* ১৮১৮ হইতে ১৮৪০ সনের মধ্যে 'সমাচার দর্পণে' প্রকাশিত সমস্ত জ্ঞাতব্য সংবাদ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' গ্রন্থে মুদ্রিত হইয়াছে।

Bengalee, which a due regard for the interests of his subscribers and his own reputation, require. The claims of this paper, coming as they did week after week, immediately between those of two others, left none of that leisure which the mind of every individual who attempts to write for the public, demands. The pleasure which the publication of the journal once afforded, has changed into a severe task, and it appeared most judicious to bring it at once to a close...(P. 817.)

'সমাচার দর্পণ' একখানি উৎকৃষ্ট সমাচারপত্র ছিল। শ্রীরামপুর মিশন হাল ছাড়িয়া দিলেও বাঙালীদের চেষ্টায় ইহা অচিরে পুনর্জ্জীবিত হইল। দ্বিতীয় পর্য্যায়ের 'সমাচার দর্পণ' ইংরেজী ও বাংলা—উভয় ভাষায় ১৮৪২ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে প্রকাশিত হয় বলিয়া মনে হইতেছে। ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৪২ তারিখের 'ফ্রেণ্ড-অব-ইণ্ডিয়া' পত্রে প্রকাশ :—

NATIVE NEWSPAPERS.—We are happy to perceive that the *Sumachar Durpun*, which the Editor was constrained to discontinue at the close of last year for want of sufficient leisure to do it justice, has been taken up and continued in Calcutta. Two numbers have already appeared. The first efforts of the Editors necessarily demand indulgence ; and they will, we hope, receive it. They exhibit a strong desire to satisfy public expectations, but leave much room for improvement. We trust the spirited proprietors* will not be discouraged by the disappointments inseparable from a novel undertaking,...Theirs is the only journal which now appears in both English and Bengalee ; and they must not lie on their oars because there is no direct competition...

---

* 'সমাচার দর্পণে'র প্রচার রহিত হইলে রামগোপাল ঘোষ ও তদীয় বন্ধুবর্গ উহা পুনঃপ্রকাশের সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। রামগোপাল ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই জানুয়ারি বন্ধু গোবিন্দচন্দ্র বসাককে লিখিয়াছিলেন :—

"The necessity of establishing a paper I had long been convinced of, and I have never failed to agitate the subject on all suitable occasions, and when I heard of the extinction of the [*Sumachar*] *Durpan*, I have viewed it in the same light as you have done, and after much discussion, we have now come to a satisfactory conclusion. On last Tuesday evening the 7th, Tara Chand [Chuckerbarty], Peary [Chand Miter], myself met at Krishna's [Rev. K. M. Banerjea's], and we resolved upon establishing a monthly magazine in Bengalee and English, and also the *Durpan* in case the receipts on account of the latter will enable us to employ a competent person versed in English and Bengalee to render the translations of both the papers. This important duty no one seems willing to undertake and unless we can secure an intelligent young man to devote all his time, which would perhaps cost us Rs. 100, we cannot venture to take up two papers. And in my humble opinion they are both, under present circumstance, equally necessary. The magazine is to keep up a spirit of enquiry amongst the educated natives, to revive their dying institutions such as the Library [Calcutta Public], The Society for A. G. K. [Acquisition of General Knowledge], to arouse them from their lethargic state, to discuss such subjects as female education, the remarriage of Hindu widows, etc. It is in short to be *our peculiar organ* The *Durpan* on the other hand is for the native community in general, to be easy and simple in its style, not to run into any lengthened discussion of any subject—to avoid abstract questions, to be extremely cautious of awakening the prejudices of the orthodox, to give items of news likely to be interesting to the native community, and gradually to extend their information, quickly to purge them of their prejudices, and open their minds to the enlightenment of

দ্বিতীয় পর্য্যায়ের 'সমাচার দর্পণ' সম্পাদন করিতেন ভূতপূর্ব্ব 'জ্ঞানদীপিকা'-সম্পাদক ভগবতীচরণ চট্টোপাধ্যায়। সমসাময়িক পত্রে ইহার একাধিক উল্লেখ আছে।—

> একবার শ্রীরামপুরের গঙ্গায় দর্পণ বিসর্জ্জন হয়, দ্বিতীয়বারে ভগবতীর খড়্গে বলিদান হইয়াছে, এইবার তৃতীয়বার দিব্যদেহ হইয়া দেখা দিয়াছে,...। ('সম্বাদ ভাস্কর,' ৬ মে ১৮৫১)

> বাবু ভগবতীচরণ চট্টোপাধ্যায়, যিনি একবার মৃত দর্পণের প্রাণ দান করত মার্সম্যান সাহেব হইয়াছিলেন, তিনিই আরবার চকোর হইয়া চন্দ্রিকায় চঞ্চুপ্রহার পূর্ব্বক সুধাপান করিবেন। ('সংবাদ প্রভাকর,' ১৭ এপ্রিল ১৮৫২)

দ্বিতীয় পর্য্যায়ের 'সমাচার দর্পণ' ১৮৪৩ সনের জানুয়ারি মাসেও জীবিত ছিল। ইহার পর বোধ হয় আর প্রকাশিত হয় নাই।

শ্রীরামপুর মিশন পুনরায় 'সমাচার দর্পণ' প্রকাশ করিবার সঙ্কল্প করিলেন। ১৮৫১ সনের ৩রা মে শনিবার (১২৫৮, ২১ বৈশাখ) নবপর্য্যায়ের 'সমাচার দর্পণ' "১ বালম, ১ সংখ্যা" প্রকাশিত হয়। ইহার মুখপত্র হইতে সম্পাদকীয় বিবৃতিটি উদ্ধৃত হইল :—

> সমাচার দর্পণের নমস্কার। পাঠক মহাশয়েরদের সমীপে প্রাচীন দর্পণের নামে ও আকারপ্রকারে উপস্থিত হওয়াতে ভরসা করি অনেক পাঠক মহাশয় আমারদিগকে বহুকালীন বৃদ্ধ বন্ধু স্বরূপ দর্শন করিয়া গ্রহণ করিবেন। যখন ১৮৪১ সালের ২৫ ডিসেম্বর তারিখে দর্পণের অদর্শন হইল তখন পুনরুদয় হওনের প্রত্যাশা ছিল না পরন্তু দেখুন, পুনরুত্থিত হইলাম। এই দর্পণের নাম ও বেশ বৃদ্ধ প্রবীণের, সাহস ও শক্তি নবীনের। পূর্ব্বকার দর্পণে সাধারণ লোকের অনেক হিত বিষয় প্রতিবিম্বিত হইত। বর্ত্তমান দর্পণেও তদনুরূপ হওয়াই বাঞ্ছা। বিশেষ ব্যক্তিরদের গ্লানি প্রকাশ করণ সম্বাদ পত্রের প্রধান অভিপ্রায়, এমত যাঁহারা বোধ করেন তাঁহারদের সঙ্গে আমারদের কোন মতে ঐক্য নাই। তাদৃশ ব্যাপার হইতে সর্ব্বতোভাবেই নির্লিপ্ত থাকিব। গোপাল যদি রামের চতুর্দ্দশ পুরুষের গ্লানি করিয়া দ্বেষপূর্ণ করিতে ইচ্ছা করেন করুন কিন্তু এমন সৎকার্য্য দর্পণের দ্বারা করিতে পারিবেন না কিন্তু কোন বিশেষ ব্যক্তিরদিগের কদাচরণ প্রকাশ করণ সমুচিত হইলে ক্ষান্ত হইব না। অনেক প্রতিজ্ঞা ও অনেক ত্রুটি এই দুই প্রায় সমান কথা। অতএব এইমাত্র প্রতিজ্ঞা করিতেছি এক বৎসর পর্য্যন্ত যথাসাধ্য উদ্যোগে যাহা করিতে পারি তাহাই করিব।

---

knowledege and civilization. It should make the extinct *Durpan* its model. The two objects of the two papers are quite distinct, and though I have very inadequately expressed myself, you will perceive the difference, and I think you will concur with me as to the wisdom of the plan I have proposed...."—Ram Gopal Sanyal : *Bengal Celebrities*, p. 181.

২য় পর্য্যায়ের 'সমাচার দর্পণ' পরিচালন করিতেন ভগবতীচরণ চট্টোপাধ্যায়। তিনি 'ইয়ং বেঙ্গল'দের প্রতিনিধি-হিসাবেই উহা পরিচালন করিতেন কি না, জানা যায় নাই।

দর্পণের দ্বিভাষিতা গুণের বিষয়ে এই বক্তব্য। দুই ভাষার বিশেষ বিধ্যনুসারে আমারদের মত প্রকাশ করিতে মনস্থ করিতেছি এই হেতুক কখন২ পদের অবিকল অনুবাদ করা হইবেক না সামান্যতঃ উভয় ভাষার রস যথাসাধ্য রক্ষা করিয়া ভাষান্তরীকৃত হইবেক। অনেকে কহিয়া থাকেন বঙ্গভাষা অতি নীরসপ্রযুক্ত ইংলণ্ডীয় কথার সম্পূর্ণ রস তাহাতে প্রকাশ হয় না। পরন্তু এই কথার অনর্থকতার প্রমাণ এই পত্র হয় এতদ্রূপ আমারদের সম্পূর্ণ আশা।

নব-পর্য্যায়ের 'সমাচার দর্পণ' দেড় বৎসর চলিয়া চিরতরে লুপ্ত হয়। ১ বৈশাখ ১২৬০ (১২ এপ্রিল ১৮৫৩) তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশ :—

অগ্রহায়ণ (১২৫৯)।...সমাচার দর্পণ পত্র শ্রীরামপুরে গঙ্গার জলে প্রাণ ত্যাগ করে।

বাঙ্গাল গেজেটি (সাপ্তাহিক)। জুন (?) ১৮১৮।

শ্রীরামপুর হইতে যখন 'সমাচার দর্পণ' প্রকাশিত হয়, প্রায় সেই সময়ে কলিকাতাতেও 'বাঙ্গাল গেজেটি' নামে একখানি বাংলা সাপ্তাহিক পত্রের সৃষ্টি হইয়াছিল। ইহাই বাঙালী-পরিচালিত প্রথম বাংলা সংবাদপত্র।

এই পত্রিকাখানির প্রকাশক—গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য। গঙ্গাকিশোরের নিবাস শ্রীরামপুরের নিকটবর্ত্তী বহরা গ্রামে। ব্যাপটিস্ট মিশনরীরা প্রচারকার্য্যের সুবিধার জন্য শ্রীরামপুরে বাংলা মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করিলে তিনি কম্পোজিটর-রূপে মিশনের ছাপাখানায় প্রবেশ করেন। তথায় কিছু দিন চাকরি করিবার পর, স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জ্জন করিবার মানসে উদ্যোগী পুরুষ গঙ্গাকিশোর কলিকাতায় আসিয়া পুস্তক প্রকাশ ও বিক্রয়ের ব্যবসায়ে হস্তক্ষেপ করেন। এদিকে তখনও কোন বাঙালীর নজর পড়ে নাই। 'সমাচার দর্পণ' গঙ্গাকিশোর সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন :—

এতদ্দেশীয় লোকের মধ্যে বিক্রয়ার্থে বাঙ্গালা পুস্তক মুদ্রিতকরণের প্রথমোদ্যোগ কেবল ১৬ বৎসরাবধি হইতেছে ইহা দেখিয়া আমারদের আশ্চর্য্য বোধ হয় যে এত অল্প কালের মধ্যে এতদ্দেশীয় লোকেরদের ছাপার কর্ম্মের এমত উন্নতি হইয়াছে। প্রথম যে পুস্তক মুদ্রিত হয় তাহার নাম অন্নদামঙ্গল শ্রীরামপুরের ছাপাখানার এক জন কর্ম্মকারক শ্রীযুত গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য তাহা বিক্রয়ার্থে প্রকাশ করেন। (৩০ জানুয়ারি ১৮৩০)

গঙ্গাকিশোর প্রথমে (ইং ১৮১৬) ফেরিস এণ্ড কোম্পানীর ছাপাখানায় বাংলা বই ছাপিতে সুরু করেন; তন্মধ্যে ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' উল্লেখযোগ্য; ইহাই বোধ হয় ছাপার হরফে প্রথম সচিত্র বাংলা পুস্তক। স্বরচিত দুই-তিনখানি পুস্তক ছাড়া তিনি 'গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী', 'লক্ষ্মীচরিত্র', 'বেতাল পঞ্চবিংশতি', 'চাণক্যশ্লোক' এবং লল্লূলালের সহযোগে রামমোহন রায়ের কোন কোন পুস্তক প্রকাশ করিয়াছিলেন। পুস্তকগুলির কাটতি ক্রমশঃ বাড়িতে থাকায় গঙ্গাকিশোর কলিকাতায় একটি আপিস ও বইয়ের

দোকান খোলেন। পুস্তকের ব্যবসায়ে তাঁহার বিলক্ষণ লাভ হইয়াছিল। তিনি ভরসা করিয়া অতঃপর একটি বাংলা মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করেন। তাঁহার মুদ্রাযন্ত্রটি ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত হয়। ইহার নাম—বাঙ্গাল গেজেটি প্রেস বা আপিস।

মুদ্রাযন্ত্র স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গাকিশোরের দৃষ্টি পড়ে সংবাদপত্র-প্রকাশের উপর। তখন পর্য্যন্ত খাস কলিকাতা হইতে কোন বাংলা সাময়িক-পত্র বাহির হয় নাই; বাঙালীর একখানি বাংলা সংবাদপত্র হইলে অনেক পাঠক জুটিতে পারে। এই অভাব পূরণ হয় 'বাঙ্গাল গেজেটি'র দ্বারা। পত্রিকা-প্রকাশের সঙ্কল্পের কথা ১৮১৮ সনের ১৪ই মে তারিখের 'গবর্মেণ্ট গেজেট' নামক ইংরেজী সাপ্তাহিক পত্রে মুদ্রিত নিম্নোদ্ধৃত বিজ্ঞাপন হইতে জানা যায়ঃ—

HURROCHUNDER ROY begs leave to inform his Friends and the Public in general, that he has established a BENGALEE PRINTING PRESS, at No. 45, Chorebagaun Street, where he intends to publish a WEEKLY BENGAL GAZETTE, to comprise the Translation of Civil Appointments, Government Notifications, and such other Local Matter, as may be deemed interesting to the Reader, into a plain, concise, and correct Bengalee Language; to which will be added the Almanack, for the subsequent Months, with the Hindoo Births, Marriages, and Deaths.

Advertisement for insertion in this Gazette, will be recevied at 2 Annas per line. English and Persian, the same Price.

Gentlemen wishing to become Subscribers to this Weekly Publication, will be pleased to send their Names to HURROCHUNDER ROY, at his PRESS, No. 45, Chorebagaun Street, where every information will be thankfully received.

The Price of Subscription is 2 Rupees per Month. Extras included. *Calcutta, 12th May*, 1818.

ইহার অব্যবহিত পরেই 'বাঙ্গাল গেজেটি' প্রকাশিত হয়। পত্রিকা প্রকাশের পর ৯ জুলাই ১৮১৮ তারিখের 'গবর্মেণ্ট গেজেটে' এই বিজ্ঞাপনটি মুদ্রিত হয়ঃ—

HURROCHUNDER ROY

Having established a BENGALEE PRINTING PRESS and a WEEKLY BENGAL GAZETTE, which he publishes on Fridays, containing the Translation of Civil Appointments, Government Notifications and Regulations, and such other LOCAL MATTER as are deemed interesting to the Reader, into a plain, concise and correct Bengalee language, and having spared no pains or trouble to render it as interesting as possible, earnestly hopes that in consideration of the heavy expenses which he has incurred, Gentlemen who have a knowledge and proficiency in that language, will be pleased to patronize his undertaking, by becoming subscribers to the BENGAL GAZETTE. No publication of this nature having hitherto been before the Public, HURROCHUNDER ROY trusts that the community in general will encourage and support his exertions in the attempt which he has made, and afford him a small share of their Patronage.

Gentlemen wishing to become Subscribers to this WEEKLY PUBLICATION will be pleased to send their names to HURROCHUNDER ROY, at his Press, No. 145, Chorebagan Street, where every information will be thankfully received. The Price of Subscription is 2 Rupees per month. Extras included.

Calcutta, Chorebagan Street, No. 145

উপরের বিজ্ঞাপনে 'বাঙ্গাল গেজেটি'র প্রকাশকরূপে গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্যের নামের স্থলে আমরা হরচন্দ্র রায়ের নাম পাইতেছি। অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে, হরচন্দ্রেরও বাড়ী ছিল শ্রীরামপুরে। রামমোহন রায়ের 'আত্মীয় সভা'র সহিত তাঁহার যোগ ছিল ; রামমোহন রায়ের 'কবিতাকারের সহিত বিচার' পুস্তকের শেষ পৃষ্ঠায় তাঁহার নাম পাওয়া যায়। গঙ্গাকিশোরের 'বাঙ্গাল গেজেটি' যন্ত্রালয়ের তিনিও এক জন মালিক ছিলেন—এ কথার প্রমাণ পরে পাওয়া যাইবে। সুতরাং প্রকাশকরূপে হরচন্দ্র রায়ের নাম বিজ্ঞাপনে মুদ্রিত হইলেও 'বাঙ্গাল গেজেটি' পত্রের সহিত গঙ্গাকিশোরের কোন সম্পর্ক ছিল না, এরূপ মনে করিবার হেতু নাই।

উদ্ধৃত বিজ্ঞাপন দুইটি হইতে নিঃসন্দেহে জানা যাইতেছে, ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই মে হইতে ৯ই জুলাই তারিখের মধ্যে কোন দিন 'বাঙ্গাল গেজেটি' প্রকাশিত হইয়াছিল। ঠিক কোন্ তারিখে প্রকাশিত হয়, জানা না গেলেও ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে ত্রৈমাসিক 'ফ্রেণ্ড-অব-ইণ্ডিয়া' অতি স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন যে, 'সমাচার দর্পণ' প্রকাশের (২৩ মে ১৮১৮) এক পক্ষ মধ্যে 'বাঙ্গাল গেজেটি'র জন্ম হইয়াছিল। 'ফ্রেণ্ড-অব-ইণ্ডিয়া' লেখেন :—

> The first Hindoo who established a press in Calcutta was Baboo-ram, a native of Hindoosthan...He was followed by Gunga-Kishore, formerly employed at the Serampore press, who appears to have been the first who conceived the idea of printing works in the current language as a means of acquiring wealth. To ascertain the pulse of the Hindoo public, he printed several works at the press of a European, for which having obtained a ready sale, he established an office of his own, and opened a book-shop For more than six years, he continued to print in Calcutta various works in the Bengalee language, but having disagreed with his coadjutor, he has now romoved his press to his native village. He appointed agents in the chief towns and villages in Bengal, from whom his books were purchased with great avidity, and within a fortnight after the publication from the Serampore press of the Somachar Durpun, the first native Weekly Journal printed in India, he published another, which we hear has since failed.—"On the effect of the Native Press in India," *The Friend of India*, Quarterly Series, No. I. Septr. 1820, pp. 134-35.

এই সময়ে 'বাঙ্গাল গেজেটি'র দুই জন পরিচালক—গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য ও হরচন্দ্র রায় জীবিত, কিন্তু তাঁহাদের কেহই এই উক্তির প্রতিবাদ করিয়াছিলেন বলিয়া আমার জানা নাই। ইহা ছাড়া, 'সমাচার দর্পণ'-সম্পাদকও দৃঢ়তার সহিত অনুরূপ কথা বলেন। তাঁহার উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি :—

> দর্পণ ও বাঙ্গাল গেজেট।—চন্দ্রিকার এক পত্র লেখক দর্পণে প্রকাশিত এক পত্রের উত্তর দেওনেতে কহেন দর্পণ যে প্রথম বাঙ্গলা ভাষায় প্রকাশিত হয় ইহা তিনি স্বীকার করেন না এবং তিনি কহেন যে দর্পণ প্রকাশ হওনের পূর্ব্বে গঙ্গাকিশোর নামক এক ব্যক্তি প্রথম বাঙ্গাল গেজেটনামে সম্বাদ পত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন।

ইহাতে আমারদের এই উত্তর যে আমারদের প্রথম সংখ্যক দর্পণ প্রকাশ হওনের দুই সপ্তাহ পরে অনুমান হয় যে বাঙ্গাল গেজেটনামে পত্র প্রকাশ হয় **কিন্তু কদাচ পূর্ব্বে নহে।** চন্দ্রিকার পত্রপ্রেরক মহাশয় যদ্যপি অনুগ্রহপূর্ব্বক ঐ বাঙ্গাল গেজেটের প্রথম সংখ্যার তারিখ আমারদিগকে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন তবে দর্পণের প্রথম সংখ্যার সঙ্গে ঐক্য করিয়া ইহার পৌর্ব্বাপর্য্যের মীমাংসা শীঘ্র হইতে পারে। যদ্যপি তাঁহার নিকটে ঐ পত্রের প্রথম সংখ্যা না থাকে তবে ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের যে ইঙ্গলণ্ডীয় সম্বাদ পত্রে তৎপত্রের ইশ্‌তেহার প্রকাশ হয় তাহাতে অন্বেষণ করিতে হইবে। যেহেতুক **ভারতবর্ষের মধ্যে বঙ্গভাষায় যে সকল সম্বাদ পত্র প্রকাশ হয় তন্মধ্যে দর্পণ আদি পত্র ইহা আমরা স্পষ্ট জ্ঞাত হইয়া** তৎসভ্রম অনিবার্য্য প্রমাণ প্রাপ্ত না হইলে অমনি কদাচ উপেক্ষা করা যাইবে না।—'সমাচার দর্পণ', ১১ জুন ১৮৩১।

প্রথম বাংলা সংবাদপত্র প্রসঙ্গে একটি সংবাদ সম্প্রতি জানা গিয়াছে। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি-সংখ্যা 'এশিয়াটিক জর্ণালে' ১৬ মে ১৮১৮ তারিখের 'ওরিয়েণ্টাল স্টার' হইতে নিম্নের সংবাদটি উদ্ধৃত হইয়াছে :—

BENGALEE NEWSPAPER

From the Oriental Star, May 16.—Amongst the improvements which are taking place in Calcutta, we observe with satisfaction that the publication of a Bengalee newspaper has been commenced. The diffusion of general knowledge and information amongst the natives must lead to beneficial effects; and the publication we allude to, under proper regulations, may become of infinite use, by affording the more ready means of communication between the natives and the European residents.—*The Asiatic Journal and Monthly Register* (London) for January 1819, p. 59.

দেখা যাইতেছে, ১৬ মে ১৮১৮ তারিখে 'ওরিয়েণ্টাল স্টার' কলিকাতায় বাঙালী-প্রবর্ত্তিত একখানি বাংলা সংবাদপত্রের কথা জ্ঞাপন করিতেছেন। এই সংবাদপত্র যে 'বাঙ্গাল গেজেটি,' তাহাতে সন্দেহ নাই; কারণ, শ্রীরামপুর হইতে 'সমাচার দর্পণ' প্রকাশিত হয় পরবর্ত্তী ২৩এ মে (শনিবার) তারিখে। কিন্তু এই সংবাদটিকে আমি 'বাঙ্গাল গেজেটি' প্রকাশ সম্বন্ধে প্রমাণ বলিয়া মনে করিতে পারিতেছি না। আমার সংশয়ের কারণ বলিতেছি :

১৪ মে ১৮১৮ তারিখের 'গবর্মেণ্ট গেজেটে' মুদ্রিত, ১২ই মে তারিখযুক্ত বিজ্ঞাপনে (ইতিপূর্ব্বে উদ্ধৃত) 'বাঙ্গাল গেজেটি' "বাহির হইবে" ("intends to publish") বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে এবং 'ওরিয়েণ্টাল স্টারে'র ১৬ই মে তারিখের সংবাদে দেখা যাইতেছে, "The publication of a Bengalee Newspaper has been commenced." তাহা হইলে ১২ই হইতে ১৬ই মে তারিখের কোন এক দিনে 'বাঙ্গাল গেজেটি' প্রকাশিত হইয়াছিল। 'বাঙ্গাল গেজেটি' প্রতি শুক্রবার প্রকাশিত হইত, সুতরাং ১৫ মে ১৮১৮ (শুক্রবার) তারিখে উহা প্রকাশিত হইয়াছিল ধরিতে হইবে। 'বাঙ্গাল গেজেটি' "বাহির হইবে"—এই বিজ্ঞাপন ১৪ই মে বাহির হইবার পর-দিনই ১৫ই মে তারিখে কাগজ বাহির

হইয়াছে এবং এই ১৫ই তারিখেই 'ওরিয়েণ্টাল স্টারে'র সাহেব সম্পাদক সেই পত্রিকা দৃষ্টে সেই দিনই তাহার উপর মন্তব্য লিখিয়াছেন ও সেই মন্তব্য তাহার পরের দিন অর্থাৎ ১৬ই প্রকাশিত হইয়াছে—এই জাতীয় তৎপরতা সে-যুগে সম্ভব ছিল কি না, বিশেষভাবে বিবেচ্য। সে-যুগের ছাপাখানা ও সংবাদপত্র পরিচালন ব্যাপারে যাঁহাদের জ্ঞান আছে, তাঁহারাই বুঝিবেন, ইহার মধ্যে কোন গলৃতি থাকা সম্ভব। আমার বিশ্বাস, এই সংবাদের অর্থ—'বাঙ্গাল গেজেটি' প্রকাশের আয়োজন আরম্ভ হইয়াছে ; "the publication···has been commenced" কথাগুলির দ্বারা সম্পাদক মহাশয় ইহাই বুঝাইতে চাহিয়াছেন। এই সকল কারণে 'বাঙ্গাল গেজেটি' প্রকাশের সঠিক কাল নিরূপণ বিষয়ে 'ওরিয়েণ্টাল স্টারে'র সংবাদটি নিঃসংশয়ে গ্রহণ করা যায় না।

পূর্ব্বোদ্ধৃত বিজ্ঞাপন হইতে আমরা জানিতে পারি যে, 'বাঙ্গাল গেজেটি' পত্রে সরকারী বিজ্ঞাপন, আইন ও কর্ম্মচারি-নিয়োগ সংক্রান্ত নানা সংবাদ ও সরল বাংলায় স্থানীয় লোকের রুচিকর নানা কথা স্থান পাইত এবং উহার সডাক মাসিক মূল্য ছিল দুই টাকা। সমকালীন সাময়িক-পত্র (*Asiatic Journal*, July 1819, p. 69) পাঠে আরও জানা যায়, ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত সহমরণ বিষয়ে রামমোহন রায়ের 'প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের সম্বাদ' 'বাঙ্গাল গেজেটি' পত্রে পুনর্মুদ্রিত হইয়াছিল।

'বাঙ্গাল গেজেটি'র কোন সংখ্যা এ-পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। বৎসরখানেক চলিবার পর উহার প্রচার রহিত হয়।

গস্‌পেল মাগাজীন (মাসিক)। ডিসেম্বর ১৮১৯।

B. A. M. S. বা Baptist Auxiliary Missionary Society কর্ত্তৃক প্রকাশিত 'গস্‌পেল মাগাজীন' এই সময়ের দ্বিতীয় মাসিকপত্র এবং খ্রীষ্টীয় তত্ত্ব বিষয়ে সর্ব্বপ্রথম সাময়িক-পত্র। ইহা দ্বিভাষিক ছিল ; প্রতি পৃষ্ঠার বাম স্তম্ভে ইংরেজী, দক্ষিণ স্তম্ভে বঙ্গানুবাদ থাকিত। 'গস্‌পেল মাগাজীনে'র প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল—ডিসেম্বর ১৮১৯। পর-বৎসর জানুয়ারি মাস হইতে ইহার একটি বাংলা সংস্করণও প্রকাশিত হয় ; ইহাতে ইংরেজী-বাংলা সংস্করণের তুলনায় বিষয়-সংখ্যা অল্পই থাকিত।

ব্রাহ্মণ সেবধি। সেপ্টেম্বর ১৮২১।

"কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি দূর দেশহইতে কয়েক প্রশ্ন সম্বলিত" একখানি পত্র ১৪ জুলাই ১৮২১ তারিখের 'সমাচার দর্পণে' প্রকাশ করেন। রামমোহন রায় এই পত্রখানিকে মিশনরীদের তরফ হইতে হিন্দুধর্ম্মের প্রতি অযথা আক্রমণ বোধে প্রতিবাদ করা সঙ্গত মনে করিয়াছিলেন। তিনি তদীয় পণ্ডিত শিবপ্রসাদ শর্ম্মার নামে প্রশ্নগুলির উত্তর 'সমাচার দর্পণে' পাঠাইবার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু 'সমাচার দর্পণ'-সম্পাদক উহার সমগ্র অংশ ব্যবহার করিতে না পারায় পরবর্ত্তী ১লা সেপ্টেম্বর তারিখের পত্রে এইরূপ মন্তব্য করেন :—

শ্রীযুত শিবপ্রসাদ শর্ম্ম প্রেরিত পত্র এখানে পঁহুছিয়াছে তাহা না ছাপাইবার কারণ এই যে সে পত্রে পূর্ব্ব পক্ষের সিদ্ধান্ত ব্যতিরিক্ত অনেক অজিজ্ঞাসিতাভিধান আছে। কিন্তু অজিজ্ঞাসিতাভিধান দোষ বহিষ্কৃত করিয়া কেবল ষড়দর্শনের দোষোদ্ধার পত্র ছাপাইতে অনুমতি দেন তবে ছাপাইবার বাধা নাই অন্যথা সর্ব্ব সমেত অন্যত্র ছাপাইতে বাসনা করেন তাহাতেও হানি নাই।

অগত্যা রামমোহন শিবপ্রসাদ শর্ম্মার নামে ১৮২১ সনের সেপ্টেম্বর মাসে 'Brahmunical Magazine. The Missionary & the Brahmun No. 1 ব্রাহ্মণ সেবধি ব্রাহ্মণ ও মিসিনরি সম্বাদ সং ১ 1821' নামে একখানি সাময়িক-পত্র প্রকাশ করেন। ইহার এক পৃষ্ঠায় বাংলা ও পর-পৃষ্ঠায় তাহার ইংরেজী অনুবাদ থাকিত।

শিবপ্রসাদ শর্ম্মার নামে প্রকাশিত হইলেও, রামমোহন রায়ই যে প্রকৃতপক্ষে 'ব্রাহ্মণ সেবধি'র লেখক—এ কথার উল্লেখ রামমোহনের প্রতিপক্ষ ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সমাচার চন্দ্রিকা'য় পাওয়া যায়। ভবানীচরণ লিখিয়াছিলেন :—

> …সহমরণ রহিত বিষয়ে তাঁহাকে [রামমোহন রায়কে] ইঙ্গরেজী সমাচারপত্র-প্রকাশকেরা প্রশংসা দিতেছেন তাহাতে আমরা দুঃখিত নহি…তিনি ব্রাহ্মণীকেল মেকজিন অর্থাৎ ব্রাহ্মণ সেবধিপ্রভৃতি গ্রন্থ করিয়া মিসনরিপ্রভৃতি খ্রীষ্টিয়ানেরদিগের নিকট অনেক প্রশংসা পাইয়াছিলেন…। (১২ ডিসেম্বর ১৮২৯ তারিখের 'সমাচার দর্পণে' উদ্ধৃত)

১৮২১ সনে প্রকাশিত 'ব্রাহ্মণ সেবধি'র প্রথম তিন সংখ্যার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। সম্ভবতঃ ইহার আর কোন সংখ্যা প্রকাশিত হয় নাই। ১ম সংখ্যা হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি :—

> শতার্দ্ধ বৎসর হইতে অধিককাল এদেশে ইংরেজের অধিকার হইয়াছে তাহাতে প্রথম ত্রিশ বৎসরে তাঁহাদের বাক্যের ও ব্যবহারের দ্বারা ইহা সর্ব্বত্র বিখ্যাত ছিল যে তাঁহাদের নিয়ম এই যে কাহারো ধর্ম্মের সহিত বিপক্ষতাচরণ করেন না ও আপনার আপনার ধর্ম্ম সকলে করুক ইহাই তাঁহাদের যথার্থ বাসনা পরে পরে অধিকারের ও বলের আধিক্য পরমেশ্বর ক্রমে ক্রমে করিতেছেন। কিন্তু ইদানীন্তন বিশ বৎসর হইল কতক ব্যক্তি ইংরেজ যাঁহারা মিসনরি নামে বিখ্যাত হিন্দু ও মোছলমানকে ব্যক্ত রূপে তাঁহাদের ধর্ম্ম হইতে প্রচ্যুত করিয়া খ্রিষ্টান করিবার যত্ন নানা প্রকারে করিতেছেন। প্রথম প্রকার এই যে নানাবিধ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ পুস্তক সকল রচনা ও ছাপা করিয়া যথেষ্ট প্রদান করেন যাহা হিন্দুর ও মোছলমানের ধর্ম্মের নিন্দা ও হিন্দুর দেবতার ও ঋষির জুগুপ্সা ও কুৎসাতে পরিপূর্ণ হয়, দ্বিতীয় প্রকার এই যে লোকের দ্বারের নিকট অথবা রাজপথে দাঁড়াইয়া আপনার ধর্ম্মের ঔৎকর্ষ্য ও অন্যের ধর্ম্মের অপকৃষ্টতা সূচক উপদেশ করেন, তৃতীয় প্রকার এই যে কোনো নীচলোক ধনাশায় কিম্বা অন্য কোনো কারণে খ্রিষ্টান হয় তাহাদিগ্যে কর্ম্ম দেন ও প্রতিপালন করেন যাহাতে তাহা দেখিয়া অন্যের ঔৎসুক্য জন্মে। যদ্যপিও যিশুখ্রিষ্টের শিষ্যেরা স্বধর্ম্ম সংস্থাপনের নিমিত্ত নানা দেশে আপন ধর্ম্মের ঔৎকর্ষ্যের উপদেশ করিয়াছেন কিন্তু ইহা জানা কর্ত্তব্য যে সে সকল দেশ তাঁহাদের অধিকারে ছিল না সেই রূপ মিসনরিরা

ইংরেজের অনধিকারের রাজ্যে যেমন তুরকি ও পারসিয়া প্রভৃতি দেশে যাহা ইংলণ্ডের নিকট হয় এরূপ ধর্ম্ম উপদেশ ও পুস্তক প্রদান যদি করেন তবে ধর্ম্মার্থে নির্ভয় ও আপন আচার্য্যের যথার্থ অনুগামীরূপে প্রসিদ্ধ হইতে পারেন কিন্তু বাঙ্গালা দেশে যেখানে ইংরেজের সম্পূর্ণ অধিকার ও ইংরেজের নাম মাত্রে লোক ভীত হয় তথায় এরূপ দুর্ব্বল ও দীন ও ভয়ার্ত্ত প্রজার উপর ও তাহাদের ধর্ম্মের উপর দৌরাত্ম্য করা কি ধর্ম্মত কি লোকত প্রশংসনীয় হয় না, যেহেতু বিজ্ঞ ও ধার্ম্মিক ব্যক্তিরা দুর্ব্বলের মনঃপীড়াতে সর্ব্বদা সঙ্কুচিত হয়েন তাহাতে যদি সেই দুর্ব্বল তাঁহাদের অধীন হয় তবে তাহার মর্ম্মান্তিক কোনমতে অন্তঃকরণেও করেন না। এই তিরস্কারের ভাগী আমরা প্রায় নয় শত বৎসর অবধি হইয়াছি ও তাহার কারণ আমাদের অতিশয় শিষ্টতা ও হিংসা ত্যাগকে ধর্ম্ম জানা ও আমাদের জাতিভেদ যাহা সর্ব্ব প্রকারে অনৈক্যতার মূল হয়।

সম্বাদ কৌমুদী (সাপ্তাহিক···)। ৪ ডিসেম্বর ১৮২১।

লর্ড হেষ্টিংস-প্রবর্ত্তিত সংবাদপত্র-সম্বন্ধীয় নূতন নিয়মাবলীর একটি সুফল ফলিয়াছিল। অচিরে কলিকাতায় দেশীয় ভাষায় ও ইংরেজীতে অনেকগুলি সংবাদপত্র জন্মলাভ করে; ইহাদের মধ্যে সিল্ক বাকিংহামের 'ক্যালকাটা জর্ণাল' (২ অক্টোবর ১৮১৮) ও 'সম্বাদ কৌমুদী'র নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

পরধর্ম্মের হীনতা প্রতিপাদন বা খ্রীষ্টধর্ম্মের মাহাত্ম্য প্রচার করা 'সমাচার দর্পণে'র উদ্দেশ্য না হইলেও প্রথমাবস্থায় উহাতে এমন কতকগুলি "প্রেরিত পত্র" প্রকাশিত হয়, যাহাতে হিন্দুশাস্ত্রের যুক্তিহীনতা, কুলীনদের প্রতি কটাক্ষ প্রভৃতি ছিল। এই কারণে বাঙালী-পরিচালিত একখানি বাংলা সমাচার-পত্রের অভাব অনেকে অনুভব করিতেছিলেন। ঠিক এই সময়ে কলুটোলা-নিবাসী দেওয়ান তারাচাঁদ দত্ত এবং ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় উভয়ে মিলিয়া একখানি বাংলা সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশে অগ্রসর হন। এই পত্রিকাখানির নাম 'সম্বাদ কৌমুদী'; ইহার ১ম সংখ্যার প্রকাশকাল—৪ ডিসেম্বর ১৮২১ (২০ অগ্রহায়ণ ১২২৮)। ইহার আবির্ভাবে আনন্দ প্রকাশ করিয়া পরবর্ত্তী ২২এ ডিসেম্বর 'সমাচার দর্পণ'-সম্পাদক লিখিয়াছিলেন :—

> সম্বাদ কৌমুদী। এই মাসে সম্বাদ কৌমুদী নামে এক বাঙ্গালি সমাচার পত্র মোং কলিকাতাতে প্রকাশ হইয়াছে এবং তাহার তিন সংখ্যা পর্য্যন্ত ছাপা হইয়াছে ইহাতে আমরা অধিক আহ্লাদ প্রাপ্ত হইয়াছি যেহেতুক দর্পণ বল কিম্বা কৌমুদী বল অথবা প্রভাকর বল যাহাতে এতদ্দেশীয় লোকেরদের জ্ঞান সীমা বিস্তার হয় তাহাতে আমরা তুষ্ট···।

'সম্বাদ কৌমুদী'র ১ম সংখ্যায় প্রকাশিত বঙ্গীয় পাঠকবর্গের প্রতি নিবেদনে স্পষ্ট করিয়া জানান হয়, ধর্ম্ম নীতি ও রাষ্ট্র-বিষয়ক আলোচনা, আভ্যন্তরীণ ঘটনাবলী, দেশ-বিদেশের সংবাদ ও জ্ঞাতব্য তথ্য-সম্বলিত প্রেরিত পত্রাবলী প্রকাশ—এক কথায় লোকহিতসাধনই এই সংবাদপত্র প্রচারের প্রধান লক্ষ্য। পত্রিকার শিরোভাগে এই শ্লোকটি মুদ্রিত হইত :—

দর্পণে বদনং ভাতি দীপেন নিকটস্থিতং ।
রবিনা ভুবনং তপ্তং কৌমুদ্যা শীতলং জগৎ ॥

'সম্বাদ কৌমুদী' প্রতি মঙ্গলবারে, এবং ১৬শ সংখ্যা (১৬ মার্চ ১৮২২) হইতে মঙ্গলবারের পরিবর্ত্তে প্রতি শনিবারে প্রকাশিত হইত। ইহার পৃষ্ঠা-সংখ্যা ছিল ৮। পত্রিকা-প্রকাশের "দুই তিন মাস গর্তে দত্তজের এক সুসন্তান শ্রীযুত হরিহর দত্ত ঐ কাগজের এক সহকারী হইলেন ইহাতে তাঁহার মনোগত কথা ব্যক্ত করিতে বাঞ্ছা করিলেন অর্থাৎ সহগমনের প্রতি তাহার কটাক্ষ করা মত এজন্য তাঁহার বন্দ্যোপাধ্যায় বাবুর সহিত অনৈক্য হইল তিনি ঐ কাগজপ্রকাশক ছিলেন তাদৃশ কথা লেখাতে ধর্ম্মহানি এবং হিন্দুসমাজে মানহানি জানিয়া কৌমুদী ত্যাগ করিয়া ঐ সালের ফাল্গুনে চন্দ্রিকা নামক কাগজের সৃষ্টি করেন ইহাতে কৌমুদী ও চন্দ্রিকায় ঘোরতর সংগ্রাম হইয়াছিল।"* ১৩শ সংখ্যা (২৬ ফেব্রুয়ারি ১৮২২) পর্য্যন্ত ভবানীচরণ 'সম্বাদ কৌমুদী'র প্রকাশক ছিলেন।

নামে যিনিই সম্পাদক থাকুন, 'সম্বাদ কৌমুদী'-সম্পাদন ব্যাপারে যে রামমোহন রায়ের যথেষ্ট হাত ছিল এবং তিনি যে পত্রিকাখানির সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, তাহা মনে করা অসঙ্গত হইবে না।† পরবর্ত্তী মে মাসে স্বত্বাধিকারী ও সম্পাদক হরিহর দত্ত পত্রিকার আর্থিক উন্নতি সম্বন্ধে হতাশ হইয়া অবসর গ্রহণ করিলে মিলিটারি বোর্ড আপিসের কেরাণী, শাঁখারিটোলা-নিবাসী গোবিন্দচন্দ্র কোঙার 'সম্বাদ কৌমুদী'-পরিচালনের ভার গ্রহণ করেন। ২৪-সংখ্যক (১১ মে ১৮২২) 'সম্বাদ কৌমুদী'তে (১) পাঠকগণের প্রতি পূর্ব্ব-সম্পাদক—হরিহর দত্তের বিদায়-বাণী ও (২) বর্ত্তমান সম্পাদক—গোবিন্দচন্দ্র কোঙারের নিবেদন মুদ্রিত হইয়াছিল।

এই নূতন ব্যবস্থাতেও 'সম্বাদ কৌমুদী' বেশী দিন চলিল না। চারি মাস পরেই ইহার প্রচার বন্ধ হইয়া গেল। হিন্দুদের কতকগুলি প্রচলিত প্রথা—বিশেষতঃ সহমরণের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করায় 'সম্বাদ কৌমুদী' জনসাধারণের বিরাগভাজন হইয়াছিল।‡ তাহার উপর

---

* 'সম্বাদ তিমিরনাশক' হইতে ২১ জানুয়ারি ১৮৩২ তারিখের 'সমাচার দর্পণে' উদ্ধৃত।

† "The *Cowmoody* set up by Babco Ram Mohun Roy, to counteract the force of the *Chundrika*, has been engaged in treating on general subjects, taking liberal views of them, though coming only as far as half the way on religion and politics.—*Enquirer*." "The Bengali Newspapers." *Asiatic Journal*, Jany.—Apr. 1833, (Asiatic Intelligence—Calcutta, p. 9.)

রামমোহন রায়ের বিশিষ্ট বন্ধু পাদরি অ্যাডামের মতে :—"He [Rammohun] established and conducted two native papers, one in Persian, and the other in Bengali, and made them the medium of much valuable political information to his countrymen."—*A Lecture on the Life and Labours of Rammohun Roy*, by W. Adam, p. 20.

‡ "The Paper which was considered so fraught with danger, and like to explode over all India like a spark thrown into a barrel of gunpowder, has long since fallen to the ground for want of support ; chiefly we understand because it offended the Native community, by opposing some of their customs, and particularly the Burning of Hindoo Widows....The

রক্ষণশীল-দলের মুখপত্র ভবানীচরণের 'সমাচার চন্দ্রিকা' প্রচারিত হওয়ায় 'কৌমুদী'র গ্রাহক-সংখ্যা অনেক কমিয়া গিয়াছিল।

'সম্বাদ কৌমুদী' একেবারে লোপ পাইল না। পর-বৎসর (১৮২৩) ৭ই আগস্ট তারিখে সম্পাদক-রূপে আনন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে জোড়াসাঁকো ৮৯ নং ভবন হইতে 'সম্বাদ কৌমুদী' প্রকাশ করিবার জন্য নূতন আইন-মতে সরকার লাইসেন্স মঞ্জুর করেন। 'সম্বাদ কৌমুদী' পুনঃপ্রকাশিত হইয়াছিল ; ইহার মুদ্রাকর ও প্রকাশক ছিলেন গোবিন্দচন্দ্র কোঙার।

ইহার পরও 'সম্বাদ কৌমুদী' প্রায় দশ বৎসর জীবিত ছিল। এই দশ বৎসরের মধ্যে দুই-তিন বার ইহার পরিচালকের পরিবর্ত্তন হয়। ১৯ ডিসেম্বর ১৮২৯ তারিখের 'বঙ্গদূত' নামক সাপ্তাহিক পত্রে প্রকাশিত তৎকাল-প্রচলিত ইংরেজী ও বাংলা সাময়িক-পত্রের তালিকায় 'সম্বাদ কৌমুদী'র সম্পাদকরূপে হলধর বসুর নাম পাওয়া যায়।

১৮৩০ সন হইতে 'সম্বাদ কৌমুদী' দ্বিসাপ্তাহিক পত্রে পরিণত হয়। ৩০ জানুয়ারি ১৮৩০ তারিখের 'সমাচার দর্পণে' প্রকাশ,—"সম্বাদ কৌমুদী এখন সপ্তাহে দুই বার প্রকাশ হইতেছে।"

রামমোহনের বিলাত-যাত্রার পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রাধাপ্রসাদ রায় কিছু দিন 'সম্বাদ কৌমুদী' পরিচালন করিয়াছিলেন। ২১ জানুয়ারি ১৮৩২ তারিখের 'সমাচার দর্পণে' প্রকাশ :—

> এক্ষণে শ্রীযুত বাবু রামমোহন রায়ের পুত্র শ্রীযুত বাবু রাধাপ্রসাদ রায় কৌমুদীনামে কাগজ করিতেছেন ঐ কাগজের গ্রাহক কেবল সতীদ্বেষী কএক মহাশয়েরা আছেন শুনিয়াছি তাহার ব্যয়নিমিত্ত শ্রীযুত বাবু কালীনাথ মুন্সী ১৬ টাকা আর শ্রীযুত বাবু দ্বারিকানাথ ঠাকুর ১৬ টাকা দেন ইহাতেই তাহার জীবনোপায় হইয়াছে নচেৎ কৌমুদী এত দিনে কোন স্থানে মিলাইয়া যাইতেন…। ('সম্বাদ তিমিরনাশক' হইতে উদ্ধৃত)

ইহার পর 'সম্বাদ কৌমুদী' আরও দুই-এক বৎসর জীবিত ছিল। ১৮৩২ সনের ১৫ই ডিসেম্বর তারিখের 'সমাচার দর্পণে' এই বিজ্ঞপ্তিটি উদ্ধৃত হইয়াছিল :—

> সর্ব্বজনকে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া যাইতেছে যে পূর্ব্বে কৌমুদীর লেখক ও সাহায্যকারী যিনি ছিলেন তেঁহ কোন আবশ্যকতাতে বাধিত হইয়া ঐ কর্ম্মহইতে অবসর প্রাপ্ত হইয়াছেন

---

innocent *Sungbad Cowmuddy*, the object of so much unnecessary alarm, was originally established in the month of December 1821, and relinquished by the original Proprietor for want of encouragement in May 1822, after which it was kept alive by another Native till the September following, when, about the commencement of the Doorga Pooja Holidays, it first was suspended, and then fell to rise no more."—"Danger of the Native Press" : *The Calcutta Journal*, 14 Feby. 1823, pp. 618-19.

এক্ষণে তাঁহার পরিবর্ত্তে নবীন লেখক ও সাহায্যকারী এই দিসেম্বর মাসের প্রথমহইতে হইলেন···।—কৌমুদী।*

পশ্বাবলী (মাসিক)। ফেব্রুয়ারি ১৮২২।

১৮২২ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে কলিকাতা-স্কুলবুক-সোসাইটি কর্ত্তৃক 'পশ্বাবলী' নামে একখানি বাংলা মাসিক-পুস্তক প্রকাশিত হয়। ইহার প্রত্যেক সংখ্যায় একটি করিয়া জন্তুর বিবরণ, এবং প্রথম পৃষ্ঠায় সেই-সেই জন্তুর কাঠ-খোদাই চিত্র থাকিত। 'পশ্বাবলী' পত্রের প্রথম পর্য্যায় পাদরি লসন্ কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও ডবলিউ. এইচ. পীয়ার্স কর্ত্তৃক বাংলায় অনূদিত হয়। কাঠ-খোদাই চিত্রগুলি লসনের; তিনি কাঠ-খোদাই কার্য্যে সুপটু ছিলেন। প্রথম চারি সংখ্যার আখ্যাপত্র হইতে উহাদের বিষয় ও প্রকাশকাল উদ্ধৃত করা গেল :—

১ সংখ্যা.—সিংহের বৃত্তান্ত. *February* 1822

২ সংখ্যা.—ভালুকের বৃত্তান্ত. *March* 1822

৩ সংখ্যা.—হস্তীর বৃত্তান্ত. *April* 1822

৪ সংখ্যা.—গণ্ডার ও হিপপটমস্ অর্থাৎ নদ্যশ্বের বৃত্তান্ত. *Aug.* 1822

৫ম ও ৬ষ্ঠ সংখ্যার বিষয়—ব্যাঘ্র ও বিড়ালের বিবরণ। এই দুই সংখ্যা বহু বিলম্বে প্রকাশিত হইয়াছিল। লসনের মৃত্যুতে (১৮২৭ সনে ?) 'পশ্বাবলী'র প্রথম পর্য্যায় ছয় সংখ্যার বেশী অগ্রসর হইতে পারে নাই। স্কুলের ছাত্রদের পারিতোষিক-পুস্তক হিসাবে গ্রহণীয় হইবে বিবেচনা করিয়া, ১৮২৮ সনে কলিকাতা-স্কুলবুক-সোসাইটি 'পশ্বাবলী'† নামে এই ছয় সংখ্যা একত্র পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় পর্য্যায়ের 'পশ্বাবলি' পরিচালন করেন—হিন্দুকলেজের শিক্ষক রামচন্দ্র মিত্র। ইহার প্রথম সংখ্যা "কুক্কুরের বৃত্তান্ত" ১৮৩৩ সনে প্রকাশিত হয় বলিয়া মনে হইতেছে। কলিকাতা-স্কুলবুক-সোসাইটির দশম কার্য্যবিবরণে প্রকাশ :—

> The *Natural History* in *Bengalee*, of which one volume was completed by Messrs. Lawson and Pearce, is now taken up by RAM CHUNDER MITR, who was formerly a scholar, but is now a teacher, in the Hindoo College ; and who appears likely to carry it forward with vigour and success. He has furnished the *History of the Dog*, enlivened

---

* 'সম্বাদ কৌমুদী'র কোন সংখ্যা এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। ১৮২১-২২ সনের 'ক্যালকাটা জর্ণালে'র এশিয়াটিক ডিপার্টমেন্ট-বিভাগে ইহার ১ম বর্ষের কয়েক সংখ্যার বিষয়-স্চী ও অনেকগুলি প্রবন্ধের ইংরেজী অনুবাদ পাওয়া যায়। এগুলির কতকাংশ আবার বিলাত হইতে প্রকাশিত 'এশিয়াটিক জর্ণাল' নামক মাসিকপত্রেও ১৮২২ সনে (আগষ্ট, পৃ. ১৩৬-৩৭ ; সেপ্টেম্বর, পৃ. ২৮৪-৮৭ ; অক্টোবর, পৃ. ৩৮৪-৯৪) পুনর্মুদ্রিত হয়। 'সম্বাদ কৌমুদী'র কণ্ঠভাগের শ্লোকটি মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধির প্রবন্ধ ('নব্যভারত', বৈশাখ ১৩০৪) হইতে গৃহীত।

† তারাশঙ্কর তর্করত্ন কর্ত্তৃক আমূল পুনর্লিখিত হইয়া, এই পুস্তকের একটি সংস্করণ ১৮৫২ সনের জুন মাসে প্রকাশিত হইয়াছিল (কলিকাতা-স্কুলবুক-সোসাইটির ১৬শ কার্য্যবিবরণ, পৃ. ১ দ্রষ্টব্য)।

with a great number of interesting anecdotes, each arranged under the species of the animal of which he is treating. The first seven [six ?] numbers of the work were printed only in Bengalee, but it was proposed that all succeeding numbers shall be in Bengalee and English ; and under existing circumstances, it did not appear wise to reject this proposal.—The Tenth Report of the Calcutta School-Book Society's Proceedings. Fifteenth and Sixteenth Years, 1832-1833. *Read the 21st March, 1834.* Pp. 10-11.

রামচন্দ্র মিত্র 'পশ্বাবলি'র সর্ব্বসমেত ১৬ সংখ্যা ইংরেজী-বাংলায় প্রকাশ করিয়াছিলেন,* কিন্তু এগুলি নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয় নাই।

সমাচার চন্দ্রিকা (সাপ্তাহিক···)। ৫ মার্চ ১৮২২।

'সম্বাদ কৌমুদী' প্রথম ত্রয়োদশ সংখ্যা প্রকাশ করিবার পর "অংশিগণের সহিত ধর্ম্ম বিষয়ে ঐকমত্য না হওয়ায়" ভবানীচরণ উহার সংস্রব ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ভবানীচরণ উদ্যোগী পুরুষ ; তিনি অচিরাৎ কলুটোলায় সমাচার চন্দ্রিকা যন্ত্র স্থাপন করিয়া, ২৫ নং রামমোহন ঘোষের ষ্ট্রীট হইতে 'সমাচার চন্দ্রিকা' নামে একখানি সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। 'সমাচার চন্দ্রিকা'র প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল—৫ মার্চ ১৮২২ (২৩ ফাল্গুন ১২২৮)। পত্রিকার শিরোভাগে এই শ্লোকটি মুদ্রিত হইত ঃ—

> সদা সমাচারজুষাং ফলার্পিকা, পদার্থচেষ্টাপরমার্থদায়িকা
> বিজ্ঞস্ততে সর্ব্বমনোহনুরঞ্জিকা শ্রিয়া ভবানীচরণস্য চন্দ্রিকা

প্রথম দুই সংখ্যা পত্রিকা প্রকাশ করিবার পর ভবানীচরণ শ্রীরামপুরের 'সমাচার দর্পণে' (২৩ মার্চ ১৮২২) নিম্নোদ্ধৃত ইস্তাহার প্রকাশ করেন ঃ—

> ইস্তাহার।—কলিকাতার কলুটোলা গ্রাম নিবাসী শ্রীযুত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সকল বিজ্ঞ সদ্বিবেচক মহাশয়েরদিগকে বিজ্ঞাপন করিতেছেন যে তিনি সম্বাদ কৌমুদী নামক সমাচার পত্র ১ প্রথমাবধি ১৩ সংখ্যা পর্য্যন্ত প্রকাশ করিয়াছেন সম্প্রতি সমাচার চন্দ্রিকানামক এক পত্র প্রকাশ করিতেছেন তাহাতে নানাদিগ্দেশীয় বিবিধ সমাচার অনায়াসে জানা যায়। প্রথম পত্র ২৩ ফালগুন মঙ্গলবার প্রকাশ করিয়াছেন ২ দ্বিতীয় পত্র সোমবার প্রকাশিত হইয়াছে এবং পরেও প্রতিসোমবারে প্রকাশিত হইবে। এই পত্রগ্রাহক মহাশয়েরদিগের প্রতিমাসে ১ টাকা মূল্য দিতে হইবে।

---

* Anglo-Bengali...

Animal Biography, vol. I. in 8 numbers ; viz.

No. 1. The Dog ; 2. The Horse ; 3. The Ass ; 4. The Ox ; 5. The Buffalo ; 6. The Sheep ; 7. The Goat : 8. The Camel ;

— vol. II. in 8 numbers ; viz.

No. 1. The Wolf ; 2. The Leopard ; 3. The Monkey ; 4. The Beaver ; 5. The Seal ; 6. The Bat ; 7. The Hare ; 8. The Rat ;...

—The Twenty-First Report...Account of Stock of the Calcutta School-Book Society Jany. 1*st*. 1860.

এই বিজ্ঞাপনটি বাহির হইবার এক সপ্তাহ পূর্ব্বে—১৫ মার্চ তারিখে 'ক্যালকাটা জর্ণালে'ও ভবানীচরণ একই মর্ম্মে একটি ইংরেজী ইস্তাহার প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহার উত্তরে 'সম্বাদ কৌমুদী'-সম্পাদক হরিহর দত্ত যে বিজ্ঞাপনটি প্রকাশ করেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :—

> The Editor of the *Sambad Coumudy* observing an Advertisement inserted in the *Calcutta Journal* of the 15th instant, by one Bhobanee Churn Bunnerjee, asserting that the first 13 Nos. of the *Coumudy* were edited by him, deems it indispensably necessary to state for publication, that this declaration is a wicked and malicious fabrication of falsehood advanced through sinister motives : for he was no more than the real Editor's Assistant, and as such he was introduced to the notice of the gentlemen, under whose immediate and sole patronage and support the paper has been established.
>
> March 21, 1822. HURREE HUR DUTT

'সম্বাদ কৌমুদী'র প্রথম ১৩ সংখ্যা প্রকাশে ভবানীচরণ সম্পাদকই থাকুন বা সম্পাদকের সহকারীই থাকুন, পত্রিকা-পরিচালন ব্যাপারে তাঁহার যে হাত ছিল, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তবে এই সকল বিজ্ঞাপন হইতে 'কৌমুদী'-কর্ত্তৃপক্ষের সহিত ভবানীচরণের রীতিমত বিবাদের আভাস পাওয়া যায়। ইহার কারণ যে ধর্ম্মমতের পার্থক্য, ভবানীচরণের জীবনীতে তাহার উল্লেখ আছে। এই বিবাদের ফলে উভয় পত্রিকাতেই পরস্পরের প্রতি আক্ষেপসূচক অশোভন নিন্দাবাদ প্রচারিত হইতে থাকে। ৩০ মার্চ ১৮২২ তারিখের 'সমাচার দর্পণে' একজন পত্রপ্রেরক এইরূপ মন্তব্য করেন :—

> সম্বাদ কৌমুদীকারক মহাশয়েরা পূর্ব্ব এক হইয়া কাগজ প্রকাশ করিতেছিলেন। পরে ১৪ সংখ্যাতে তাহারা ভিন্ন হইয়া সম্বাদ কৌমুদী ও সমাচার চন্দ্রিকা নামে দুই কাগজ প্রকাশ করিতেছেন। কিন্তু উভয়ে পরস্পর বিবাদজনক অসাধু ভাষাতে পরস্পর নিন্দা স্ব২ কাগজে ছাপাইতেছেন ইহাতে আমার খেদ হইতেছে যেহেতুক সম্বাদ আর সমাচার নামে খ্যাত কাগজ। নানাদেশীয় নানাবিধ নূতন২ সুশ্রাব্য বিষয়রহিত হইয়া কেবল পরগ্লানি-সূচক হইলে নামের বিপরীত হয়।

ভবানীচরণ রক্ষণশীল হিন্দু ছিলেন; তাঁহার সম্পাদিত 'সমাচার চন্দ্রিকা' রক্ষণশীল হিন্দু সম্প্রদায়ের মুখপত্রস্বরূপ হইয়াছিল। ইহার গ্রাহক-সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ১৮২৯ সনের এপ্রিল মাসে 'সমাচার চন্দ্রিকা' সাপ্তাহিক হইতে দ্বি-সাপ্তাহিক পত্রে পরিণত হয় :

> এই চন্দ্রিকা পত্র ১৭৪৩ শকে সাপ্তাহিক অর্থাৎ প্রতি সোমবারে প্রকাশ হইত ১৭৫১ শকের বৈশাখাবধি দুইবার অর্থাৎ সোমবার ও বৃহস্পতিবার প্রকাশমান হইতেছে।—'সমাচার চন্দ্রিকা', ১২ এপ্রিল ১৮৩০।

"সতীনিবারণের বিরুদ্ধে ইংগ্লণ্ড দেশে আপীলকরণার্থে এবং হিন্দুদিগের ধর্ম্ম বজায় রাখিবার নিমিত্তে" কলিকাতার রক্ষণশীল হিন্দুরা মিলিয়া ১৭ জানুয়ারি ১৮৩০ তারিখে

সমাচারচন্দ্রিকা

কলিকাতাকলুটোলা২৬নং গৃহে চন্দ্রিকা মন্ত্রেণমুদ্রিতং

সদাসমাচারজুষাংফলাপিকা,পদার্থচেষ্টাপরমার্থদায়িকা
বিজৃম্ভতেসর্ব্বমনোনুরঞ্জিকাশ্রিয়াভবানীচরণস্যচন্দ্রিকা

এইপত্রসোম ওবৃহস্পতিবার প্রকাশ হয় মূল্য মাসে ১

৫৯০ সংখ্যা সোমবার ৪ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৮ সাল ইং ১৮৩১ সাল ১৬ মে

কলিকাতার পরিশোধাক্ষম ঋণিদিগের পরিত্রাণের আদালত।

১৮৩১ সাল ৭ মে তারিখে ঐ আদালতের আজ্ঞানুসারে লিপির দ্বারা সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে জান হন্ট সাহেব যিনি কলিকাতায় জোএলরি কর্ম্ম করিতেন এক্ষণে বহু খৃষ্টসরাবধি বিলাতে বাস করিতেছেন ঐ জান হন্ট সাহেবের বিবাহিতা বিবি জেন হন্ট যিনি কলিকাতায় মুরগীহাটা ষ্ট্রীটে বাস করিতেন তিনি এক্ষণে কলিকাতার প্রধান কারাগারে কএদ আছেন তাঁহার আরজী ঐ আদালতে আগামি ২৫ জুন শনিবার বেলা দুই প্রহরের সময় শুনা যাইবেক

এবং ঐ জেন হন্টের মহাজন লোকের নাম তাঁহার আরজীর সহিত এক ফর্দ্দ ঐ আদালতের চিফ কেলার্ক আফিসে দাখিল হইয়াছে তাহাতে ঐ ফর্দ্দে তাঁহার মহাজন লোকের নাম নির্দিষ্টআছে তাঁহারা চিফ কেলার্ক আফিসে আইলে দেখিতে পাইবেন ইতিতারিখ ১২মে ১৮৩১ সাল।

C. G. Strettell
Attorney for Jane Hunt.

কলিকাতার পরিশোধাক্ষম ঋণিদিগের পরিত্রাণের আদালত।।

১৮৩১ সাল ৭ মে তারিখে ঐ আদালতের আজ্ঞানুসারে লিপি দ্বারা সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে কেথেরিন্ এলিজা মেডিরা পূর্ব্বে কলিকাতায় মুরগীহাটা ষ্ট্রীটে বাস করিতেন

এক্ষণে কলিকাতার প্রধান কারাগারে কয়েদ আছেন তাঁহার আরজী ঐ আদালতে আগামি ২৫ জুন শনিবার বেলা দুই প্রহরের সময় শুনা যাইবেক

এবং ঐ কেথেরিন এলিজা মেডিরার মহাজন লোকের নাম তাঁহার আরজীর সহিত এক ফর্দ্দ ঐ আদালতের চিফকেলার্ক আফিসে দাখিল হইয়াছে তাহাতে ঐ ফর্দ্দে তাঁহার মহাজন লোকের নাম নির্দিষ্ট আছে তাঁহারা চিফ কেলার্ক আফিসে আইলে দেখিতে পাইবেন ইতি তারিখ ১২ মে ১৮৩১।

C. G. Strettell
Attorney for Cotherine
Eliza madeira

কলিকাতার পরিশোধাক্ষম ঋণিদিগের পরিত্রাণের আদালত।

১৮৩১ সালের ২মে তারিখের ঐ আদালতের হুকুম অনুসারে লিপির দ্বারা সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে উইলম বরস সাহেব সহর কলিকাতায় তালতলা সাকিনেতে বাস করিতেন এবংমিলেটরিডিপার্টমেন্টে এশিষ্টেন্টছিলেন এইক্ষণে কলিকাতার বড়জেলে কএদআছেন তাঁহার আরজী এই আদালতে আগামি শনিবার ১৩ আগষ্ট বেলা দুইপ্রহরের সময় শুনা যাইবেক

ঐ উইলেম বরসসাহেবের মহাজন লোকের নাম ঐ আরজীর সহিত

['সমাচার চন্দ্রিকা' পত্রের একটি পৃষ্ঠার প্রতিলিপি]

ধর্ম্মসভার প্রতিষ্ঠা করেন। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এই সভার সম্পাদক হন। ১৮৩০ সনের ১৩ই ফেব্রুয়ারি 'সমাচার দর্পণ' মন্তব্য করেন, "চন্দ্রিকাকার ধর্ম্মসভার কৌমুদীকার ব্রহ্মসভার সাহায্যকারক।...সতীবিষয়ক ব্যাপার সংপ্রতি ঐ উভয় সমাচারপত্রে লিখিত বাদানুবাদমাত্রের আশ্রয় হইয়াছে...।"

১৮৪৮ সনের ২০এ ফেব্রুয়ারি (৯ ফাল্গুন ১২৫৪) ভবানীচরণের মৃত্যু হইলে তৎপুত্র রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় কিছু দিন 'সমাচার চন্দ্রিকা' পরিচালনা করিয়াছিলেন।* কিন্তু তখন 'সংবাদ প্রভাকর', 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' প্রভৃতি পত্রিকার আবির্ভাবে 'সমাচার চন্দ্রিকা'র প্রসার-প্রতিপত্তি কমিয়া আসিয়াছিল। সুতরাং রাজকৃষ্ণ শীঘ্রই ঋণজালে জড়িত হইয়া দেউলিয়া হন। আড়াই শত টাকায় 'সমাচার চন্দ্রিকা'র স্বত্ব বা "হেড" ক্রয় করেন—ভগবতীচরণ চট্টোপাধ্যায়। নূতন 'সমাচার চন্দ্রিকা' প্রকাশিত হইলে ৭ মে ১৮৫২ তারিখে 'সংবাদ প্রভাকর' লেখেন :—

> শ্রীযুত বাবু ভগবতীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের নূতন চন্দ্রিকা আমারদিগের দৃষ্টিপথে বিহার করিয়াছেন, ইঁহার আকার প্রকার অবিকল পুরাতন চন্দ্রিকার ন্যায়। এবং পূর্ব্বকার সেই অসংখ্য সংখ্যা ও শ্লোকটিও রহিয়াছে...।
>
> এই বিষয় যন্ত্রারূঢ় হওন কালে শ্রবণ করিলাম পুরাতন চন্দ্রিকার নূতন সম্পাদক নূতন চন্দ্রিকার নূতন এডিটর ও নূতন প্রোপ্রাইটরের নামে উকিলের চিঠি দিয়াছেন, ফলে তিনি দিতে পারেন, কারণ রাজকৃষ্ণ বাবু ইন্সালবেণ্ট গ্রহণের অনেক পূর্ব্বেই চন্দ্রিকা বিক্রয় করিয়াছেন।

নূতন 'চন্দ্রিকা'র সঙ্গে পুরাতন 'সমাচার চন্দ্রিকা'ও মাঝে মাঝে বাহির হইয়াছিল :—

> বাবু ভগবতীচরণ চট্টোপাধ্যায় যেমন এসাইনির নিকট হইতে হেড ক্রয় করত নূতন চন্দ্রিকা প্রকাশ করিলেন তেমনি আবার এ পক্ষের পুরাতন চন্দ্রিকাখানি একবার জন্ম, একবার মৃত্যু, একবার মৃত্যু, একবার জন্ম, এইরূপ পাঁচ ছয় আছাড় খাইয়াই প্রাণত্যাগ করিলেন।—'সংবাদ প্রভাকর', ৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৩।

রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুর (১৪ আগষ্ট ১৮৫২) পর সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক প্রাণকৃষ্ণ বিদ্যাসাগর পুরাতন 'সমাচার চন্দ্রিকা' প্রকাশ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় ; 'বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহে'র (চৈত্র ১৭৮০ শক) একটি সমালোচনায় প্রকাশ :—"এই সময়ে সংস্কৃত

---

* ১৬ মে ১৮৪৮ তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশ :—"ধর্ম্মসভা তথা চন্দ্রিকা সম্পাদক। অবগতি হইল, গত রবিবার বৈকালে কলুটোলার ধর্ম্মসভার গৃহে ধর্ম্মসভার এক অতিরেক সভা হইয়াছিল, ঐ সভাতে আমারদিগের প্রধান সহযোগি চন্দ্রিকার অভিনব সম্পাদক বাবু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সম্পাদকের পদে অভিষিক্ত হইয়াছেন, উক্ত বাবু পিতৃপদ প্রাপ্ত হইয়া পিতার ন্যায় সর্ব্বতোভাবে যশস্বী হয়েন...।"

কালেজের পূর্ব্বতন অধ্যাপক ও সমাচারচন্দ্রিকা নামক সংবাদপত্রের বিখ্যাত সম্পাদক পণ্ডিতপ্রধান মৃত প্রাণকৃষ্ণ বিদ্যাসাগর মহাশয়…।"

'সমাচার চন্দ্রিকা' পরে প্রাত্যহিক পত্রে পরিণত হয়, এবং শেষ দিক্‌টায় 'দৈনিকে'র সহিত সম্মিলিত হইয়া যায়।*

গ্রীষ্টের রাজ্যবৃদ্ধি (মাসিক)। মে ১৮২২।

১৮২২ সনের মে মাসে 'গ্রীষ্টের রাজ্যবৃদ্ধি' নামে একখানি "মাসিক সমাচার পত্র" শ্রীরামপুর হইতে প্রকাশিত হয়। গ্রীষ্টতত্ত্ব সম্বন্ধে ইহা দ্বিতীয় মাসিক পত্র। প্রথম সংখ্যায় পত্রিকা-প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত হইয়াছে :—

> অন্য২ দেশে গ্রীষ্টিয়ান লোকেরা কিরূপ পাপিরদিগের পরিত্রাণার্থে প্রার্থনা করে ও মঙ্গল সমাচার ঘোষণা করিতে ও লোকেরদিগকে শিক্ষা করিতে কিরূপ পরিশ্রম করে ও অন্য লোকদ্বারা মঙ্গল সমাচার ঘোষণা করিতে আপনারা কত টাকা ব্যয় করে ও ঈশ্বর তাহারদিগের প্রার্থনা কিরূপ শ্রবণ করেন ও তাহারদের ক্রিয়ার ফল দেন। এই সকল তোমারদিগকে জ্ঞাত করার কারণ মাসে২ এই মত পুস্তক ছাপা হইবে। তাহাতে নানাদেশীয় ভাল সমাচার দেওয়া যাইবেক এই পুস্তক বিষয়েতে যে লাভ হইবে তাহা ভাল২ পুস্তক ছাপাইয়া ধর্ম্মজ্ঞানার্থে হিন্দুরদিগকে দিতে এবং তাহারদিগকে পরিত্রাণের পথ শিক্ষা করাইতে ব্যয় করা যাইবেক। আমরা এই ভরোসা করি যে তোমরা এ বিষয়ে আমারদিগের সহায়তা করিবা ও মাস২ কিছু২ করিয়া দিবা ও প্রভু য়িশু গ্রীষ্টের মঙ্গল সমাচার ঘোষণা করণার্থে বাঙ্গালি গ্রীষ্টিয়ানের মধ্যে এক দল কর।

'গ্রীষ্টের রাজ্যবৃদ্ধি' পত্রিকার প্রত্যেক সংখ্যায় ৮ পৃষ্ঠা পরিমাণ রচনা থাকিত, মূল্য ছিল ⁄০। ১ম খণ্ড শেষ হয় ১৪ সংখ্যায় (জুন ১৮২৩)। ২য় খণ্ড, ১ম সংখ্যার তারিখ— জানুয়ারি ১৮২৪।

---

* ১৮২২ সনের 'ক্যালকাটা জর্ণালে' 'সমাচার চন্দ্রিকা'র ১ম বর্ষের অনেকগুলি সংখ্যার বিষয়-সূচি ও কোন কোন প্রবন্ধের ইংরেজী চুম্বক পাওয়া যায়। ১৮৫০ সনের 'ক্যালকাটা রিভিয়ু' ("Early Bengali Literature and Newspapers," pp 157-59) পত্রে ১৮২২-২৫ সনের 'সমাচার চন্দ্রিকা'র কতকগুলি সংখ্যার বিষয়-সূচি মুদ্রিত হইয়াছে।

ব্রিটিশ মিউজিয়মে রক্ষিত ১২৩৭ সালের (১২ এপ্রিল ১৮৩০—১২ এপ্রিল ১৮৩১) 'সমাচার চন্দ্রিকা' হইতে কিছু কিছু জ্ঞাতব্য তথ্য সঙ্কলন করিয়া ডঃ শ্রীসুশীলকুমার দে 'ভারতী' (ভাদ্র ১৩২৯, পৃ. ৪২৭-৩২) ও 'ক্যালকাটা রিভিয়ু' (আগস্ট ১৯২২) পত্রে, এবং ডঃ শ্রীজয়ন্তকুমার দাশগুপ্ত 'ভারতবর্ষে' (শ্রাবণ ১৩৩৯, পৃ. ২১৬-২২) প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা ছাড়া 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' গ্রন্থের ১ম-২য় খণ্ডে 'সমাচার চন্দ্রিকা'র অনেক রচনার নিদর্শন পাওয়া যাইবে।

১৮২৩ সনের মুদ্রাযন্ত্র-বিষয়ক আইন

ইংরেজী সংবাদপত্রগুলিতে—বিশেষতঃ সিল্ক বাকিংহামের 'ক্যালকাটা জর্ণালে' এমন অনেক রচনা বাহির হইতে লাগিল, যাহা সরকারের নিকট আপত্তিজনক ও অনিষ্টকর, অতএব লর্ড হেষ্টিংসের নিয়মের বিরোধী বলিয়া বিবেচিত হইল। সরকার রুষ্ট হইয়া সংবাদপত্র শাসনের জন্য বিধি প্রবর্ত্তনের আয়োজন করিতে লাগিলেন। বড়লাটের মন্ত্রণা-পরিষদের সভ্যেরা ইংরেজী সংবাদপত্র সম্বন্ধে প্রতিকূল মত নিজ নিজ মিনিটে প্রকাশ করিলেন; উইলিয়ম বাটারওয়ার্থ বেলী তাঁহার ১০ অক্টোবর ১৮২২ তারিখের দীর্ঘ মিনিটে* দেশীয় ভাষার সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধাদি হইতে সরকারের চক্ষে আপত্তিজনক অনেক অংশ উদ্ধৃত করেন। তিনি লিখিতেছেন :—

> বর্ত্তমানে চারিখানি দেশীয় সংবাদপত্র কলিকাতায় প্রকাশিত হয়; দুইখানি বাংলায় এবং দুইখানি ফার্সীতে। চারিখানিই সাপ্তাহিক।...ফার্সী কাগজগুলির নাম—'জাম-ই-জাহান-নুমা' এবং 'মীরাৎ-উল্-আখ্বার'।...দ্বিতীয়খানি সুপরিচিত রামমোহন রায়ের। ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় তর্ক-বিতর্কে সম্পাদকের প্রবণতা আছে—ইহা জানা কথা, এবং সেই প্রবণতার বশে একটি সুযোগ পাইয়া খ্রীষ্টীয় ত্রিত্ববাদ সম্বন্ধে তিনি যে-সব মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা প্রচ্ছন্ন হইলেও অনিষ্টকারক।...
>
> ফার্সী ও বাংলা উভয় ভাষার সংবাদপত্রেই অনেক আপত্তিজনক অংশ আছে। 'সতীদাহ' লইয়া বাংলা সংবাদপত্রে বহু তীব্র আলোচনা প্রকাশ করা হইতেছে। ইউরোপীয় মধ্যস্থতা ব্যতিরেকে, দেশের লোকেরা স্ব-ইচ্ছায় এই সকল আলোচনা চালাইলে মঙ্গলের বিষয় হইবে। (অনূদিত)

বেলী তাঁহার মিনিটে স্পষ্টবাদিতার পরিচয় দিয়াছেন। সংবাদপত্রের অবাধ আলোচনা যে তাৎকালীন রাষ্ট্রের পক্ষে আশঙ্কাজনক, এই মত তিনি পোষণ করিতেন। তিনি লিখিয়াছেন :—

> The stability of the British dominion in India mainly depends upon the cheerful obedience and subordination of the Officers of the Army, on the fidelity of the Native Troops, on the supposed character and power of the Government, and upon the opinion which may be entertained by a superstitious and unenlightened Native population of the motives and tendency of our actions as affecting their interests.
>
> The liberty of the Press, however essential to the nature of a free state, is not in my judgment, consistent with the character of our institutions in this Country, or with the extraordinary nature of our dominion in India.

১৮২২ সনের ১৭ই অক্টোবর সকৌন্সিল লর্ড হেষ্টিংস সংবাদপত্রগুলিকে কঠিন শৃঙ্খলে বাঁধিবার উদ্দেশ্যে বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট নূতন ক্ষমতা প্রার্থনা করিলেন। পর-বৎসরের ৯ই জানুয়ারি লর্ড হেষ্টিংস বিলাত-যাত্রা করেন। অ্যাডাম অস্থায়ী ভাবে গবর্ণর-জেনারেল

* সমগ্র মিনিটটি আমি *Modern Review* (November 1928) পত্রে প্রকাশ করিয়াছি।

হইলেন। তিনি বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষের সমর্থন পাইয়া ৪ মার্চ ১৮২৩ তারিখে এক কড়া প্রেস-আইন লিপিবদ্ধ করেন। পরবর্ত্তী ৪ঠা এপ্রিল সুপ্রীম কোর্টে রেজেষ্ট্রীকৃত হইয়া এই আইন জারি হয়। এই নূতন আইনের প্রথম ফলস্বরূপ রামমোহন রায়-সম্পাদিত 'মীরাৎ-উল্-আখ্‌বার' বন্ধ হইয়া যায়; পত্রের শেষ সংখ্যায় তিনি যাহা লেখেন, তাহা অনূদিত হইয়া ১৮২৩ সনের ১০ই এপ্রিল 'ক্যালকাটা জর্ণালে' প্রকাশিত হয়। নিম্নে তাহার বঙ্গানুবাদ দেওয়া হইল :—

মীরাৎ-উল্-আখ্‌বার

শুক্রবার, ৪ এপ্রিল ১৮২৩—(অতিরিক্ত সংখ্যা)

পূর্ব্বেই জানান হইয়াছিল যে, সকৌন্সিল মহামান্য গবর্ণর-জেনারেল কর্ত্তৃক একটি আইন ও নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, যাহার ফলে অতঃপর এই নগরে পুলিস আপিসে স্বত্বাধিকারীর দ্বারা হলফ না করাইয়া ও গবর্মেণ্টের প্রধান সেক্রেটরির নিকট হইতে লাইসেন্স না লইয়া কোন দৈনিক, সাপ্তাহিক বা সাময়িক-পত্র প্রকাশ করা যাইবে না এবং ইহার পরও পত্রিকা সম্বন্ধে অসন্তুষ্ট হইলে গবর্ণর-জেনারেল এই লাইসেন্স প্রত্যাহার করিতে পারিবেন। এখন জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, ৩১এ মার্চ তারিখে সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি মাননীয় স্যর ফ্রান্সিস ম্যাক্‌নটেন এই আইন ও নিয়ম অনুমোদন করিয়াছেন। এই অবস্থায় কতকগুলি বিশেষ বাধার জন্য, মনুষ্য-সমাজে সর্ব্বাপেক্ষা নগণ্য হইলেও আমি অত্যন্ত অনিচ্ছা ও দুঃখের সহিত এই পত্রিকা ('মীরাৎ-উল্-আখ্‌বার') প্রকাশ বন্ধ করিলাম। বাধাগুলি এই :—

প্রথমতঃ, প্রধান সেক্রেটরির সহিত যে-সকল ইউরোপীয় ভদ্রলোকের পরিচয় আছে, তাঁহাদের পক্ষে যথারীতি লাইসেন্স গ্রহণ অতিশয় সহজ হইলেও আমার মত সামান্য ব্যক্তির পক্ষে দ্বারবান্ ও ভৃত্যদের মধ্য দিয়া এইরূপ উচ্চপদস্থ ব্যক্তির নিকট যাওয়া অত্যন্ত দুরূহ; এবং আমার বিবেচনায় যাহা নিষ্প্রয়োজন, সেই কাজের জন্য নানাজাতীয় লোকে পরিপূর্ণ পুলিস আদালতের দ্বার পার হওয়াও কঠিন। কথা আছে,—

আব্রু কে বা-সদ্ খুন ই জিগর দস্ত্ দিহদ্
বা-উমেদ্-ই করম-এ, খাজা, বা-দারবান্ মা-ফরোশ্

অর্থাৎ,—যে-সম্মান হৃদয়ের শত রক্তবিন্দুর বিনিময়ে ক্রীত, ওহে মহাশয়, কোন অনুগ্রহের আশায় তাহাকে দরোয়ানের নিকট বিক্রয় করিও না।

দ্বিতীয়তঃ, প্রকাশ্য আদালতে সম্ভ্রান্ত বিচারকদের সমক্ষে স্বেচ্ছায় হলফ করা সমাজে অত্যন্ত নীচ ও নিন্দার্হ বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। তাহা ছাড়া, সংবাদপত্র-প্রকাশের জন্য এমন কোন বাধ্যবাধকতা নাই, যাহার জন্য কাল্পনিক স্বত্বাধিকারী প্রমাণ করিবার মত বেআইনী ও গর্হিত কাজ করিতে হইবে।

তৃতীয়তঃ, অনুগ্রহ প্রার্থনার অখ্যাতি ও হলফ করিবার অসম্মানভাজন হইবার পরও গবর্মেণ্ট কর্ত্তৃক লাইসেন্স প্রত্যাহৃত হইতে পারে, এই আশঙ্কার জন্য সেই ব্যক্তিকে

লোকসমাজে অপদস্থ হইতে হইবে এবং এই ভয়ে তাহার মানসিক শান্তি বিনষ্ট হইবে। কারণ, মানুষ স্বভাবতঃই ভ্রমশীল ; সত্য কথা বলিতে গিয়া তাহাকে হয়ত এরূপ ভাষা প্রয়োগ করিতে হইবে, যাহা গবর্মেণ্টের নিকট অপ্রীতিকর বিবেচিত হইতে পারে। সুতরাং আমি কিছু বলা অপেক্ষা মৌন অবলম্বন করাই শ্রেয় বিবেচনা করিলাম।—

গদা-এ গোশা-নশিনি ! হাফিজা ! মাখরোশ,
রুমুজ,-ই-মস্‌লিহৎ-ই খেশ, খুস্‌রোয়ান্ দানন্দ,।

—হাফিজ ! তুমি কোণঘেঁষা ভিখারী মাত্র, চুপ করিয়া থাক। নিজ রাজনীতির নিগূঢ় তত্ত্ব রাজারাই জানেন।

পারস্য ও হিন্দুস্থানের যে-সকল মহানুভব ব্যক্তি পৃষ্ঠপোষকতা করিয়া 'মীরাৎ-উল্-আখ্‌বার'কে সম্মানিত করিয়াছেন, তাঁহারা যেন উপরোক্ত কারণ-সকলের জন্য প্রথম সংখ্যার ভূমিকায় তাঁহাদিগকে ঘটনাবলীর সংবাদ দিব বলিয়া যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলাম, সেই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের জন্য আমাকে ক্ষমা করেন, ইহাই আমার অনুরোধ ; এবং ইহাও আমার অনুরোধ যে, আমি যে-স্থানে যে-ভাবেই থাকি না কেন, নিজেদের উদারতায় তাঁহারা যেন আমার মত সামান্য ব্যক্তিকে সর্ব্বদাই তাঁহাদের সেবায় নিরত বলিয়া জ্ঞান করেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ (১৮২৩—১৮৩৫)

যে-সকল পুস্তক-পুস্তিকা বা সাময়িক-পত্রে সংবাদ এবং সরকারী আঁইন ও বিচারপদ্ধতির বা রাষ্ট্রীয় ব্যাপারের সমালোচনা থাকিত, কেবল সেইগুলির জন্য নূতন আইনের সৃষ্টি হইল। এই আইন অনুসারে কোন সাময়িক-পত্র বাহির করিবার পূর্ব্বে স্বত্বাধিকারী, মুদ্রাকর ও প্রকাশককে সরকারের নিকট হইতে লাইসেন্স বা অনুমতি লইতে হইত। কোন ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট হলফ করিয়া, সেই হলফনামা গবর্মেণ্টের চীফ সেক্রেটরির নিকট পাঠাইলে বিনা-ব্যয়ে লাইসেন্স বা অনুমতি মিলিত। কি কি বিষয়ের আলোচনা সংবাদ-পত্রে নিষিদ্ধ ছিল, তাহার মুদ্রিত বিবরণ পূর্ব্ব হইতেই প্রত্যেক সম্পাদককে দেওয়া হইত। নিষিদ্ধ বিষয়ের আলোচনা করিলে, কাগজের লাইসেন্স বাতিল হইত এবং বে-আইনিভাবে কাগজ চালাইবার জন্য চারি শত টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড হইতে পারিত।

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা-বিরোধী এই আইন ১৮২৩ সনের এপ্রিল হইতে ১৮৩৫ সনের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত বলবৎ ছিল। এই বারো বৎসরের মধ্যে যে-সকল সাময়িক-পত্রের উদ্ভব হয়, তাহাদের সকলগুলিই সরকারের অনুমতি লইয়া প্রকাশিত হইয়াছিল। সুতরাং ইহাদের নামধাম সরকারী দপ্তর হইতে সংগ্রহ করা সম্ভব। অবশ্য যে-সকল পত্রে সংবাদ বা রাষ্ট্রিক আলোচনা স্থান পাইত না, তাহাদের লাইসেন্স লইবার প্রয়োজন হইত না, সেগুলির নাম-ধাম সরকারী দপ্তরে পাইবার কথা নয়।

এই পরিচ্ছেদে যে-সকল সংবাদপত্রের বিবরণ দেওয়া হইল, ভারত-গবর্মেণ্টের হোম ডিপার্টমেণ্টে রক্ষিত লাইসেন্সের মূল আবেদনপত্র ও প্রদত্ত লাইসেন্সের নকল হইতে সেগুলির সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হইয়াছে। এই সকল লাইসেন্স হইতে পত্রিকাগুলির সঠিক প্রকাশকাল না জানা গেলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, লাইসেন্স পাইবার মাসখানেকের মধ্যেই কাগজ প্রচারিত হইয়াছিল। আবার দুই একটি ক্ষেত্রে এমনও ঘটিয়াছে যে, লাইসেন্স লওয়া সত্ত্বেও কাগজ প্রকাশিত হয় নাই।

সম্বাদ তিমিরনাশক (সাপ্তাহিক···)। অক্টোবর ১৮২৩।

কলিকাতা ৪০ নং মীর্জ্জাপুর হইতে 'সম্বাদ তিমিরনাশক' নামে একখানি বাংলা সংবাদপত্র প্রকাশ করিবার জন্য সরকার কৃষ্ণমোহন দাসকে ১৮২৩ সনের ২১এ আগস্ট লাইসেন্স মঞ্জুর করেন। পরবর্ত্তী অক্টোবর মাসে (কার্ত্তিক ১২৩০) যে কাগজখানি প্রকাশিত হয়, সম্পাদকের এই বিবৃতি হইতে তাহা জানা যাইবে :—

> ...সন ১২৩০ সালের কার্ত্তিক মাসে তিমিরনাশক নামক এ অকিঞ্চনদ্বারা সৃষ্টি হয় ৭ বৎসর প্রচলিত হইলে পরে ১২৩৭ সালাবধি সপ্তাহেতে দুইবার প্রকাশ করিতেছি···।
> (২১ জানুয়ারি ১৮৩২ তারিখের 'সমাচার দর্পণে' উদ্ধৃত)

'সম্বাদ তিমিরনাশক' রক্ষণশীল দলকে সর্ব্বদাই তুষ্ট করিবার চেষ্টা করিত ; উদারপন্থীদের উপর গালিগালাজ বর্ষণ করিতে ত্রুটি করিত না। ১৮৩৭ সনের পূর্ব্বেই কাগজখানির প্রচার রহিত হয়।

বঙ্গদূত (সাপ্তাহিক)। ১০ মে ১৮২৯।

ইংরেজী, বাংলা, ফার্সী ও নাগরী—এই চারি ভাষায় 'বেঙ্গল হেরল্ড' নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করিবার জন্য ৭ নং বাঁশতলা গলির সার্জন্ আর. মণ্টগোমারী মার্টিনকে ৫ মে ১৮২৯ তারিখে সরকার লাইসেন্স মঞ্জুর করেন। 'বেঙ্গল হেরল্ড' কেবল ইংরেজীতেই প্রকাশিত হইত ; ইহার "সহচর" ছিল 'বঙ্গদূত'। প্রথম সংখ্যা 'বঙ্গদূতে'র প্রকাশকাল—১০ মে ১৮২৯ (রবিবার) ; পরবর্ত্তী সংখ্যা হইতে ইহা শনিবারে প্রকাশিত হইত। 'বেঙ্গল হেরল্ড' পত্রের প্রথম সংখ্যায় মুদ্রিত অনুষ্ঠান-পত্র হইতে 'বঙ্গদূত' সম্বন্ধে এইরূপ জানা যায় :—

> Prospectus of the *Bengal Herald* ... ... A Native paper to be printed in the Bengalee, Persian and Nagree character, will be subjoined, but distinct, and under the superintendance of the most talented Hindoos ; translations from whose contributions will be occasionally made.
>
> The English portion of the *Herald* will contain *Sixteen Pages*, royal quarto, and the *Native Eight*, which will admit of separate subscription, the former at the rate of *Two* rupees and the latter *One*, monthly.
>
> To be Printed and Published every Saturday night, for the Proprietors.
>
> R. M. Martin, Rammohun Roy,
> Dwarkanath Tagore, Neel Rutton Holdar, and
> Prussuna Comar Tagore, Rajkissen Sing.

'বঙ্গদূত' পত্রের শিরোভাগে এই কবিতাটি শোভা পাইত :—

সংগোপনেল্পবিবৃতিং প্রবদন্তি দূতাঃ সর্ব্বে ন তত্র সুজনা হিতমভ্যুপেতাঃ।
কিঞ্চাখিলার্থকলনাদ্বহুদেশভূতপ্রজ্ঞাময়ং বিতনুতে খলু বঙ্গদূতঃ॥

—০—

অন্যঅন্যদূতগণ, সামান্য যে বিবরণ, সেইমাত্র কহে সংগোপনে।
তাহাতে সচরাচরে, তত্ত্ব না জানিতে পারে, মুগ্ধ রহে মর্ম্ম অন্বেষণে॥
অতএব সাধারণ, সর্ব্বজন প্রয়োজন, স্বদেশ বিদেশ সমুদ্ভুত।
সমাচার সমুচ্চয়, প্রকাশ করিয়া কয়, হিতকারী এই বঙ্গদূত॥

'বঙ্গদূত' সম্পাদন করিতেন—সুপণ্ডিত নীলরত্ন হালদার। তিনি কিছু দিন পরে অবকাশ-অভাবে অবসর গ্রহণ করিলে ভোলানাথ সেন ইহার পরিচালন-ভার গ্রহণ করেন। ইহার জন্য তাঁহাকে ১৮৩০ সনের ১৩ই এপ্রিল সরকারের নিকট হইতে লাইসেন্স লইতে হইয়াছিল। 'সমাচার চন্দ্রিকা'য় (১৬ মে ১৮৩১) প্রকাশ :—

> এতন্নগরের বারাণসী ঘোষ ষ্ট্রীট নিবাসি শ্রীযুত রাধামোহন সেনের পুত্র শ্রীযুত ভোলানাথ সেন যিনি শ্রীযুত দেওয়ান দ্বারিকানাথ ঠাকুরের অধীনতায় বিষয় কর্ম্ম করেন ঐ

সেনজ বঙ্গদূত নামক বাঙ্গালা সমাচার পত্রের প্রকাশক হইয়াছেন প্রায় এক বৎসরাধিক হইবেক এবং তিনি রিফার্মর নামক এক ইংরাজী সমাচার পত্র প্রকাশ করিতেছেন প্রায় মাস ত্রয়াধিক হইবেক··· ।

১৮৩৯ সনের মধ্যভাগে 'বঙ্গদূত' নবোদ্যমে প্রকাশিত হয়। ১৫ জুন ১৮৩৯ তারিখের 'সমাচার দর্পণে' প্রকাশ ঃ—

বহু কালাবধি বহুকষ্ট শ্রেষ্ঠে অর্থাভাবে সাপ্তাহিক বঙ্গদূত নাম এক পত্র মৃতপ্রায় হইয়াছিল তাহাতে প্রায় সকলে বিস্মৃত হইয়াছিলেন কিন্তু সম্প্রতি সেই মৃত কল্প পত্র ভস্ম উপলক্ষ করিয়া পুনর্বার সজীব হইয়াছে আমরা বোধ করি পাঠকবর্গরা ইহা জ্ঞাত নহেন। কিন্তু আমরা ঐ সম্পাদকের ঐ নূতন প্রযত্ন বিষয়ে কিছু অল্প আশ্চর্য্য জ্ঞান করি না যাহা হউক সর্ব্বসাধারণের উপদেশকতারূপ ধর্ম্ম যুক্ত সম্পাদকগণ মধ্যে আমরা তাহাকে গণনা করি··· ।—জ্ঞানান্বেষণ।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত লিখিয়াছেন, ভোলানাথ সেনের মৃত্যু হইলে, মহেশচন্দ্র রায় অল্প দিন পত্রিকাখানি পরিচালন করিয়াছিলেন।*

সর্ব্বতত্ত্বদীপিকা এবং ব্যবহার দর্পণ। জুলাই ১৮২৯।

১২৩৬ সালের শ্রাবণ মাসে এই "পুস্তক"-এর "১ম খণ্ড" এবং পৌষ মাসে "২ সংখ্যা" "তিমিরনাশক যন্ত্রে প্রকাশিত ও মুদ্রাঙ্কিত" হয়। প্রতি খণ্ডের মূল্য ছিল এক টাকা। কালাচাঁদ রায় ইহার পরিচালক ছিলেন বলিয়া মনে হয়; "যাহার এই পুস্তক লইতে ইচ্ছা হইবেক তিনি বহুবাজারের গিরিধর বাবুর বাটীতে শ্রীকালাচাঁদ রায়ের নিকট পত্র লিখিলে পাইতে পারিবেন।" 'সর্ব্বতত্ত্বদীপিকা এবং ব্যবহার দর্পণ' প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে "অনুষ্ঠানপত্রে" এইরূপ লিখিত হয় ঃ—

আমরা সর্ব্বতত্ত্বদীপিকা নামে এক নূতন গ্রন্থ প্রকাশ করিবার মানসে বিজ্ঞ গুণজ্ঞ লোকের নিকটে জানাইতেছি যে তাহাতে নানাদিগ্দেশীয় বৃত্তান্ত ও ব্যবহার ও চরিত্র ও আর২ বিষয়ের বিবরণ গৌড়দেশীয় সাধুভাষায় লিখিত হইবেক এবং এই দেশের পূর্ব্ব এবং বর্ত্তমান অবস্থা সকল বিশেষরূপে প্রকাশ করা যাইবেক যাহাতে অন্য দেশীয় লোক অনায়াসে বিবেচনা করিতে সমর্থ হইয়া যথার্থ ও অযথার্থ বুঝিতে পারিবেন। দ্বিতীয় লোকেরদের নীতি শিক্ষার্থে এবং জ্ঞান বৃদ্ধ্যর্থে অন্য২ দেশীয় প্রসিদ্ধ পণ্ডিতেরদিগের তর্কসিদ্ধান্ত এবং আমারদিগের শাস্ত্র হইতে তদনুযায়ি বিষয় সকল যাহা সংস্কৃত না জানিলে জ্ঞাত হইতে পারা যায় না তাহা ভাষায় রচনা করিয়া গ্রন্থমধ্যে প্রকাশ করা যাইবেক···। তৃতীয় এই দেশীয় ব্যবহার ও চরিত্র এবং শাস্ত্র যাহা অন্য দেশীয় লোকেরা সবিশেষ না জানিয়া নানাপ্রকার দোষোল্লাস করিয়াছেন তাহা উদ্ধারণার্থে ঐ সকল ব্যবহার প্রচলিত হইবার

* প্রথম বর্ষের 'বঙ্গদূত' হইতে উল্লেখযোগ্য সংবাদগুলি 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের পরিশিষ্টে সঙ্কলিত হইয়াছে।

> এবং তাহার তাৎপর্য্যত। জানাইয়া তাহারদিগকে নিষ্কলঙ্ক করিতে চেষ্টা করা যাইবেক পরন্তু গ্রন্থের শেষ খণ্ডে ব্যবহারদর্পণ সঙ্কেত করিয়া এই দেশীয় লোকেরা অন্য দেশীয় লোকের ব্যবহার যাহা গ্রহণ করিতেছেন তাহাতে যে দোষ তাহা প্রদর্শন করাইয়া সদাচার এবং সদ্ব্যবহার যাহাতে হয় এমত উপায় লিখা যাইবেক···।

"অনুষ্ঠানপত্র" ও "ভূমিকা" ছাড়া 'সর্ব্বতত্ত্বদীপিকা···'র ১ম খণ্ডে দুইটি প্রবন্ধ আছে ঃ— ১। Colonization কোলোনাইজেসিয়ান অর্থাৎ এতদ্দেশে ইংরাজ লোকের বসতি এবং জমীদারী প্রভৃতি কর্ম্ম করণ বিষয় ; ২। পারস্ব ভাষা পরিবর্ত্তনে ইংরাজী ভাষা আদালতে প্রচলিত হইবার বিষয়ে বিবেচনা। এই উভয় বিষয়েই 'সর্ব্বতত্ত্বদীপিকা' ঘোর বিরোধী ছিলেন ; ইহা রক্ষণশীল মতেরই পোষকতা করিত।*

শাস্ত্রপ্রকাশঃ (সাপ্তাহিক)। জুন ১৮৩০।

১৮৩০ সনের জুন মাসে এই সাপ্তাহিক পত্রের আবির্ভাব হয়। 'শাস্ত্রপ্রকাশে' কেবলমাত্র শাস্ত্রীয় আলোচনাই স্থান পাইত। ইহার পরিচালক ছিলেন কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের গ্রন্থাধ্যক্ষ লক্ষ্মীনারায়ণ ন্যায়ালঙ্কার। ২৬ জুন ১৮৩০ তারিখের 'সমাচার দর্পণে' প্রকাশ ঃ—

> নূতন সম্বাদপত্র। কলিকাতা নগরস্থ শ্রীযুত লক্ষ্মীনারায়ণ ন্যায়ালঙ্কারের আফিসে শাস্ত্র-প্রকাশনামক এক সম্বাদপত্র প্রকাশিত হইয়াছে ঐ সম্বাদপত্রের অনুষ্ঠান দেখিয়া আমারদের বোধ হয় যে তাহা লোকেরদের পরমোপকারক হইবে কেননা সামান্যতঃ সম্বাদপত্রে নানাদিগ্‌দেশীয় বহুবিধ সম্বাদ প্রচার হইয়া থাকে ইহাতে সেরূপ সমাচার প্রচার না হইয়া বেদবেদাঙ্গ পুরাণোপপুরাণাদি শ্লোকের প্রকৃতার্থ ও ফল এবং ব্রতাদির ইতিকর্ত্তব্যতা নানা শাস্ত্র হইতে সংক্ষেপে সংগৃহীত হইয়া সকল লোকের সহজে বোধার্থে চলিত ভাষায় প্রকাশ হইবে···এই শাস্ত্রপ্রকাশে প্রকাশিত শাস্ত্রঘটিত বিষয় বাঙ্গলা ভাষায় তরজমা করা গেলে সাধারণ লোকেরদের বুদ্ধিগোচর হইবেক এবং তাহা সপ্তাহে২ প্রকাশ হইবে ও তাহার মূল্য মাসে এক টাকা করিয়া দিতে হইবেক।

১৮৩১ সনের গোড়ায় পত্রখানির নব পর্য্যায় আরম্ভ হয় ; ইহার প্রথম সংখ্যার তারিখ—"ফাল্গুণ পৌর্ণমাসী, ১৭৫২ (২৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৩১)। ১৮৩১, ফেব্রুয়ারি মাসে লক্ষ্মীনারায়ণ পূর্ণিয়ার জজ-পণ্ডিত নিযুক্ত হন। ইহার অব্যবহিত পরেই 'শাস্ত্রপ্রকাশে'র প্রচার রহিত হইয়াছিল।

সংবাদ প্রভাকর (সাপ্তাহিক···)। ২৮ জানুয়ারি ১৮৩১।

'সংবাদ প্রভাকর' ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের অদ্বিতীয় কীর্ত্তি। প্রথমে ইহা সাপ্তাহিকরূপে প্রচারিত হয়। সংবাদ প্রভাকর প্রেস (৩২ নং সিমলা) হইতে প্রতি শুক্রবার এই বাংলা

---

* 'সর্ব্বতত্ত্বদীপিকা ও ব্যবহার দর্পণ' সম্বন্ধে আমি ১৩৫৪ সালের বৈশাখ-সংখ্যা 'শনিবারের চিঠি'তে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি।

সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করিবার জন্য পাথুরিয়াঘাটা হইতে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সরকারের নিকট আবেদন করেন। আবেদনপত্রখানি ইংরেজীতে লেখা, গুপ্ত কবি ইহাতে বাংলায় স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। ১১ জানুয়ারি ১৮৩১ তারিখে লাইসেন্স মঞ্জুর হইলে পরবর্ত্তী ২৮এ জানুয়ারি (১৬ মাঘ ১২৩৭, শুক্রবার) সাপ্তাহিক সমাচারপত্ররূপে 'সংবাদ প্রভাকরে'র প্রথম উদয় হয়। 'সমাচার চন্দ্রিকা' (৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৩১) লেখেন :—

> পাঠকবর্গের স্মরণে থাকিবেক সম্বাদ প্রভাকরনামক সমাচারপত্র এতন্নগরে প্রকাশ পাইবার কল্পনা জল্পনা হইয়াছিল সংপ্রতি গত ১৬ মাঘ শুক্রবার তাহার প্রথম সংখ্যা প্রচার হইয়াছে তদবলোকনে বোধ হইতেছে যে তৎপ্রকাশক হিন্দু ধর্ম্মনাশেচ্ছুকদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে পারেন যেহেতুক প্রভাকরপ্রকাশকের যুক্তি উক্তিদ্বারা শক্তি ভক্তি ব্যক্ত হইয়াছে সাধু মহাশয়েরা এ সম্বাদপত্রের সম্বাদ শুনিলে ঔদাস্য না করিয়া অবশ্য সন্তুষ্ট হইবেন।

'সংবাদ প্রভাকরে'র কণ্ঠদেশে প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশের রচিত দুইটি শ্লোক মুদ্রিত হইত ; শ্লোক দুইটি এই :—

॥ সতাং মনস্তামরসপ্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ ॥

॥ উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসম্বাদনবপ্রভাকরঃ ॥

॥০০০॥ নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেম্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামংভামমতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ ॥০০০॥

॥০০০॥অদ্যোদ্যদ্বিমলপ্রভাকরকরপ্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্ত চতুরাঃ স্বান্তদ্বিরেফা রসং ॥০০০॥

'সংবাদ প্রভাকর'-প্রকাশে ঈশ্বরচন্দ্রের সাহায্যকারী ছিলেন পাথুরিয়াঘাটা-নিবাসী গোপীমোহন ঠাকুরের পৌত্র—নন্দকুমার ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুর। যোগেন্দ্রমোহন ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্রের সমবয়স্ক এবং তাঁহার কবিতার গুণগ্রাহী। তাঁহারই ব্যয়ে 'সংবাদ প্রভাকর' প্রথমে চোরবাগানের একটি মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রিত হইত। কয়েক মাস পরে—১২৩৮ সালের শ্রাবণ মাসে ঠাকুরবাড়ীতে 'সংবাদ প্রভাকর' মুদ্রণের জন্য একটি মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হয়। গুপ্ত-কবি ১২ এপ্রিল ১৮৪৬ (১ বৈশাখ ১২৫৩) তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' লিখিয়াছিলেন :—

> শ্রীযুক্ত প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ যিনি এক্ষণে সংস্কৃত কালেজের অলঙ্কার শাস্ত্রের অধ্যাপক, তিনি লিপি বিষয়ে বিস্তর সাহায্য করিতেন। তাঁহার রচিত সংস্কৃত শ্লোকদ্বয়, অদ্যাবধি প্রভাকরের শিরোভূষণ রহিয়াছে। জয়গোপাল তর্কালঙ্কার মহাশয় অনেক উত্তম উত্তম গদ্য পদ্য লিখিয়া প্রভাকরের শোভা ও প্রশংসা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন।
>
> ৺বাবু যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুরের সম্পূর্ণ সাহায্যক্রমে প্রথমে এই প্রভাকর পত্র প্রকটিত হয়। তখন আমাদিগের যন্ত্রালয় ছিল না, চোরবাগানে এক মুদ্রাযন্ত্র ভাড়া করিয়া ছাপা হইত। [১২]৩৮ সালের শ্রাবণ মাসে পূর্ব্বোক্ত ঠাকুর বাবুদিগের বাটীতে স্বাধীনরূপে যন্ত্রালয় স্থাপিত করা যায়। তাহাতে [১২]৩৯ সাল পর্য্যন্ত সেই স্বাধীন যন্ত্রে অতি সম্ভ্রমের সহিত মুদ্রিত হইয়াছিল।

১২৩৯ সালে যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুরের মৃত্যুতে "প্রভাকর করের অনাদররূপ মেঘাচ্ছন্ন হওন জন্য এই প্রভাকর কর প্রচ্ছন্ন করিয়া কিছু দিন গুপ্তভাবে গুপ্ত হইলেন।" দেড় বৎসর পরে ২৫ মে ১৮৩২ (১৩ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৯) তারিখে ৬৯ সংখ্যা প্রকাশের পর 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রের প্রচার রহিত হয়। ঈশ্বরচন্দ্র ইহারও মাস-তিনেক পূর্ব্বে পত্রিকার সংস্রব ত্যাগ করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে 'সমাচার চন্দ্রিকা' লেখেন :—

> প্রভাকরের অস্তাচল চূড়াবলম্বন। আমরা খেদপূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি এতন্নগরে সম্বাদ প্রভাকরনামক এক সমাচার পত্র গত ১২৩৭ সালের ১৬ মাঘে সর্জন হইয়া প্রখরতর কর প্রকাশপূর্ব্বক সর্ব্বত্র ব্যাপক হইয়াছিল শ্রীযুত বাবু নন্দকুমার ঠাকুরের পুত্র শ্রীযুত বাবু যোগেন্দ্র মোহন ঠাকুর তাহার বিধাতা শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তাহার প্রকাশক ছিলেন প্রভাকর উদয়াবধি গত মাঘ মাসপর্য্যন্ত বিলক্ষণরূপে ধর্ম্ম পক্ষ ছিলেন তৎপরে গুপ্ত মহাশয় ঐ পত্রবর পরিত্যাগ করিলে প্রভাকরের খর করের কিঞ্চিৎ হ্রাস হইয়াছিল ফলতঃ তৎকালেই ধর্ম্ম সভাধ্যক্ষদিগকে কিঞ্চিৎ কটাক্ষ করিয়াছেন। যাহা হউক তথাচ প্রভাকর একেবারে ধর্ম্মদ্বেষী হন নাই কেননা ধর্ম্মাশ্রয় করিয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এইক্ষণে ঐ প্রভাকর প্রায় এক বৎসর চারি মাস বয়স্ক হইয়া ৬৯ সংখ্যক কিরণ প্রকাশ করিয়া গত ১৩ জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার অস্তাচলচূড়াবলম্বন করিয়াছেন আর তাঁহার দর্শন হওয়া ভার··· ।—
> (২ জুন ১৮৩২ তারিখের 'সমাচার দর্পণে' উদ্ধৃত)

চারি বৎসর পরে, ১৮৩৬ সনের ১০ই আগস্ট (২৭ শ্রাবণ ১২৪৩) 'সংবাদ প্রভাকর' পুনঃপ্রকাশিত হয়, তবে এবার সাপ্তাহিকরূপে নহে,—বারত্রয়িক (সপ্তাহে তিন বার) রূপে। ঈশ্বরচন্দ্র লিখিয়াছেন :—

> ১২৪৩ সালের ২৭শে শ্রাবণ বুধবার দিবসে এই প্রভাকরকে পুনর্ব্বার বারত্রয়িকরূপে প্রকাশ করি তখন এই গুরুতর কার্য্য সম্পাদন করিতে পারি আমাদিগের এমন সম্ভাবনা ছিল না। জগদীশ্বরকে চিন্তা করিয়া এতৎ অসৎসাহসিক কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে পাতুরেঘাটা-নিবাসী সাধারণমঙ্গলাভিলাষী বাবু কানাইলাল ঠাকুর ও তদনুজ বাবু গোপালচন্দ্র ঠাকুর মহাশয় যথার্থ হিতকারী বন্ধুর স্বভাবে ব্যয়োপযুক্ত বহুল বিত্ত প্রদান করিলেন এবং অদ্যাবধি আমাদিগের আবশ্যকক্রমে প্রার্থনা করিলে তাঁহারা সাধ্যমত উপকার করিতে ত্রুটি করেন না।

এই ভাবে তিন বৎসর চলিবার পর ১৪ জুন ১৮৩৯ (১ আষাঢ় ১২৪৬) তারিখ হইতে 'সংবাদ প্রভাকর' বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম দৈনিক সংবাদপত্রের গৌরব অর্জন করে। 'সংবাদ প্রভাকরে' (১৩ এপ্রিল ১৮৫১) প্রকাশ :—

> প্রভাকর পত্রের সংক্ষেপ বিবরণ।···১২৩৭ সালের ১৬ মাঘ শুক্রবাসরে ইহার জন্ম হয়, তৎকালীন সপ্তাহে শুদ্ধ একবার করিয়া প্রকাশ হইত। ১২৪৩ সালের ২৭ শ্রাবণ বুধবারাবধি ৪৬ সালের জ্যৈষ্ঠপর্য্যন্ত সপ্তাহে বারত্রয়িকরূপে প্রকাশ হইয়া তৎপরদিবসেই অর্থাৎ ঐ সালের ১ আষাঢ় অবধি অদ্য দিবসপর্য্যন্ত যথানিয়মে ক্রমশঃ দৈনিক-রূপে প্রকটিত হইতেছে।

সংবাদপ্রভাকর

প্রাত্যহিকপত্র

॥ সতাংমনস্তামরসপ্রভাকরঃ সদৈবসর্ব্বেষুসমপ্রভাকরঃ ॥

॥ উদেতিভাস্বত্সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসম্বাদনবপ্রভাকরঃ ॥

॥ ০ঃ০ ॥ নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু ক্বচিদ্ভ্রামং ভ্রামমতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরা ॥ ০ঃ০ ॥

॥ ০ঃ০ ॥ অদ্যোদ্দ্যোতিমস প্রভাকরকর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদয়ে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তচতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং ॥ ০ঃ০ ॥

নবম ভাগ ॥ ৮৯০ সংখ্যা শনিবার ২১ অগ্রহায়ণ ১২৪৭ সাল ॥ ইং ৫ ডিসেম্বর ১৮৪০ সাল ॥ মাসিক মূল্য ১ তঙ্কামাত্র

বিজ্ঞাপন।

বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে ১৮৪০ সালের ১৪ ডিসেম্বর সোমবার তারিখে বেলা ঠিক দুইপ্রহরের সময়ে কলিকাতার ইনশালবেণ্ট আদালতের ঘরে এসাইনি আফিসে যোগ্রহীন ঋণি রামকৃষ্ণ কালিয়ার অধিকার কৃত আত্ম সত্ত্বাধীন বিষয়ের মধ্যে নিম্নলিখিত সম্পত্তি পবলিকসেলে অর্থাৎ প্রকাশ্য নীলামে এক লাটে নির্দ্ধারিত দরে উচ্চ মূল্য প্রদাতাকে বিক্রয় করা যাইবেক।

বিহারের অন্তঃপাতি জেলা আজিমাবাদের শামিল ও তন্মধ্যে স্থিত জগদীশপুর নামে বিখ্যাত জমিদারি ভুক্ত সমুদয় তালুক প্রভৃতি যাহাতে উপরিলিখিত অক্ষম ঋণি রামকৃষ্ণ কালিয়ার সত্ত্বাধীন ৴৩।। এক আনা ছয় গণ্ডা দুই কড়া দুই ক্রান্তি অংশ আছে, তাহা বিক্রীত হইবেক।

নির্দ্দিষ্ট মূল্য ৫০০ টাকা।

অক্ষম ঋণিদিগের পরিত্রাণের আদালতের বাটীতে এসাইনি আফিসে অনুসন্ধান করিলে এই বিক্রয়ের নিয়ম এবং অপরাপর বিশেষ বিবরণ জ্ঞাত হইতে পারিবেন।

অক্ষম ঋণি রামকৃষ্ণ কালিয়ার বিষয়ের এসাইনি।

বিজ্ঞাপন।

উত্তম কেষ্টরাইল বিক্রী।

শ্রীকৈলাসচন্দ্র ঘোষ ও শ্রীগোপাললাল মিত্র ইহারা সকলকে জানাইতেছেন যে তাঁহারা উত্তম কেষ্টরাইল তয়ার করিতেছেন এবং উত্তম কোলডুন কেষ্টরাইল অধিক যোন গুদাম জাত আছে যাঁহারদের প্রয়োজন হয় শোভাবাজারের শ্রীযুত বাবু হরচন্দ্র ঘোষজার বাটীতে তত্ত্ব করিলে পাইতে পারিবেন ইতি।

সংবাদপ্রভাকর

২১ অগ্রহায়ণ শকাব্দা ১৭৬২।

এইক্ষণে জগদীশ্বরের করুণাবারি বরিষণ দ্বারা এই রাজ্যের পূর্ব্ব পশ্চিম উত্তর সীমার সমরাগ্নি নিবারণ হওয়াতে আমরা অতিশয় আনন্দিত হইয়াছিলাম যেহেতু রাজারা রাজ্য রক্ষার নিদারুণ চিন্তা হইতে অবসর হইয়া আমারদিগের মঙ্গল নিমিত্ত নিয়মাদির সৃষ্টি করিয়া সাধারণকে সন্তোষে রাখিবেন, কিন্তু কি আক্ষেপ মহম্মদ শা বাহাদুরের সহিত সিবিয়ার অধিপতি বিবাদ করণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন এবং নেপালের রাজাও সুযোগযুক্ত সময় প্রাপ্ত হইলেই শাণিতাস্ত্র করে লইয়া সমরসাগরে নৃত্য করিবেন, ইহাতে বোধ হয় যে রাজ পুরুষেরা পূর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর বিবাদে প্রবৃত্ত হইলেন অতএব আমরা প্রার্থনা করি যে সন্ধির দ্বারা এই বিবাদ নিষ্পন্ন হউক ইতি।

বিজ্ঞানদায়িনী সভা।

গত বৃহস্পতিবাসরীয় যামিনীযোগে বিজ্ঞানদায়িনী সমাজের সভ্য মহা

['সংবাদ প্রভাকর' পত্রের একটি পৃষ্ঠার প্রতিলিপি]

'সংবাদ প্রভাকর' সে-যুগের একখানি উচ্চাঙ্গের সংবাদপত্র ছিল। দেশ-বিদেশের সংবাদ ছাড়া ইহাতে ধর্ম্ম, সমাজ, সাহিত্য প্রভৃতি নানা বিষয়ের আলোচনা থাকিত। সেকালের বহু খ্যাতনামা ব্যক্তি ও পণ্ডিত ইহার লেখক-শ্রেণীভুক্ত ছিলেন; দৃষ্টান্তস্বরূপ রাজা রাধাকান্ত দেব, জয়গোপাল তর্কালঙ্কার, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রামকমল সেনের নামোল্লেখ করা যাইতে পারে। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র প্রভৃতির প্রাথমিক রচনাগুলি 'সংবাদ প্রভাকরে'ই প্রকাশিত হয়। ২ বৈশাখ ১২৫৪ তারিখের 'সংবাদ প্রভাকর' হইতে ইহার লেখক ও অনুগ্রাহক সম্বন্ধে গুপ্ত-কবি যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইতেছে :—

> প্রভাকরের লেখকের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি হইয়াছে, প্রভাকরের পুরাতন লেখকদিগের মধ্যে যে যে মহোদয় জীবিত আছেন তাঁহাদের নাম নিম্নভাগে প্রকাশ করিলাম,—
>
> ১। শ্রীযুক্ত প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ। ২। শ্রীযুক্ত রাধানাথ শিরোমণি। ৩। শ্রীযুক্ত গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ। ৪। বাবু নীলরতন হালদার। ৫। শ্রীযুক্ত গঙ্গাধর তর্কবাগীশ। ৬। ব্রজমোহন সিংহ। ৭। গোপালকৃষ্ণ মিত্র। ৮। বিশ্বম্ভর পাইন। ৯। গোবিন্দচন্দ্র সেন। ১০। ধর্ম্মদাস পালিত। ১১। বাবু কানাইলাল ঠাকুর। ১২। বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত। ১৩। বাবু নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। ১৪। বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত। ১৫। শ্রীশম্ভুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৬। প্রসন্নচন্দ্র ঘোষ। ১৭। রায় রামলোচন ঘোষ বাহাদুর। ১৮। হরিমোহন সেন। ১৯। জগন্নাথপ্রসাদ মল্লিক। ২০। সীতানাথ ঘোষ। ২১। গণেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ২২। যাদবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়। ২৩। হরনাথ মিত্র। ২৪। পূর্ণচন্দ্র ঘোষ। ২৫। গোপালচন্দ্র দত্ত। ২৬। শ্যামাচরণ বসু। ২৭। উমানাথ চট্টোপাধ্যায়। ২৮। শ্রীশ্রীনাথ শীল। ২৯। শম্ভুনাথ পণ্ডিত।
>
> সীতানাথ ঘোষ হইতে শম্ভুনাথ পণ্ডিত পর্য্যন্ত কয়েক জন তিন চারি বৎসর পর্য্যন্ত প্রভাকরের লেখক-বন্ধুর শ্রেণীমধ্যে ভুক্ত হইয়াছেন।
>
> শ্রীযুক্ত হরচন্দ্র ন্যায়রত্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় আমারদিগের সম্প্রদায়ের একজন প্রধান সংযুক্ত বন্ধু। শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সহকারী সম্পাদকের ন্যায় তাবৎ কর্ম্ম সম্পন্ন করেন। অতএব ইহাঁদিগের বিষয় প্রকাশ করা অতিরেক মাত্র। বিশেষতঃ শেষোক্ত ব্যক্তির শ্রমের হস্তে যখন আমরা সমুদয় কর্ম্ম সমর্পণ করি, তখন তাঁহার ক্ষমতা সকলেই বিবেচনা করিবেন।
>
> রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় অস্মদ্দিগের সংযোজিত লেখক বন্ধু। ইহাঁর সদ্‌গুণ ও ক্ষমতার কথা কি ব্যাখ্যা করিব! এই সময়ে আমাদিগের পরম স্নেহান্বিত মৃত বন্ধু বাবু প্রসন্নচন্দ্র ঘোষের শোক পুনঃ পুনঃ শেলস্বরূপ হইয়া হৃদয় বিদীর্ণ করিতেছে। যেহেতু ইনি রচনা বিষয়ে তাঁহার ন্যায় ক্ষমতা দর্শাইতেছেন, বরং কবিত্ব ব্যাপারে ইহাঁর অধিক শক্তি দৃষ্ট হইতেছে। কবিতা, নর্ত্তকীর ন্যায় অভিপ্রায়ের বাদ্যতালে ইহাঁর মানসরূপ নাট্যশালায়

নিয়ত নৃত্য করিতেছে। ইনি কি গদ্য, কি পদ্য—উভয় রচনা দ্বারা পাঠকবর্গের মনে আনন্দ বিতরণ করিয়া থাকেন।

ঠাকুরবংশীয় মহাশয়দিগের নামোল্লেখ করা বাহুল্যমাত্র ; যেহেতু প্রভাকরের উন্নতি সৌভাগ্য প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি যে কিছু, তাহা কেবল ঐ ঠাকুরবংশের অনুগ্রহ দ্বারাই হইয়াছে। মৃত বাবু যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রথমতঃ ইহাকে স্থাপিত করেন। পরে বাবু কানাইলাল ঠাকুর, ৺চন্দ্রকুমার ঠাকুর, ৺নন্দলাল ঠাকুর, বাবু হরকুমার ঠাকুর, বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর, মৃত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর, বাবু রমানাথ ঠাকুর, বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি মহাশয়েরা আমাদিগের আশার অতীত কৃপা বিতরণ করিয়াছেন, এবং ইহাঁদিগের যত্নে অদ্যাপি অনেক মহাশয় আমাদিগের প্রতি যথোচিত স্নেহ করিয়া থাকেন।

প্রভাকরের প্রতি বাবু গিরীশচন্দ্র দেব মহাশয়ের অত্যন্ত অনুগ্রহ জন্য আমরা অত্যন্ত বাধ্য আছি। বিবিধ বিদ্যাতৎপর মহানুভব বাবু কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রভাকরের প্রতি অতিশয় স্নেহ করতঃ ইহার সৌভাগ্যবর্দ্ধন বিষয়ে বিপুল চেষ্টা করিয়া থাকেন। বাবু রমাপ্রসাদ রায়, বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষ, বাবু মাধবচন্দ্র সেন, বাবু রাজেন্দ্র দত্ত, বাবু হরচন্দ্র লাহিড়ী, বাবু অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, রায় বৈকুণ্ঠনাথ চৌধুরী, রায় হরিনারায়ণ ঘোষ প্রভৃতি মহাশয়েরা আমাদিগের পত্রে সমাদর করিয়া, উন্নতিকল্পে বিলক্ষণ যত্নশীল আছেন।

স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে ঈশ্বরচন্দ্র অনেকটা রক্ষণশীল মতেরই পোষকতা করিতেন। ২২ এপ্রিল ১৮৫১ তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' ইটালীর দুই কুলীন রমণীর ডুয়েল-যুদ্ধের সংবাদ প্রকাশ করিয়া তিনি স্বজাতীয়া মহিলাদের সম্বন্ধে এইরূপ মন্তব্য করেন :—

রাজকীয় ব্যাপার কাহাকে বলে এদেশের স্ত্রীলোকেরা তাহার কিছুমাত্র জ্ঞাত নহে, কেবল দাঁটা চড়চড়ির ভুষ্টিনাশ করত গলাবাজী পূর্ব্বক কোন্দল করিয়া গৃহবিচ্ছেদের সূত্রপাত করিতে নিপুণা হইয়াছেন, দেখ দেখি বিলাতবাসিনী কামিনীকুলের কেমন অনন্ত গুণ, তাঁহারা বীরভূমে উদ্ভব হইয়া বীরভোগ্যা হইয়াছেন, সুতরাং বীরা হইয়া বীরত্ব প্রকাশ করিবেন বিচিত্র কি? দেশ, কাল, আহার ও ভোগ ইত্যাদির গুণে সকলি হইতে পারে। ফলে বঙ্গাঙ্গনাগণের মনের ভাব সেরূপ হওনের আবশ্যক করে না, ইহারা চিরকাল সাড়ী পরিয়া হাঁড়ী ধরিয়া দিনপাত করুক। আমরা তাহাতেই সুখি হইব, তবে সাবকাশ ক্রমে চলিত মত স্বজাতীয় বিদ্যার আলোচন যত দূর পর্য্যন্ত করিতে পারে তাহাই ভাল।

বাঙ্গালির মেয়ে সব, হও বটে কালো।
পতিব্রতা ধর্ম্ম সদা, প্রতিজ্ঞায় পালো॥
দিশি বিদ্যা যাহা শেখ, সেই মাত্র ভালো।
অন্ধকারে অন্ধ থাকো, কায্ নেই আলো॥

১২৬০ সালের বৈশাখ (ইং ১৮৫৩) হইতে 'সংবাদ প্রভাকরে'র একটি মাসিক সংস্করণ বাহির হইতে আরম্ভ হয়। এই মাস-পয়লার কাগজগুলিতে "সর্ব্বাগ্রে জগদীশ্বরের মহিমা বর্ণনা,

নীতি কাব্য ও বিখ্যাত মহাত্মাদিগের জীবনবৃত্তান্ত প্রভৃতি গদ্য পদ্য পরিপূরিত উত্তম উত্তম প্রবন্ধ এবং সর্ব্বশেষে—মাসের সমুদয় ঘটনা অর্থাৎ মাসিক সংবাদের সারমর্ম্ম প্রকটিত” হইত। ইহাতে ঈশ্বরচন্দ্র আরও একটি বিশেষত্ব সম্পাদন করিয়াছিলেন; তিনি প্রাচীন কবিদিগের অপ্রকাশিত রচনা ও জীবনচরিত সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই কার্য্যে তিনি অগ্রসর না হইলে বোধ হয় এত দিন কবিদিগের এই সকল রচনার কোন অস্তিত্বই থাকিত না। ‘সংবাদ প্রভাকরে’ যে-সকল কবির বিবরণ প্রকাশিত হয়, তাহার একটি তালিকা দিতেছি :—

কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন ...	১ আশ্বিন, ১ পৌষ, ১ মাঘ ১২৬০
রামনিধি গুপ্ত (নিধুবাবু) ...	১ শ্রাবণ, ১ ভাদ্র ১২৬১
রাম [মোহন] বসু ...	১ আশ্বিন, ১ কার্ত্তিক, ১ অগ্রহায়ণ ১২৬১
নিত্যানন্দদাস বৈরাগী ...	১ অগ্রহায়ণ ১২৬১
কেষ্টা মুচী ...	১ অগ্রহায়ণ ১২৬১
লালু নন্দলাল ...	১ অগ্রহায়ণ ১২৬১
গোঁজলা গুঁই ...	১ অগ্রহায়ণ ১২৬১
হরু ঠাকুর ...	১ পৌষ ১২৬১
রাসু, নৃসিংহ, লক্ষ্মীকান্ত বিশ্বাস (লোকে কাণা)...	১ মাঘ ১২৬১

২৩ জানুয়ারি ১৮৫৯ (১০ মাঘ ১২৬৫) তারিখে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত পরলোকগমন করিলে তাঁহার অনুজ রামচন্দ্র গুপ্ত ‘সংবাদ প্রভাকরে’র সম্পাদক হন। কাগজখানি দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়াছিল।

সম্বাদ সুধাকর (সাপ্তাহিক)। ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৩১।

“কাঁচড়াপাড়া নিবাসী বৈদ্যকুলোদ্ভব” প্রেমচাঁদ রায়ের সম্পাদনায় ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৩১ (১৩ ফাল্গুন ১২৩৭) ‘সম্বাদ সুধাকর’ নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্রের উদয় হয়। পরবর্ত্তী ২৮এ ফেব্রুয়ারি তারিখে ‘সমাচার চন্দ্রিকা’ লেখেন :—

> আমরা আহ্লাদপূর্ব্বক পাঠকবর্গকে জ্ঞাত করাইতেছি গত ১৩ ফালগুণ বুধবার প্রাতে সম্বাদ সুধাকর নামক সমাচার পত্র এতন্নগরের যোড়াবাগান ষ্ট্রীটে শ্রীযুত দেবীচরণ প্রামাণিকের আলয়ে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশ হইয়াছে।

‘সম্বাদ সুধাকর’ অনেকটা মধ্যপন্থী ছিল। এই পত্রিকার জন্য কানাইলাল ঠাকুর একটি মুদ্রাযন্ত্রের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। ‘সম্বাদ সুধাকরে’র পরমায়ু চারি বৎসর।

সমাচার-পত্রের সংখ্যা

> এইক্ষণে বাঙ্গলা ভাষায় ৬ সম্বাদপত্র ও ইঙ্গরেজী বাঙ্গলায় ১ এবং ফারসী ভাষায় ১ ও এতদ্দেশীয় কোন বিজ্ঞ লোককর্তৃক রচিত ইঙ্গরেজী ভাষায় ১ সম্বাদপত্র প্রকাশিত হইতেছে

তাহাতে এতদ্দেশীয় লোকেরদের মনোরঞ্জন ও বহুদর্শনার্থ সর্ব্বসুদ্ধ এইক্ষণে ৯ সম্বাদপত্র মুদ্রিত হইতেছে।—'সমাচার দর্পণ,' ৫ মার্চ ১৮৩১।

সমাচার সভারাজেন্দ্র (সাপ্তাহিক)। ৭ মার্চ ১৮৩১।

'সমাচার সভারাজেন্দ্র' মুসলমান-সম্পাদিত প্রথম বাংলা সংবাদপত্র। বাংলা ও ফার্সীতে এই সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করিবার জন্য কলিঙ্গার শেখ আলীমুল্লাকে ১৮৩০, ৭ই সেপ্টেম্বর লাইসেন্স মঞ্জুর করা হয়। ইহার প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল—৭ মার্চ ১৮৩১ (২৫ ফাল্গুন ১২৩৭)। পরবর্ত্তী ১০ই মার্চ 'সমাচার চন্দ্রিকা' লেখেন :—

সমাচার সভা রাজেন্দ্রনামক বাঙ্গালা ও পারস্য ভাষায় এক সমাচারপত্র সৃজন হইবার কল্প ছিল তাহা গত ২৫ ফাল্গুন সোমবার প্রকাশ হইয়াছে প্রথম সংখ্যা দৃষ্টি করিয়াছি তাহাতে তৎপ্রকাশকের প্রতিজ্ঞা বা অভিপ্রায় কিছুই ব্যক্ত হয় নাই কেবল কএকটি সম্বাদ ও তাহারি অবিকল অনুবাদ পারস্য ভাষায় হইয়া চারি তা কাগজ মুদ্রিত হইয়াছে বোধ হয় আগামিতে তৎপ্রকাশক আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবেন যাহা হউক সকলপ্রকার কাগজ প্রকাশ হইল পূর্ব্বে কেবল ইঙ্গরেজী সমাচারপত্র ছিল ইহাতে লোকেরদিগের বাঞ্ছা হইত বাঙ্গালা হইলে ভাল হয় তাহা হইলে পারস্য ভাষায় কাগজে প্রয়াস হইল সে অভিলাষ পূর্ণহওনান্তে ইঙ্গরেজী বাঙ্গালা উভয় ভাষায় একত্রে দেখিবার সাধ ছিল তাহাও হইয়াছে পারস্য বাঙ্গালা উভয় ভাষায় কোন গ্রন্থাদি দেখা যায় নাই ৺ঈশ্বরেচ্ছায় সে খেদও রহিল না এক্ষণে শুনিতেছি পারস্য বাঙ্গালা ও উড়িয্যা ভাষায় কটক অঞ্চলে হইবেক ইহা হইলে অধিকতর মঙ্গল জ্ঞান করিব।

'সমাচার সভারাজেন্দ্র'-সম্পাদক প্রাচীনপন্থী ছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে 'সমাচার চন্দ্রিকা' এইরূপ মন্তব্য করেন :—

সভারাজেন্দ্র পত্রের বিষয় আমরা গত বারে কিঞ্চিৎ লিখিয়াছি পুনশ্চ লিখি তিনি যদ্যপিও মুসলমান বটেন কিন্তু আমরা তাঁহাকে দরাপ খাঁ প্রভৃতির ন্যায় জবন জ্ঞান করিতে পারি যেহেতুক স্বধর্ম্মনাশেচ্ছুক হিন্দুসন্তানের প্রতি তাঁহার নিতান্ত দ্বেষিতা...।—(১ অক্টোবর ১৮৩১ তারিখের 'সমাচার দর্পণে' উদ্ধৃত)

'সমাচার সভারাজেন্দ্র' দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই।

জ্ঞানান্বেষণ (সাপ্তাহিক)। ১৮ জুন ১৮৩১।

'জ্ঞানান্বেষণ' এই যুগের একখানি উল্লেখযোগ্য পত্রিকা। ইহা "ইয়ং বেঙ্গল"দের মুখপত্র ছিল। কলিকাতা চোরবাগান হইতে এই সাপ্তাহিকখানি প্রকাশ করিবার জন্য গবর্মেণ্ট ৩১ মে ১৮৩১ তারিখে দক্ষিণানন্দন (পরে 'দক্ষিণারঞ্জন') মুখোপাধ্যায়কে লাইসেন্স দেন। পরবর্ত্তী ১৮ই জুন 'জ্ঞানান্বেষণে'র প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। প্রথম সংখ্যার "অনুষ্ঠানে" পত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত হইয়াছিল,—

জ্ঞানান্বেষণ। শনিবার ইং ১৮ জুন।—সংপ্রতি এতন্মহানগরে নানাবিধ সমাচারপত্রদ্বারা নানা দেশীয় সমাচার প্রচার হইতেছে তাহাতে এই পত্র প্রস্তুতকরা কেবল নানা দেশীয় গুহাগুহ্য বৃত্তান্ত প্রকাশ করিবার নিমিত্তে এমত নহে পরন্তু অন্য২ প্রয়োজন অনেক আছে।

এক প্রয়োজন এই যে এতদ্দেশীয় বিশিষ্ট বংশোদ্ভব অনেক মহাশয়েরা লোকের প্রপঞ্চ বাক্যেতে প্রতারিত হইতেছেন তাহাতে তাঁহারদিগের কোনরূপেই ভাল হইবার সম্ভাবনা না দেখিয়া খেদিত হইয়া বিবেচনা করিলাম যে নানা দেশ প্রচলিত বেদবেদান্ত মনুমিতাক্ষরাপ্রভৃতি গ্রন্থের আলোচনাদ্বারা তাঁহারদিগের ভ্রান্তি দূর করিতে চেষ্টা করিব।

দ্বিতীয়তঃ এই যে এতদ্দেশনিবাসি অনেকেই আপন২ জাতিবিহিত ধর্ম্মের প্রতি জিজ্ঞাসা করিলে যথাশাস্ত্রানুসারে কহিয়া থাকেন কিন্তু সেই মহাশয়েরা এমত কর্ম্ম করেন যে তাহা কোন বিশিষ্টলোকেরই কর্ত্তব্য নহে ইহার কারণ কি তাহাও বিবেচনা করিতে হইবেক।

তৃতীয়তঃ এই যে ভূগোল প্রভৃতি গ্রন্থ যদ্যপি এতদ্দেশে দেশান্তরীয় ও বঙ্গদেশীয় ভাষায় নানাপ্রকারে প্রকাশ হইয়াছে তথাপি সে অতিবিস্তারিতরূপে প্রচার হয় নাই অতএব সকলের আশু বোধের নিমিত্তে সেই সকল গ্রন্থ আমরা বঙ্গদেশীয় ভাষায় ক্রমে২ প্রকাশ করিব। এবং অন্য২ বিষয় যাহা প্রকাশ করা আবশ্যক তাহাও উপস্থিতানুসারে প্রকাশ করিতে ত্রুটি করিব না ইতি।—(২ জুলাই ১৮৩১ তারিখের 'সমাচার দর্পণে' উদ্ধৃত)

দক্ষিণানন্দন নামে সম্পাদক হইলেও 'জ্ঞানান্বেষণে'র প্রুফ সংশোধনাদি যাবতীয় সম্পাদকীয় কার্য্য সম্পন্ন করিতেন—গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ। তাঁহাদের উভয়কে কটাক্ষ করিয়া সমসাময়িক 'সম্বাদ তিমিরনাশক' লেখেন :—

সন ১২৩৮ সালের ৫ আষাঢ়ে জ্ঞানান্বেষণ কাগজ প্রকাশ হয় তাহার প্রকাশক শ্রীযুত দক্ষিণানন্দন ঠাকুর ইনি বাবু স্যূর্য্যকুমার ঠাকুরের দৌহিত্র বাঙ্গালা লেখা পড়া কিছুই জানেন না এবং বাঙ্গালা কথা কহিতে ভাল পারেন না তাহাতে রুচিও নাই তথাচ বাঙ্গলা সমাচার কাগজের এডিটর না হইলেই নয় মাতামহদত্ত কিঞ্চিৎ সঞ্চিত আছে তাহা তাবৎকে বঞ্চিত করিয়া ঐ কাগজের জন্য কথঞ্চিৎ কিছু ব্যয় করেন এক জন নাটুরে ভাট মদ্যপায়িকে পণ্ডিত জানিয়া চাকর রাখিয়াছেন সে নাস্তিক হিন্দুদ্বেষী কাগজ আরম্ভাবধি কেবল ধার্ম্মিকবর শ্রীযুত চন্দ্রিকাকর মহাশয়কে কটু কহে আর হিন্দুশাস্ত্র ভাল নহে তাহারি দোষ আপন বুদ্ধিতে যাহা আইসে তাহাই লেখে এজন্য ভদ্রলোকমাত্র কেহ ঐ কাগজ পাঠ করেন না তথাচ কাগজ ছাপা করিয়া জন কএক লোকের বাটীতে পাঠাইয়া দেন।—(২১ জানুয়ারি ১৮৩২ তারিখের 'সমাচার দর্পণে' উদ্ধৃত)

গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশই যে প্রকৃতপক্ষে 'জ্ঞানান্বেষণে'র সম্পাদক ছিলেন, তাহার দুইটি প্রমাণ উদ্ধৃত করিতেছি :—

পূর্ব্বে আমারদিগের যে পণ্ডিত ছিলেন তিনি ভাস্কর নামক সংবাদ কাগজ বাহির করিয়াছেন··· ।—'জ্ঞানান্বেষণ' (২৩ মার্চ ১৮৩৯ তারিখের 'সমাচার দর্পণে' উদ্ধৃত)

"The individual to whom praise is due for the able manner in which that paper [*Bhaskar*] has hitherto been conducted, is still in the land of the living. He is the quondam Bengally editor of the *Gyananneshun*."—*Calcutta Courier*, 14 Novr. 1840.

শিরোভূষণ-স্বরূপ 'জ্ঞানান্বেষণে' একটি কবিতা মুদ্রিত হইত; উহা গৌরীশঙ্করের রচনা। কবিতাটি এইরূপ :—

এহি জ্ঞান মনুষ্যাণামজ্ঞানতিমিরং হর।
দয়াসত্যঞ্চ সংস্থাপ্য শঠতামপি সংহর॥
বাঞ্ছা হয় জ্ঞান তুমি কর আগমন।
দয়া সত্য উভয়েকে করিয়া স্থাপন॥
লোকের অজ্ঞানরূপ হর অন্ধকার।
একেবারে শঠতারে করহ সংহার॥

দক্ষিণানন্দন মুখোপাধ্যায়ের পর 'জ্ঞানান্বেষণ' পরিচালন করেন— রসিককৃষ্ণ মল্লিক এবং মাধবচন্দ্র মল্লিক। তাঁহারা পত্রিকাখানিকে অতঃপর ইংরেজী ও বাংলায় প্রকাশ করিবার জন্য সরকারের নিকট আবেদন করেন। ১৫ জানুয়ারি ১৮৩৩ তারিখে সরকার লাইসেন্স মঞ্জুর করেন। ইহার কয়েক দিন পরেই 'জ্ঞানান্বেষণে' নিম্নোদ্ধৃত বিজ্ঞপ্তিটি মুদ্রিত হয় :—

আমরা জ্ঞানান্বেষণ গ্রাহক মহাশয়বর্গের সমীপে প্রণিপাতপূর্ব্বক বিজ্ঞাপন করিতেছি আপনকারদিগের আনুকূল্যে জ্ঞানান্বেষণপত্র আরম্ভাবধি এপর্য্যন্ত যে কেবল গৌড়ীয় ভাষায় চলিতেছিল এইক্ষণে আমারদের বোধ হয় যে তাহার পরিবর্ত্ত করিয়া আগামি সপ্তাহাবধি গৌড়ীয় এবং ইঙ্গলণ্ডীয় ভাষায় প্রকাশ করিব কেননা যদিও বঙ্গভাষাজ্ঞ মহাশয়দিগের কেবল গৌড়ীয় ভাষাপাঠে তৃপ্তি হইতে পারে তথাপি জ্ঞানান্বেষণগ্রাহক ইউরোপীয় মহাশয়দিগের মধ্যে অনেকের গৌড়ীয় ভাষাভ্যাসে তাদৃক মনোযোগ না থাকাতে তাঁহারদের উত্তমানুরক্তি হওয়ার ব্যাঘাত হয় অতএব বিবেচনা করিলাম জ্ঞানান্বেষণে যে২ বিষয় প্রকাশ হইবে তাহা ঐ উভয় ভাষায় লিপিবদ্ধ হইলে জ্ঞানান্বেষণপাঠে এতদ্দেশীয় ও ইউরোপীয় মহাশয়দিগের বিশেষ মনোযোগ হইতে পারে এই বিবেচনাতে আগামি সপ্তাহাবধি পূর্ব্বোক্ত উভয় ভাষায় জ্ঞানান্বেষণ প্রকাশ করিতে উদ্যোগী হইলাম⋯।—(১৯ জানুয়ারি ১৮৩৩ তারিখের 'সমাচার দর্পণে' উদ্ধৃত)

স্বনামধন্য রামগোপাল ঘোষ 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রের সহিত বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তাঁহার অনেক রচনা ইহাতে স্থান পাইয়াছিল।* গোবিন্দচন্দ্র বসাককে লিখিত রামগোপাল

* "Farewell Addresses to Sir Charles Trevelyan.—On Saturday last at 3 P. M. the Members of the British Indian Association waited in deputation on Sir Charles Trevelyan... Baboo Ramgopaul Ghose observed that he seconded Sir Charles in a small way by writing editorials in the *Guyananashun* newspaper on the subject [abolition of the Town duties]." —*The Hindoo Patriot* for April 10, 1865, p. 118.

ঘোষের কয়েকখানি পত্রের অংশ উদ্ধৃত করিতেছি ; ইহা হইতে 'জ্ঞানান্বেষণে'র আরও কয়েক জন পরিচালকের নাম জানা যাইবে :—

> Calcutta, 9th July, 1837—...I have a great deal to tell you about the Gyananashun which after this week will go into the hands of Babu Dukhina. This being the last time that I shall have to ask you to write in the Gyananashun, pray send me something good. You may pen a small article giving particulars of Martin's conduct at Hooghly.
>
> Calcutta, 21st September 1838.—...Taruck [Chandra Bose], the principal Editor of Gyananashun, has been lucky enough to get a Deputy Collectorship at Hooghly. I wonder who will carry on the paper now.
>
> Calcutta, 24th November, 1839.—I should mention to you before I conclude that at a meeting of a few select friends lately held in my house at the request of Babu Ram Chunder Mitter, and Horo Mohun Chatterjea the present conductors of the Gyananashun, to take into consideration different points connected with the management of that paper. I was requested to take up the editorial management of it. I have not yet acceded to the proposal, and I think, there are weighty reasons for declining it. I have little leisure and less ability to conduct it, and the consequence is, I will feel it to be a great bore. And unless it can be better managed than it is at present, it is not worth while to take it up. But after all, should the paper devolve upon my hands, you may be sure to be constantly bothered by me for contributions. In fact it is the hope of being largely supplied with news by you that sometimes induces me to change my mind....(Ram Gopal Sanyal : *Bengal Celebrities*, i. 178, 180.)

প্রায় দশ বৎসর চলিবার পর, ১৮৪০ সনের নবেম্বর মাসে 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রের প্রচার রহিত হয়। এই প্রসঙ্গে ২৬ নবেম্বর ১৮৪০ তারিখে 'ক্যালকাটা কুরিয়ার' লিখিয়াছিলেন,—

> The *Gyannaneshun* Native Newspaper has, we regret to hear, been given up for want of public support. It existed about ten years and was for some time ably conducted by a number of College students. In its palmy days it was a legitimate organ of the educated Hindoos, but since the retirement of Baboo Russickrishna Mullick, and Duckinanunden Mookerjie, who originally established the paper, merely with the view of keeping alive a spirit of liberal enquiry amongst the Hindoos and combating the prejudices of the orthodox party, it exhibited many symptoms of dotage and decay, till in the course of the present week it died a natural death.

অনুবাদিকা (সাপ্তাহিক)। আগষ্ট ১৮৩১।

১৮৩১ সনের আগষ্ট মাসে 'সঙ্গীত তরঙ্গ'-রচয়িতা রাধামোহন সেনের পুত্র ভোলানাথ সেন 'অনুবাদিকা' নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেন। ইহাতে প্রধানতঃ *Reformer* পত্রের প্রবন্ধাদির অনুবাদ থাকিত। 'অনুবাদিকা' সম্বন্ধে 'সম্বাদ কৌমুদী'তে একখানি পত্র প্রকাশিত হয় ; পত্রখানি এইরূপ :—

> শ্রীযুত কৌমুদীপ্রকাশকেষু। এ সপ্তাহে আমরা দুই সম্বাদ পত্র অবলোকন করিলাম প্রথমতঃ অনুবাদিকা এই পত্র বঙ্গ ভাষায় শব্দবিন্যাসপূর্ব্বক প্রস্তুত হইয়াছে অনুবাদিকা স্বতন্ত্র

পত্র নহে রিফার্ম্মরহইতেই অনুবাদ হইবেক এবং প্রয়োজনমতে অন্য২ সম্বাদ পত্রহইতেও কোন উপকারি বিষয় অনুবাদিকাতে স্থান পাইবেক রিফার্ম্মর পত্র প্রকাশে লোকের যেরূপ মঙ্গলের আকার হইতেছে অনুবাদিকাদ্বারাও তাদৃক উপকারের সম্ভাবনা বটে কিন্তু অস্মদ দেশের মধ্যে অনেকে ইঙ্গলণ্ডীয় ভাষা অবগত নহেন সুতরাং রিফার্ম্মরে কি প্রকাশ হয় অনেক লোকে তাহা জ্ঞাত হইতে পারেন না তজ্জন্য তৎসম্পাদকের ইচ্ছা যে তাহা সচরাচরে অবগত হইতে পারেন এই মানসে তাঁহারা রিফার্ম্মরের অনুবাদ করিতেছেন অনুবাদিকার পাঠকগণের নিকট সম্পাদকেরা কোন বেতন গ্রহণ করিবেন না বিনামূল্যে বিতরণ করিবেন সুতরাং অত্রবিষয়ে তাঁহারদের সর্ব্বাংশেই অনুরাগ করা উচিত হয়। (২৭ আগষ্ট ১৮৩১ তারিখের 'সমাচার দর্পণে' উদ্ধৃত)

'রিফর্মার' ও 'অনুবাদিকা'—উভয় পত্রেরই স্বত্বাধিকারী ছিলেন প্রসন্নকুমার ঠাকুর। এক বৎসর পূর্ণ হইতে-না-হইতেই 'অনুবাদিকা'র প্রচার বন্ধ হয়। ১৬ এপ্রিল ১৮৩২ তারিখের 'বেঙ্গল হরকরা'য় প্রকাশ :—

We regret that the *Unoo Badika* or the Bengallee version of the *Reformer* which had been circulated *gratis* in the Hindoo Community since a few months after the commencement of the *Reformer* has been suspended from the last week, owing to the want of leisure on the part of its managers.—*Sumbad Cowmoody*.

সম্বাদ রত্নাকর (সাপ্তাহিক)। ২২ আগষ্ট ১৮৩১।

"কলিকাতা নগরীর উন্নতিবিধানকল্পে" ৭১ নং পাথুরিয়াঘাটা ষ্ট্রীট হইতে 'সম্বাদ রত্নাকর' নামে একখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশের জন্য সিমলার মধুসূদন দাস গবর্মেণ্টের নিকট আবেদন করেন। ১৮৩১ সনের ১২ই আগস্ট তাঁহাকে লাইসেন্স মঞ্জুর করা হয়। পরবর্ত্তী ২২এ আগস্ট (৭ ভাদ্র ১২৩৮) তারিখে পত্রিকাখানি প্রকাশিত হয়। প্রচলিত ধর্ম্ম ও আচারের সমর্থনই এই পত্রিকার উদ্দেশ্য ছিল। ৮ সেপ্টেম্বর ১৮৩১ তারিখের 'সমাচার চন্দ্রিকা'য় প্রকাশ :—

রত্নাকর। গত ৭ ভাদ্র অবধি রত্নাকর নামক সমাচার পত্রপ্রচার হইতেছে এ সংবাদ গত ১০ ভাদ্রের চন্দ্রিকায় প্রকাশ করিয়াছি সংপ্রতি গত ২১ ভাদ্রের রত্নাকরপত্রের লিখিত বিবরণ রত্নজ্ঞানে সকলেই যত্ন পূর্ব্বক পাঠ করিয়াছেন যেহেতুক তৎপত্রসর্জনকর্ত্তা নাস্তিকহর্ত্তা হইয়া বিধাতার বাক্য পালনে অবোধদিগের বিলক্ষণ প্রবোধ প্রদানে বিচক্ষণতাপূর্ব্বক ক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছেন…।

ছয় মাস যাইতে-না-যাইতেই 'সম্বাদ রত্নাকরে'র প্রচার রহিত হয়। ২৮ জানুয়ারি ১৮৩২ তারিখের 'সমাচার দর্পণে' প্রকাশ,—

বাঙ্গলা সমাচারপত্রের মর্ম্ম।…সম্বাদ রত্নাকরের গো লোকপ্রাপ্তি।—…সম্বাদ রত্নাকরনামক যে এক কটুকাটব্য রচিত পত্র এই মহানগরে প্রকাশ হইতেছিল সংপ্রতি গত

সোমবাসরাবধি তৎ পত্র প্রকাশ রহিত অর্থাৎ কোন অধর্ম্ম রোগে প্রলাপ দেখিয়া তাহার গো লোকপ্রাপ্তি হইয়াছে…।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের লেখা হইতে জানা যায়, এই সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদক ছিলেন রামচন্দ্র পাল।

সম্বাদ সারসংগ্রহ (সাপ্তাহিক)। ২৯ সেপ্টেম্বর ১৮৩১।

১৮৩১ সনের আগস্ট মাসে 'সম্বাদ প্রভাকরে' কলুটোলা-নিবাসী সরূপচাঁদ দাস গুপ্তের একখানি পত্র প্রকাশিত হয় ; ইহাতে 'সম্বাদ সারসংগ্রহ' প্রচারের সঙ্কল্পের কথা ছিল।—

> এতদ্দেশে নানাপ্রকার সমাচার পত্রের প্রচার হইয়া অনেকের উপকার হইতেছে তাহাতে বর্দ্ধিষ্ণু সন্তানেরা অনায়াসে অনেক মুদ্রা ব্যয় করিয়া সকল পত্র গ্রহণপূর্ব্বক সকল সমাচার ও প্রেরিত পত্রাদি অবলোকন করেন কিন্তু যাঁহারা অনেক মুদ্রা বিতরণে সক্ষম নহেন তাঁহারদের সকল বিষয় দৃষ্টিগোচর হয় না অতএব আমার এই মানস যে সাধারণের উপকারার্থ সারসংগ্রহনামক সম্বাদপত্র প্রকাশ করি ঐ পত্রে সমুদায় বাঙ্গলা পত্রস্থ সমাচারের মর্ম্ম ও অবিকল প্রেরিত পত্র মুদ্রিত হইয়া প্রতি সপ্তাহে প্রকাশ পাইবেক ইহার মাসিক মূল্য ২ মুদ্রামাত্র…। (৩ সেপ্টেম্বর ১৮৩১ তারিখের 'সমাচার দর্পণে' উদ্ধৃত)

বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় এই সংবাদপত্র প্রকাশ করিবার জন্য স্বত্বাধিকারী ও প্রকাশক—সিমলার বেণীমাধব দে-কে সরকার ১৮৩১ সনের ৯ই সেপ্টেম্বর লাইসেন্স মঞ্জুর করেন। পরবর্ত্তী ২৯এ সেপ্টেম্বর (১৪ আশ্বিন ১২৩৮) 'সম্বাদ সারসংগ্রহ' পত্রের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। 'সমাচার চন্দ্রিকা'য় প্রকাশ :—

> সম্বাদ সারসংগ্রহ।—গত ১৪ আশ্বিন বৃহস্পতিবার সম্বাদ সারসংগ্রহনামক এক নূতন সমাচার পত্র প্রচার হইয়াছে ঐ পত্র ইঙ্গরেজী ও বাঙ্গলা উভয় ভাষায় প্রকাশিত হয় তাহার প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা আমরা দৃষ্টি করিয়াছি এইক্ষণে তাহার দোষ গুণ বর্ণনে ক্ষান্ত রহিলাম। যেহেতু উভয় ভাষায় ভাষিত কোন কাগজ বাঙ্গালিদিগের ছিল না এইক্ষণে সারসংগ্রহপ্রকাশক সাহস করিয়া প্রবৃত্ত হইয়াছেন ইহাতেই আমরা তুষ্ট হইয়াছি…। (২২ অক্টোবর ১৮৩১ তারিখের 'সমাচার দর্পণে' উদ্ধৃত)

কয়েক সংখ্যা প্রকাশিত হইবার পর 'সম্বাদ সারসংগ্রহ' লুপ্ত হয়।

জ্ঞানোদয় (মাসিক)। ডিসেম্বর ১৮৩১।

১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে রামচন্দ্র মিত্র ও কৃষ্ণধন মিত্র 'জ্ঞানোদয়' নামে একখানি মাসিকপত্র প্রকাশ করেন। 'সমাচার দর্পণে' প্রকাশ :—

> আমরা শুনিতেছি যে শ্রীযুত বাবু কৃষ্ণধন মিত্র মহাশয় জ্ঞানোদয়সংজ্ঞক এক অভিনব মাসিক গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন ইহাতে অত্যন্তাহ্লাদিত হইলাম। (৩১ ডিসেম্বর ১৮৩১)

> শ্রীযুত রামচন্দ্র মিত্র ও শ্রীযুত কৃষ্ণধন মিত্র জ্ঞানোদয়নামক বাঙ্গালি মাগজিনের প্রথম সংখ্যক প্রাপ্ত হওয়া যায়…। (১০ মার্চ ১৮৩২)

'জ্ঞানোদয়' বালকদের মনোরঞ্জন করিত। ইহাতে প্রধানতঃ নীতিকথা, ইতিহাস ও ভূগোল-বিষয়ক কাহিনী স্থান পাইত। পত্রিকাখানি নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয় নাই। ইহার ১০ম সংখ্যার প্রকাশকাল—মার্চ ১৮৩৩। পাদরি লং বাংলা পুস্তকের তালিকায় লিখিয়াছেন, 'জ্ঞানোদয়' সর্ব্বসমেত ২০ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছিল।

বিজ্ঞানসেবধি (মাসিক)। এপ্রিল ১৮৩২।

১৮৩২ সনের এপ্রিল মাসে 'বিজ্ঞানসেবধি' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা Society for Translating European Sciences কর্ত্তৃক প্রকাশিত হয়। প্রথম সংখ্যার আখ্যা-পত্রে 'বিজ্ঞানসেবধি'র এইরূপ পরিচয় দেওয়া হইয়াছে :—

> বিজ্ঞানসেবধি অর্থাৎ শিল্প শাস্ত্রের নিধি—লার্ড ব্রোহেম সাহেবের লিখিত বিজ্ঞানশাস্ত্রের অভিপ্রায় ও ফল এবং সন্তোষাদির বিবরণ হইতে শ্রীযুত এইচ এইচ উইল্সন সাহেবের আদেশে শ্রীযুত বাবু অমলচন্দ্র গাঙ্গলি ও কাশীপ্রসাদ ঘোষ দ্বারা ভাষান্তর হয় ইউরোপীয় সকল বিজ্ঞানশাস্ত্র ভাষান্তরার্থে সমাজ কর্ত্তৃক শোধিত হইয়া প্রকাশিত হইল।

ইহার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হইলে, ৫ মে ১৮৩২ তারিখে 'সমাচার দর্পণ' লেখেন :—

> এই ১ সংখ্যায় প্রকাশিত এক ইশ্‌তেহার দ্বারা অবগত হওয়া গেল যে ঐ সমাজের অভিপ্রায় এই যে পরোপকারক গ্রন্থসমূহের পাণ্ডুলেখ্যক্রমে স্বদেশস্থ লোকেরদের উপকারার্থ ইউরোপীয় বিদ্যার গ্রন্থমালা বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিবেন। এই সকল গ্রন্থের এবং অন্যান্য প্রসিদ্ধ গ্রন্থসকলের প্রত্যেক সংখ্যায় পঞ্চাশ২ পৃষ্ঠা ভাষান্তরিতকরণপূর্ব্বক প্রকাশ করিবেন। এই ব্যাপার শ্রীযুক্ত ডাক্তর উইলসন সাহেবের আনুকূল্যে হইতেছে তাহাতে গ্রন্থকর্ত্তারদের যথোচিত যশস্বিতা প্রকাশ হইতেছে…।

'বিজ্ঞানসেবধি'র দ্বাদশ সংখ্যা মাত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহার ৬ষ্ঠ সংখ্যা ১৮৩৩ সনে ও ৯ম-১০ম সংখ্যা ১৮৩৪ সনে বাহির হয়।

দলবৃত্তান্ত (সাপ্তাহিক ?)। জানুয়ারি ১৮৩২।

১৮ সেপ্টেম্বর ১৮৩১ তারিখের 'সমাচার চন্দ্রিকা'য় 'দলবৃত্তান্ত' নামে একখানি সমাচারপত্র প্রকাশের উদ্যোগের কথা বিজ্ঞাপিত হয়। এই প্রসঙ্গে 'চন্দ্রিকা'-সম্পাদক মন্তব্য করেন :—

> দলবৃত্তান্ত।—এতন্নগরে এক্ষণে নানাভাষায় সমাচার পত্র প্রচার হইতেছে তন্মধ্যে বাঙ্গলা ভাষায় পত্রের অত্যন্ত বাহুল্য দেখিয়া কোন মহানুভব মহাশয় বিবেচনা করিয়াছেন যে দলবৃত্তান্তনামে এক সমাচারপত্র প্রকাশ হইলে ভাল হয় যেহেতুক উক্ত পত্রাদিতে দলাদলির সম্বাদ সর্ব্বদা প্রায় প্রচার হয় না। অতএব তাঁহার অভিপ্রায় দলবৃত্তান্ত পত্রে

কেবল দলাদলির সম্বাদ সর্ব্বদাই প্রকাশ হইবে তাহার অনুষ্ঠানপত্রের পাণ্ডুলেখ্য অস্মদাদির নয়নগোচর হইয়াছে। প্রস্তুত হইলে তাবতেরি সুগোচর হইতে পারিবেক। তাঁহার অনুমতি ভিন্ন তৎপ্রকাশকের নাম এবং অনুষ্ঠানপত্রের বিবরণ পাঠকবর্গকে জ্ঞাত করাইতে পারি না অনুমান হয় অপ্রকাশ না থাকিয়া ত্বরায় প্রকাশ পাইবেক তদ্বিষয়ে অস্মদাদির কিঞ্চিৎ বক্তব্য উচিত অতএব লিখি।

যে২ দেশ যখন২ অরাজক হইয়াছে সেই২ দেশে তত্তৎকালে দলবদ্ধ হইয়া আপন২ দলের জাতি প্রাণ ধর্ম্ম রক্ষা করিয়াছেন যত্তপিও এক্ষণে অরাজক নহে সুবিচারক রাজার অধিকারে বাস করিতেছি এবং তাঁহার প্রবলপ্রতাপে ভিন্নদেশীয় দুর্দান্ত দুরাত্মা রাজাকর্তৃক আমারদিগের কোন পীড়া নাই এবং ধন প্রাণইত্যাদির প্রতি চৌরাদির আশঙ্কাও নাই। তথাপি হিন্দুরদিগের বিশেষতঃ হিন্দুর মধ্যে বঙ্গভূমিনিবাসি অর্থাৎ বাঙ্গালিদিগের ধর্ম্মরক্ষা-বিষয়ে অত্যন্ত অরাজক হইয়াছে যেহেতুক ইহাতে রাজশাসন নাই এজন্য কেহ২ স্বেচ্ছাচারী হইয়া আপন জাতি ধর্ম্ম নষ্টকরণপূর্ব্বক অপরের নষ্ট করিবার চেষ্টা করে সুতরাং দলাদলি থাকিলে তদ্বিষয়ের শাসন থাকে যেহেতুক দলপতি ভূপতির ন্যায় স্বদলস্থ ব্যক্তিদিগকে সাবধানে রাখিতে যত্ন করেন। তদ্বিশেষ এই যত্তপি কোন ব্যক্তি স্বেচ্ছাচারী হইয়া অখাদ্য খায় অপেয় পান করে এ কথা প্রকাশ হইলেই দলপতি আপন মতস্থ ব্যক্তিদিগকে তৎক্ষণাৎ নিষেধ করেন যে অমুক পতিত হইয়াছে তাহার সহিত কোন ব্যবহার করিও না। অপর যত্তপি কোন ব্যক্তি মিথ্যাপবাদে পতিত থাকে সে ব্যক্তি কোন দলপতির নিকট উদ্ধারের প্রার্থনা করিলে তিনি তাহার অপবাদের বিষয় বিশেষানুসন্ধানপূর্ব্বক নির্দ্দোষী জ্ঞাত হইলে আপন দলে তাহাকে সংগ্রহ করিয়া লন্ ইত্যাদি। অতএব দল থাকা বিশেষ উপকারজনক বটে কেননা মিথ্যাপবাদে লোক পতিত হইয়া থাকে না এবং যথার্থ কুকর্ম্মশালী ধার্ম্মিকদিগের সহিত চলিত হইতে পারে না তজ্জন্য সংসর্গ দোষ স্পর্শিতেও পারে না। অতএব এমত উপকারজনক বিষয়ের সম্বাদ সর্ব্বদা সজ্জনগণের শুশ্রূষা বটে। অপর এতন্মহানগরে ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থদিগের পূর্ব্বে দুই দল ছিল ইহার দলপতি বৈকুণ্ঠবাসী মহারাজ নবকৃষ্ণ বাহাদুর এবং স্বর্গীয় বাবু মদনমোহন দত্তজ মহাশয় এই দুই দলপতির দলভুক্ত প্রায় নগরস্থ সমস্ত লোক ছিলেন তৎপরে নগরের লোকসংখ্যাও বৃদ্ধি হইল এবং অনেক ধনাঢ্য লোক নগরে বাস করিতে লাগিলেন পরে ক্রমে২ অনেক দল হইয়াছে বিশেষতঃ নবশাক জাতীয় সকল ব্রাহ্মণ কায়স্থাদির দলভুক্ত হইয়াছেন কিন্তু তাঁহারদিগের স্ব২ জাতীয়েরও বিশেষ২ দল আছে। অপর নবশাকভিন্ন সুবর্ণ বণিকাদিরও অনেক দল আছে অতএব দলাদলির বিষয় এ একটা বৃহদ্ব্যাপার বটে ইহার সম্বাদ যত্তপি কোন ব্যক্তি সংগ্রহ পূর্ব্বক প্রকাশ করেন তাহাতে লোকের মহোপকার বোধ হইবে সে উপকার বিশেষ লিখনের প্রয়োজনাভাব উক্তবিষয়ে কিঞ্চিৎ মনোযোগ করিলেই জানিতে পারিবেন এবং দলপতি ও দলাদলি প্রকরণ যাঁহারা বিশেষ বুঝেন তাঁহারাই বিলক্ষণ বোধ করিতে পারিবেন যে দলবৃত্তান্ত পত্র কি উপকারক হইবে।

'দলবৃত্তান্ত' ১৮৩২ সনের প্রথম ভাগে প্রকাশিত হয়। ইহা খুব সম্ভব সাপ্তাহিক পত্রিকা ছিল। ২১ জুলাই ১৮৩২ তারিখের 'সমাচার দর্পণে' প্রকাশ :—

…অপর দলবৃত্তান্তনামক এক পত্র প্রকাশ হইয়া থাকে তাহাতেই দলের কথা সকলি লেখা আছে তৎপাঠে তাবতের ভ্রমোপশম হইবেক তজ্জন্য আমারদিগকে যে মহাশয় উত্তর প্রদানের অনুরোধ করিয়াছেন তিনিও ঐ দলবৃত্তান্ত পত্র পাঠ করিলে আর অনুরোধ করিবেন না। ('সমাচার চন্দ্রিকা' হইতে উদ্ধৃত)

সমাচারপত্রের সংখ্যা-হ্রাস

"কলিকাতা নগরে সংপ্রতি যেরূপ সমাচারপত্রের বৃদ্ধি হইয়াছিল তেমনি হ্রাসতা হইতেছে প্রথমতঃ শাস্ত্র প্রকাশনামক এক পত্র বন্ধ হইল দ্বিতীয় সারসংগ্রহ কিছু দিন প্রকাশ হইয়া স্থগিত হয় তৃতীয় রত্নাকর পত্র বর্ত্তমান মাসঅবধি রহিত হইয়াছে সম্বৎসর পূর্ণ না হইতেই তিন কাগজ বন্দ হইল ইহাতে মনে করি যে ক্রমে২ নূতন কাগজ সকলেরই ঐ দশা প্রাপ্তি হইবেক।"—'সমাচার দর্পণ', ৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৩২।

সংবাদ রত্নাবলী (সাপ্তাহিক)। ২৪ জুলাই ১৮৩২।

"মেছুয়াবাজার বড়তলা লেনে অবস্থিত রত্নাবলী প্রেস হইতে 'সংবাদ রত্নাবলী' নামে একখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র" প্রকাশ করিবার জন্য মহেশচন্দ্র পাল ২৪ জুলাই ১৮৩২ তারিখে সরকারের নিকট হইতে লাইসেন্স প্রাপ্ত হন। ঠিক ঐ দিনই পত্রিকাখানির প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। মহেশচন্দ্র নামে-সম্পাদক ছিলেন; প্রকৃতপক্ষে পত্রিকা সম্পাদন করিতেন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। 'সংবাদ প্রভাকরে' (১২ এপ্রিল ১৮৫২) ঈশ্বরচন্দ্র নিজেই লিখিয়া গিয়াছেন :—

বাবু জগন্নাথপ্রসাদ মল্লিক মহাশয়ের আনুকূল্যে মেছুয়াবাজারের অন্তঃপাতী বাঁশতলার গলিতে 'সংবাদ রত্নাবলী' আবির্ভূত হইল। মহেশচন্দ্র পাল এই পত্রের নামধারী সম্পাদক ছিলেন। তাঁহার কিছু মাত্র রচনাশক্তি ছিল না। প্রথমে ইহার লিপিকার্য্য আমরাই নিষ্পন্ন করিতাম। রত্নাবলী সাধারণ সমীপে সাতিশয় সমাদৃত হইয়াছিল। আমরা তৎকর্ম্মে বিরত হইলে, রঙ্গপুর ভূম্যধিকারী সভার পূর্ব্বতন সম্পাদক ৺রাজনারায়ণ ভট্টাচার্য্য সেই পদে নিযুক্ত হয়েন।

'সংবাদ রত্নাবলী' "এক বৎসর আট মাস তিন দিবস" পর্যন্ত জীবিত ছিল। ১৫ নবেম্বর ১৮৪৫ (১ অগ্রহায়ণ ১২৫২) তারিখে ব্রজমোহন চক্রবর্ত্তীর সম্পাদকত্বে ইহা পুনঃপ্রচারিত হয়। পরবর্ত্তী ২৫এ নবেম্বর 'সম্বাদ ভাস্কর' লেখেন :—

আমরা দর্শনে হর্ষপ্রাপ্ত হইলাম সংবাদ রত্নাবলী নামক সমাচার পত্রিকার পুনরুদয় হইয়াছে, অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম দিন শনিবারে ঐ পত্রিকার নূতন দেহের প্রথম সংখ্যা প্রকাশ হয়।…এই রত্নাবলী ১২৩৯ সালের শ্রাবণ মাসে চন্দ্রিকাভাসে প্রকাশ হইয়াছিল

আমারদিগের পরম বন্ধু গুণসিন্ধু আন্দুলীয় জমিদার বাবু জগন্নাথপ্রসাদ মল্লিক মহাশয় প্রভাকর সম্পাদক বাবু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তকে লিপিকার্য্যে নিযুক্ত করিয়া তৎসময়ে প্রকাশ করেন, সম্পাদক মহাশয়দিগের নিতান্ত বাসনা ছিল রত্নাবলী দ্বারা ধর্ম্মসভাকে সদৃশ্য করিয়া ধর্ম্মচক্রে বসাইয়া দিবেন, কিন্তু চন্দ্রিকা নির্ব্বাহক ধর্ম্মসভা সম্পাদক বন্দ্যোপাধ্যায় বাবু বিবেচনা করিলেন রত্নাবলী দেখিয়া ধর্ম্মসভা যদি রত্নাবলী সম্পাদককে মাল্য প্রদান করেন তবে রাজাদিগের সহিত মাল্য বিনিময়ের ঘটকতাকার্য্যে যত যত্ন করিয়াছিলেন সকলি বিফল হইবে, রত্নাবলী সম্পাদক ঘটক বিদায় দিবেন না, অতএব ধর্ম্মসভাকে আপনি আগ্লিয়া রাখিয়া যেমন প্রভাকর সুধাকরকে সভার নিকট প্রবেশ করিতে দেন নাই রত্নাবলীকেও সেইরূপ করিলেন, কিন্তু তাহাতে রত্নাবলী সম্পাদক মহাশয় ক্ষুব্ধ হইলেন না, ধর্ম্মসভার মায়া পরিত্যাগ করিয়া রত্নাবলীর সুবর্ণাবলী সাধারণকে দিলেন, তাহাতে এক বৎসর আট মাস তিন দিবস গ্রাহক মহাশয়েরা রত্নাবলী ধারণে পুলকিত ছিলেন, তৎপরে কোন আশ্চর্য্য কারণে রত্নাবলী বিরহে রত্নাবলীর লীলা সম্বরণ হয়, তদবধি আমারদিগের কি দুঃখ মনে রহিয়াছিল তাহা বলিয়া জানাইতে পারি না, এইক্ষণে বাবু ব্রজমোহন চক্রবর্ত্তি সেই দুঃখ নিবারণ করিলেন, চক্রবর্ত্তিবাবু সম্পাদক হইয়া রত্নাবলী দেখাইলেন এবং অনুভব হইতেছে মহাপ্রসাদ [জগন্নাথপ্রসাদ] মহাশয়ও চক্রবর্ত্তি বাবুর পশ্চাৎবর্ত্তি আছেন।··· রত্নাবলী, ভাস্করাকারে দুই তক্তা কাগজে সুবর্ণাবলী ধারণ করিয়া বাহির হইয়াছে।

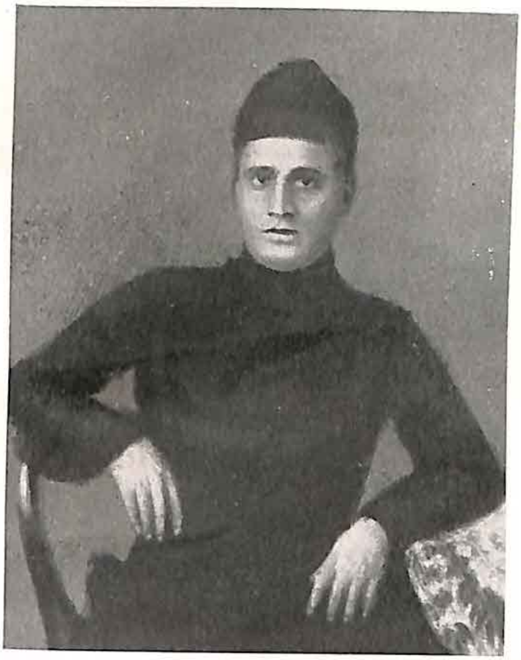
জ্ঞানসিন্ধু-তরঙ্গ (মাসিক)। ইং ১৮৩২।

পাদরি লঙের তালিকা হইতে ১৮৩২ সনে প্রকাশিত আর একখানি সাময়িক-পত্রের নাম পাওয়া যায়। ইহা রসিককৃষ্ণ মল্লিকের 'জ্ঞানসিন্ধু-তরঙ্গ'। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সংবাদপত্রের ইতিহাসেও ইহার উল্লেখ আছে। পত্রিকাখানি দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই।

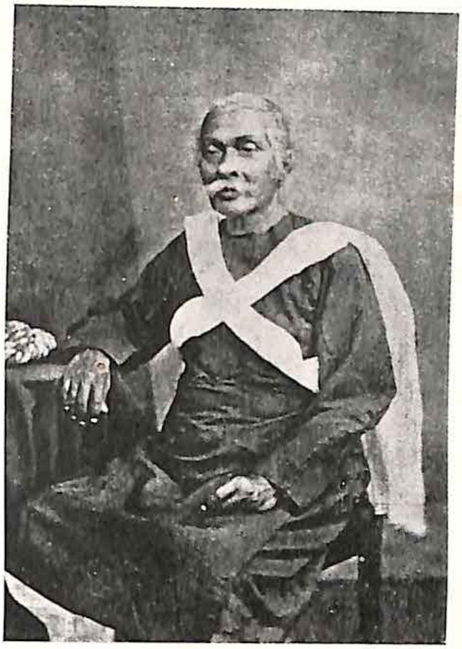
বিজ্ঞানসারসংগ্রহ (পাক্ষিক···)। সেপ্টেম্বর ১৮৩৩।

'বিজ্ঞানসারসংগ্রহঃ' (The Hindoo Manual of Literature and Science) একখানি পাক্ষিক পত্র। ১৮৩৩ সনের সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম পক্ষে ইহার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। ২৮ সেপ্টেম্বর ১৮৩৩ তারিখের 'ক্যালকাটা কুরিয়রে' 'বিজ্ঞানসারসংগ্রহঃ' পত্রের প্রথম দুই সংখ্যার প্রাপ্তিস্বীকার আছে। ইহা দ্বিভাষিক পত্র ছিল; প্রত্যেক পৃষ্ঠার দক্ষিণ পাটিতে বাংলা এবং বাম পাটিতে তাহার ইংরাজী অনুবাদ থাকিত। পত্রিকা-প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে পরিচালকগণ প্রথম সংখ্যায় এইরূপ লেখেন :—

> অনুষ্ঠানপত্র। নীচেস্বাক্ষরকারি সম্পাদকেরা শিল্প শাস্ত্র এবং অন্যান্য শাস্ত্রহইতে সংগ্রহ করিয়া ইঙ্গলণ্ডীয় ও বঙ্গভাষায় যে পুস্তক প্রস্তুত করিয়া প্রকাশ করিবার মানস করিয়াছেন তাহার নাম বিজ্ঞানসারসংগ্রহ।



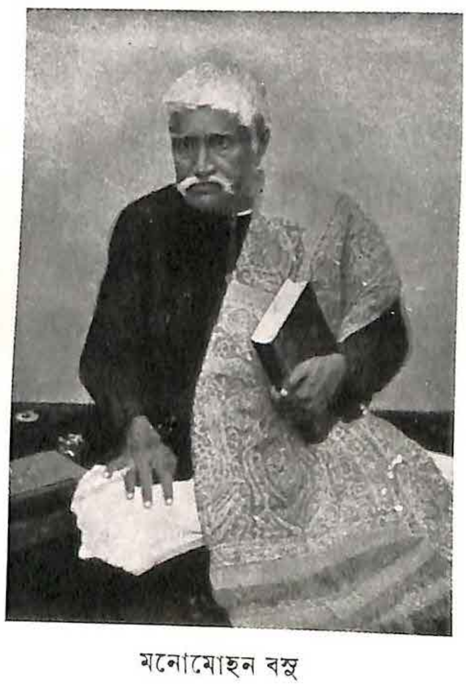
রাধানাথ শিকদার



প্যারীচাঁদ মিত্র



অদ্বৈতচন্দ্র আঢ্য



মনোমোহন বসু

উক্ত সম্পাদকদিগের মনঃস্থ এই যে এরূপ ইউরোপীয় বিজ্ঞান শাস্ত্র ও অন্যান্য নীতি শাস্ত্র সকলের সারোদ্ধার করিয়া বঙ্গদেশীয় পাঠকবর্গকে জ্ঞাপন করা যাইবে যে যদ্দারা উক্ত পাঠকদিগের জ্ঞান সীমার প্রশস্ততা অর্থাৎ অসীমজ্ঞান ও উত্তমরূপে নির্ম্মল নীতিজ্ঞতা হইতে পারে। আর এপ্রকার বিষয়ের অনুশীলনে উৎসাহ জন্মাইতে পারিবে যে যাহাতে মনুষ্যেরা সুখ ও গৌরব প্রাপ্ত হইতে পারেন। সম্পাদকেরা এইরূপ অনুমান করেন যে, যে রূপ চেষ্টা করিতে আমরা প্রবৃত্ত হইয়াছি এরূপ চেষ্টা বুঝি, ইহার পুর্ব্বে অন্য কোন ব্যক্তি করেন নাই, কারণ এপ্রদেশে ইংরেজি ও বঙ্গ ভাষায় যে দুই সমাচার পত্র প্রকাশ হইয়া থাকে তাহা কেবল রাজকীয় বিষয় এবং অন্যান্য অচিরস্থায়ি লাভজনক বিষয় প্রকাশ হইয়াই তাহার শেষ হইয়া থাকে ; কিন্তু আমাদের এই পুস্তকদ্বারা এরূপ কর্ম্মণ্য ও আহ্লাদজনক জ্ঞান পুঞ্জ প্রকাশ হইবে, যে তাহার অভ্যাসে যে রূপ মনোযোগ ও সময়ক্ষেপ করিবেন তদনুসারে যথেষ্ট পুরস্কার প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।...আমরা এই তিন প্রধান বিদ্যার সারোদ্ধার করিয়া সংগ্রহ করিব।

প্রথম ভুগোল বৃত্তান্ত ও মনুষ্যোপাখ্যান সংশ্লিষ্ট ইতিহাস।

দ্বিতীয় সদুপদেশক ও সন্তোষক নানা প্রকার উপাখ্যানসম্বলিত নীতিশাস্ত্র।

তৃতীয় বিজ্ঞানশাস্ত্র যাহাতে এ প্রদেশীয় লোকের মধ্যে প্রায় অনেকেই অনভিজ্ঞ আছেন।

এই পুস্তক রায়েল আক্টেবো সাইজে ১৬ পৃষ্ঠাতে এক২ খণ্ড প্রস্তুত হইয়া প্রতি মাসে দুইবার প্রকাশিত হইবে।...মাসিক মূল্য ৵০ আনা...কখন২ ইহার সহিত পত্রাঙ্কিত প্রতিমূর্ত্তিও দেওয়া যাইবে। শ্রীডবলিউ এম্ উলেষ্টন। শ্রীনবকুমার চক্রবর্ত্তী। শ্রীগঙ্গাচরণ সেন গুপ্ত।

এই তিন জনের এক জনের নিকটে সংস্কৃত পাঠশালায়* জানাইলেই সমুদয় বিষয় অবগত হইতে পারিবেন ইতি। সন ১৮।৩৩ শাল জুলাই

'বিজ্ঞানসারসংগ্রহঃ' পত্রের প্রথম দুই সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধগুলির একটি তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল :—

১ম সংখ্যা।—অনুষ্ঠানপত্র। মনুষ্যের জীবনোপাখ্যান বিষয়। জুন্স সাহেবের উপাখ্যান। জ্ঞানশাস্ত্র। সত্য ইতিহাস।

২য় সংখ্যা।—নিউটন্ সাহেবের উপাখ্যান। বিজ্ঞান শাস্ত্র। ইংলণ্ডীয় প্রাচীন ধর্ম্মের অবশিষ্ট।

---

* কলিকাতা গবর্মেণ্ট সংস্কৃত কলেজের ছাত্রবর্গকে ইংরেজী শিক্ষার সুবিধা দিবার জন্য ১ মে ১৮২৭ তারিখে ওলাষ্টন সাহেবকে মাসিক ২০০৲ বেতনে নিযুক্ত করা হয়। তাঁহার প্রথম সহকারিরূপে গঙ্গাচরণ সেন মাসিক ৫০৲ বেতনে ১৪ এপ্রিল ১৮৩০ তারিখে, এবং দ্বিতীয় সহকারিরূপে নবকুমার চক্রবর্ত্তী মাসিক ৪০৲ বেতনে ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৩ তারিখে সংস্কৃত কলেজে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১৮৩৫ সনের নবেম্বর মাসে সংস্কৃত কলেজ হইতে ইংরেজী-শ্রেণী উঠাইয়া দেওয়া হয়।

১৮৩৪ সনের জানুয়ারি মাস হইতে 'বিজ্ঞানসারসংগ্রহঃ' মাসিক পত্রে পরিণত হয়। প্রতি-সংখ্যায় ৩২ পৃষ্ঠা থাকিত, মূল্য ॥০ ও অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০৲ টাকা। ইউরোপীয় সাহিত্য ও বিজ্ঞান এ-দেশে প্রচার করিবার জন্য 'বিজ্ঞানসারসংগ্রহঃ' পত্রের আবির্ভাব। নবপর্য্যায়ে এই উদ্দেশ্য ছাড়া ইউরোপীয় গ্রাহকদের জন্য উপাদেয় সংস্কৃত ও বাংলা রচনার অনুবাদ দিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। 'বিজ্ঞানসারসংগ্রহে'র মলাটের শেষ পৃষ্ঠায় হিন্দু কলেজের ঠিকানা দিয়া সম্পাদকত্রয় এই বিজ্ঞাপন দিয়াছেন :—

> With a view to render this Series more acceptable to their European Subscribers, the Editors purpose to devote a portion of the work to original translations of interesting passages from Sanscrit and Bengallee authors. The main design, however, for which this work was at first undertaken, viz. "to communicate to the Natives a knowledge of European Literature and Science," will continue to be held prominently in view.

নবপর্য্যায় 'বিজ্ঞানসারসংগ্রহে'র প্রথম সংখ্যায় অন্যান্য প্রবন্ধ ছাড়া রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ-কৃত ব্রাহ্মসমাজের প্রথম ও দ্বিতীয় ব্যাখ্যান, এবং তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তি-কৃত তাহার ইংরেজী অনুবাদ মুদ্রিত হইয়াছে। তৃতীয় সংখ্যায় তৃতীয় ব্যাখ্যান ও তাহার ইংরেজী অনুবাদ আছে।

চার আনা পত্রিকা (মাসিক)। ইং ১৮৩৩।

১৮৩৩ সনে এই পত্রিকাখানি প্রকাশিত হইয়াছিল বলিয়া পাদরি লং উল্লেখ করিয়াছেন,—

> *Char Anna Patrika*—1833 : On Ethical Essays and Historical Anecdotes *

'চার আনা পত্রিকা' ইংরেজী ও বাংলায় প্রকাশিত হইত।†

বৃত্তান্তবাহক (অর্দ্ধ-সাপ্তাহিক)। ইং ১৮৩৪।

২২ জানুয়ারি ১৮৩৪ তারিখের 'সমাচার দর্পণে' এই সংবাদটি মুদ্রিত হইয়াছে :—

> রিফার্ম্মর সম্বাদপত্রের দ্বারা অবগত হওয়া গেল কলিকাতার সন্নিহিত ভবানীপুরে বৃত্তান্তবাহকনামক এক সংবাদপত্র সপ্তাহে দুইবার প্রকাশ পাইবে। সমাচার দর্পণের ন্যায় ঐ পত্র ইঙ্গরেজী ও বাঙ্গলা ভাষায় দুই শ্রেণীতে মুদ্রাঙ্কিত হইবে। তাহার মূল্য অত্যল্প মাসে ১ টাকা স্থির হইয়াছে।

ভবানীপুরে বৃত্তান্তবাহক প্রেস নামে একটি মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হইয়াছিল ; ১৮৩৬ সনে এই যন্ত্রালয়ে 'শৃঙ্গারতিলকে'র অনুবাদ মুদ্রিত হয়। এই কারণে মনে হয়, 'বৃত্তান্তবাহক' ১৮৩৪ সনে প্রকাশিত হইয়া থাকিবে।

---

* Long's *Returns relating to publications in the Bengali Language, in 1857*. (Selections from the Records of the Bengal Govt. No. xxxii), 1859, p. xlv.

† Long's *Catalogue of Bengali Works* (1855), p. 63.

সমাচারপত্রের হ্রাসপ্রাপ্তি

"কিয়দ্দিবস পূর্ব্বে এতন্নগরে বঙ্গভাষায় প্রভাকর সুধাকর রত্নাকর সারসংগ্রহ কৌমুদী সভারাজেন্দ্র ইত্যাদি যে কএক খান সমাচার পত্র প্রচার হইয়াছিল তাহা ক্রমেং লুপ্ত হইয়াছে···।"—'সমাচার দর্পণ,' ৯ মে ১৮৩৫।

সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় (মাসিক···)। ১০ জুন ১৮৩৫।

'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' প্রথমে মাসিক আকারে প্রতি পূর্ণিমায় প্রকাশিত হইত। ইহার প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল—৮ [১০ ?] জুন ১৮৩৫ (২৮ জ্যৈষ্ঠ ১২৪২, বুধবার)। পত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রথম সংখ্যায় এইরূপ লিখিত হয় :—

> বিজ্ঞাপন ॥···এই সংবাদ পত্র প্রতি পূর্ণিমায় প্রকাশ হইবেক তাহাতে বিদ্যা বুদ্ধি বৃদ্ধি বিষয়ক হিতোপদেশ আছে যাহাতে মনোঽনুপ্রবেশ করিলেই বিশেষোপকার দর্শাইবেক তথা নানা বিষয় ঘটিত রাজ্যের মঙ্গলামঙ্গল বিবরণ যাহা শ্রীলশ্রীযুক্ত দেশাধিপতির কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইলেই প্রজাগণের মহোপকার দর্শাইবেক এবং ধর্ম্ম বিষয় যাহা সর্ব সাধারণের আবশ্যক ও এতদ্দেশীয় বা ইউরোপীয়াদি দেশের নূতন২ সম্বাদ যদ্দর্শনে পাঠকগণেরা পরমোল্লসিত হইবেন এবং তাঁহাদিগের ও প্রেরিত যথা রীত্যনুসারে প্রকাশ হইবেক···।

প্রথম সংখ্যার শেষে মুদ্রিত নিম্নোদ্ধৃত বিজ্ঞাপন হইতে সম্পাদকের নামধাম জানা যায় :—

> এই সংবাদ পত্র প্রতি পূর্ণিমায় ষোড়শ পৃষ্ঠায় প্রকাশ হইবেক মূল্য সংখ্যা প্রতি ।০ আনা মাত্র যে কোন মহাশয় ইহা গ্রহণেচ্ছুক হইবেন তিনি মোকাম কলিকাতার ঠনঠনিয়ার কালেজ ইষ্ট্রীটে ৫৮ সংখ্যক বাটীতে সম্পাদকের নিকট এক স্বনামাঙ্কিত লিপী প্রেরণ করিলে পাইতে পারিবেন···। সম্পাদক শ্রীহরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ঃ।
>
> এই পত্র পঞ্চানন তলার ১৯ সংখ্যক ভবনে পূর্ণচন্দ্রোদয় যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত হইল।

সেকালের প্রথামত 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' পত্রের ললাটে উদ্দেশ্যবাচক একটি শ্লোক থাকিত। প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যায় যে শ্লোকটি ছিল, তাহা এইরূপ :—

অজ্ঞানরূপং তিমিরং বিনশ্য জ্ঞানপ্রকাশং প্রতিমাসমেব।
বিস্তীর্য্য লোকে হরচন্দ্রকেতুঃ সম্পূর্ণচন্দ্রোদয় এষ ভাতি॥

পরবর্ত্তী সংখ্যাগুলিতে কিন্তু স্বতন্ত্র একটি শ্লোক মুদ্রিত হইত ; উহা

দশ পঞ্চ কলা পূর্ণে পূর্ণিমায়াম্বিধৌ পুনঃ।
অধুনা হরচন্দ্রেণ পূর্ণচন্দ্রোদয়ঃ কৃতঃ॥

১৮৩৬, ৯ই এপ্রিল হইতে 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' সাপ্তাহিক পত্রে পরিণত হয়। ১৮৩৬ সনের 'দি ক্যালকাটা মন্থলী জর্ণালে' প্রকাশ :—

> *The Sungbad Purno Chundrodoy.*—The Monthly Magazine of this name, has since the 19th April, been changed to a weekly Literary and Political Journal,

হরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তিন বৎসরের উপর 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়ে'র সম্পাদক ছিলেন। ২৬ জানুয়ারি ১৮৩৮ তারিখে তিনি ঢাকা-স্কুলের হেড পণ্ডিত নিযুক্ত হন। অতঃপর ১২৪৫ সালের পৌষ মাসে (ইং ১৮৩৯ ?) আমড়াতলা-নিবাসী উদয়চন্দ্র আঢ্যের নাম সম্পাদকরূপে পত্রিকায় মুদ্রিত হয়। ২৭ এপ্রিল ১৮৩৯ তারিখের 'সমাচার দর্পণে' প্রকাশ :—

> ১২৪৫ সাল, পৌষ।—সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় পত্রের শ্রীবৃদ্ধি হয় এবং তৎসম্পাদন কার্য্যে শ্রীউদয়চন্দ্র আঢ্যের নাম প্রকাশ হয়।

১৮৪১ সনে উদয়চন্দ্রের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অদ্বৈতচন্দ্র আঢ্য 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়ে'র সম্পাদন-ভার গ্রহণ করেন। খুব সম্ভব, এই সময় হইতেই নিম্নের শ্লোকটি পত্রিকার কণ্ঠে মুদ্রিত হইত :—

দৃষ্ট্বা হৃষ্ট্যা শশাঙ্কং দিনরুচিরহিতং সাঙ্কহ্রাসং নিরঙ্কং ধাতা সংবাদ সোমং গুণময়মসৃজৎ পঙ্কজঘ্নং তমোঘ্নং।
স্বাঢ্যে সাঢ্যে সলেখে সমধুহদয়িতেঽদ্বৈতচন্দ্রে সুশৈলে ভব্যোভব্যোভবাব্দৌ হরিপদহৃদি সংপূর্ণচন্দ্রোদয়োসৌ ॥

১৮৪৪ সনের নবেম্বর মাসে (১২৫১ সাল) 'সম্বাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' দৈনিকের কলেবর ধারণ করে। ১৯ নবেম্বর ১৮৪৪ তারিখের 'সম্বাদ ভাস্কর' পাঠে (পৃ. ১০৮৯) জানা যায় :—

> আমরা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলাম সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় * * * দৈনিক হই * * * সম্পাদক মহাশয় প্রতি দিবসীয় পূর্ণচন্দ্রের যে আকার করিয়াছেন এতদাকার সমাচার পত্রে সাধারণের অশ্রদ্ধা হইয়া গিয়াছে * * *।

অনেকে লিখিয়াছেন, ১৮৪১ সনে (১২৪৮ সালে) 'সম্বাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' বারত্রয়িক আকার ধারণ করে। ইহা যে ঠিক নহে, তাহা 'সম্বাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' হইতে উদ্ধৃত নিম্নাংশ পাঠ করিলেই জানা যাইবে :—

> সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়ের বর্ষবৃদ্ধি।...আমাদিগের এই পত্র পরমেশ্বরানুকম্পায় এবং গ্রাহকবর্গ ও বন্ধু বান্ধব মহাশয়দিগের অনুগ্রহে এবং সংবাদ পত্র সম্পাদক মহোদয়গণের আনুকূল্যে ক্রমে মাসিক সাপ্তাহিক হইয়া পরে দৈনিক হইয়াছে...। (১৪ এপ্রিল ১৮৫১)

১৮৭৩ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে অদ্বৈতচন্দ্রের মৃত্যু হইলে তৎপুত্র গোবিন্দচন্দ্র আঢ্য ১৮৮৬ সনের আগস্ট মাস পর্য্যন্ত পত্রিকা সম্পাদন করিয়াছিলেন। এই পত্রিকার পঞ্চম সম্পাদক মহেন্দ্রনাথ আঢ্য; ১৩১৪ সালের বৈশাখ মাসে তাঁহার মৃত্যু হয়। ইহার পর আরও এগারো মাস 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' চলিয়াছিল।*

'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' সে-যুগের একখানি উৎকৃষ্ট পত্রিকা। ইহা ৭৩ বৎসর জীবিত ছিল।

* প্রথম বর্ষের সাতটি সংখ্যার উল্লেখযোগ্য সংবাদগুলি সঙ্কলিত হইয়া 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' গ্রন্থের ২য় খণ্ডের পরিশিষ্টে মুদ্রিত হইয়াছে।

সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়

অজ্ঞানরূপংতিমিরংবিনশ্য জ্ঞানপ্রকাশংপ্রতিমাসমেব ।
বিস্তীর্য্যলোকে হরচন্দ্রকেতুঃ সম্পূর্ণচন্দ্রোদয় এষ ভাতি ।।

১ সংখ্যা ২৮ জ্যৈষ্ঠ বুধবার পূর্ণিমা ১২৪২ সাল ই° ৮ জুন ১৮৩৫।

বিজ্ঞাপন ।।

এতন্মহানগরীয় বা অন্যান্য ভিন্নদেশীয় অখণ্ড দোর্দ্দণ্ড প্রচণ্ড প্রতাপান্বিত যশঃপূর্ণিত সর্ব্বগুণালঙ্কৃত গাম্ভীর্য্য স্থৈর্য্যবীর্য্যবন্ত অতুল্যৈশ্বর্য্যান্বিত বা মধ্যমস্থ সাধুসদাশয় সমূহ মহাশয় এনিকৃষ্টের ধীরতার প্রাথর্য্য প্রকাশে অনিষক্রমণ পূর্ব্বক সর্ব্বদোষ মার্জ্জনা করিবেন তথা অলঙ্কারাদি দোষে দৃষ্টিপাত পরিত্যাগ করতঃ সারভাগ গ্রহণ করিবেন যথাহংসের নীরে ক্ষীর ভক্ষণ অথবা মেঘাস্যে বারিবরিষণ এতাদৃশ ভাব মহানুভব মহাশয় সমূহকর্ত্তৃক হইলে স্বধর্ম্মরক্ষণাকাঙ্ক্ষ চন্দ্রিকার্ণব পার্শ্বে পল্বল সংশে স্থিত হইয়া লেখনী ধারণপূর্ব্ব বিপক্ষ পক্ষের কটাক্ষ যাহা হিধর্ম্ম বিপক্ষে লক্ষংপ্রকাশ হয় তদ্বিনাশক হই যদ্যপি নিদিধ্যাসন ধর্ম্মপরায়ণ মহাশয়গণ পাকতঃ পরাঙ্মুখ ও অক্ষম নাহন তবেপূর্ণ চন্দ্রোদয়ে ব্যাঘাতরূপ মেঘাচ্ছন্ন হইলে তাঁহারদিগের অনুগ্রহস্বরূপ বাতাশে অনায়াসে সে মেঘ ছিন্নভিন্ন হইয়া সুস্পষ্টরূপে উৎকৃষ্টতা প্রস্ফুটিত হওনে অসম্ভব নহে অধিকন্তু নিবেদনসর্ব্বসাধারণমতে এতদ্বিষয়ের তাৎপর্য্য ও কিঞ্চিৎ গুণবর্ণনযৎপ্রয়োজনকরে তদ্দ্বারানুসারে সংক্ষেপ রূপ কিঞ্চিদ্বর্ণনা করণে লেখনী ধারণ করিলাম ইহাতে পাঠকবর্গ মহাশয়েরা বিরক্ত না হইয়া যৎকিঞ্চিৎ কৃপাবলোকনে অবলোকন করিবেন ।

তাবৎকলা সম্পূর্ণ জ্যোতির্ম্ময় চন্দ্রোদয় হইয়া যাদৃগ্ জগদন্ধকারকে ধ্বংস কৃশ ও লণ্ডভণ্ড করতঃ

['সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' পত্রের একটি পৃষ্ঠার প্রতিলিপি]

ভক্তিসূচক (সাপ্তাহিক)। সেপ্টেম্বর ১৮৩৫।

১৮৩৫ সনের ২রা সেপ্টেম্বর (?) বুধবার 'ভক্তিসূচক' নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত হয়। পরবর্ত্তী ৫ই সেপ্টেম্বর 'ক্যালকাটা কুরিয়ার' লেখেন :—

> The first number of a Bengali weekly paper, issued on Wednesdays under the name of *Bhuchtee Shuchuck*, has also been sent us...

ইহার আবির্ভাবে আনন্দ প্রকাশ করিয়া 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' এইরূপ মন্তব্য করেন :—

> ভক্তিস্থচক।—আমরা আহ্লাদ পূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি যে ভক্তিস্থচক নামক এক সাপ্তাহিক নূতন পত্রের সৃষ্টি হইয়া প্রতি বুধবাসরে প্রকাশ হইতেছে তৎপত্র সম্পাদকের অভিপ্রায় আমরা বোধ করিলাম যে তিনি একজন শ্রীশ্রীবিষ্ণু পরায়ণ ও সুবিচক্ষণ বটেন কেননা তন্মহাশয়ের বাসনা যে সর্ব্বদা বিষ্ণুভক্তির আলোচনা উৎকৃষ্ট রূপে প্রচলিত হয়, যাহা বিষয়াবচ্ছন্ন প্রযুক্ত বিষয়ী ব্যক্তিদিগের সুদুস্কর হইয়াছে এবং উক্ত পত্রে যে সকল বিষয় প্রকাশ করণ মনন করিয়াছেন তাহাতে বিশিষ্ট শিষ্ট ইষ্ট নিষ্ঠ বিষ্ণুপরায়ণ ব্যক্তিরা পরম সন্তোষান্বিত হইয়া পাঠ করিবেন এমত সম্ভাবনা বটে যেহেতু ইহাতে শ্রীমদ্ভাগবত ও হরিভক্তি বিলাস প্রভৃতি মহাপুরাণান্তর্গত বচন রচনামৃত বিস্তৃত হইতেছে সুতরাং ইহা পাঠ করণ প্রার্থনীয় বটে যাহা হউক উক্ত সম্পাদক যে এতাদৃশ পরোপকারে উৎসাহান্বিত হইয়া প্রবর্ত্ত হইয়াছেন ইহাতে আমরা তাঁহাকে অস্মদ্দেশের একজন শুভাকাঙ্ক্ষী জ্ঞান করিলাম।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ (১৮৩৫—১৮৩৯)

মুদ্রাযন্ত্র-বিধির ফলে গবর্মেণ্টের হাতে যথেচ্ছ ক্ষমতা থাকিলেও কার্য্যতঃ সংবাদ-পত্রগুলি অনেক দিন যাবৎ—বিশেষ করিয়া লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের শাসনকালে (জুলাই ১৮২৮—মার্চ ১৮৩৫), স্বাধীনতা ভোগ করিয়াছিল। সংবাদপত্রের অবাধ আলোচনা হইতে রাষ্ট্রের কোন আশঙ্কার কারণ নাই—এই বিবেচনায় স্যর চার্লস্ মেটকাফ ১৮৩৫ সনের ১৫ই সেপ্টেম্বর মুদ্রাযন্ত্রের শৃঙ্খল মোচন করেন। এই সময় হইতে পরবর্ত্তী বাইশ বৎসর সাময়িক-পত্রের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ ছিল। সংবাদপত্রগুলিকে সর্ব্বপ্রকারে বন্ধনমুক্ত করিয়া মেটকাফ শুধু এই আইন করিয়াছিলেন যে, অতঃপর সংবাদ অথবা সংবাদের সমালোচনাপূর্ণ কোন সাময়িক-পত্র প্রকাশ করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে তাহার মুদ্রাকর ও প্রকাশককে স্থানীয় ম্যাজিষ্ট্রেটের সমক্ষে উপস্থিত হইয়া একটি অঙ্গীকার-পত্র (declaration) স্বাক্ষর করিতে এবং সেই অঙ্গীকার-পত্রের দুই খণ্ড যথাক্রমে সেই ম্যাজিষ্ট্রেটের আপিসে ও সুপ্রীম কোর্ট অথবা সেই এলাকাভুক্ত কিংস্ কোর্টের (ইংলণ্ডীয় আইনানুযায়ী উচ্চ আদালতের) দপ্তরখানায় দাখিল করিতে হইবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, ১৫ সেপ্টেম্বর ১৮৩৫ হইতে ১৩ জুন ১৮৫৭ তারিখে লর্ড ক্যানিং কর্ত্তৃক প্রেস-আইন জারির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এ-দেশে যে-সকল সাময়িক-পত্র প্রচারিত হইয়াছিল, সেগুলির সঠিক নামধাম সংগ্রহের পক্ষে মুদ্রাকর ও প্রকাশকদের অঙ্গীকার-পত্র অমূল্য উপাদান। দুঃখের বিষয়, কলিকাতা হাইকোর্টের দপ্তরখানা হইতে বর্ত্তমানে এগুলি সংগ্রহ করিবার কোন সুবিধা নাই। আলোচ্য সাময়িক-পত্রগুলির পুরাতন সংখ্যা সংগ্রহ করিতে পারিলে সকল গোলই মিটিয়া যাইত, কিন্তু এই সকল সাময়িক-পত্রের অধিকাংশই বর্ত্তমানে দুষ্প্রাপ্য ; বোধ হয় এই কারণে বাংলা সাময়িক-পত্রের ইতিহাস-সঙ্কলনে পূর্ব্ববর্ত্তী অনেক লেখক পাদরি লঙের লেখার* উপরই অনেকাংশে নির্ভর করিতে বাধ্য হইয়াছেন। দীর্ঘকাল অনুসন্ধানের ফলে আমি অনেকগুলি প্রাচীন ইংরেজী ও বাংলা সাময়িক-পত্র দেখিবার সুযোগ পাইয়াছি, এবং প্রধানতঃ তাহারই সাহায্যে এই পরিচ্ছেদটি লিখিত হইয়াছে। একটি মূল্যবান্ প্রবন্ধও আমার কার্য্যের বিশেষ সহায়ক হইয়াছে ; উহা ১ বৈশাখ ১২৫৯ (১২ এপ্রিল ১৮৫২) তারিখে 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশিত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের লিখিত বাংলা সংবাদপত্রের ইতিহাস। মূল প্রবন্ধটি সংগ্রহ করিতে না পারিলেও *The Englishman and Military Chronicle* পত্রে (৮ মে ১৮৫২) প্রকাশিত উহার ইংরেজী অনুবাদ আমার হস্তগত হইয়াছে।

---

* *A Descriptive Catalogue of Bengali Works* (1855). *A return of the names and writings of 515 persons connected with Bengali Literature* (Calcutta 1855). *Return relating to Publications in the Bengali Language, in 1857*, (Calcutta 1859).

সম্বাদ সুধাসিন্ধু (সাপ্তাহিক)। ১৩ এপ্রিল ১৮৩৭।

১৩ এপ্রিল ১৮৩৭ (২ বৈশাখ ১২৪৪) তারিখে বটতলার কালীশঙ্কর দত্তের সম্পাদনায় এই সাপ্তাহিক পত্র প্রচারিত হয়। ১৮৩৭ সনের 'ক্যালকাটা মন্থলী জর্নালে' প্রকাশ :—

> *Sumbad Soodha-sindhoo.*—We are happy to notice that a weekly paper under the above name, has been established by Baboo Colly Sunker Dutt of Burtullah, since the 2d of Bysakh instant, and is supplied to subscribers at the monthly charge of eight annas.

কাগজখানি বৎসরেক কাল স্থায়ী হইয়াছিল।

সম্বাদ গুণাকর (অর্দ্ধ-সাপ্তাহিক···)। ডিসেম্বর ১৮৩৭।

১৮৩৭ সনের ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে (পৌষ ১২৪৪) শ্যামপুকুর-নিবাসী গিরিশচন্দ্র বসুর সম্পাদকত্বে 'সম্বাদ গুণাকর' প্রকাশিত হয়। ইহা অর্দ্ধ-সাপ্তাহিক পত্র ছিল। ৩০ ডিসেম্বর ১৮৩৭ তারিখের 'ক্যালকাটা কুরিয়ারে' প্রকাশ :—

> *Sumbad Goonakur.*—During the present week, an addition has been made to the number of Bengalee newspapers. The name of the Journal is *Sumbad Goonakur*; and is edited by Baboo Greeschunder Bose, of Sampookur. It is to appear twice a week, namely, Tuesday and Friday, and is to be charged for at one rupee a month.—*Cal. Cour.* Dec. 30. (Quoted by the *Friend of India* for January 4, 1838).

কয়েক মাস পরে কাগজখানিকে দৈনিক-রূপে প্রকাশ করিবার সঙ্কল্প হইলে 'জ্ঞানান্বেষণ' এইরূপ মন্তব্য করেন :—

> আমরা শ্রবণ করিলাম যে গুণাকর সম্পাদক গুণাকর নামক কাগজ প্রতি দিবসে প্রকাশ করিবেন ঐ কাগজ বাঙ্গালা ভাদ্রমাসীয় প্রথম দিবসে প্রকাশ পাইবে কিন্তু ইহার মর্ম্ম কিছুই এইক্ষণপর্য্যন্ত বুঝিতে পারি না যে রাজার পক্ষে কিম্বা বিপক্ষে অথবা সর্ব্ব বিপক্ষে কিম্বা ব্রহ্মসভার অথবা ধর্ম্ম সভার পক্ষে কিম্বা এই সকলের মধ্য হইতে একটাই বা হয় তাহা জানিতে পারি না কিন্তু যথার্থবাদী ও অপক্ষপাতি হয়েন তবে ইহাঁকে আমরা বন্ধুজ্ঞানে আমোদ করিব। (৪ আগষ্ট ১৮৩৮ তারিখের 'সমাচার দর্পণে' উদ্ধৃত)

'সম্বাদ গুণাকর' দৈনিক আকারে প্রচারিত হইয়া অল্প দিনই জীবিত ছিল।

সংবাদ মৃত্যুঞ্জয়ী (সাপ্তাহিক)। ইং ১৮৩৮।

'সংবাদ মৃত্যুঞ্জয়ী' একখানি সাপ্তাহিক পত্র। ইহার প্রকাশকাল—১২৪৪ বঙ্গাব্দ (ইং ১৮৩৮ ?)। এই পত্রিকার বিজ্ঞাপন, সংবাদ ও সম্পাদকীয় স্তম্ভ সমস্তই কবিতায় লিখিত হইত :

> আমারদের জে বিজ্ঞাপন দিবে গো।
> তাহার পঁক্তির প্রতি মূল্য চারি আনা গো॥

চারি ঘোড়ার গাড়ি চোড়ে গত দিনে বেকালে গো।
গিয়াছেন গবনর সাহেব চানকের বাগানে গো॥

কলিকালে জত সব ভাল মানুসের ছেলে গো।
লেখা পড়া শিখে কেহ ধর্ম কর্ম মানে না গো॥

'সংবাদ মৃত্যুঞ্জয়ী'র সম্পাদক ছিলেন পার্ব্বতীচরণ দাস। ইহার স্থিতিকাল অল্প দিন।

সংবাদ দিবাকর (সাপ্তাহিক)। ডিসেম্বর ১৮৩৮।

১২৪৫ সালের পৌষ মাসে (১৮৩৮ ডিসেম্বর ?) গঙ্গানারায়ণ বসু এই সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেন। ২৭ এপ্রিল ১৮৩৯ তারিখের 'সমাচার দর্পণে' প্রকাশ :—

> ১২৪৫ সালের বর্ষফল : পৌষ।—সংবাদ দিবাকর প্রকাশ হয়।

ইহাও অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই।

সংবাদ সৌদামিনী (সাপ্তাহিক)। ডিসেম্বর ১৮৩৮।

'সংবাদ সৌদামিনী' নামে একখানি ইংরেজী-বাংলা সাপ্তাহিক পত্র ১৮৩৮ সনের ডিসেম্বর মাসের মধ্যভাগে (পৌষ ১২৪৫) প্রকাশিত হয়। ২৭ ডিসেম্বর ১৮৩৮ তারিখের সাপ্তাহিক 'ফ্রেণ্ড-অব-ইণ্ডিয়া'য় প্রকাশ :—

> *Friday, Decr.* 21.—A new weekly paper, the *Sungbad Soudamini*, has just made its appearance in Calcutta, in Bengalee and in English. The execution is not such as to hold out any expectations of a protracted and useful existence,

কলুটোলা-নিবাসী কালাচাঁদ দত্ত 'সম্বাদ সৌদামিনী'র সম্পাদক ছিলেন। ইহার পরমায়ু তিন বৎসর।

সম্বাদ ভাস্কর (সাপ্তাহিক···)। মার্চ ১৮৩৯।

১৮৩৯ সনের মার্চ মাসে (চৈত্র ১২৪৫) 'সম্বাদ ভাস্কর' নামে সাপ্তাহিক পত্র শ্রীনাথ রায়ের সম্পাদকত্বে সিমলা হইতে প্রকাশিত হয়। ২১ মার্চ ১৮৩৯ তারিখের 'ফ্রেণ্ড-অব্-ইণ্ডিয়া' পত্রে প্রকাশ :—

> *Friday, March* 15...A fresh Bengalee Paper, the *Sumbad Bhaskur*, has just started into existence in Calcutta.

সম্পাদকরূপে শ্রীনাথ রায়ের নাম থাকিলেও প্রকৃতপক্ষে 'সম্বাদ ভাস্করে'র পরিচালক ছিলেন গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ (গুড়গুড়ে ভট্‌চায)। ইহার আবির্ভাবে 'জ্ঞানান্বেষণ' লিখিয়াছিলেন :—

> পূর্ব্বে আমারদিগের যে পণ্ডিত ছিলেন তিনি ভাস্কর নামক সংবাদ কাগজ প্রকাশ করিয়াছেন ঐ সম্বাদ পত্র অতি উত্তম হইয়াছে···। (২৩ মার্চ ১৮৩৯ তারিখের 'সমাচার দর্পণে' উদ্ধৃত)

গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মতে "সিম্‌লের রাধাকৃষ্ণ মিত্রের [সাতুবাবুর ভগিনীপতির] চতুর্থ পুত্র জীবনকৃষ্ণের আনুকূল্যে শ্রীনাথ রায় 'সম্বাদ ভাস্কর' প্রকাশ করেন।" ('নবজীবন,' আষাঢ় ১২৯৩)। ইহা অমূলক নাও হইতে পারে; পত্রিকার শেষে এই অংশটি মুদ্রিত হইত :—

> সম্বাদ ভাস্কর পত্র সহর কলিকাতা শিমুলিয়ার হেদুয়ার উত্তর বড় রাস্তার ধারে রায়ের পুষ্করিণীর পশ্চিমাংশে শ্রীযুত বাবু আশুতোষ দেব মহাশয়ের বাটীতে প্রতি মঙ্গলবারে ভাস্কর যন্ত্রে প্রকাশ হয়।

তবে এ কথা সত্য যে, গোড়া হইতেই আঁদুল-নিবাসী মথুরানাথ মল্লিকের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীনাথ মল্লিক 'সম্বাদ ভাস্কর' পত্রের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ১৮৪৪ সনের সেপ্টেম্বর মাসে তাঁহার মৃত্যু হইলে গৌরীশঙ্কর লিখিয়াছিলেন, "...শ্রীনাথ বাবু [বহু] কাল আমারদিগকে টাকা দিয়া প্রতিপালন করিয়াছেন, আমারদিগের সেই প্রতিপালক মিত্র গেলেন।" 'সম্বাদ ভাস্করে'র শিরোভাগে এই শ্লোকটি মুদ্রিত হইত :—

> গৌরীশঙ্করবক্ত্রপদ্মহৃদয়ে শ্রীনাথপদ্মাতুরো মগ্নোঽয়ং সমুদেতি ভাস্করবরঃ সম্বাদপদ্মোদয়ৈঃ।
> হৃৎপদ্মপ্রকটায় সন্ততমহো সম্বাদপদ্মার্থিনাং লোকানাং খলু বেদপদ্মপ্রকটৈঃ শ্রীপদ্মযোনির্যথা॥

এই শ্লোকটির পরিবর্ত্তে ১৮৪৫ সনের ১৮ই মার্চ হইতে প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ-রচিত একটি নূতন শ্লোক 'সম্বাদ ভাস্করে'র কণ্ঠে শোভা পাইতে থাকে। শ্লোকটি এই :—

> ভ্রাতর্ব্বোধসরোজ কিং চিরয়সে মৌনস্থ নায়ং ক্ষণো দোষধ্বান্ত দিগন্তরং ব্রজ ন তেঽবস্থানমত্রোচিতম্।
> ভো ভোঃ সৎপুরুষাঃ কুরুধ্বমধুনা সৎকৃত্যমত্যাদরাদ্গৌরীশঙ্করপূর্ব্বপর্ব্বতমুখাদুজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ॥

কিছু দিন পরে এই দ্বিতীয় শ্লোকটির সহিত আর একটি শ্লোক সংযুক্ত হয়। ১৮৪৯ সনের জানুয়ারি মাসের 'সম্বাদ ভাস্করে'ও এই অতিরিক্ত শ্লোকটি দেখিতেছি :—

> নানালোককরক্রিয়ঃ সমুদিতে নব্যায়তে শাশ্বতঃ শশ্বৎস্বাত্মগুণাম্বুজোজ্জ্বলকরো দোষান্ধকারোজ্ঝিতঃ।
> নানাদেশবিলাস এষ বিলসন্মঞ্জুরুবর্ণোপরো গৌরীশঙ্করপূর্ব্বপর্ব্বতমুখাদ্যোজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ॥

'সম্বাদ ভাস্কর' প্রকাশের অল্প দিন পরে সম্পাদক শ্রীনাথ রায়কে লইয়া কলিকাতায় একটি চাঞ্চল্যকর ঘটনার সৃষ্টি হয়। ১৮৪০ সনের ৯ই জানুয়ারি প্রাতঃকালে শ্রীনাথ রায় যখন পটলডাঙ্গার চৌমাথার কাছে গাড়ীতে উঠিতে যাইতেছেন, সেই সময় আঁদুলের রাজার কুড়ি-পঁচিশ জন সশস্ত্র প্রহরী হঠাৎ তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া মারপিট করিতে করিতে আঁদুলে ধরিয়া লইয়া যায়। সেখানে তাঁহাকে অনেক অত্যাচার সহ্য করিতে হইয়াছিল। পরবর্ত্তী ১৮ জানুয়ারি 'সমাচার দর্পণ' এই প্রসঙ্গে লেখেন :—

> রাজা রাজনারায়ণের অত্যাশ্চর্য্য কীর্ত্তি।—ভাস্কর সম্পাদকের প্রতি রাজা রাজনারায়ণ রায় যে আইনবিরুদ্ধ ও আশ্চর্য্য ব্যাপার করিয়াছেন তাহাতে সর্ব্বসাধারণ লোকেরই দৃক্‌পাত হইয়াছে এবং বোধ হয় যে ঐ মোকদ্দমা অতি শীঘ্র আদালতে আনীত হইবেক।
>
> দৃষ্ট হইতেছে যে ভাস্কর সম্পাদকের নিকটে এক পত্র প্রেরিত হইয়াছিল তাহাতে এই লেখে যে উক্ত রাজা দুই জন ব্রাহ্মণকে ধর্ম্মসভা হইতে বহিষ্কৃত করিয়াছেন এবং আন্দুল

সম্বাদ ভাস্কর

ভাত বের্বোরুসরোজ কিংচিরয়সে মৌনস্য নায়ংক্ষণো দোষধ্বান্ত দিগন্তরংবজ নতে হবস্থান মত্রোচিতম্।
ভো ভোঃ সৎপুরুষাঃ কুরুধ্বমধুনা সংকৃত্যমত্যাদরা দ্গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বত মুখাদুজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ।।

৩৬ সংখ্যা ৭ বালম ইং ১৮৪৯ সাল ৭ এপ্রেল [illegible] বাঙ্গালা ১২৫৫ সাল ২৬ চৈত্র মঙ্গলবার মূল্য মাসে ১ টাকা অগ্রে ৮ টাকা

অশৌচ ব্যবস্থা।

মনোহরশাহি পরগণা নিবাসি কতিপয় সৎশূদ্রের একলিপি সৎশূদ্রের জনন মরণে বিংশতি রাত্রাশৌচ চলিত হওনের বিধানে আসিয়াছে শাস্ত্র সম্মত উক্ত বাক্য বটে, বিশেষ জনন মরণে সৎশূদ্রের মাসাশৌচ দেখা যাইতেছে ও জনানে বিংশতি রাত্রাশৌচ চলিত আছে তাহার বিপরীত মরণে মাসাশৌচ চলিত থাকা অনুচিত, আর জাতিভেদে অশৌচ লক্ষণ পৃথক পৃথক প্রকাশ আছে, অসৎশূদ্রের মাসাশৌচ ও সৎশূদ্রের বিংশতি রাত্রাশৌচ যে বিধি দেওয়া যাইতেছে সুবিধি বটে, ও অসৎশূদ্রের আশৌচ সৎশূদ্র গ্রহণীয় হইলে তাঁহারদের ভগবদ্দত্ত গৌরব গৌরবের প্রভাব হানি বুঝায় এতাবতা সৎসজ্জনেরা উক্ত বিধানে সুমনোযোগ সুসংযোগ করিয়া বিংশতি রাত্রাশৌচ চলিত করিবেন অত্র সন্দেহো নাস্তি এমতে পত্রীপ্রেরকের পত্রী অবিকল প্রকাশ করা গেল ইতি।

শ্রীযুক্ত ভাস্কর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

এতদ্দেশীয় লোকের ব্যবহার কি নিষেধিত, মাসাশৌচ সকল শূদ্রের ব্যবহার্য্য হওয়াতে অসৎশূদ্রের অহঙ্কার ও তুল্যাভিমানিতার গর্ব্ব যেরূপ হইয়াছে তাহাতে মানের অমান, তাবদ্ঘটনের সম্ভাবনা, আমরা দেখে শ্রীশ্রী নবদ্বীপ ধামে উক্ত বিষয়ের ব্যবস্থা বাঞ্ছিত হওয়াতে পণ্ডিতগণ শাস্ত্রানুসারে সৎশূদ্রের সৎ সজ্জনের বিংশতি রাত্রাশৌচ নবদ্বীপিয়া সৎসজ্জনজাতি নির্ণয় করিয়াছেন, অর্থাৎ কায়স্থ অম্বষ্ঠ গন্ধবণিক, কংশকার, শংখকার, উগ্রক্ষত্রিয়, রাজপুত্রি, কুম্ভকার, তন্তুবায়, কর্ম্মকার দাস, মাগধ, গোপ, নাপিত, মোদক, বারজীবী সূত মালাকার তাম্বুলি তৌলিক এই সকল সৎশূদ্র, এতদ্ভিন্ন জাতিকে অসচ্ছূদ্র কহিয়াছেন, তাহার প্রমাণাদি ব্যবস্থা বৃত্তান্ত সংক্ষেপে নিম্নে নিবেদিতেছি আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক এক বৎসর পর্য্যন্ত ভাস্কর সম্বাদ পত্র প্রান্তে প্রকাশিয়া সৎশূদ্র বর্গের সৎসজ্জনের ভগবদ্দত্ত লঘ্বশৌচ বিধান গ্রহণীয় হইয়া সজ্জন এক মাসাশৌচের গতিকে সচ্ছূদ্র বর্গায় সর্ব্ব ধর্ম্ম কহিবেন। ২৫ পঙ্কনব্তি সংখ্যক দানিশাত্য আযাঢস্য প্রথম দ্বিতীয়া লিপিরিয়ং।

মনোহরশাহী নিবাসি।

কতিপয় সৎশূদ্রাণাং।

সচ্ছূদ্রাণাং বিংশতি রাত্রাশৌচ প্রবণাৎ তদ্ধর্ম্ম গ্রাহিণাং সৎসজ্জনাণাং সপিণ্ড জনন মরণয়ো র্বিংশতি রাত্রাশৌচমেব মধ্যম শূদ্রবর্গ্যাসাশৌচ মিতি বিদুষাং পরামর্শঃ।

সচ্ছূদ্র মাহাত্মনঃ সংহিতায়াং,, নির্দ্দিষ্টেব তু শূদ্রায়াং জাতঃ শূদ্র ইতি স্মৃতঃ। দ্বিজ শুশ্রূষণ পরঃপাক যজ্ঞ পরাজিতঃ।। সচ্ছূদ্রং তং বিজানীয়াদসচ্ছূদ্রং তু তাৎন্যথা ইতি। তদ্ধর্ম্ম গ্রাহিণঃ সৎসজ্জনাস্ত করণাম্বষ্ঠগান্ধিক কাংশকার শংখকারোগ্র রাজপুত্র কুম্ভকার তন্তুবায় দাস মাগধ গোপ নাপিত মোদক বারজীবীসূত মালাকার তাম্বুলি তৌলিকা ইতি অত্র প্রমাণং ব্রহ্ম পুরাণে সৌরক্ষয়ং। সচ্ছূদ্রা মেষাং পৌরাহিত্যং শ্রোত্রিয়ৈঃ স্বীকৃতং। বহুলং ধর্ম্ম পুরাণে, ব্রাহ্মণা উচুঃ।। বিংশতীনাঞ্চ জাতীনাং পুরোধাঃ শ্রোত্রিয়া বয়ং। অন্যেষাং ষোড়শানাঞ্চ পুরোধাঃ পতিতা দ্বিজাঃ ইত্যনেন তেষামেব দ্বিজ শুশ্রূষাযোগ্যত্বেন সত্বং মধ্যম সঙ্করাণাং ষোড়শানামিতি। সচ্ছূদ্রে বিশেষস্ত বিংশতি রাত্রাশৌচং। শূদ্রা বিংশতি রাত্রেণ শুধ্যেত মৃতসূতকে, ইতি শাতাতপ বচনং, অপি বিংশতি রাত্রেণ শূদ্রাণাঞ্চ ভবেৎ ক্রমাদিত্যপি পালকারিকায়াং মাদিত্য পুরাণ বচনঞ্চ বোদ্ধব্যমিতি। তেন শৌচাশৌচং প্রকুর্ব্বীরন্ শূদ্রবৎ বর্ণসঙ্করা ইতি বচনাৎ সচ্ছূদ্র ধর্ম্ম গ্রাহিষু সর্ব্ব সঙ্করেষু করণাদিষু বিংশতি রাত্রাশৌচ মেব প্রাপ্তঃ। মনু বিংশতি রাত্রাশৌচং সগুণ বিষয়ক মিতি চেন্ন, গুণবৎ ন্যায়বর্ত্তিত্বং, তত্র বিশেষবিধি শ্রবণাৎ যথা।। শূদ্রাণাং মাসিকং কার্য্যং বপনং ন্যায়বর্ত্তিনাং। বৈশ্যবচ্ছৌচকল্পশ্চ দ্বিজোচ্ছিষ্টঞ্চ ভোজন মিতি, ত্রিংশদ্দিনানি শূদ্রস্য তদর্দ্ধং ন্যায়বর্ত্তিন ইতি বচনদ্বয়েন সগুণবিষয়ে পঞ্চদশ রাত্রাশৌচ মিতি।

বিজ্ঞাপন।

নিউ ওরিএণ্টল লাইফ ইনসুরেন্স কোম্পানি অর্থাৎ আয়ুরউপর বিমা করণের সমাজ। এইক্ষণে কলিকাতা ও তন্নিকটস্থ স্থান নিবাসি ব্যক্তিদিগের আয়ুর উপর বিমার পলাসি দেওন জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন তজ্জন্য ন্যূন্য ১০০ এক হাজারের ন্যূন বা ১০০০০ দশ সহস্রের অধিক এক ব্যক্তির আয়ুর উপর বিমা করণ জন্য প্রয়োজন হইবেক না ইহার আরং বিস্তারিত বিবরণ নিম্নের স্বাক্ষরকারির নিকট আবেদন করিলে অবগত হইতে পারিবেন।

ডবলিউ, এফ, ফরগুসন।
সেক্রেটরী ও এজেণ্ট।

দপ্তরখানা।
৫ নং বংশাল ইষ্ট্রীট

বিজ্ঞাপন

সর্ব্বসাধারণের জ্ঞাপনার্থ প্রকাশ করা যাইতেছে মেং ডগলেশ সাহেব আশ্চর্য্য এক যন্ত্রদ্বারা ছায়া আকর্ষণ করিয়া ঠিক প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করিতেছেন, আপনার প্রতিমূর্ত্তি করাইতে যাঁহারদিগের ইচ্ছা হয় তাঁহারা ইটালীর আরমানি বাজারের দক্ষিণ প্রথম সংখ্যক বাটী যাহাতে বড় একটা নিম্ব বৃক্ষ আছে ঐ বাটীতে উক্ত সাহেবের নিকট গিয়া ছবি করাইবেন, ক্ষুদ্র২ ছবির মূল্য ১২। বড়২ ছবির মূল্য ৫০ টাকা, অল্প মিনিটের মধ্যে ছবি হয়, তৎপরে আরং কর্ম্মেতে চারি পাঁচ মিনিট লাগে এইঅল্পকালের পরে প্রকৃতছবি লইয়া প্রত্যাগমন করিতেপারেনএবং স্ত্রীলোকদিগের ছবি করাইতে যদি সাহেবকে আপনারদিগের বাটীতে আনাইতে হয়, তাহাতে ৮ টাকা অধিক লাগে, স্ত্রীলোকদিগকে সাহেবের সাক্ষাতে আসিতে হইবেক না, সাহেব অন্তরে থাকিয়া ছবি করিয়া দিবেন, অতএব সাধারণ লোকেরা ছবি করণোপলক্ষে এই আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখুন।

['সম্বাদ ভাস্কর' পত্রের একটি পৃষ্ঠার প্রতিলিপি]

নিবাসি এক জন ব্রাহ্মণের বৈষ্ণবের কন্যার সহিত বিবাহ দেওনোপলক্ষে অন্যান্য ব্রাহ্মণের প্রতি বল প্রকাশ করিয়াছেন ঐ পত্রের মধ্যে আরো রাজবংশীয়েরদের কুকর্ম্মের বিষয় উল্লিখিত ছিল তাহা প্রায় সকল লোকেরই সুবিদিত আছে কিন্তু ঐ সম্পাদক মহাশয় ঐ পত্র প্রকাশ না করিয়া কেবল এই মাত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন যে রাজার এইরূপ কর্ম্ম করা অনুচিত কিন্তু রাজা ইহাতেই উন্মাদ্বিত হইয়া দিবাভাগে কলিকাতা শহরের রাস্তার মধ্যেই ঐ সম্পাদক মহাশয়কে প্রহার পূর্ব্বক ধৃত করণার্থে কএক জন অস্ত্রধারি লোক পাঠাইলেন তাহাতে ঐ সকল লোক অতি নির্দ্দয়তা রূপে তাঁহাকে মারপিট করিয়া লইয়া যায় কথিত আছে যে আন্দুল পর্য্যন্ত লইয়া গিয়াছে। এবং তৎপরে শুনা গেল যে তাঁহাকে ঐ স্থান হইতে দুই ক্রোশ অন্তরিত এক গ্রামের মধ্যে বদ্ধ রাখিয়াছে।

ইত্যাদি বিষয়ে শপথ পূর্ব্বক সুপ্রিম কোর্টে এক বিজ্ঞাপন করা গেল এবং রাজার উপরে এমত পরওয়ানা জারী হয় যে তিনি অগৌণে ঐ সম্পাদককে কলিকাতার আদালতের মধ্যে উপস্থিত করেন। আমারদের ভরসা হয় যে এই বিষয়ে অতিসূক্ষ্ম তজবীজ হইবেক এবং যদ্যপি এই সকল উক্তি সত্য হয় তবে রাজার এই ঘোরতর অপরাধের যথোচিত দণ্ড হইবে। কোন ব্যক্তি রাজা বাহাদুর খ্যাতি ধারণ করিয়া এইরূপে কোন পত্র সম্পাদককে ধৃত করণ পূর্ব্বক আপন বাটীতে লইয়া যন্ত্রণা দেন ইহা নিতান্ত অসহ্য ব্যাপার। এইরূপ ব্যাপার করাতে রাজা কেবল বেআইনী কর্ম্ম করিয়াছেন এমত নহে কিন্তু নিতান্ত পাগলামি করা হইয়াছে যদ্যপি এই বিষয় রাজা তুচ্ছ করিয়া কিছু মনোযোগ না করিতেন তবে তাঁহার বংশের গ্লানি সূচক উক্তিসকল প্রায় কেহ স্মরণ করিতেন না কিন্তু তিনি যে অন্যায়াচরণ করিয়াছেন তৎপ্রযুক্ত ঐ গ্লানি সর্ব্বত্র রাষ্ট্র হইবেক। যাঁহার পত্র দ্বারা তাঁহার মনোমধ্যে এমত রাগোদয় হইয়াছে সেই পত্র পাঠ করিতে কাহার বাসনা না জন্মিবে।

এদিকে রাজা রাজনারায়ণের নামে সুপ্রিম কোর্টে অভিযোগ উপস্থিত করা হইল। রাজা আদালতের অবমাননা করিয়া কিছু দিন আত্মগোপন করিয়া রহিলেন; শ্রীনাথ রায়কেও স্থান হইতে স্থানান্তরে লুকাইয়া রাখিলেন। রাজাকে ধরাইয়া দিবার জন্য শ্রীনাথ রায়ের সহযোগী গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ পাঁচ শত টাকা পুরস্কার ঘোষণা করিয়া সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়াছিলেন। 'কমার্শিয়াল অ্যাডভারটাইজারে' নিম্নাংশ প্রকাশিত হয়:—

An advertisement appeared in the *Probakur* of the 18th instant, stating that Rajah Rajnarain Roy...had concealed himself. Any person able to get him apprehended will receive a reward of 500 rupees,

The advertisement is signed by Kally [Gauri] Sunker Tukkobuggis, who, we understand, is the coadjutor of Sreenauth Roy...*Com, Adv.* (Cited in the *Calcutta Courier* for Jany. 21, 1840.)

যাহা হউক, রাজা রাজনারায়ণ বেশী দিন আত্মগোপন করিতে পারেন নাই। তাঁহাকে প্রথমে কিছু দিন হাজত-বাস করিতে এবং ২০এ মার্চ তারিখে সুপ্রীম কোর্টের বিচারে হাজার টাকা অর্থদণ্ড দিতে হইয়াছিল।

শ্রীনাথ রায়ের অনুপস্থিতিকালে গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ 'সম্বাদ ভাস্কর' সম্পাদন করিয়াছিলেন। মকদ্দমার পর শ্রীনাথ রায় অল্প দিনই জীবিত ছিলেন; ১৮৪০ সনের অক্টোবর মাসে তাঁহার মৃত্যু হয়।* 'ক্যালকাটা কুরিয়ার' ১৪ই নবেম্বর ১৮৪০ তারিখে 'সংবাদ ভাস্কর'-পরিচালক গৌরীশঙ্কর সম্বন্ধে যে মন্তব্য করিয়াছিলেন, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :—

> We understand that the death of Sreenauth Roy will not, in the least, diminish the usefulness and efficiency of the *Bhaskar*, as an appropriate instrument for the cultivation of the Bengally language, and a legitimate organ of at least a certain section of the Hindoo community. Sreenauth Roy was not the principal editor of the paper. His contributions to it formed but a small part of the editorials. The individual to whom praise is due for the able manner in which that paper has hitherto been conducted, is still in the land of the living. He is the quondam Bengally editor of the *Gyannaneshun*. His writings, as far as we have been able to judge, are always characterized by good sense and a vigorous style. Being freed from the trammels of Hindoo superstition, he gladly embraces every opportunity of exposing the folly of his bigotted countrymen, and shewing the great utility of cultivating European knowledge. In saying this, we do not in the least wish to detract from the merits of Sreenauth Roy, who, though not so well qualified as the present editor in conducting a Bengally newspaper, was nevertheless a valuable coadjutor. After this explanation our contemporaries need not entertain any fear as to the fate of the *Bhaskar*.

উদ্ধৃত অংশ হইতে স্পষ্ট জানা যাইতেছে, 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রের বাংলা-বিভাগের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশই 'সম্বাদ ভাস্করে'র প্রধান সম্পাদক ছিলেন। এ কথার অন্য প্রমাণও আছে। আমি ১৭ সেপ্টেম্বর ১৮৪৪ তারিখের একখানি কীটদষ্ট 'সম্বাদ ভাস্কর' পাইয়াছি। ইহার ১০০১৮-১৯ [১০১৮-১৯] পৃষ্ঠায় গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ তাঁহার "প্রতিপালক মিত্র" শ্রীনাথ মল্লিকের মৃত্যুতে যে দীর্ঘ সম্পাদকীয় প্রস্তাব লেখেন, তাহার যেটুকু পড়িতে পারা গিয়াছে, নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম :—

> এজন্য এই ভাস্কর পত্র শ্রীনাথ রায়ের নামে প্রথম প্রকাশ করি, * * * * লিখিব এবং আবশ্যক মতে টাকা * * * লইব, যাহা লভ্য হইবে শ্রী * * * শ্রীনাথ রায় আমারদি * * * * মাত্র সম্পাদক হইয়া * * * করিতে লাগিলেন, এবং * * * কিঞ্চিৎ কাল পরেই রসরাজ সম্পাদক শ্রীযুক্ত কালীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় কটক হইতে আসিয়া পূর্ব্বালাপিত শ্রীনাথ রায়ের সঙ্গে আমারদিগের বাসায় আসিয়া রহিলেন, তাহাতেই রসরাজ পত্র কালীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় প্রকাশ করেন, এবং দুই ব্যক্তিই আমারদিগের বাসায় রহিলেন, তৎপরে রাজনারায়ণ রায় রসর * * * মনে করিলেন ঐ পত্রে তাঁহার দুর্নাম প্রকাশ হইয়াছে অতএব ঐ পরাক্রান্ত রায়

---

* "We regret to announce the death of the Editor of the *Bhaskar*, Sreenauth Roy..." —The *Friend of India* for October 31, 1840.

১৮৪০ সনে 'ভাস্কর'-সম্পাদক শ্রীনাথ রায়ের ৪৪ পৃষ্ঠার একখানি জীবনচরিত প্রকাশিত হয়। এখানি পাওয়া গেলে হয়ত তাঁহার সম্বন্ধে অনেক কথা জানা যাইবে।

যিনি রাজা রাজনারায়ণ নামে অভিমানী হইয়াছেন, তিনি ৬০।৭০ জন বরকন্দাজ পাঠাইয়া আমারদিগের বাসার চতুর্দ্দিগে বাগানেং * * *

'সম্বাদ ভাস্কর' প্রথমাবস্থায় সাপ্তাহিক ছিল; ১৪ জানুয়ারি ১৮৪৮ (২ মাঘ ১২৫৪) হইতে ইহা অর্দ্ধ-সাপ্তাহিকে পরিণত হয়। 'সম্বাদ প্রভাকরে' (১ বৈশাখ ১২৫৫) প্রকাশ :—

> মাঘ, ১২৫৪।...২ মাঘ দিবসাবধি সংবাদ ভাস্কর পত্র সপ্তাহে দুইবার করিয়া প্রকাশ হইতেছে।

এই সময় হইতে প্রতি সংখ্যার শেষে লেখা থাকিত,—

> এই সংবাদ ভাস্কর পত্র সহর কলিকাতার শোভাবাজার বালাখানার বাগানে শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের নিজ ভবনে প্রতি মঙ্গল এবং শুক্রবাসরীয় প্রাতঃকালে প্রকাশ হয়।

পর-বৎসর 'সম্বাদ ভাস্কর' বারত্রয়িক পত্রে পরিণত হয়। ১২ এপ্রিল ১৮৪৯ (১ বৈশাখ ১২৫৬) তারিখে সম্পাদক পাঠকবর্গকে জানাইলেন :—

> আমরা অদ্যাবধি ভাস্কর পত্রকে সপ্তাহে বারত্রয় অর্থাৎ বৃহস্পতিবার, শনিবার, মঙ্গলবার এই তিনবারে প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলাম,...
>
> অদ্যাবধি ভাস্কর পত্র প্রতি পৃষ্ঠায় চারিং কলমে পূর্ব্বোক্ত তিন দিনে তিন তক্তা কাগজে প্রকাশারম্ভ হইল, ইহার মুখ্য কারণ এই যে গ্রাহক মহাশয়েরা আমারদিগের উৎসাহ বৃদ্ধি করিতেছেন,...ভাস্করের প্রত্যেক পৃষ্ঠার চতুঃপার্শ্বে স্থান বৃদ্ধি করিলাম, ইহাতে পূর্ব্ব ভাস্করের দুই কলম বৃদ্ধি হইল, সপ্তাহে তিনবারে ছয় কলম অধিক লিখিতে পারিব অথচ মূল্য বৃদ্ধি করিলাম না, এবং শুক্রবারের ভাস্কর যাহা চারি আনা মূল্যে দরিদ্র গ্রাহকগণকে দিয়াছি দিবস পরিবর্ত্ত হইয়া তাহা বৃহস্পতিবারে আসিল, দরিদ্র গ্রাহকেরা ঐ চারি আনা মূল্যে বৃহস্পতি বাসরীয় ভাস্কর পাঠ করিতে পারিবেন।

'ভদ্রার্জ্জুন'-প্রণেতা তারাচরণ শীকদার 'সম্বাদ ভাস্করে'র সম্পাদকীয় বিভাগের সহিত যুক্ত ছিলেন —"যিনি আমারদিগের যন্ত্রালয়ে বঙ্গভাষায় ইংরাজির অনুবাদ করিতেন।" ১৮৫২ সনের কিছু পূর্ব্বে তিনি নিজেও 'বিদ্যারত্ন' নামে একখানি অল্পায়ু পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন।

গৌরীশঙ্করের সম্পাদনায় 'সম্বাদ ভাস্কর' একখানি শ্রেষ্ঠ সমাচারপত্রে পরিণত হইয়াছিল। তিনি কিরূপ উদারমতাবলম্বী ছিলেন, তাহার প্রমাণ-স্বরূপ তাঁহার নিজেরই একটি উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি :—

> আমরা কলিকাতা নগরে উপস্থিত হইয়া রাজা রামমোহন রায়ের সহিত প্রথম সাক্ষাৎ করি এবং তৎকালেই ব্যক্ত করিয়াছিলাম স্বদেশের কুপ্রথা ও সহমরণ নিবারণ এবং বিধবা-দিগের বিবাহ, স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যাভ্যাস ইত্যাদি বিষয় সম্পন্নার্থ প্রাণপণে চেষ্টিত আছি, তাহাতেই রাজা রামমোহন রায় আমারদিগকে নিকট রাখেন, এবং সহমরণ নিবারণ বিষয়ে যথাসাধ্য পরিশ্রমে উক্ত রাজার আনুকূল্য করি তাহাতে কৃতকার্য্যও হইয়াছি, সহমরণ

পক্ষাবলম্বি পাঁচ ছয় সহস্র পরাক্রান্ত লোকের সাক্ষাতে গবর্ণমেণ্ট হৌসের প্রধান হালে লার্ড বেণ্টিঙ্ক বাহাদুরের সম্মুখে সহমরণের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইতে যদি ভয় করি নাই তবে এইক্ষণে ভয়ের বিষয় কি, এখন আমরা আপনারদিগকে স্বাধীন জ্ঞান করি ইহাতে দানবকেই ভয় করি না মানব কোথায় আছেন, আর সদ্বংশ্য যুব হিন্দুগণ যাঁহারা বালিকা-দিগের শিক্ষালয় স্থাপনে উল্লসিত হইয়াছেন তাঁহারাও কি স্মরণ করেন না জ্ঞানান্বেষণ পত্র যন্ত্রারূঢ় হইলে পর জ্ঞানান্বেষণের শিরোভূষা কবিতা করিতে তাঁহারাই আদেশ করিয়া-ছিলেন, তাহাতে আমরা যুব বান্ধবগণের সম্মুখে দণ্ডায়মানাবস্থায় যে কবিতা করিয়াছিলাম সেই কবিতা জ্ঞানান্বেষণের শিরোভূষা হয়, তাহার অর্থই আমারদিগের অভিপ্রেত, সে কবিতা এই 'এহি জ্ঞান মনুষ্যাণামজ্ঞানতিমিরং হর। দয়াসত্যঞ্চ সংস্থাপ্য শঠতামপি সংহর' গৌড়ীয় ভাষার পয়ারে ইহার অর্থও তৎকালেই ব্যক্ত করিয়াছি 'বাঞ্ছা হয় জ্ঞান তুমি কর আগমন। দয়া সত্য উভয়েকে করিয়া স্থাপন॥ লোকের অজ্ঞান রূপ হর অন্ধকার। একেবারে শঠতারে করহ সংহার॥' এই কবিতা দ্বারাই আমারদিগের ভাব ব্যক্ত হইয়াছে এইক্ষণেও সেই ভাবের ভাবক আছি, সহস্র২ কি লক্ষ২ লোক যদি আমারদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন, তথাচ আমরা বালিকাদিগের বিদ্যালয়ের অনুকূল বাক্যই কহিব…।—'সম্বাদ ভাস্কর', ২৬ মে ১৮৪৯।

৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৯ (২৪ মাঘ ১২৬৫) তারিখে অপুত্রক গৌরীশঙ্করের মৃত্যু হয়। অতঃপর তাঁহার পালিত পুত্র ক্ষেত্রমোহন ভট্টাচার্য্য 'সম্বাদ ভাস্কর' প্রকাশ করিতে থাকেন তাঁহার সময়ে পত্রিকার শীর্ষে প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ-রচিত শ্লোকটির নীচে এই শ্লোকটি মুদ্রিত হইত :—

অন্তং গতস্তিমিরবারনিবার ভাস্করঃ খদ্যোত তন্ন লঘুপত্র ভবেঃ প্রভাস্করঃ।
যৎ সর্ব্বদা সকলদিক্ সুচণ্ড ভাস্করঃ, শ্রীক্ষেত্রমোহনগিরৌ সমুদেতি ভাস্করঃ॥

'সম্বাদ ভাস্কর' দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়াছিল।

সম্বাদ রসরাজ (সাপ্তাহিক…)। ২৯ নবেম্বর ১৮৩৯।

'সম্বাদ রসরাজ' পত্রের প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল—২৯ নবেম্বর ১৮৩৯ (১৫ অগ্রহায়ণ ১২৪৬)। ইহা প্রথমে সাপ্তাহিক-রূপে প্রতি শুক্রবারে, পরে অর্দ্ধ-সাপ্তাহিকরূপে প্রতি মঙ্গল ও শুক্রবারে প্রকাশিত হইত। 'সম্বাদ ভাস্কর'-সম্পাদক গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশই 'সম্বাদ রসরাজে'র পরিচালক ছিলেন। একই সম্পাদকীয় দায়িত্বে উভয় পত্রিকা প্রকাশিত হইলেও 'সম্বাদ রসরাজে'র সম্পাদক-রূপে প্রথমে কালীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়ের এবং পরে গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্যের নাম মুদ্রিত হইত। গঙ্গাধরের মৃত্যুর (বৈশাখ ১২৬০) পর 'সম্বাদ রসরাজে'র সম্পাদক-রূপে আমরা ধর্ম্মদাস মুখোপাধ্যায়ের নাম পাই।

"পাপের দমন ও ধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্তি দিবার জন্য" 'সম্বাদ রসরাজে'র জন্ম হইলেও অকথ্য

গালিগালাজ ও অশ্লীলতা ইহার পৃষ্ঠা কলঙ্কিত করিয়াছিল। ইহার গ্রাহক-সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাইয়াছিল ; সে-যুগের কোন ভাল সংবাদপত্রেরও এত গ্রাহক ছিল না।

কাসিমবাজারের রাজা কৃষ্ণনাথ ও তাঁহার পত্নী স্বর্ণময়ী সম্বন্ধে কুৎসা প্রচার করায় ১৮৪৩ সনের ১৭ই জানুয়ারি কলিকাতার সুপ্রীম-কোর্টে গৌরীশঙ্কর দোষী সাব্যস্ত হন। ১৮৫৫ সনে লালা ঈশ্বরীপ্রসাদও তাঁহার বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করেন। উভয় ক্ষেত্রেই বিচারে গৌরীশঙ্করের পাঁচ শত টাকা অর্থদণ্ড ও ছয় মাস করিয়া কারাবাসের আদেশ হইয়াছিল, ইহা ছাড়া জামিন ও মুছলেখার ব্যবস্থা ত ছিলই। এত দুর্ভোগেও কিন্তু গৌরীশঙ্করের চৈতন্য হয় নাই। শেষে "২৮ অগ্রহায়ণের রসরাজে বিধবা বিবাহের অনুকূলে অত্র নগরীয় সর্ব্বমান্য দলপতি মহামতি মহোদয়দিগের পরিবার পরীবাদ অকথ্য অসত্য প্রকাশ করাতে ভুবনমান্য কলিকাতার রাজগণেরাই রসরাজের মুণ্ডুপাতার্থে দণ্ডধর হইলেন, ধীরাগ্রগণ্য অক্রোধী শ্রীমন্মহারাজ কমলকৃষ্ণ বাহাদুরের ক্রোধ উপস্থিত হওয়াতে রসরাজের নামে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সুপ্রীম কোর্টে অভিযোগের উদ্যোগ করাতেই রসরাজ···অবনত হইয়া রাজা বাহাদুরের কমলকরে আত্মসমর্পণ করতঃ প্রাণত্যাগ করিয়াছে" ('সমাচার চন্দ্রিকা,' ২৪ মাঘ ১২৬৩)। ১৮৫৭, ৩রা ফেব্রুয়ারি (২২ মাঘ) গৌরীশঙ্কর 'সম্বাদ ভাস্করে' লিখিলেন :—

> রসরাজের যোগাবলম্বন। সন ১২৪৬ সালের অগ্রহায়ণ মাসের পঞ্চদশ দিন শুক্রবারে রসরাজ পত্রের জন্ম হইয়াছিল। এই ষোড়শ বর্ষীয় যুবা এতৎকালমধ্যে ঘোরতর বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছেন, বাঙ্গালা বা ইংরাজি কোন সমাচার পত্রে রসরাজের ন্যায় সাহসিকরূপে কেহ কোন প্রস্তাব লিখিতে পারেন নাই, রসরাজ ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণাদি কাহাকেও ভয় করিতেন না, যাঁহার কোন দোষ দেখিতেন অক্ষোভে তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া লিখিতেন, ইহাতে রসরাজের উপর কত বার কত ভয়ঙ্কর ব্যাপার গিয়াছে তথাচ রসরাজ কিছুতেই ভীত হন নাই, মহাবল বিপক্ষ দলকেও রণস্থলে হতবল করিয়াছেন। পূর্ব্বে রসরাজের অনেক বন্ধু ছিলেন তাঁহারাই অর্থবলে সহায়তা করিতেন, তাঁহারাই সম্পাদককে সাহস দিয়া নাচাইয়া তুলিতেন, সে সকল বন্ধুগণ গিয়াছেন, রসরাজও ক্রমে২ লক্ষ্যহীন হইয়া উঠিতেছিলেন······বিজ্ঞবর বান্ধবেরা পরামর্শ দিলেন আর কেন বিবাদ বিসম্বাদ, পৃথিবীতে রসরাজের কার্য্য শেষ হইয়া গিয়াছে, রস ভঙ্গকালে রঙ্গ দর্শন ভাল দেখায় না অতএব রসরাজ সম্পাদককে অনুরোধ করিলাম তাঁহার বীররসকে সম্বরণ করুন, ইহাতেই রসরাজ সম্পাদক রসরাজ সাজসজ্জা সকল গঙ্গাতীরে পাঠাইলেন···।

'সম্বাদ রসরাজে'ও যে বিদায়-বাণী প্রচারিত হয়, তাহাও উদ্ধারযোগ্য ; উহা এইরূপ :—

> "শোকাপনোদন" ও "রসরাজ বিদায়"।—কুরুপক্ষ পাণ্ডুপক্ষ, উভয় পক্ষীয় বাহিনী মধ্যে যখন শ্রীকৃষ্ণ বিমান সংস্থাপন করিলেন তখন ধনঞ্জয় শ্রীকৃষ্ণকে কহিয়াছিলেন 'নহি প্রপশ্যামি মমাপনুদ্যাদ্যচ্ছোকমুচ্ছোষণমিন্দ্রিয়াণাম্। অবাপ্য ভূমাবসপত্নমৃদ্ধং রাজ্যং সুরাণামপি চাধিপত্যং ॥" অর্থাৎ আমি যদ্যপি পৃথিবীতে অতুল সম্পত্তিযুক্ত নিষ্কণ্টক রাজ্য

আর দেবতাদিগের আধিপত্যও পাই তথাপি যে শোকেতে আমার ইন্দ্রিয় সকল শুষ্ক হইতেছে তাহার নিবারণের কোন উপায় দেখি না।

আমরা এত কাল 'আমরা২' বলিতাম এইক্ষণে আর আমরা২ বলিতে পারিতেছি না, যাঁহারদিগকে প্রাণাধিক বন্ধু জানিতাম এবং যাঁহারদিগকে আমরা জানিয়া 'আমরা২' লিখিয়াছি, যাঁহারা শঙ্কট সময়ে রক্ষা করিয়াছেন, দুঃখে দুঃখী হইয়াছেন, পীড়িত হইয়াছি ঔষধ পথ্য দিয়াছেন, যন্ত্রাগারে কি রাজদ্বারে যেখানে চাহিয়াছি সেইখানেই অর্থ দিয়া রক্ষা করিয়াছেন, সৎপরামর্শ দ্বারা সাহসে রাখিয়াছেন এইক্ষণে তাঁহারাই আমারদিগের বিপক্ষ হইয়া উঠিয়াছেন, সর্ব্ব প্রকারে যাঁহারদিগের অনুগ্রহে আমরা, আমরা, ছিলাম তাঁহারাই যদি পক্ষান্তর হইলেন তবে আর আমরা, আমরা কৈ? একাকী আমি, হইয়া পড়িয়াছি, অর্থাৎ এই বন্ধুবিচ্ছেদ শোক আমাকে মোহিত করিয়াছে, আমার সাহসিক স্বভাবকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে, অভিলাষকে নিকটে আসিতে দেয় না, আমোদমূল পলায়নপর হইয়াছে, ইন্দ্রিয় সকল অচল হইয়া গিয়াছে, নয়নদ্বয় ছল২ করিতেছে, এই বন্ধুবিচ্ছেদরূপ শঙ্কট সময়ে শোক পরিহারের উপায় কি, যদি কুবের তুল্য ঐশ্বর্য্য এবং দেবরাজ রাজ্যও পাই তথাচ এ শোক নাশের সদুপায় হইবেক না, নিদারুণ শোক হৃদয় বিদারণ করিতেছে।

দেশমান্য অগ্রগণ্য শ্রীযুত রাজা রাধাকান্ত বাহাদুর, যাঁহার সদ্গুণগণ পরিগণনা কালে আমার প্রখরা লেখনীও পরিহার স্বীকার করে এবং শ্রীযুত রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুর যিনি কনিষ্ঠ হইয়াও সর্ব্বাংশে ঐ জ্যেষ্ঠের ন্যায় বিশিষ্টাচারে গৌরব গরিষ্ঠ হইয়াছেন এবং অন্যান্য মান্যবর দলপতি মহাশয়গণ যাঁহারা দান মানাদি সর্ব্ব গুণে মান্য গণ্য ধন্যলাভ করিয়াছেন, ২৮ অগ্রহায়ণ দিবসীয় রসরাজ পাঠে তাঁহারা সকলেই আমার প্রতি অপ্রসন্ন হইয়াছেন, বাস্তবিক আমি তাঁহারদিগের বিপক্ষে অন্তঃকরণেও কটাক্ষ লক্ষ্য করি নাই, তথাচ বন্ধু-বিচ্ছেদ শোকে আমার ঘন২ দীর্ঘ নিশ্বাস হইতেছে, বান্ধবেরাই যদি বিপক্ষ হইলেন, বিশেষে আমার সর্ব্বাশ্রয় রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুর যদি আমাকে পরিত্যাগ করিলেন তবে আমি কি অবলম্বনে জীবন ধারণ করিব? তবে শোক সম্বরণের এই মাত্র উপায় দেখিতেছি রসরাজ বিদায়, রসরাজ হইতে সকলের মনোদুঃখ হইতেছে অতএব রসরাজকেই বিদায় দিলাম, ইহাতেও কি নির্ম্মলকুল সাধুস্বভাব মহোদয়েরা প্রসন্নতা প্রদানে কৃপণ হইবেন, না, নীতি-শাস্ত্রের অভিপ্রায় এরূপ নহে 'স্নেহচ্ছেদেপি সাধূনাং গুণা নায়ান্তি বিক্রিয়াং। ভঙ্গেনাপি মৃণালানামনুবধ্নন্তি তন্তবঃ'॥ সাধুগণের স্নেহসূত্র বিচ্ছিন্ন হইলেও গুণসূত্র স্নেহপাত্রকে পরিত্যাগ করে না, মৃণাল সকল ভঙ্গ হইলেও তন্তুসূত্র আবদ্ধ করিয়া রাখে।

আমি প্রসন্নতা প্রার্থনা করি, সেই গুণ মহৌষধ হইয়া আমার চিত্তকে প্রবোধ দিয়া শোকসাগর হইতে উত্তীর্ণ করিবে, হে মহামহিম দলপতি মহাশয়গণ, এত কাল যেমন মহাশয়েরা মহদ্গুণে আমাকে আমরা করিয়াছিলেন, সেই মহদ্গুণ সহিত ক্ষমাদানে নিরাশ্রয় একাকী আমাকে পুনর্ব্বার আমরা করুন, আমি মহাশয়দিগের বিশেষতঃ পরমাত্মীয় শ্রীযুত রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুরের নিকট যে সকল উপকার প্রাপ্ত হইয়াছি এ দেহে জীবন

সঞ্চার থাকিতে তাহা ভুলিতে পারিব না, তাঁহার অনুরোধ প্রতিপালন সর্ব্বথা কর্ত্তব্য হইয়াছে।

এতদ্দেশীয় অনভিজ্ঞ লোকেরা অনেকে কুকর্ম্মে নিবিষ্ট হইয়াছিল তাহারদিগের দমনার্থ রসরাজ পত্র প্রকাশ হয় কিন্তু রসরাজ হইতে আমরা বারম্বার নানা প্রকার ক্লেশ সহ্য করিয়াছি, ন্যূনাধিক বিংশতি সহস্র টাকা অপব্যয় দিয়াছি তাহাতে রসরাজ পরিত্যাগ জন্য অনেকে অনুরোধ করিয়াছিলেন তৎকালে তাহা শ্রবণ করি নাই, এক্ষণে গৃহবিচ্ছেদ হইয়া উঠিল, রসরাজের প্রস্তাবে নগরীয় প্রধানেরা সকলেই বিরক্ত হইলেন এই কারণ আমারদিগের সর্ব্বাচ্ছাদক বন্ধু শ্রীযুত রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুর কহিলেন যাহাতে সকলের মনোদুঃখ হয় এমত কাগজ রাখিয়া প্রয়োজন নাই এবং আমরাও পূর্ব্বে ভাবিয়াছিলাম রসরাজ পরিত্যাগ করিব, ইত্যাদি নানা কারণে অদ্য রসরাজকে বিদায় দিলাম, পাঠক মহাশয়েরা আর রসরাজ দেখিতে পাইবেন না। (২২ মাঘ ১২৬৩)

তর্কবাগীশের মৃত্যুর (৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৯) পর তাঁহার পালিত পুত্র ক্ষেত্রমোহন ভট্টাচার্য্য ১৮৬১ সনের এপ্রিল (?) মাসে 'সম্বাদ রসরাজ' পুনঃপ্রকাশ করিয়াছিলেন। নবপর্য্যায় 'রসরাজে'র কণ্ঠে এই শ্লোকটি শোভা পাইত :—

সতাং স্বান্তে শ্রান্তং শমসুখমসীমং প্রকটয়ন্ বিদগ্ধানাং সদ্যঃ কুসুমশরলীলাং প্রচলয়ন্।
গুণানাবিষ্কুর্ব্বন্ গুণিষু খলগর্ব্বানপহরন্ রসোদন্তোদ্গারী জগতি রসরাজো বিজয়তে ॥

'সম্বাদ রসরাজ' পূর্ব্বস্বভাব বর্জ্জন করিতে পারে নাই। অযথা গালাগালি ও নিন্দাবাদের ফলে আবার তাহাকে রাজদ্বারে দণ্ডিত হইতে হয়। ১৬ জুন ১৮৬২ তারিখের 'সোমপ্রকাশে' এই সংবাদটি মুদ্রিত হইয়াছিল :—

৩২এ জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার।...রসরাজের ধর্ম্মদাস মুখোপাধ্যায় ও ক্ষেত্রমোহন ভট্টাচার্য্যের বিচার হইয়া ক্ষেত্রমোহনের ৫০০ টাকা জরিমানা ও ৩ মাস মিয়াদ এবং ধর্ম্মদাসের এক মাস মিয়াদ হইয়াছে। ক্ষেত্রমোহন ভট্টাচার্য্য ভাস্করেরও সম্পাদক।

ইহার কয়েক মাস পরে 'সম্বাদ রসরাজ' নব কলেবরে উদিত হয়। 'সোমপ্রকাশ' (২৩ মার্চ ১৮৬৩) এইরূপ মন্তব্য করেন :—

নূতন কলেবর ধারী রসরাজ পত্র আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে। আহ্লাদের বিষয় এই ইহাতে এক্ষণে আর কোন অশ্লীল বিষয় লিখিত হইবে না। সম্পাদক ইহাকে সাহিত্য পত্র করিবেন কল্পনা করিয়াছেন। যাহা হউক ইহার নামটীতেও আমাদিগের অরুচি জন্মিয়াছে। সম্পাদক এই সঙ্গে নামটীও পরিবর্ত্ত করুন।

সংবাদ অরুণোদয় (দৈনিক)। ডিসেম্বর ১৮৩৯।

'সংবাদ অরুণোদয়' নামে একখানি প্রাত্যহিক সংবাদপত্র প্রকাশের কল্পনা 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়ে'র স্তম্ভে প্রকাশিত হয়। উহা এইরূপ—

…মহানগরী কলিকাতা কমলালয়স্থ ভাগ্যধর গুণাকর মহাশয়দিগের কর্ণে অস্মদাদি কর্তৃক প্রদত্ত বিজ্ঞাপন ইংরাজী ও বাঙ্গলা সমাচার পত্রের দ্বারা ধ্বনিত হইয়া থাকিবেক যে সংবাদ অরুণোদয় নামে এক প্রাত্যহিত সংবাদ পত্র এক টাকা মাসিক মূল্যে কতিপয় বন্ধুগণ সহযোগে আমি প্রকাশ করিব। তাহা ভবিষ্যতে সুনির্ব্বাহ হইতে পারে তৎপ্রত্যাশায় পূর্ব্বোক্ত পত্রে অনুষ্ঠান সর্ব্বত্র প্রেরণ করা যাইতেছে তদ্দৃষ্টে অনেকে অনেক মত কহিতেছেন…।

…এক্ষণে ঐ পত্রগ্রহণার্থ প্রায় ২৫০ ব্যক্তি স্বাক্ষর করিয়াছেন এবং অনেকে অভিলাষ প্রকাশ করিয়াছেন যে তৎ পত্র কি পরিমাণে কি প্রকারে নির্ব্বাহ হইবেক তাহা বিবেচনান্তে গ্রহণে রত হইবেন অতএব ঐ পত্রের এক আদর্শ শীঘ্রই প্রকাশ করিয়া সর্ব্বসাধারণ সমীপে প্রেরণ করিব…। শ্রীজগন্নারায়ণ শর্ম্মণঃ। (১০ নবেম্বর ১৮৩৮ তারিখের 'সমাচার দর্পণে' উদ্ধৃত)

১৮৩৯ সনের শেষাশেষি সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় যন্ত্র হইতে এই স্বল্পায়ু দৈনিক পত্রখানি জগন্নারায়ণ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছিল।

জীবিত ও মৃত সাময়িক-পত্র

১৮৪০ সনের ফেব্রুয়ারি মাসের 'দি ক্যালকাটা ক্রিশ্চান অবজারভারে' (পাদরি মর্টন-লিখিত) "The Calcutta Native Press" নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ইহা হইতে ১৮৩৯ সন পর্য্যন্ত জীবিত ও মৃত সাময়িক-পত্রগুলির তালিকা নিম্নে সঙ্কলন করিয়া দেওয়া হইল :—

জীবিত পত্র—প্রকাশকাল ও সম্পাদকের নাম সহ

১। সমাচার দর্পণ, ১৮১৯, জে সি মার্শম্যান। ২। সমাচার চন্দ্রিকা, ১৮২২, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ৩। জ্ঞানান্বেষণ, ১৮৩১, রামচন্দ্র মিত্র। ৪। সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়, ১৮৩৫, উদয়চন্দ্র আঢ্য। ৫। সংবাদ প্রভাকর, ১৮৩৬, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। ৬। সম্বাদ সৌদামিনী, ১৮৩৮, কালাচাঁদ দত্ত। ৭। সম্বাদ ভাস্কর, ১৮৩৯, শ্রীনাথ রায়। ৮। বঙ্গদুত, * ১৮৩৯, রাজনারায়ণ সেন। ৯। সম্বাদ রসরাজ, ১৮৩৯, কালীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়। ১০। সংবাদ অরুণোদয়, † ১৮৩৯, জগন্নারায়ণ মুখোপাধ্যায়।

মৃত পত্র

সাপ্তাহিক :—১। সম্বাদ কৌমুদী—৺প্রাপ্ত রাজা রামমোহন রায়। ২। সম্বাদ তিমিরনাশক—কৃষ্ণমোহন দাস। ৩। সম্বাদ সুধাকর—প্রেমচাঁদ রায়। ৪। সম্বাদ রত্নাকর—ব্রজমোহন সিংহ। ৫। সম্বাদ রত্নাবলী—জগন্নাথ মল্লিক। ৬। সম্বাদ

---

* বহু দিন বন্ধ থাকিবার পর পুনঃপ্রকাশিত। † এক খণ্ড নমুনা মাত্র প্রকাশিত হইয়াছে।

সারসংগ্রহ—বেণীমাধব দে। ৭। অনুবাদিকা—প্রসন্নকুমার ঠাকুর। ৮। সমাচার সভা রাজেন্দ্র—মৌলবী আলি মোল্লা। ৯। সম্বাদ সুধাসিন্ধু—কালীশঙ্কর দত্ত। ১০। সম্বাদ গুণাকর—গিরিশচন্দ্র বসু। ১১। সম্বাদ মৃত্যুঞ্জয়ী—পার্ব্বতীচরণ দাস। ১২। দিবাকর—গঙ্গানারায়ণ বসু।

মাসিক ঃ—১৩। বিজ্ঞান সেবধি—এম ডবলিউ উলাষ্টন সাহেব এবং গঙ্গানারায়ণ সেন। ১৪। জ্ঞানোদয়—রামচন্দ্র মিত্র। ১৫। জ্ঞানসিন্ধু তরঙ্গ— রসিককৃষ্ণ মল্লিক। ১৬। পশ্বাবলী—রামচন্দ্র মিত্র।

তালিকাটি নির্ভুল নয়। ইহাতে অনেকগুলি সাময়িক-পত্রের নামও বাদ পড়িয়াছে ; দৃষ্টান্তস্বরূপ 'দিগ্দর্শন', 'বাঙ্গাল গেজেটি' প্রভৃতির উল্লেখ করা যাইতে পারে।

অন্যান্য দেশীয় ভাষার সংবাদপত্র (১৮২২—১৮৩৫)

এই গ্রন্থের বিষয়-বহির্ভূত হইলেও, বাংলা ছাড়া অন্যান্য দেশীয় ভাষায় যে-সকল সংবাদপত্র বঙ্গদেশ হইতে সর্ব্বপ্রথম ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হয়, তাহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইল।

উর্দু সংবাদপত্র

সেকালে আমাদের দেশে অতি অল্প লোকই ইংরেজী জানিত। হিন্দী বাংলা প্রভৃতি দেশীয় ভাষাগুলি এরূপ সংস্কৃত-ঘেঁষা ও কঠিন ছিল যে সংবাদপত্রে ব্যবহৃত হইলে তাহা কেহই সহজে বুঝিতে পারিত না। অন্যান্য ভাষার তুলনায় তখন ভারতবর্ষে উর্দু ভাষা, বিশেষতঃ চলিত কথাবার্ত্তায়, বহুল প্রচলিত ছিল। মৌলবী মহম্মদ হুসেন আজাদ 'আবে হায়াৎ' পুস্তকে লিখিয়াছেন যে তাঁহার পিতাই ১৮৩৩ সনে দিল্লী হইতে উর্দু ভাষায় প্রথম সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। প্রকৃতপক্ষে ইহার অনেক পূর্ব্বেই কলিকাতা হইতে একাধিক উর্দু সংবাদপত্র প্রচারিত হইয়াছিল।

জাম-ই-জাহান-নুমা (সাপ্তাহিক)। ২৮ মার্চ ১৮২২।

ইহাই হিন্দুস্থানী বা উর্দু ভাষায় মুদ্রিত প্রথম সাপ্তাহিক সংবাদপত্র। ইহার প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল—২৮ মার্চ ১৮২২। প্রাচীন পারস্যরাজ জমসেদ একটি পেয়ালাতে সারা বিশ্বের প্রতিবিম্ব দেখিতে পাইতেন বলিয়া কিম্বদন্তী আছে; উহা হইতেই পত্রিকাটির নামকরণ হয়—'জাম-ই-জাহান-নুমা'।

গ্রাহকের অল্পতাবশতঃ ৮ম সংখ্যা (১৬ মে ১৮২২) হইতে 'জাম-ই-জাহান-নুমা' কেবল মাত্র উর্দুর পরিবর্ত্তে উর্দু ও ফার্সী ভাষায় প্রকাশিত হইতে থাকে। আবার অল্প দিন পরেই উর্দু অংশ-বর্জ্জিত হইয়া ফার্সী সংবাদপত্রে পরিণত হয়। ভূতপূর্ব্ব 'সম্বাদ কৌমুদী'-সম্পাদক হরিহর দত্ত ইহার সম্পাদক ছিলেন।*

সমস্‌ল আখ্‌বার (সাপ্তাহিক)। ৩০ মে ১৮২৩।

৩০ মে ১৮২৩ তারিখে এই সাপ্তাহিক সংবাদপত্র ফার্সী ও উর্দু ভাষায় কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়। ইহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় পরে দ্রষ্টব্য।

---

* 'ক্যালকাটা জর্নালে' প্রথম কয়েক সংখ্যায় 'জাম-ই-জাহান-নুমা'র বিষয়-সূচি প্রকাশিত হইয়াছিল।

ফার্সী সংবাদপত্র

চলিত কথাবার্ত্তায় উর্দুর বহুল প্রচলন থাকিলেও লেখ্য ভাষা হিসাবে ইহার তেমন চলন ছিল না। তখনকার দিনে দেশী সংবাদপত্রের পাঠক-সংখ্যা খুবই কম ছিল। যাঁহারা সংবাদপত্র পড়িতেন, তাঁহারা দেশের সম্ভ্রান্ত লোক। ইঁহারা ফার্সী ভাষায় শিক্ষালাভ করিতেন, উর্দু সংবাদপত্রের আদর ইঁহাদের নিকট ছিল না। তখন সভ্য-সমাজের ভাষা ছিল ফার্সী। ব্রিটিশ-শাসিত ভারতবর্ষে ১৮৩৭ সন পর্য্যন্ত দেওয়ানী আদালতের রায়, নিম্ন রাজকর্ম্মচারীদের রিপোর্ট এবং রাজনৈতিক পত্রাদি ফার্সী ভাষায় লিখিত হইত; কাজেই ফার্সী সংবাদপত্র পড়িবার ও কিনিবার মত গ্রাহক বড় বড় শহরে কম ছিল না।

মীরাৎ-উল্-আখ্‌বার (সাপ্তাহিক)। ১২ এপ্রিল ১৮২২।

ফার্সী ভাষায় প্রথম সংবাদপত্র প্রকাশের গৌরব রামমোহন রায়ের প্রাপ্য। তিনি কলিকাতার ধর্ম্মতলা হইতে 'মীরাৎ-উল্-আখ্‌বার' বা সংবাদ-দর্পণ নামে সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেন। ইহার প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল—১২ এপ্রিল ১৮২২ (১ বৈশাখ ১২২৯, শুক্রবার)। প্রথম সংখ্যায় পত্রিকা-প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সম্পাদক এই মর্ম্মে লিখিয়াছিলেন :—

> সম্পাদক জনসাধারণকে জানাইতেছেন যে, পাঠকগণের মনোরঞ্জনের জন্য এই শহরে অনেকগুলি সংবাদপত্রের সৃষ্টি হইয়াছে সত্য, কিন্তু যাঁহারা ফার্সী ভাষায় সুপণ্ডিত অথচ ইংরেজীতে অনভিজ্ঞ—বিশেষতঃ উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের লোকেরা,—তাঁহাদের পাঠের জন্য একখানিও ফার্সী সংবাদপত্র নাই; এই কারণে তিনি একখানি সাপ্তাহিক ফার্সী সংবাদপত্র প্রকাশের ভার লইয়াছেন।

'মীরাৎ-উল-আখ্‌বার' এক বৎসর জীবিত ছিল। ইহার শেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়—৪ এপ্রিল ১৮২৩। ঠিক এই দিনই মুদ্রাযন্ত্র-বিষয়ক নূতন আইন প্রবর্ত্তিত হয়। রামমোহন ইহার অপমানজনক সর্ত্তে পত্রিকা প্রকাশ করিতে সম্মত হন নাই।*

সমসুল আখ্‌বার (সাপ্তাহিক)। ৩০ মে ১৮২৩।

৬ মে ১৮২৩ তারিখে প্রদত্ত লাইসেন্সের নকল হইতে জানা যায়, মণিরাম ঠাকুর এই ফার্সী-হিন্দুস্থানী সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদক ও মথুরামোহন মিত্র স্বত্বাধিকারী ছিলেন। পরবর্ত্তী ৩০এ মে (১৮ জ্যৈষ্ঠ ১২৩০) ২৬ নং চোরবাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে ইহার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। 'সমাচার দর্পণে' (১৪ জুন ১৮২৩) প্রকাশ :—

---

* ১৮২২-২৩ সনের 'ক্যালকাটা জর্নাল' ও 'বেঙ্গল হরকরা' পত্রে 'মীরাৎ-উল্-আখ্‌বারে'র অনেকগুলি সংখ্যার বিষয়-সূচি ও কতকগুলি প্রবন্ধের ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত হয়। সেগুলি 'মডার্ন রিভিয়ু'তে (এপ্রিল, মে, আগষ্ট ১৯৩১) প্রকাশিত আমার "Rammohun Roy as a Journalist" প্রবন্ধে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

নবীন সম্বাদপত্র ॥ শুনা গেল যে কলিকাতার চোরবাগাননিবাসি শ্রীযুত মথুরামোহন মিত্র পার্শী ও উর্দ্দু ভাষাতে এক সম্বাদের পত্র সৃষ্টি করিয়াছেন সে পত্রের নাম সমস্থল আখবার ঐ পত্র প্রতিসপ্তাহে প্রকাশ হইবেক। তাহার ১ প্রথম সংখ্যা ১৮ জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার প্রকাশ হইয়াছে ইহাতে অধিক সন্তোষ জন্মিয়াছে যেহেতুক মনুষ্যেরদের জ্ঞানবর্দ্ধক বিষয়ের যত বৃদ্ধি হয় তত উত্তম।

'সমস্থল আখ্‌বার' প্রায় পাঁচ বৎসর চলিয়া লুপ্ত হয়। ইহার তিরোধানে 'গবর্মেণ্ট গেজেট' (২১ মে ১৮২৭) দুঃখ প্রকাশ করিয়া লিখিয়াছিলেন :—

We are sorry to find we have lost one of our sources of intelligence, by the discontinuance of the Persian Paper styled the *Shems al Akhbar*. The Conductor and Editor took his leave of an unthankful public, last week, in the following characteristic manner. "Be it known to all men ; that from the time this Paper, the *Shems al Akhbar*, was established by me to the present day, which is now about five years, I have gained nothing by it except vexation and disappointment, notwithstanding what idle and ignorant babblers may please to assert. The inability of the public in the present day to appreciate desert, and their indifference to the exhausting and painful exertions made in their cause, verify the verse : 'I have consumed, and my flames have not been seen : like lamps in a moonlight night I have burnt away unheeded.' It is time, therefore, to desist, and withdrawing my hand from all further concern with this paper, I have determined to repose on the couch of conclusion." We, of course, wish to be understood as confining our conjecture to the ignes minores, the Editors and Proprietors of the Native Papers which owe their institution, rather to the precocious imitation of English manners, than the wants of the people...

আখবারে শ্রীরামপুর (সাপ্তাহিক)। ৬ মে ১৮২৬।

১৮২৬ সনে শ্রীরামপুর মিশন 'সমাচার দর্পণে'র ফার্সী সংস্করণ প্রকাশ করিতে অগ্রসর হন। ২৫ মার্চ ১৮২৬ তারিখের 'সমাচার দর্পণে' মুদ্রিত নিম্নের "ইশ্‌তেহার" হইতে পত্রিকা-প্রচারের উদ্দেশ্য জানা যাইবে :—

এই সমাচার দর্পণ এক্ষণে বঙ্গদেশের তাবৎ জিলাতে ও অন্য২ স্থানে প্রেরিত হইতেছে তাহাতে দর্পণ পাঠক সকল লোক অনায়াসে নানাদেশীয় সমাচার অবগত হইতেছেন এবং নূতন২ আইনও জ্ঞাত হইতে পারিবেন কিন্তু ঐ সকল জিলাতে এবং পশ্চিমদেশে এমত অনেক লোক আছেন যাঁহারা বাঙ্গলা ভাষা জ্ঞাত নহেন তাঁহারা স্বেচ্ছাপুর্ব্বক অনায়াসে দর্পণে অবলোকন করিতে সমর্থ হন না এবং দর্পণদ্বারা যে সকল নূতন আইন প্রকাশিত হইবেক তাহাও অবগত হইতে পারিবেন না অতএব সকল লোক যে অনায়াসে নানাদেশীয় সত্য সমাচার জানিতে পারেন এবং শ্রীশ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের নূতন২ আইন যে অনায়াসে জ্ঞাত হইতে পারেন এই নিমিত্ত পরহিতাভিলাষি পরমকারুণিক শ্রীশ্রীযুত গবর্ণর জেনরল বাহাদুর সর্ব্বলোক হিতার্থে পারসি ভাষাতে এই সমাচার দর্পণের তর্জমা করিয়া প্রকাশ করিতে অনুজ্ঞা করিয়াছেন।

'আখবারে শ্রীরামপুর' ১৮২৬ সনের ৬ই মে প্রকাশিত হয়। এই তারিখের 'সমাচার দর্পণে' প্রকাশ :—

> "...আমরা অদ্যাবধি আখবারে শ্রীরামপুর নামে পারসী কাগজ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলাম।"

গবর্মেণ্ট এই পত্রিকার জন্য মাসিক ১৬০৲ টাকা সাহায্য করিতেন। 'আখবারে শ্রীরামপুর' কয়েক মাস মাত্র চলিয়াছিল। ৩০ ডিসেম্বর ১৮৩০ তারিখের 'সমাচার চন্দ্রিকা'য় মুদ্রিত একখানি "প্রেরিত পত্রে" প্রকাশ :—

> ...পূর্ব্বে তৎসম্পাদক 'আখবারে শ্রীরামপুর' নামক এক সম্বাদপত্র চন্দ্র মুদ্রা মাসিক বেতনে প্রকাশ করিয়াছিলেন কিন্তু কিয়ন্মাসানন্তর ব্যয়াধিক্য হেতু রহিত করাতে দুঃখিত আছি...।

সমাচার সভারাজেন্দ্র (সাপ্তাহিক)। ৭ মার্চ ১৮৩১।

ফার্সী ও বাংলা ভাষায় মুদ্রিত এই সাপ্তাহিক সংবাদপত্রখানির প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল—৭ মার্চ ১৮৩১। ৩৯ পৃষ্ঠায় ইহার বিস্তৃত পরিচয় দ্রষ্টব্য।

আইনা-ই-সিকন্দর (সাপ্তাহিক)। ৭ মার্চ ১৮৩১।

১৫৭ কলান্‌বা (কলিঙ্গাবাজার বা বর্ত্তমান কলিন ষ্ট্রীট ?) আইনা-ই-সিকন্দর প্রেস হইতে এই সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। ইহার ৯৯ সংখ্যার তারিখ—২১ জানুয়ারি ১৮৩৩। ইহা হইতে মনে হয়, পত্রিকাখানি ৭ মার্চ ১৮৩১ তারিখে জন্মগ্রহণ করে।

মাহ্‌-ই-আলম্‌ আফ্রোজ। ১৮৩৩।

কলিকাতার ৫৩ নং তালতলা হইতে এই ফার্সী সংবাদপত্র প্রকাশ করিবার জন্য ওয়াহাজ-উদ্দীনকে ১৮৩৩ সনের ২২এ মার্চ লাইসেন্স মঞ্জুর করা হয়। অল্প দিন পরেই পত্রিকাখানি আত্মপ্রকাশ করে।

সুলতান-উল্‌-আখ্‌বার (সাপ্তাহিক)। ২ আগস্ট ১৮৩৫।

'সুলতান-উল্‌-আখ্‌বার' প্রতি সপ্তাহে কলন্‌বা (মুনশী গোলাম রহমানের মসজিদের নিকট) হইতে প্রকাশিত হইত। ইহার প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল—২ আগস্ট ১৮৩৫।

হিন্দী সংবাদপত্র

'ভারতমিত্র'-সম্পাদক বালমুকুন্দ গুপ্ত 'গুপ্ত নিবন্ধাবলী'তে (পৃ. ৫৩) লিখিয়াছেন যে, রাজা শিবপ্রসাদের আনুকূল্যে এবং গোবিন্দ রঘুনাথ থাট্টে নামক জনৈক মরাঠীর সম্পাদকত্বে লিথোগ্রাফে মুদ্রিত প্রথম হিন্দী সংবাদপত্র—'বনারস আখ্‌বার' ১৮৪৫ সনে

কাশী হইতে প্রকাশিত হয়।* দুঃখের বিষয়, হিন্দীভাষাভাষীরা তাঁহাদের মাতৃভাষার আদি সংবাদপত্রের সন্ধান রাখেন না। 'বনারস আখ্‌বারে'র আবির্ভাবের বহু পূর্ব্বেই প্রথম হিন্দী সংবাদপত্র ছাপার হরফে কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল। উহা—

উদন্ত মার্ত্তণ্ড (সাপ্তাহিক)। ৩০ মে ১৮২৬।

কলিকাতা কলুটোলার ৩৭ নং আমড়াতলা গলি হইতে যুগলকিশোর শুকুল 'উদন্ত মার্ত্তণ্ড' নামে একখানি হিন্দী সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করিতে ইচ্ছুক হইয়া গবর্মেণ্টের নিকট আবেদন করেন; ১৮২৬ সনের ১৬ই ফেব্রুয়ারি তাঁহাকে লাইসেন্স মঞ্জুর করা হয়। যুগলকিশোর শুকুলের আদি নিবাস কানপুরে; তিনি সদর দেওয়ানী আদালতে প্রোসিডীংস্ রীডার ছিলেন। তাঁহার সম্পাদনায় ১৮২৬ সনের ৩০এ মে 'উদন্ত মার্ত্তণ্ড' নাগরী অক্ষরে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয়। প্রতি মঙ্গলবারে ইহার উদয় হইত; মাসিক চাঁদা ছিল দুই টাকা। আশানুরূপ গ্রাহকের অভাবে 'উদন্ত মার্ত্তণ্ড' বেশী দিন স্থায়ী হইতে পারে নাই। ৪ ডিসেম্বর ১৮২৭ তারিখে ইহার শেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়; সম্পাদক লেখেন:—

আজ দিবস লোঁ উগ্ চুক্যো মার্ত্তণ্ড্ উদন্ত্
অস্তাচলকো জাত হায় দিন্ কারদিন্ অব্ অন্ত্।

—আজ পর্য্যন্ত উদন্ত মার্ত্তণ্ড উদিত ছিল; সে অস্তাচলে যাইতেছে—মার্ত্তণ্ডের আয়ু ফুরাইল।†

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা প্রয়োজন, হিন্দী ভাষায় প্রকাশিত প্রথম দৈনিক সংবাদপত্র—'সমাচার সুধাবর্ষণ'। ইহা ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে কলিকাতা বড়বাজার হইতে শ্যামসুন্দর সেনের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। 'সমাচার সুধাবর্ষণ' দ্বিভাষিক (বাংলা ও নাগরী) পত্র ছিল।

---

* গুপ্ত মহাশয় 'বনারস আখ্‌বার' পত্রের প্রকাশকাল প্রভৃতি সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহাও নির্ভুল নহে। ২৫ জুলাই ১৮৪৪ (১১ শ্রাবণ ১২৫১) তারিখে 'সমাচার চন্দ্রিকা'-সম্পাদক লেখেন:—"বনারস অখবার নামক নূতন এক সমাচার পত্রের অষ্টম সংখ্যক পত্র আমারদিগের হস্তাগত হইয়াছে ঐ পত্রবর কাশীধামে উর্দ্দূ ভাষায় নাগরাক্ষরে মুদ্রিত হয় তাহার সম্পাদক শ্রীযুত বাবু তারামোহন মিত্র ইহা শিবপ্রসাদ বাবুর প্রযত্নে মুদ্রিত হইতেছে ঐ পত্রে তদ্দেশীয় হিতাহিত অনেক বিষয় প্রকাশ হইয়া থাকে⋯।"

† 'উদন্ত মার্ত্তণ্ডে'র পৃষ্ঠা হইতে জ্ঞাতব্য তথ্যগুলি সঙ্কলন করিয়া আমি ১৯৩১ সনের ফেব্রুয়ারি—মে মাসের 'বিশাল ভারত' নামক সচিত্র হিন্দী মাসিকপত্রে প্রকাশ করিয়াছি।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ (১৮৪০—১৮৫৭)

প্রথম পরিচ্ছেদে সাময়িক-পত্রের জন্ম ও শৈশব, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা-বিরোধী আইন এবং তৃতীয় পরিচ্ছেদে শৃঙ্খলমোচন আলোচিত হইয়াছে। চতুর্থ পরিচ্ছেদে ঠিক সেই ধরণের কোনও বৈশিষ্ট্য না থাকিলেও একটি বিষয়ের উল্লেখ আবশ্যক। এই পরিচ্ছেদের নির্দ্দিষ্ট সতের বৎসর কাল মধ্যে বাংলা দেশের মফস্বলের শহরগুলি সাময়িক-পত্র প্রকাশে ও পরিচালনায় তৎপর হইয়া উঠিয়াছে দেখিতে পাই।

মুর্শিদাবাদ সম্বাদপত্রী (সাপ্তাহিক)। ১০ মে ১৮৪০।

'মুর্শিদাবাদ সম্বাদপত্রী'ই মফস্বল হইতে প্রকাশিত প্রথম সংবাদপত্র। ইহার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৮৪০ সনের ১০ই মে। ১৮৪০ সনের 'ক্যালকাটা মন্থলী জর্নালে' প্রকাশ :—

> *Moorshedabad Sunbad Puttree.*—A weekly newspaper in the Bengally language and character, under the above title, made its appearance on the 10th of May, in Moorshedabad. Its opinions are liberal, and clothed in pure Bengally. (P. 325.)

কাসিমবাজার-রাজ কৃষ্ণনাথ রায়ের আনুকূল্যে এই সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ১৪ মে ১৮৪০ তারিখে 'ক্যালকাটা কুরিয়ার' লিখিয়াছিলেন,—

> *New Bengally Newspaper.*—The first Number of a new Bengally paper, called the *Moorshedabad Sungbad Putri*, has just made its appearance. It is, we believe, published under the auspices of Kowar Kissennauth Roy of Moorshedabad.

'মুর্শিদাবাদ সম্বাদপত্রী'র সম্পাদক ছিলেন —গুরুদয়াল চৌধুরী। এক বৎসর পরে ইহার প্রচার রহিত করিতে হয়। এই অকাল-মৃত্যুর কারণ সম্বন্ধে 'সম্বাদ ভাস্কর' লেখেন,—

> কলিকাতা নগরে সমাচারপত্র অনেক হইয়াছে, পল্লিগ্রামে অধিক হয় নাই, রাজা কৃষ্ণনাথ রায় বাহাদুর সর্ব্বাগ্রে স্বকীয় রাজধানীতে 'মুর্শিদাবাদ সম্বাদপত্রী' নামে এক সংবাদপত্রী করিয়াছিলেন, মুর্শিদাবাদের ম্যাজিস্ট্রেটের কোপে উক্ত রাজা বাহাদুর বর্ত্তমানেই তাহার প্রাণবিয়োগ হয়, তৎপরে রঙ্গপুর নিবাসি বিদ্যাভিলাষি মহাশয়দিগের আনুকূল্যে রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ নামে এক পত্র প্রকাশ হয়। (১০ এপ্রিল ১৮৪৯)

'মুর্শিদাবাদ সম্বাদপত্রী'কে 'মুর্শিদাবাদ পত্রিকা'-রূপে উল্লেখ করিয়া কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, উহা বহু বৎসর পরে পুনর্জ্জীবিত হইয়াছিল। প্রকৃত পক্ষে 'মুর্শিদাবাদ পত্রিকা' ১২৭৯ সালের ১৫ই বৈশাখ সর্ব্বপ্রথম প্রকাশিত হয়,—পুনর্জ্জীবিত হয় নাই। ২ আষাঢ় ১২৭৯ তারিখের 'মধ্যস্থ' (তৎকালে সাপ্তাহিক) পত্রে প্রকাশ :—

> ভারতরঞ্জন ও মুর্শিদাবাদ পত্রিকা।—প্রথমোক্ত পত্রখানি মুর্শিদাবাদের পুরাতন এবং শেষোক্ত পত্রিকাখানি নূতন।...নবোদিতা প্রিয়ভগ্নী মুর্শিদাবাদ পত্রিকা...।

সংবাদ সুজনরঞ্জন (সাপ্তাহিক)। মে ১৮৪০।

১৮৪০ সনের মে মাসে (জ্যৈষ্ঠ ১২৪৭ ?) হেরম্বচরণ মুখোপাধ্যায় প্রভাকর-যন্ত্রালয় হইতে 'সম্বাদ সুজনরঞ্জন' নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেন। 'সম্বাদ রসরাজে'র সহিত প্রতিযোগিতা করাই এই পত্রের উদ্দেশ্য ছিল। ১৯ মে ১৮৪০ তারিখে 'ক্যালকাটা কুরিয়ার' লিখিয়াছিলেন,—

> *A New Weekly Paper.*—A new Bengally paper called the 'Sungbad Soojuurunjan,' has made its appearance in the course of the last week. It is published by one Harombochunder Mookerjie at the *Probhakar* Press, and its rate of subscription is only four annas a month. The object of this new publication is, we believe, to retort the sarcasms and rigmarole of another native paper, styled the *Russoraj*, or the Sentiméntal. This spirit of indulging in vile scurrility and bitter personality amongst the native Editors, is a lamentable proof how the liberty of the press is apt to degenerate into licentiousness, if it be not controuled by discretion and principle.

আয়ুর্ব্বেদ দর্পণঃ (মাসিক)। জুন ১৮৪০।

১৮৪০ সনের জুন মাসে চাণক-নিবাসী শ্রীনারায়ণ রায় কর্ত্তৃক 'আয়ুর্ব্বেদ দর্পণঃ' নামে চিকিৎসা-বিষয়ক একখানি মাসিক পুস্তক প্রকাশিত হয়। ইহার প্রথম সংখ্যার আখ্যা-পত্রটি এইরূপ :—

> শ্রীশ্রীহরিঃ॥ শরণং। ॥ আয়ুর্ব্বেদ দর্পণঃ ॥—চানকগ্রাম নিবাসি শ্রীশ্রীনারায়ণ রায় কর্ত্তৃক সংগৃহীতঃ চরক সুশ্রুত বাগ্‌ভট হারিত ভাবপ্রকাশ প্রভৃতি এবং রসায়ন গ্রন্থ রসরত্নাকর রসেন্দ্রচিন্তামণি প্রভৃতি এবং নানা তন্ত্র প্রণীত গদ্যপদ্য তদীয়ার্থ সাধুভাষা সহিত বহু পণ্ডিত কর্ত্তৃক সংশোধিত হইয়া প্রভাকর মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রিত হইল। এই গ্রন্থের প্রয়োজন সুস্থ শরীরের রক্ষোপায় এবং আওরব্যাধি মুক্ত্যুপায় বহুতর প্রয়োজনানুসারে সংগ্রহ সুচারু গ্রন্থ প্রায় পঞ্চাশৎ সহস্র শ্লোক গদ্যপদ্যে হইবেক, ইহাতে একশত খণ্ড হইবেক মাসিক পঞ্চাশত সংখ্যক শ্লোকেতে খণ্ড নিরূপিত হইল, প্রতি খণ্ডের মূল্য এক মুদ্রা কেবল মুদ্রাঙ্কিত জন্য ব্যয় লওয়া মাত্র এতদ্‌গ্রন্থের যাবদ্‌বৃত্তান্ত প্রতিখণ্ডে নির্ঘণ্ট পত্র দৃষ্টি করিলে বোধ হইবেক, বিস্তর লেখা এস্থলে নিষ্প্রয়োজন, দর্পণে সাকল্যে কলেবর বাহ্যে প্রতিবিম্বিত হয়, আয়ুর্ব্বেদ দর্পণে নিখিল কলেবরান্তর্ব্বাহ্য প্রতিবিম্বিত এবং অন্তর্ব্বহির্জ্ঞান এবং দেহস্থিতি নিবৃত্তি রক্ষাবৃত্তি দৃষ্ট হয় ইতি। এই গ্রন্থ যাঁহার প্রয়োজন হইবেক কলিকাতা নগরে আহিরিটোলা গ্রামে শ্রীযুত শম্ভুচন্দ্র হালদার মহাশয়ের বাটীতে তত্ত্ব করিলে পাইতে পারিবেন। শকাব্দাঃ ১৭৬২ সন ১২৪৭ সাল তারিখ ২৪ জ্যৈষ্ঠ।

তিন খণ্ড প্রকাশিত হইয়া 'আয়ুর্ব্বেদ দর্পণে'র প্রচার রহিত হয়। ১৮৫২ সনের জুলাই মাসে (আষাঢ় ১২৫৯) ইহা পুনঃ প্রকাশিত হইয়াছিল। নব পর্য্যায়ের প্রথম সংখ্যার "ভূমিকা"টি এইরূপ :—

...বৈদ্যজাতির মধ্যে শাস্ত্রব্যবসা প্রায় লোপ পাইয়াছে, চিকিৎসাব্যবসায়ি সহস্র ব্যক্তির মধ্যে একজনকে পণ্ডিত পাওয়া ভার, অতএব রোগের লক্ষণ, রোগ নির্ণয়, উপযুক্ত ঔষধ ও পথ্য প্রভৃতি কিছুই ব্যবস্থামতে হয় না ; সুতরাং তাহাতে উপকার হইবার সম্ভাবনা কি ? একারণ ম্লেচ্ছজাতির চিকিৎসা অর্থাৎ ডাক্তরি প্রভৃতি কলিকাতা-রাজধানী মধ্যে অতিশয় প্রবল হইয়াছে। অধুনা দেশের অবস্থা দৃষ্টে বোধ হয় বৈদ্যকশাস্ত্র ও বৈদ্যজাতির চিকিৎসা এককালে লুপ্ত হইবে, এই ভাবি বিপদের আশঙ্কায় আমি "আয়ুর্ব্বেদ দর্পণ" নামক গ্রন্থ প্রকাশে প্রবৃত্ত হইলাম, দর্পণ দ্বারা কেবল বাহ্য অবয়বমাত্র দৃষ্ট হয়, এই আয়ুর্ব্বেদ দর্পণ দ্বারা সকলে শরীরাভ্যন্তর সন্দর্শনে সক্ষম হইবেন। কয়েক বৎসর গত হইল ইহার খণ্ড ত্রয় প্রভাকর যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া–সাধারণের নয়নগোচর হইয়াছিল, তৎকালে গ্রাহকগণের আনুকূল্য বিরহে শ্রম সাকল্য সাফল্য না হওয়াতে ব্যয় বাহুল্যভয়ে এতৎ অতুল্য অমূল্য বিষয়ে ক্ষুব্ধচিত্তে বিরত হইয়াছিলাম, সংপ্রতি পুনরায় জগদীশ্বর স্মরণ পূর্ব্বক এমত সঙ্কল্প করিতেছি যে প্রতি মাসে এক খণ্ড করিয়া ক্রমে এক শত খণ্ড বাঙ্গালা অনুবাদ সহিত প্রকাশ-করিব। কিন্তু গুণগ্রাহক গ্রাহকদিগের অখণ্ড দয়া ব্যতীত এই শত খণ্ডের এক খণ্ড মুদ্রিত হইতে পারে না ; ইহাতে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের সমস্ত ব্যাপারই উদ্ধৃত করা যাইবেক, কোন প্রসঙ্গই অপ্রকাশ থাকিবে না। অস্ত্র চিকিৎসা প্রভৃতি সমস্ত প্রকরণ প্রকটন করিব।... শ্রীশ্রীনারায়ণ রায়। চাণক। ৩২ আষাঢ় শকাব্দা ১৭৭৪।

১৮৫২ সনেই 'আয়ুর্ব্বেদ দর্পণ' লুপ্ত হয়। 'সংবাদ প্রভাকরে' (১২ এপ্রিল ১৮৫৩) প্রকাশ :—

গত বৎসর...কয়েকখানি পত্র প্রাণত্যাগ করিয়াছে।...আয়ুর্ব্বেদ দর্পণ একবার বাঁচিয়া আবার মরিলেন।*

গবর্ণমেণ্ট্ গেজেট্ (সাপ্তাহিক)। ১ জুলাই ১৮৪০।

১৮৪০ সনের ১লা জুলাই বুধবার হইতে এই রাজকীয় বার্ত্তাবহ "শ্রীরামপুরের যন্ত্রালয়ে জান কাশমানকর্ত্তৃক মুদ্রিত" হইয়া প্রতি সপ্তাহে মঙ্গলবারে প্রকাশিত হইত। ইহাতে গবর্মেণ্টের আইন-কানুনের বঙ্গানুবাদ স্থান পাইত। 'সমাচার দর্পণ'-সম্পাদক জে. সি. মার্শম্যান ১৮৫২ সনের শেষাশেষি পর্য্যন্ত 'গবর্ণমেণ্ট্ গেজেট্' পত্রের সম্পাদক ছিলেন। তাহার পর পাদরি কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় কিছু দিনের জন্য সম্পাদন-ভার গ্রহণ করেন। ১৮৫২, ১৭ই নবেম্বর 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' লেখেন :—

আমাদিগের পাঠকবর্গের স্মরণ থাকিবেক কিয়দ্দিন গত হইল পরম্পরায় অবগত হইয়া প্রকাশ করা গিয়াছিল রেবেরেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় মার্সমেন সাহেব ইংলণ্ড

* ১৮৬৬ সনে (২৭ চৈত্র ১৭৮৭ শক) দ্বিতীয় পর্য্যায়ের চারি খণ্ড 'আয়ুর্ব্বেদ দর্পণঃ' একত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল।

যাত্রা করিলে বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট গেজেট নির্ব্বাহের ভার প্রাপ্ত হইবেন সংপ্রতি নিশ্চয় অবগত হওয়া গেল গবর্ণমেণ্টের আদেশে উক্ত রেবেরণ্ড মহাশয় ঐ বিষয়ে ভারপ্রাপ্ত হইয়াছেন। 'গবর্ণমেণ্ট্ গেজেট্' দীর্ঘকাল জীবিত ছিল।

জ্ঞানদীপিকা (সাপ্তাহিক)। ইং ১৮৪০।

১২৪৭ বঙ্গাব্দে (ইং ১৮৪০ ?) ভগবতীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় 'জ্ঞানদীপিকা' নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত হয়। পর-বৎসর ইহার প্রচার রহিত হইয়াছিল।

সংবাদ ভারতবন্ধু (সাপ্তাহিক)। ইং ১৮৪১।

১২৪৮ বঙ্গাব্দে (ইং ১৮৪১ ?) এই সাপ্তাহিক পত্রখানি শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত হয়। 'সংবাদ ভারতবন্ধু' অল্প দিন স্থায়ী হইয়াছিল।

সংবাদ নিশাকর (সাপ্তাহিক)। ইং ১৮৪১।

মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি ('জন্মভূমি,' ফাল্গুন-চৈত্র ১৩০৪) লিখিয়াছেন, ১২৪৮ সালে (ইং ১৮৪১) নীলকমল দাস 'সংবাদ নিশাকর' নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেন। আবার গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মতে ইহার প্রকাশকাল "১২৫৭ সাল"।

বেঙ্গাল স্পেকটেটর (মাসিক···)। এপ্রিল ১৮৪২।

১৮৪২ সনের এপ্রিল মাসে প্যারীচাঁদ মিত্র প্রভৃতির সহায়তায় স্বনামধন্য রামগোপাল ঘোষ 'বেঙ্গাল স্পেক্‌টেটর' নামে এক ইংরেজী-বাংলা দ্বিভাষিক পত্র প্রকাশ করেন। ইহা প্রথমে মাসিক পত্ররূপে প্রচারিত হইয়াছিল। প্রথম সংখ্যার শেষে এই অংশটি মুদ্রিত আছে,—

> বেঙ্গাল স্পেক্‌টেটর। এতৎপত্র ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভাষায় রচিত হইয়া আপাততঃ মাসমধ্যে একবার প্রকাশিত হইবে কিন্তু যে সকল ব্যক্তিদিগের কর্ত্তৃত্বে ইহা নির্ব্বাহ হইবে তাহাদিগের এতদ্দ্বারা অর্থোপার্জ্জনের আকাঙ্ক্ষা নাই অতএব গ্রাহক বৃদ্ধি হইয়া অধিকবার প্রকাশ হওনের ব্যয় উৎপন্ন হইলে একবারের অধিকও প্রকাশ হইবেক। এতৎপত্রের মাসিক মূল্য ১ মুদ্রা, বৎসরে আগামি ১০ দশ মুদ্রা মাত্র।

'বেঙ্গাল স্পেক্‌টেটর' প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রথম সংখ্যায় এইরূপ লিখিত হইয়াছে :—

> অস্মদ্দেশীয় জনগণের জ্ঞান ও সুখের বৃদ্ধি যাহাতে হয় তাহাতে প্রবৃত্তির উপযোগি বিষয় সকল আমাদিগের সাধ্যানুসারে কিঞ্চিৎ আন্দোলন করণার্থে আমরা এতৎ পত্র প্রকাশ করণে উদ্যত হইয়াছি এবং যেপ্রকার সময় উপস্থিত হইয়াছে তাহাতে আমারদিগের উদ্যোগের আনুকূল্যের সম্ভাবনা, যেহেতু রাজ্যশাসনকারিরা প্রজার মঙ্গল বিষয়ে পুর্ব্বাপেক্ষা অধিক সচেষ্ট হইতেছেন এবং ভারতবর্ষস্থ ও ইংলণ্ডদেশস্থ ইংরাজের মধ্যে অনেকের অন্তঃকরণে

আমারদিগের হিতেচ্ছা প্রবল হইতেছে। অপর এতদ্দেশীয় সুশিক্ষিত ব্যক্তিদিগেরও স্বদেশের হিতাকাঙ্ক্ষা জন্মিয়াছে এবং তাঁহারা বিশেষ যত্নবান্ হইলে তাঁহাদিগের দ্বারা অনেক উপকার দর্শিতে পারে। আর তদ্ভিন্ন অন্যান্য ব্যক্তিদিগের স্বস্ব মতের বিরুদ্ধ কথা শ্রবণে যে দ্বেষ তাহার হ্রাস হইতেছে। অতএব এতদ্রূপ অবস্থায় গবর্ণমেণ্টের সমীপে দুঃখ-সমূহ নিবেদন পূর্ব্বক যাহাতে ঐ ক্লেশ নিবারণ এবং দেশের অবস্থার উৎকৃষ্টতা হয় তাহার প্রার্থনা, এবং আমারদিগের প্রার্থিত বিষয়ে সাহায্য করণার্থে ইংরাজদিগের অনুরোধ করা, আর সুশিক্ষিত ব্যক্তিদিগকে স্বদেশের মঙ্গলার্থে সম্যক্ প্রকারে যত্ন করিতে প্রবৃত্তি প্রদান, এবং অস্মদ্দেশীয় সাধারণ জনগণকে স্বস্বহিতাহিত উত্তমরূপে বিবেচনা দ্বারা উৎসাহাবলম্বন পূর্ব্বক আপনারদিগের মঙ্গলার্থে সচেষ্টিত হইতে প্রার্থনা করা আমাদিগের যথাসাধ্য অবশ্য কর্ত্তব্য হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত অভিপ্রায়ানুসারে আমরা এতৎপত্রে ঐ সকল বিষয়ের বিশেষ আলোচনা করিব যদ্দ্বারা রীতি ব্যবহারাদির উত্তমতা এবং বিদ্যা, কৃষিকর্ম্ম, ও বাণিজ্যাদির বৃদ্ধি আর রাজ্যশাসন কার্য্যের সুনিয়ম হইয়া প্রজাদিগের সর্ব্বপ্রকারে উন্নতি হয়।

পাঁচ মাস মাসিক-রূপে চলিয়া, ১৮৪২ সনের সেপ্টেম্বর মাস হইতে 'বেঙ্গাল স্পেক্‌টেটর' পাক্ষিক পত্রে পরিণত হয়। ১ম খণ্ড, সপ্তম সংখ্যার (১ সেপ্টেম্বর ১৮৪২) শেষে এইরূপ বিজ্ঞাপিত হয়:—

> এক্ষণে এতৎপত্র ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভাষায় রচিত হইয়া মাসে দুইবার প্রকাশ হইবেক।

পর-বৎসর মার্চ মাস হইতে 'বেঙ্গাল স্পেক্‌টেটর' সাপ্তাহিক-রূপে প্রকাশিত হইতে থাকে। ২য় খণ্ড, ৪-৫ সংখ্যার (ফেব্রুয়ারি-মার্চ, ১৮৪৩) শেষে এই অংশটি মুদ্রিত আছে,—

> এতৎ পত্র এক্ষণে মাসে দুইবার প্রকাশ না হইয়া মেং টমসন সাহেবের সাহায্যে সপ্তাহানন্তর প্রকাশ হইবেক, এতৎ ক্ষুদ্র পত্রিকা দ্বারা যাহাতে ভারতবর্ষের উপকার হয় তন্নিমিত্ত উক্ত সাহেব অতি যত্নবান্, আমরা ভরসা করি পাঠকবর্গ এই সংবাদ শ্রবণে আহ্লাদিত হইবেন।

পরবর্ত্তী নবেম্বর মাসে 'বেঙ্গাল স্পেক্‌টেটরে'র প্রচার রহিত হয়। ২য় খণ্ড, ৩৯ সংখ্যায় (২০ নবেম্বর ১৮৪৩) কর্ত্তৃপক্ষ দুঃখের সহিত জানাইলেন:—

> ১৮৪২ শালের এপ্রেল মাসাবধি বেঙ্গাল স্পেক্‌টেটর পত্র মাসিক পত্রিকা রূপে প্রকাশ হয়, প্রোপ্রাইটরদিগের এতদ্দ্বারা লাভ করণের ইচ্ছা না থাকাতে ঐ বৎসরের সেপ্টেম্বর মাসাবধি পক্ষান্তে প্রকাশ হইতে লাগিল এবং যদিও গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধি হয় নাই এবং আয় দ্বারা ব্যয় নির্ব্বাহ হইত না তথাচ প্রোপ্রাইটরেরা এই পত্রিকা বিশেষরূপে দেশোপকারিণী করণাশয়ে ১৮৪৩ শালের মার্চ্চ মাসাবধি সাপ্তাহিক করিলেন তাঁহারা প্রায় ৮ মাস পর্য্যন্ত ইহা হইতে ব্যয় নির্ব্বাহ হয় কি না পরীক্ষা করিতেছিলেন কিন্তু শেষে দেখিলেন যে ইহাতে সহস্র মুদ্রার অধিক ক্ষতি হইয়াছে। সাপ্তাহিক হওয়াতে যদিও গ্রাহক বৃদ্ধি হইয়াছিল তথাচ তদ্দ্বারা সমুদায় ব্যয় নির্ব্বাহ হইত না আর যে অভিপ্রায়ে এ পত্র সৃষ্টি হয় অর্থাৎ

THE BENGAL SPECTATOR.

VOL. I.] CALCUTTA, MAY, 1842. [No. 2.

DISCOVERY OF COAL MINES AND THE NECESSITY OF NATIVE ENTERPRIZE.—Those who feel interested in the promotion of intercommunication by steam as leading to an increase of commerce, will rejoice to learn the happy result of the interesting labours of the Coal Committee. It has been known from time immemorial that India abounds in physical advantages, and as her resources are developed, new sources of emolument are created. In 1838, the following districts were reported as containing sites of Coal.

1 Burdwan, 2 Chilmary, 3 Boglepoor, 4 Bidgee Gur, 5 Vale of Callinger, 6 Rajmahal, 7 Birbhoom and Ajai, 8 Sylet, 9 Dhurrumpoor (Assam) 10 Khyuk Phyoo, 11 Cherra Ponjee, 12 Cuttuck. 13 Sandoway, 14 Palamow, 15 Cutch, 16 Suffree River (Assam) 17 Namroop (Assam) 18 Nerbudda, 19 Sohuggur, 20 Sohagore, 21 Manpur, 22 Jubulpore, 23 Chanda, (Nagpoor) 24 Towah, 25 Hurdwar, 26 Attock, 27 Teesa or Tista River.

In the Report of the last year, mention is made of the discovery of several coal localities in the Tennaserim Provinces, and of a number of additional ones in Assam, Burdwan, Sylet, Cuttuck, Rajmehal, Palamow and Arracan, and it is not at all unlikely that future investigations will be followed by similar results. But these discoveries, important as they are to commerce and civilization, will be but a mere addition to scientific knowledge unless they can call forth and excite a *spirit of enterprize* among our countrymen. The Government has now got six steamers, for which 91,000 maunds of coal are annually consumed. We believe the supply from the existing collieries is enough for the demand, but as the number of steamers (each of which clears by a single trip about 15,000 Rs.) is to be increased, more especially if steam navigation be extended to the tributaries of the Ganges and other rivers, a greater quantity of coal will in that case be required, and here is certainly a good opportunity for the employment of native capital. We do not of course profess to guide our countrymen in the investment of their money—all that we have to urge is, that if some of the wealthy native gentlemen be engaged in the development of mineral resources, for which there is every probability of gain, in the event of their operations being judiciously conducted, it will not only set an example of *adventure* and necessarily produce in them an aptitude for scientific studies but prove highly beneficial to the country in every way.

We perceive from a document published in the Civil Engineer and Architect's Journal for Dec. 1841, that some facility to internal communication has been created by the construction of a number of good roads and canals during the last twenty years, and we have no doubt that as such means of transit are increased, they will conduce to a proportionate augmentation of commerce and diffusion of civilization. The different countries of India possessing

কয়লার আকর প্রকাশ ও এতদ্দেশীয়দিগের ব্যবসায়োৎসাহ।

যেসকল ব্যক্তিরা এ দেশের বাণিজ্য বৃদ্ধির নিমিত্তে বাষ্পীয় জাহাজদ্বারা দেশে২ গমনাগমন করিতে উদ্যত তাহারা কয়লার খনি প্রকাশক কমিটির নির্দ্ধারিত ব্যাপার শ্রবণে অতিশয় আহ্লাদিত হইবেন এবং এতদ্দেশও বহুকালাবধি অতিপ্রসিদ্ধরূপে স্বভাবত সম্পত্তিযুক্ত অতএব ইহার গুপ্তধন প্রকাশিত হইলে বিবিধ প্রকারে লোকদিগের লাভ সম্ভাবনা। ইংরাজী ১৮৩৮ শালে নিম্নলিখিত দেশ সকলের স্থানে২ কয়লার আকর প্রকাশ হইয়াছে। যথা ১ বর্দ্ধমান, ২ চিলমেরি, ৩ ভাগলপুর, ৪ বিজুবিগর, ৫ কলিঞ্জরের উপত্যকাভূমি, ৬ রাজমহল, ৭ বীরভূম এবং অজায়, ৮ শ্রীহট্ট, ৯ আসামস্থ ধর্ম্মপুর, ১০ কায়াকফু, ১১ চিরাপুঞ্জি, ১২ কটক, ১৩ সেণ্ডয়া, ১৪ পেলেমো, ১৫ কচ, ১৬ আসামস্থ সফ্‌রী নদী, ১৭ আসামস্থ নেমরূপ, ১৮ নর্ম্মদা, ১৯ সোহাঘর, ২০ সোহোগোর, ২১ মানপুর, ২২ জবলপুর. ২৩ নাগপুরস্থ খণ্ডা, ২৪ টৌয়া, ২৫ হরিদ্বার, ২৬ আটক, ২৭ টিসা ও টিষ্টানদী।

গত বৎসরের রিপোর্টে লেখে যে তানা সারীমদেশে এবং আসাম, বর্দ্ধমান শ্রীহট্ট, কটক, রাজমহল, ও পালামাউ, এই সকল দেশের অন্যান্য স্থানে অনেক খনি প্রকাশিত হইয়াছে ইহাতে আমারদিগের বোধ হয় ভবিষ্যতে এবিষয়ের যে অনুসন্ধান হইবেক তাহাতেও এতদ্রূপ ফল হইতে পারে কিন্তু যদ্যপিও উক্ত প্রকারে বিবিধ আকর প্রকাশ দ্বারা এতদ্দেশে বাণিজ্যবৃদ্ধি ও অত্রস্থ ব্যক্তিদিগের যৎকিঞ্চিৎ জ্ঞানোদয় হইয়া সভ্যতার সম্ভাবনা তথাপি বিশেষ উৎসাহ এবং উদ্যোগ ব্যতিরেকে অন্য উপকার হইবেক না।

এক্ষণে গবর্ণমেণ্টের ছয়খান বাষ্পীয় জাহাজ প্রস্তুত আছে এবং তাহাতে প্রতিবৎসর ৯১০০০ মোন কয়লা ব্যয় হয়, তাহা বর্ত্তমান কয়লার কুঠী সকল দ্বারা নিষ্পন্ন হইতেছে কিন্তু গঙ্গার শাখানদীতে ও অন্যান্য নদীতে বাষ্পীয় জাহাজের গমনাগমন আরম্ভ হইলে অধিক কয়লার প্রয়োজন হইবেক, ঐ জাহাজের একবার যাতায়াতে ১৫০০০ মুদ্রা লাভ হয় সুতরাং এতদ্দেশস্থ লোকদিগের ধন উক্ত বিষয়ে উত্তমরূপে খাটিতে পারে। এতদ্রূপ কথনে আমারদিগের এমত অভিপ্রায় নহে যে আমরা ধন প্রয়োগের সদুপায় প্রদর্শনে সক্ষম কিন্তু প্রধান তাৎপর্য্য এই যদি এদেশের কতিপয় ধনি ব্যক্তি আকরাদি প্রকাশ করণে প্রবৃত্ত হয়েন ও উত্তমরূপে তৎকর্ম্ম নির্ব্বাহ হয় তবে বিস্তর লাভের সম্ভাবনা এবং তদ্দ্বারা অন্যান্য লোকদিগের বাণিজ্যাদি কর্ম্মে উৎসাহ ও কর্ম্মকর্ত্তাদিগের জ্ঞানানুসন্ধানে যত্ন আর দেশের সর্ব্ব প্রকারে মঙ্গল হইতে পারে।

D

['বেঙ্গাল স্পেক্‌টেটর' পত্রের একটি পৃষ্ঠার প্রতিলিপি]

এতদ্দেশীয় সাধারণ লোকে পাঠ করিবে এবং সকলে নানা বিষয়ের উপর লিখিবে তাহা হইল না অতএব প্রোপ্রাইটরেরা এতৎ পত্রের সাহায্যকারি গ্রাহকদিগের নিকট এবং সহকারি সম্পাদকবর্গ সন্নিধানে বিনয় পূর্ব্বক খেদান্বিত হইয়া বিজ্ঞাপন করিতেছেন যে অদ্যাবধি এতৎ পত্র প্রকাশ স্থগিত করা গেল যে সকল কারণে রহিত হইতেছে কোন উপায় দ্বারা যদি তাহা পরিবর্ত্ত হয় তবে আহ্লাদ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার প্রকাশ করিবেন।

১৮৫৬ সনের জুলাই সংখ্যা 'অরুণোদয়' নামক অসমীয় ভাষার মাসিক পত্রে কলিকাতা হইতে 'বঙ্গদর্শক' নামে একখানি সম্বাদপত্র প্রকাশের উল্লেখ আছে:—

শ্রীবাবু ব্রজনাথ সরকারে কলিকাতা নগরত বাঙ্গদর্শক নামেরে এখন নতুন সম্বাদপত্র চাপিবলৈ আরম্ভন করিচে।

এই 'বঙ্গদর্শক' কি 'বেঙ্গাল স্পেক্টেটর' ?

বিদ্যাদর্শন (মাসিক)। জুন ১৮৪২।

অক্ষয়কুমার দত্ত এবং টাকী-নিবাসী প্রসন্নকুমার ঘোষ 'বিদ্যাদর্শন' নামে একখানি মাসিক পত্র প্রকাশ করেন। ইহার প্রথম সংখ্যার তারিখ—আষাঢ় ১৭৬৪ শকাব্দা (জুন ১৮৪২)। পত্র-প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রথম সংখ্যায় এইরূপ লিখিত হয়:—

যখন যে জাতির মধ্যে সভ্যতা প্রবেশ করে, তাহার পূর্ব্বেই এই প্রকার প্রকাশ্য পত্রের সৃষ্টি হইয়া বিদ্যার পথ মুক্ত হইতে থাকে। এই পরম প্রিয়কর নিয়মের পশ্চাদ্বর্ত্তি হইয়া আমরাও বঙ্গদেশের মৃতপ্রায় ভাষার পুনরুদ্দীপনে যত্ন করিতে অভিলাষ করিয়াছি, কিন্তু পাঠকগণকে কি প্রকারে তুষ্ট করিতে চেষ্টা করিব এই চিন্তা এইক্ষণে কেবল সংশয়ে পরিপূর্ণ রহিল, যেহেতুক আমাদিগের এবম্প্রকার উদ্যোগের ন্যায় এতদ্দেশে পূর্ব্বে এরূপ কোন কল্পনার সৃষ্টি হয় নাই, যে তাহার অনুগামি হইয়া আমরাও আমারদিগের অভিপ্রেত ব্যাপারে তত্তুল্য রচনাদি করিতে উদ্যত হই, সুতরাং এপ্রকার নূতন বর্ত্মে আমরা অতিশয় ভীতচিত্তে অগ্রসর হইলাম, এবং সংশয়াপন্ন হইয়া বিদ্যার্থিগণকে এই পথকে অবলম্বন করিতে নিমন্ত্রণ করিতেছি।......

সম্প্রতি এই পত্রের বিশেষ তাৎপর্য্য ব্যক্ত করিবার জন্য ইহার সঙ্ক্ষেপ বিবরণ নিম্নদেশে প্রকাশ করিতেছি। এতৎ পত্রে এমত সকল বিষয়ের আলোচনা হইবেক, যদ্দ্বারা বঙ্গভাষায় লিপি বিদ্যার বর্ত্তমান রীতি উত্তম হইয়া সহজে ভাব প্রকাশের উপায় হইতে পারে। যত্নপূর্ব্বক নীতি, ও ইতিহাস, এবং বিজ্ঞান প্রভৃতি বহু বিদ্যার বৃদ্ধি নিমিত্ত নানা প্রকার গ্রন্থের অনুবাদ করা যাইবেক, এবং দেশীয় কুরীতির প্রতি বহুবিধ যুক্তি, ও প্রমাণ দর্শাইয়া তাহার নিবৃত্তির চেষ্টা হইবেক। তদ্ভিন্ন রূপকাদিলিখনে এক২ প্রকার নূতন নিয়ম প্রস্তুত করা যাইবেক।

এইক্ষণে কবিতার রীতি আমারদিগের ভাষায় উত্তম নাই, অতএব তাহার প্রতি অধিক যত্ন করা অত্যন্ত প্রয়োজন বোধে সর্ব্বদাই সাধারণ লেখকদিগকে তর্কদ্বারা সাবধান করিব,



কালীপ্রসন্ন সিংহ



কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়



রাজেন্দ্রলাল মিত্র



অক্ষয়কুমার দত্ত

এবং উত্তম২ কবিতা যিনি লিখিয়া প্রেরণ করিবেন তাহা অবশ্য আমারদিগের বিচারের সহিত প্রকাশ করিতে ত্রুটি করিব না।

'বিদ্যাদর্শন' মাত্র ছয় সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহা একখানি সুপরিচালিত পত্রিকা ছিল।

সংবাদ ভৃঙ্গদূত (সাপ্তাহিক)। ইং ১৮৪২।

১২৪৯ সালে (ইং ১৮৪২ ?) নীলকমল দাসের সম্পাদকত্বে 'ভৃঙ্গদূত' নামে সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত হয়। ইহার পরমায়ু দেড় বৎসর বলিয়া কেহ কেহ উল্লেখ করিয়াছেন। গুপ্ত-কবি ও মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধির মতে ১৮৪৮ সনে ইহা পুনঃপ্রকাশিত, এবং ১২৫৬ সালে (১৮৪৯ সনে ?) লুপ্ত হয়।

মঙ্গলোপাখ্যান পত্র (মাসিক)। জানুয়ারি ১৮৪৩।

১৮৪৩ সনের জানুয়ারি মাসে "The Evangelist মঙ্গলোপাখ্যান পত্র" জে. রবিনসনের সম্পাদকত্বে শ্রীরামপুর প্রেস হইতে প্রকাশিত হয়। এই মাসিক পত্রের প্রত্যেক সংখ্যার বামে ইংরেজী অংশ এবং দক্ষিণে বঙ্গানুবাদ থাকিত। প্রথম সংখ্যায় পত্র-প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত হইয়াছে :—

> এইক্ষণে আমরা যে পত্র ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয় খ্রীষ্টীয়ান বন্ধু ও ভ্রাতৃগণের সম্মুখে অর্পণ করি তাহা বর্ত্তমান বৎসরের আরম্ভে শ্রীরামপুরে বঙ্গদেশস্থ ডুবক [ব্যাপটিষ্ট] মণ্ডলীর প্রথম মিলিত সভার ফল। আমারদের চতুর্দ্দিকস্থ দেবপূজকেরদের পারমার্থিক ও সাধারণ মঙ্গলচেষ্টক ধর্ম্মোপদেশক ও ঈশ্বরপরায়ণ বন্ধুবর্গের সভাতে তাঁহারদের নানা স্থানহইতে আগমনের দ্বারা আমারদের পরমানন্দ জন্মিল এবং অনেক লোক প্রভুর প্রতি ফিরিয়াছে এবং অনেকে আপনারদের পরিত্রাণের পথ অন্বেষণ করিতেছে এই যে সম্বাদ তাঁহারা প্রকাশ করিলেন তদ্দ্বারা আমারদের অন্তঃকরণ আরো আনন্দিত হইল। তাহাতে সুতরাং আমারদের এতদ্দেশীয় ভ্রাতারা যাহাতে অনুগ্রহ এবং আমারদের প্রভু ও ত্রাণকর্ত্তা যিশুখ্রীষ্ট বিষয়ক জ্ঞানেতে বৃদ্ধি পান এই নিমিত্ত আরো উপায় স্থির করিতে উদ্যুক্ত ছিলাম যেহেতুক এইক্ষণে আপন২ মণ্ডলীর অধ্যক্ষ ও শিক্ষক ব্যতিরেকে তাহারদের জ্ঞান প্রাপণের অন্য কোন উপায় প্রায় নাই।
>
> এই অভিপ্রায়েতে অনেক প্রকার গুরুতর প্রস্তাব করা গিয়াছিল তন্মধ্যে আমরা বোধ করিলাম যে বাঙ্গলা ভাষাতে এক সম্বাদ পত্র প্রকাশ করা সদুপায় বটে। ঐ সম্বাদ পত্রের দ্বারা এই দেশীয় আমারদের ভ্রাতারা মঙ্গল সমাচারের বৃদ্ধির এবং ভারতবর্ষ ও জগতের অন্যান্য স্থানীয় মণ্ডলীর বিষয়ে সকল গুরুতর সম্বাদ প্রাপ্ত হইতে পারিবেন…।

'মঙ্গলোপাখ্যান পত্র' ১৮৪৫ সন পর্য্যন্ত চলিয়াছিল। "৩ বালম। ১৮৪৫। নবেম্বর ডিসেম্বর। ৩৫, ৩৬ নম্বর" যুগ্ম-সংখ্যায় প্রকাশ :—

সম্পাদকের উক্তি।—অনবকাশপ্রযুক্ত নবেম্বর ও ডিসেম্বর মাসের পত্র উপযুক্ত সময়ে প্রকাশ হইতে পারিল না। এই ক্ষণে দুই মাসের একত্র প্রকাশ হওনের অভিপ্রায় যে ১৮৪৫ সালের পুস্তক সাঙ্গ করি। সেই অনবকাশপ্রযুক্ত আমারদের এই পত্রের সম্পাদকতা কর্ম্ম ত্যাগ করিতে হইল।...

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা (মাসিক)। ১৬ আগষ্ট ১৮৪৩।

"কলিকাতা নগরে শ্রীযুক্ত দ্বারিকানাথ ঠাকুর মহাশয়ের বাটীতে ১৭৬১ শকের ২১ আশ্বিন [রবিবার] দিবসে" তত্ত্ববোধিনী সভা সর্ব্বপ্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সভার উদ্দেশ্য ছিল "ব্রহ্ম সমাজ যাহাতে স্থানে স্থানে স্থাপিত হয়, এবং যে রূপেতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট পরম ধর্ম্ম বেদান্ত প্রতিপাদ্য ব্রহ্মবিদ্যার প্রচার হয়, তাহার সাধন।" ১৭৬৫ শকের ১লা ভাদ্র (১৮৪৩, ১৬ আগষ্ট) তত্ত্ববোধিনী সভার মুখপত্রস্বরূপ 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' প্রকাশিত হয়। অক্ষয়কুমার দত্ত এই মাসিক পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত হন। পত্রিকা-প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রথম সংখ্যায় এইরূপ লিখিত হয় :—

> কোন নূতন পত্র প্রকাশ হইলে সেই পত্র প্রকাশের তাৎপর্য্য অবগত হইতে অনেকে অভিলাষ করেন, অতএব তত্ত্ববোধিনী সভার অধ্যক্ষেরা যে অভিপ্রায়ে এতৎপত্রিকার সৃষ্টি করিলেন তাহার স্থূল বৃত্তান্ত এস্থলে অতি সংক্ষেপে ব্যক্ত করা যাইতেছে।
>
> তত্ত্ববোধিনী সভার অনেক সভ্য পরস্পর দূর দূর স্থায়ী প্রযুক্ত সভার সমুদয় উপস্থিত কার্য্য সর্ব্বদা জ্ঞাত হইতে পারেন না, সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞানের অনুশীলনা এবং উন্নতি কিপ্রকার হইবেক ? অতএব তাহারদিগের এসকল বিষয়ের অবগতির জন্য এই পত্রিকাতে সভার প্রচলিত কার্য্য বিষয়ক বিবরণ প্রচার হইবেক।
>
> অনেক সভ্য দূরদেশ বশতঃ বা শরীরগত অসুস্থতা হেতু বা কোন কার্য্যক্রমে অথবা অন্য কোন দৈব বিপাকে ব্রহ্মসমাজে উপস্থিত হইতে অশক্ত হয়েন বিশেষতঃ তাঁহারদিগের নিমিত্তে উক্ত সমাজের ব্যাখ্যান সময়ে সময়ে এই পত্রিকাতে প্রকটিত হইবেক।
>
> মহাত্মা শ্রীযুক্ত রাজা রামমোহন রায় কর্তৃক ব্রহ্মজ্ঞান বিষয়ে যে সকল গ্রন্থ প্রস্তুত হইয়াছিল তাহা এইক্ষণে সাধারণের অপ্রাপ্ত হইয়াছে এবং অনেকে তাহার মর্ম্ম জানিতে বাসনা করেন, অতএব সেই সকল গ্রন্থ এবং অন্য যে কোন গ্রন্থ যাহাতে ব্রহ্মজ্ঞানের প্রসঙ্গ আছে তাহা এই পত্রিকাতে উদ্ধৃত হইবেক।
>
> পরব্রহ্মের উপাসনার প্রকার এবং তাঁহার স্বরূপ লক্ষণ জ্ঞাপনার্থে এবং সর্ব্বোপাসনা হইতে পরব্রহ্মের উপাসনা সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়াছে ইহা জানাইবার নিমিত্তে আমারদিগের শাস্ত্রের সার মর্ম্ম সংগৃহীত হইবেক। বিচিত্র শক্তির মহিমা জ্ঞাপনার্থে সৃষ্ট বস্তুর বর্ণনা এবং অনন্ত বিশ্বের আশ্চর্য্য কৌশল প্রকাশিত হইবেক।
>
> কুকর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইবার চেষ্টা না থাকিলে ব্রহ্মজ্ঞানে প্রবৃত্তি হয় না, অতএব যাহাতে লোকের কুকর্ম্ম হইতে নিবৃত্তি থাকিবার চেষ্টা হয় এবং মন পরিশুদ্ধ হয় এমত সকল উপদেশ প্রদত্ত হইবেক।

'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র কণ্ঠে "একমেবাদ্বিতীয়ং" বাক্যটি মুদ্রিত থাকিত। প্রথম সংখ্যা 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র স্থচী এইরূপ ঃ—

> ১। পত্রিকা প্রকাশের তাৎপর্য্য। ২। মহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ভট্টাচার্য্য মহাশয় কর্ত্তৃক বর্ত্তমান শকের [১৭৬৫] গত ৪ বৈশাখে ব্রহ্মসমাজে ব্যাখ্যাত হয়। ৩। মহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ভট্টাচার্য্য মহাশয় কর্ত্তৃক বর্ত্তমান শকের গত ১ জ্যৈষ্ঠে ব্রহ্মসমাজে ব্যাখ্যাত হয়। ৪। তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা। ৫। মহাত্মা শ্রীযুক্ত রাজা রামমোহন রায় কর্ত্তৃক বাজসনেয়সংহিতোপনিষদের ভাষা বিবরণের ভূমিকার চূর্ণক।

'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' কি ভাবে পরিচালিত হইত, নকুড়চন্দ্র বিশ্বাস-লিখিত 'অক্ষয়-চরিতে' তাহার এইরূপ বিবরণ আছে ঃ—

> ১৭৬৫ শকের ভাদ্র মাস হইতে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রচারারম্ভ হয়। রমাপ্রসাদ রায় মহোদয় অপ্রকাশ্যভাবে একটি মুদ্রাযন্ত্র দান করেন। যন্ত্রালয় হেদুয়ার দক্ষিণ পার্শ্বে ছিল। ঈশ্বর জ্ঞান প্রচার পত্রিকার উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু অক্ষয় বাবুর চেষ্টায় ইহাতে ধর্ম্ম বিষয় ব্যতীত, সাহিত্য, বিজ্ঞান পুরাতত্ত্বাদি উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট বিষয়গুলি আলোচিত হইতে আরম্ভ হয়। ইহা পূর্ব্বে কিরূপে সম্পাদিত হইত, তদ্বিষয়ে এ স্থলে কিছু উল্লেখ করা আবশ্যক হইতেছে। মহানুভব দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এসিয়াটিক সোসাইটী কর্ত্তৃক প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিয়া পেপার কমিটী (Paper Committee) নামে একটি প্রবন্ধনির্ব্বাচনী সভা সংস্থাপন করেন। কমিটীর পাঁচ জনের অধিক সভ্য (গ্রন্থাধ্যক্ষ) সংখ্যা ছিল না; অন্যান্য সভা সমিতির যেরূপ নিয়ম ইহারও সেইরূপ ছিল—একজন গ্রন্থাধ্যক্ষ অবসর গ্রহণ করিলে অপর একজন মনোনীত হইয়া তাঁহার স্থান পূর্ণ করিতেন। পণ্ডিতবর শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর শ্রীযুক্ত বাবু (এক্ষণে ডাক্তার) রাজেন্দ্রলাল মিত্র শ্রীযুক্ত বাবু (এক্ষণে মহর্ষি) দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দকৃষ্ণ বসু ৺ শ্রীধর ন্যায়রত্ন ৺ আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ ৺ প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী ৺ রাধাপ্রসাদ রায় ৺ শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি মহোদয়গণ ইহার সভ্য ছিলেন। সভার নিয়ম ছিল যে, কি গ্রন্থ-সম্পাদক, কি গ্রন্থাধ্যক্ষ কি অপর কোনও ব্যক্তি কেহ যদ্যপি পত্রিকায় প্রকটিত করিবার অভিলাষে কোনও প্রবন্ধ রচনা করেন, প্রবন্ধনির্ব্বাচনী সভার অধিকাংশ সভ্য কর্ত্তৃক অগ্রে তাহা মনোনীত ও আবশ্যক হইলে পরিবর্ত্তিত ও সংশোধিত হইলে তবে পত্রিকাস্থ হইবে। …১৭৭০ শকের ২৩এ শ্রাবণ তারিখের অধ্যক্ষ সভার অধিবেশনে তিনি [অক্ষয়কুমার] পেপার কমিটীর সভ্যশ্রেণী ভুক্ত হন। (পৃ. ১৯-২১)

অক্ষয়কুমার বার বৎসর, ১৮৪৩—১৮৫৫, 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' পরিচালন করিয়াছিলেন। তিনি ৩০৲ বেতনে এই পদে নিযুক্ত হন, কর্ম্মদক্ষতাগুণে তাহা বৃদ্ধি পাইয়া ৪৫৲ ও শেষে ৬০৲ হইয়াছিল। অক্ষয়কুমারের চেষ্টায় পত্রিকায় সাহিত্য, বিজ্ঞান, পুরাতত্ত্বাদি বিষয়েও বহু স্থলিখিত প্রবন্ধ স্থান পাইয়াছিল। তাঁহার নিজের বহু রচনাও এই পত্রিকার পৃষ্ঠা অলঙ্কৃত করিয়া আছে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ 'আত্মজীবনী'তে লিখিয়াছেন ঃ—

তাঁহার ন্যায় লোককে পাইয়া তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার আশানুরূপ উন্নতি করি। অমন রচনার সৌষ্ঠব তৎকালে অতি অল্প লোকেরই দেখিতাম। তখন কেবল কয়েকখানা সংবাদপত্রই ছিল। তাহাতে লোকহিতকর জ্ঞানগর্ভ কোন প্রবন্ধই প্রকাশ হইত না। বঙ্গদেশে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সর্ব্বপ্রথমে সেই অভাব পূরণ করে।

১৮৫০, জানুয়ারি-জুন সংখ্যা 'ক্যালকাটা রিভিয়ু'তে প্রকাশিত "Early Bengali Literature And Newspapers" প্রবন্ধে পাদরি লং 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' সম্বন্ধে এইরূপ মন্তব্য করেন :—

> To those, who wish to know what the expressiveness of the Bengali language means, we would recommend the perusal of the *Tatwabodhini Patrika*, a monthly publication in Bengali, which yields to scarcely any English publication in India, for the ability and originality of its articles.

'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র উন্নতির মূলে প্রবন্ধ-নির্ব্বাচনী সভার কথাও স্মরণীয়। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে তত্ত্ববোধিনী সভার সঙ্গে সঙ্গে এই সভাও বিলুপ্ত হয়।

অক্ষয়কুমার দত্তের পর নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় পত্রিকা-সম্পাদনের ভার গ্রহণ করেন (সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর : 'আমার বাল্যকথা…,' পৃ. ৬৪)। অতঃপর যাঁহারা 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম ও কার্য্যকাল :—

১। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর : ২৫ ডিসেম্বর ১৮৫৯—মার্চ ১৮৬২ ; এপ্রিল ১৯০৯—এপ্রিল ১৯১০ ; এপ্রিল ১৯১৫—জানুয়ারি ১৯২৩ (ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহযোগে)।

২। অযোধ্যানাথ পাকড়াশী : ১১ ফেব্রুয়ারি ১৮৬৫—এপ্রিল ১৮৬৭ ; এপ্রিল ১৮৬৯—১৮৭২।*

৩। হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন : এপ্রিল ১৮৬৭—এপ্রিল ১৮৬৯ ; এপ্রিল ১৮৭৭—সেপ্টেম্বর ১৮৮৪।

৪। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর : সেপ্টেম্বর ১৮৮৪—এপ্রিল ১৯০৮।

৫। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : এপ্রিল ১৯১০—এপ্রিল ১৯১৫।

৬। ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর : এপ্রিল ১৯১৫—জানুয়ারি ১৯২৩ (সত্যেন্দ্রনাথের সহযোগে) ; জানুয়ারি ১৯২৩—…

---

* অযোধ্যানাথ পাকড়াশী মৃত্যুর (২৮ আগষ্ট ১৮৭৩) অব্যবহিত পূর্ব্বে মহর্ষির বিরাগভাজন হইয়াছিলেন। ১৮৭২ সনে বৈজ্ঞানিক সীতানাথ ঘোষের উপর 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র সম্পাদন-ভার অর্পিত হয়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর "পিতৃদেব সম্বন্ধে আমার জীবনস্মৃতি" প্রবন্ধে ('প্রবাসী,' মাঘ ১৩১৮) লিখিয়াছেন :—সীতানাথ "একজন বৈজ্ঞানিক ছিলেন। তিনি তড়িৎ চিকিৎসার জন্য একপ্রকার নূতন যন্ত্র উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। তিনি কিছু দিন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় সম্পাদকতাও করিয়াছিলেন। হিন্দু তাড়িৎ-জ্ঞান সম্বন্ধে গবেষণাপূর্ণ অনেকগুলি প্রবন্ধ তিনি পত্রিকায় প্রকাশ করেন।" ৩৫১-৫৩ ও ৩৬৫ সংখ্যা পত্রিকায় ঘোষ-মহাশয়-লিখিত আর্য্যঋষিদিগের তড়িৎ-বিষয়ক জ্ঞান সম্বন্ধে এক দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার-লিখিত "বৈজ্ঞানিক সীতানাথ" প্রবন্ধ ('প্রবাসী,' জ্যৈষ্ঠ ১৩১৯) পঠিতব্য।

'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' দীর্ঘকাল জীবিত থাকিয়া ক্ষিতীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর বন্ধ হইয়াছে।

কায়স্থ কৌস্তুভ। ১৭ জুলাই ১৮৪৪।

ইহার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়—১৮৪৪ সনের ১৭ই জুলাই। প্রথম সংখ্যার আখ্যা-পত্রটি উদ্ধৃত করিতেছি :—

> কায়স্থ কৌস্তুভ অর্থাৎ কায়স্থ উৎপত্তির বিবরণ, এবং তাহারদিগের ক্রিয়া সংস্কৃত ও বঙ্গ ভাষায় বহু পণ্ডিত সম্মত মীমাংসা দ্বারা প্রকাশিত হইল, এবং নানা শাস্ত্র হইতে প্রমাণ শ্লোক সকল অবিকল লিখিত হইল। ১ সংখ্যা শ্রীরাজনারায়ণ মিত্র কর্ত্তৃক সংগৃহীত।… শকাব্দাঃ ১৭৬৬ সন ১২৫১ শাল ৩ শ্রাবণ।

দ্বিতীয় সংখ্যার প্রকাশকাল—১১ মার্চ ১৮৪৫ (২৯ ফাল্গুন ১২৫৫)। এই সংখ্যার ভূমিকায় প্রকাশ :—

> মনুষ্যের স্বীয় স্বীয় জাতীয় ধর্ম্ম সনাতন হয়, ঐ স্বধর্ম্ম নাশ হইলে নরকে নিয়ত বাস করেন।…কায়স্থ জাতি যে ক্ষত্রিয় বর্ণ ইহা সম্পূর্ণ রূপে সপ্রমাণ শাস্ত্রোক্ত বচন দ্বারা (১) প্রথম সম্যক কায়স্থকৌস্তুভ গ্রন্থে নিশ্চয় প্রকাশ করা গিয়াছে, এইক্ষণে এই (২) দ্বিতীয় ভাগ গ্রন্থে ঐ প্রথম ভাগের পোষকার্থে ও পরিষ্কার ব্যাখ্যা করণার্থে শাস্ত্রের বচন সকল শাস্ত্রাধীন যুক্তি দ্বারা কায়স্থ বা ক্ষত্রিয় বর্ণ ইহাই দৃঢ়রূপে পণ্ডিতদিগের বোধার্থে এবং সন্দেহ ভঞ্জনার্থে প্রকট করা যাইতেছে।

'কায়স্থ কৌস্তুভে'র তৃতীয় সংখ্যার তারিখ—৫ মে ১৮৪৮ (২৪ বৈশাখ ১২৫৫)। ইহার আর কোন সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছিল কি না আমাদের জানা নাই।

সর্ব্বরসরঞ্জিনী (সাপ্তাহিক)। ইং ১৮৪৪।

কতিপয় শিক্ষিত যুবক প্রভাকর যন্ত্রালয় হইতে ১২৫১ সালে (ইং ১৮৪৪) 'সর্ব্বরস-রঞ্জিনী' নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেন।* ইহা দুই বৎসর কাল জীবিত ছিল।

সংবাদ রাজরাণী (সাপ্তাহিক)। ইং ১৮৪৪।

ভূতপূর্ব্ব 'সংবাদ দিবাকর'-সম্পাদক গঙ্গানারায়ণ বসুর সম্পাদকত্বে 'সংবাদ রাজরাণী' ১২৫১ সালে (ইং ১৮৪৪ ?) প্রকাশিত হয়। ইহার স্থিতিকাল অল্প দিন।

পক্ষির বিবরণ। ইং ১৮৪৪।

১৮৪৪ সনে ভূতপূর্ব্ব 'পশ্বাবলী'-সম্পাদক রামচন্দ্র মিত্র কলিকাতা-স্কুলবুক-সোসাইটির সাহায্যে "পক্ষির বিবরণ। Ornithology. No. 1." বাহির করেন। ইহার মূল্য ছিল

* "...The seventh paper is *Sarbarasaranjini*, or sentimentalist, a weekly octavo of half a sheet, of recent origin and very limited circulation."—The *Friend of India*, 9 Jany. 1845.

দশ পয়সা। ইহাতে সাধারণভাবে কতকগুলি পাখীর কথা বলা হইয়াছে। রামচন্দ্র প্রথম সংখ্যায় (পৃ. ৪৮) লিখিয়াছিলেন :—"ভারতবর্ষীয় পক্ষীর বৃত্তান্ত পরে লিখিব।" কিন্তু ইহার আর কোন সংখ্যা প্রকাশিত হয় নাই।

নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা (পাক্ষিক…)। ১১ জানুয়ারি ১৮৪৬।

"নাস্তিকগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ" ঘোষণা করিয়া ১১ই জানুয়ারি ১৮৪৬ তারিখে যোড়াবাগান হইতে 'নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা' নামে পাক্ষিক পত্র প্রকাশিত হয়। পরবর্ত্তী ১৩ই জানুয়ারি 'বেঙ্গল হরকরা' লেখেন :—

> A Bengalee paper styled *Nityo Dhurmanoo Runjeeka* was issued from a Native Press on Sunday last Its principal object is to support the popular religion of the Hindoo, and oppose tooth and nail the spread of Vedantism or any creed other than the one it advocates. It is a bimonthly publication and will be distributed gratis to both the Laity and Clergy among the Hindoos...

'নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা'র সম্পাদক ছিলেন নন্দকুমার কবিরত্ন। এই পত্রিকা "পাতুরিয়াঘাটার শ্রীযুত বাবু শিবচরণ কারফরমার বাটী হইতে বণ্টন" হইত। প্রত্যেক সংখ্যার কণ্ঠদেশে এই শ্লোকটি মুদ্রিত হইত :—

একো বিষ্ণুর্ন দ্বিতীয়ঃ স্বরূপঃ।

—o—

সদ্বিচারজুষাং নৃণাং জ্ঞানানন্দপ্রদায়িকা
নিত্যানিত্যাহ্লাদকরী নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরমপুরুষং পীতকৌষেয়বস্ত্রং।
গোলোকেশং সজলজলদশ্যামলং স্মেরবক্ত্রং
পূর্ণব্রহ্ম শ্রুতিভিরুদিতং নন্দসূনুং পরেশং।
রাধাকান্তং কমলনয়নং চিন্তয় ত্বং মনো মে।

দশ বৎসর পাক্ষিকরূপে চলিবার পর 'নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা' মাসিকপত্রে পরিণত হয়। সম্পাদক লিখিয়াছিলেন :—

> পাঠকবর্গের প্রতি সাতিশয় বিনয় দ্বারা নিবেদন করিতেছি, এই বর্ত্তমান অগ্রহায়ণ মাসাবধি (১২৬৩ সাল) নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা পত্রিকা মাসে একবার প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলাম,…।

বিদ্যাকল্পদ্রুম (ত্রৈমাসিক)। ২৬ জানুয়ারি ১৮৪৬।

১৮৪৬ সনের জানুয়ারি মাসে (১৪ মাঘ ১৭৬৭ শক) "বিদ্যাকল্পদ্রুম অর্থাৎ বিবিধ বিদ্যাবিষয়ক রচনা শ্রী কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা সংগৃহীত" হইয়া প্রকাশিত হয়। ইহার ইংরেজী নাম *Encyclopaedia Bengalensis.* ১ম কাণ্ডে "মঙ্গলাচরণে" 'বিদ্যাকল্পদ্রুম' প্রচারের উদ্দেশ্য এইরূপ বিবৃত হইয়াছে :—

বঙ্গভূমির মধ্যে সাধারণের মতিভ্রম নিবারণার্থে গৌড়ীয় ভাষাতে ইউরোপীয় পুরাবৃত্ত ও পদার্থ বিদ্যার অনুবাদ এক উত্তম উপায় বোধ হইতেছে কেননা অবিদ্যা ও ভ্রান্তির যে দুষ্ট শক্তি দেশ ব্যাপিয়া প্রবল আছে তাহা হইতে সাধারণের মন এ উপায়ে মুক্তি পাইতে পারে কিন্তু এই প্রকারে গৌড়ীয় ভাষাতে ইউরোপীয় বিদ্যার অনুবাদ যত বাঞ্ছনীয় তত সহজ নহে অতএব অসাধ্য জ্ঞান করিয়া আমি অনেক দিন পর্য্যন্ত এ চেষ্টাতে বিরত ছিলাম কিন্তু সম্প্রতি বেঙ্গাল গবর্ণমেণ্ট সমীপে উৎসাহ পাইয়া উক্ত অনুবাদের প্রতিজ্ঞাতে পুনশ্চ প্রবৃত্ত হইয়া পরমেশ্বরের প্রসাদে নির্ভর রাখিয়া ইউরোপীয় পুরাবৃত্ত পদার্থ বিদ্যা ক্ষেত্র পরিমাণ জ্যোতিষাদি সকল শাস্ত্র স্বদেশীয় ভাষাতে বিস্তার পূর্ব্বক পশ্চিম খণ্ডের জ্ঞান পূর্ব্ব খণ্ডে স্থাপন করিতে চেষ্টিত হইয়াছি।

যে২ গ্রন্থ আমি রচনা করিতে প্রবৃত্ত আছি তাহা উক্ত বিষয়ক কোন বিশেষ পুস্তক হইতে অনুবাদ না করিয়া বরং নানা মূল হইতে সংগ্রহ করিতে কল্পনা করিতেছি···। আমার অভিপ্রায় এই যে বঙ্গভূমির সমস্ত জাতিকে আমার শ্রোতা করি অতএব যে কেহ পাঠ করিতে পারে সকলের হৃদ্বোধক কথা ব্যবহার করিব তথাচ রচনার মাধুর্য্য দর্শাইয়া মনোরঞ্জক শিক্ষা বিস্তার করিতে সাধ্যক্রমে ত্রুটি করিব না কিন্তু রূপক অলঙ্কারাদি রচনার শোভা স্পষ্টতার বাধক হইলে তাহার অনুরোধে বাক্যের সারল্য নষ্ট করিব না। জ্যোতিষ পদার্থ ও নীতি বিদ্যাতে অনেক পারিভাষিক শব্দ ও তর্ক আছে এজন্য তাহা অবশ্য কিঞ্চিৎ কঠিন হইবে কিন্তু ব্যাখ্যা ও টীকা দ্বারা সহজ করিতে যত্ন করিব। ভূমিকা ও অনুবন্ধে সরল বর্ণনার ধারা অপেক্ষা কঠিন বিচারের ধারার প্রাবল্য প্রযুক্ত পাঠকবর্গ যৎকিঞ্চিৎ বুদ্ধিমান্ না হইলে তাহার অধিকারী হইতে পারিবেন না তথাপি বঙ্গদেশীয় লোকের বোধগম্য করণার্থে সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা করা যাইবেক।

'বিদ্যাকল্পদ্রুমে'র এক-একটি কাণ্ড সাধারণতঃ তিন মাসের ব্যবধানে প্রকাশিত হইত। প্রত্যেক কাণ্ডের তিনটি করিয়া সংস্করণ—ইংরেজী-বাংলা, বাংলা ও ছাত্রোপযোগী বাংলা—মুদ্রিত হইত আমরা 'বিদ্যাকল্পদ্রুমে'র বারটি কাণ্ড দেখিয়াছি, সেগুলি—

ইং ১৮৪৬ :— ১। রোম রাজ্যের পুরাবৃত্ত, ১ খণ্ড ; ২। ক্ষেত্রতত্ত্ব, ১ খণ্ড ; ৩। বিবিধ বিষয়ক পাঠ, ১ খণ্ড ; ৪। রোম রাজ্যের পুরাবৃত্ত, ২ খণ্ড।

ইং ১৮৪৭ :— ৫। জীবনবৃত্তান্ত ; ৬। ইজিপ্ত দেশের পুরাবৃত্ত ; ৭। বিবিধ বিষয়ক পাঠ, ২ খণ্ড।

ইং ১৮৪৮ :— ৮। ভূগোল বৃত্তান্ত ; ৯। ক্ষেত্রতত্ত্ব, ২ খণ্ড।

ইং ১৮৪৯ :—১০। নীতিবোধক ইতিহাস (রাজদূত এবং সরলতার পুরস্কার নামক গল্প) ; ১১। চিত্তোৎকর্ষবিধান, ১ খণ্ড।

ইং ১৮৫০ :—১২। চিত্তোৎকর্ষবিধান, ২ খণ্ড।

ইহার সর্ব্বসমেত তেরটি কাণ্ড প্রকাশিত হইয়াছিল। ত্রয়োদশ কাণ্ডের (জীবনবৃত্তান্ত ?) উল্লেখ উত্তরপাড়া পাবলিক লাইব্রেরির পুস্তক-তালিকায় আছে।

জগদুদ্দীপক ভাস্কর (সাপ্তাহিক)। ১১ জুন ১৮৪৬।

'জগদুদ্দীপক ভাস্কর' মুসলমান-পরিচালিত দ্বিতীয় বাংলা সংবাদপত্র। এই সাপ্তাহিক পত্রে বাংলা ছাড়া আরও চারিটি ভাষায় (ইংরেজী, হিন্দী, ফার্সী এবং উর্দ্দু বা হিন্দুস্থানীতে) রচনা মুদ্রিত করিবার সঙ্কল্প করিয়া ১৮৪৬ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে ফরীদ-উদ্দীন খাঁ প্রথমে যে অনুষ্ঠান-পত্র প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিয়া জনৈক পাঠক 'সম্বাদ ভাস্করে' (১ এপ্রিল ১৮৪৬) এইরূপ মন্তব্য করেন :—

> সম্প্রতি নব্য সম্পাদক মৌলবি ফরিদুদ্দিন খাঁন সাহেব...একখানি কাগজে পঞ্চভাষা সংগ্রহ করার যে ব্যবস্থা করিয়াছেন যদিও তাহাতে তাঁহার পরিশ্রমের ধন্যবাদ করা শ্রেয়ঃ কিন্তু ইদানীং ঐ পঞ্চ ভাষাতে পরিপক্ব ব্যক্তি অতি বিরল অতএব যে ব্যক্তিরা ঐ সকল ভাষা মধ্যে এক কি দুই ভাষাজ্ঞ বটেন তাঁহারা অন্য২ ভাষা সহিত ঐ সমাচার পত্রের মূল্য অধিক ধার্য্য হওয়াতে তাহা গ্রহণ করা অবশ্য কঠিন গ্রহণ করিয়া তাহা হইতে বিরত হইবেন, যেহেতুক মৌলবী সাহেবের বহু মূল্যের পঞ্চভাষা সঙ্কলিত দীর্ঘে পিণ্ড কাগজ দ্বারা এক কি দুই ভাষাজ্ঞ ব্যক্তিরা যে সকল সমাচার জানিতে পারিবেন তাহা অন্যান্য বঙ্গ এবং পারস্য ভাষার অল্প মূল্যের কাগজ দ্বারাই জ্ঞাত হওয়া সম্ভব অতএব অল্প ব্যয়ে যাহা উপলব্ধ হয় তাহা পরিত্যাগ করিয়া বহু ব্যয়ের পক্ষে কদাচ সাধারণের মনোযোগ হইবেক না, এ অবস্থায় মৌলবী সাহেবের অন্য উপায় করা ভাল ছিল, তাহা এই যে বঙ্গীয় ব্যক্তিব্যূহের নিমিত্তে ইংরেজি এবং বঙ্গ ও পারস্য ভাষাত্রয়ের এক কাগজ এবং হিন্দুস্থানিদিগের কারণ ইংরেজি এবং উর্দ্দু ও নাগরি ভাষাত্রয়ের এক কাগজ অষ্ট পৃষ্ঠা পরিমাণে স্বতন্ত্র২ প্রস্তুত এবং প্রত্যেক কাগজের মূল্য দুই২ টাকা ধার্য্য করিলে তাঁহার লভ্যের হানি না হইয়া ঐ কাগজ গ্রহণে তাবতেই উৎসাহযুক্ত হইতেন অতএব এপর্য্যন্ত মৌলবী সাহেবের কাগজ প্রচার না হওয়া বিধায় যদি এইক্ষণেও তিনি আমার পরামর্শ গ্রহণ করেন তবে অবশ্য উত্তরকালে ফলদৃষ্টি করিবেন নতুবা যাহা ঘটিবেক তাহা পরে সকলেই দেখিবেন ইতি।...ঐ সমাচার পত্রের নাম ইংলিস ভাষাতে 'ইণ্ডীয়ান সন্' এবং পারস্য ভাষাতে 'দফত বেওয়াকেয়াত' এবং বঙ্গভাষাতে 'জগদুদ্দীপক ভাস্কর' লিখিত হইয়াছে, 'নাগর অক্ষরে কি লিখিয়াছেন তাহাতে আমি জ্ঞান রহিত বিধায় জানিতে পারিলাম না'...

'জগদুদ্দীপক ভাস্কর' পত্রের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়—১১ জুন ১৮৪৬। ইহার বার্ষিক মূল্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল ৪০৲ টাকা। প্রথম সংখ্যা পাঠ করিয়া 'ক্যালকাটা রিভিয়ু' (জানুয়ারি-জুন ১৮৪৬) যে মন্তব্য করেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল :—

> *The Indian Sun, Calcutta—Printed and published in the Indian Sun Press, old Madrasa, No. 101, Boitakhanah Street, by Moulavi Nussir-ud-din, for the Proprietor.*
>
> This is a weekly Journal which made its first appearance, on the 11th of June; and we desire duly to record its existence as one of the curiosities of our local Literature. It is a polyglott Newspaper, consisting at present of *ten* folio pages of ample breadth and length, and intended ere long to be enlarged to *sixteen* pages. Each page consists of five parallel columns in five different languages, viz, Persian,

Hindi, English, Bengali, and Urdu or Hindustani. The subject matter is the same in all—being rendered or translated into each of these languages. The English occupies the central column, and is properly flanked and guarded on the one side by the Persian and Hindi versions, and on the other by the Bengali and Urdu equivalents....

দুই মাস যাইতে-না-যাইতেই পত্রিকাখানির মৃত্যু ঘটে। ৩০ জুলাই ১৮৪৬ তারিখের 'ফ্রেণ্ড-অব-ইণ্ডিয়া' পত্রে প্রকাশ :—

Monday, July 27.—The *Indian Sun*, a paper published in five languages has set for ever, without, however, leaving the horizon in greater darkness than before. The plan of the paper was beyond the strength or resources of any man, European or Native ; ...

পাষণ্ডপীড়ন (সাপ্তাহিক)। ২০ জুন ১৮৪৬।

১৮৪৬ সনের ২০এ জুন প্রভাকর-যন্ত্রালয় হইতে 'পাষণ্ডপীড়ন' নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত হয়। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত লিখিয়া গিয়াছেন :—

১২৫৩ সালের আষাঢ় মাসের সপ্তম দিবসে প্রভাকর যন্ত্রে পাষণ্ডপীড়নের জন্ম হইল। ইহাতে পূর্ব্বে কেবল সর্ব্বজন-মনোরঞ্জন প্রকৃষ্ট প্রবন্ধপুঞ্জ প্রকটিত হইত, পরে ৫৪ সালে কোন বিশেষ হেতুতে পাষণ্ডপীড়ন, পাষণ্ডপীড়ন করিয়া, আপনিই পাষণ্ড হস্তে পীড়িত হইলেন। অর্থাৎ সীতানাথ ঘোষ নামক জনেক কৃতঘ্ন ব্যক্তি যাহার নামে এই পত্র প্রচারিত হয়, সেই অধার্ম্মিক ঘোষ বিপক্ষের সহিত যোগ দান করতঃ ঐ সালের ভাদ্র মাসে পাষণ্ডপীড়নের হেড চুরি করিয়া পলায়ন করিল, সুতরাং আমাদিগের বন্ধুগণ তৎপ্রকাশে বঞ্চিত হইলেন। ঐ ঘোষ উক্ত পত্র ভাস্করের করে দিয়া পাতরে আছড়াইয়া নষ্ট করিল। ('সংবাদ প্রভাকর', ১ বৈশাখ ১২৫৯)

পাষণ্ডপীড়ন ২০ জুন ১৮৪৬ (৭ আষাঢ় ১২৫৩) তারিখে জন্মলাভ করিয়া পর-বৎসর ভাদ্র মাসে (আগস্ট-সেপ্টেম্বর, ১৮৪৭) লুপ্ত হয়। 'সম্বাদ ভাস্কর'-সম্পাদক গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ (গুড়গুড়ে ভট্টচায) "পূর্ব্বে বন্ধুরূপে প্রভাকরের অনেক সাহায্য করিতেন।" কিন্তু "১২৫৪ সালেই তর্কবাগীশের সহিত ঈশ্বরচন্দ্রের বিবাদ আরম্ভ এবং ক্রমে প্রবল হয়। ঈশ্বরচন্দ্র 'পাষণ্ডপীড়ন' এবং তর্কবাগীশ 'রসরাজ' পত্র অবলম্বনে কবিতা-যুদ্ধ আরম্ভ করেন। শেষে নিতান্ত অশ্লীলতা, গ্লানি এবং কুৎসাপূর্ণ কবিতায় পরস্পরে পরস্পরকে আক্রমণ করিতে থাকেন। দেশের সর্ব্বসাধারণে সেই লড়াই দেখিবার জন্য মত্ত হইয়া উঠে। সেই লড়াইয়ে ঈশ্বরচন্দ্রেরই জয় হয়।"

সত্যসঞ্চারিণী পত্রিকা (মাসিক)। আগস্ট ১৮৪৬।

১৮৪৬ সনের মে মাসে কলিকাতায় সত্যসঞ্চারিণী সভার প্রতিষ্ঠার কথা সংবাদপত্রে ঘোষিত হইয়াছিল। এই বেদান্ত-সভার সভাপতি ছিলেন—রামমোহন রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র

রমাপ্রসাদ রায়। সভার মুখপত্র-স্বরূপ 'সত্যসঞ্চারিণী পত্রিকা' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা পরবর্ত্তী আগস্ট মাসে প্রচারিত হয়। ২৭ আগস্ট ১৮৪৬ তারিখের 'ফ্রেণ্ড-অব-ইণ্ডিয়া'য় প্রকাশ :—

> Thursday, August 20.—We have been favoured with the first number of a Native paper, the Suttusuncharinee, which has just issued from the Press. It is established by a portion of the large and increasing body who may be designated Hindoo Deists, who have been raised by education above the puerilities of idolatry,—the outward observances of which, however, they have not the moral courage to discard,—but instead of embracing the truths of the Gospel, have taken refuge in Vedantism.

'সত্যসঞ্চারিণী পত্রিকা'র সম্পাদক ছিলেন "হিন্দুকালেজের প্রধান গণিত ছাত্রীয় বৃত্তিধারী সুশিক্ষিত ছাত্র" শ্যামাচরণ বসু। ১৪ নবেম্বর ১৮৪৭ তারিখে সম্পাদকের মৃত্যু হইলে 'সত্যসঞ্চারিণী'ও রহিত হইয়া যায়।

সমাচার জ্ঞানদর্পণ (সাপ্তাহিক)। ১৭ অক্টোবর ১৮৪৬।

১৭ অক্টোবর ১৮৪৬ তারিখে ভাস্কর-যন্ত্রালয় হইতে উমাকান্ত ভট্টাচার্য্যের সম্পাদনায় 'সমাচার জ্ঞানদর্পণ' প্রকাশিত হয়। পরবর্ত্তী ২২এ অক্টোবরের 'ফ্রেণ্ড-অব-ইণ্ডিয়া'য় প্রকাশ :—

> *Monday, October 19.*—We learn from the *Englishman* that a new native paper has been started from the *Bhaskur* press from Saturday last. It promises chiefly to discuss questions of morality and religion, leaving aside politics, we presume, to its able brother the *Bhaskur.* So we have now three journals of different characters issuing from the Press, the *Bhaskur*, the politician ; *Rosoraj*, the satirist, and the *Gan Durpun*, the moralist.

'সমাচার জ্ঞানদর্পণ' প্রতি শনিবার প্রাতঃকালে বাহির হইত। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত লিখিয়াছেন, ১২৫৬ সালের আশ্বিন মাসে (সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৮৪৯) ইহার প্রচার রহিত হয়।

জগদ্বন্ধু (মাসিক)। ইং ১৮৪৬।

সীতানাথ ঘোষ, ব্রজলাল কারফরমা এবং উমেশচন্দ্র মিত্র প্রভৃতি হিন্দু-কলেজের কয়েক জন সুশিক্ষিত যুবকের চেষ্টায় ১২৫৩ সালে (ইং ১৮৪৬) 'জগদ্বন্ধু' নামে একখানি মাসিক-পত্রের জন্ম হয়। সীতানাথ ঘোষ এই পত্রের সম্পাদক ছিলেন। 'সংবাদ প্রভাকরে' (১ বৈশাখ ১২৫৫) প্রকাশ,—

> মাঘ, ১২৫৪।...হিন্দুকালেজের প্রধান গৃহের ছাত্র জগদ্বন্ধু পত্রের সম্পাদক বাবু সীতানাথ ঘোষ অল্প বয়সে বিবাহের ফল বিষয়ে উত্তম এসে লেখাতে মৃত হেয়ার সাহেবের ফণ্ড হইতে এক শত টাকা পারিতোষিক প্রাপ্ত হইয়াছেন।

'জগদ্বন্ধু' প্রায় তিন বৎসর স্থায়ী হইয়াছিল। ১ বৈশাখ ১২৫৬ (১২ এপ্রিল ১৮৪৯) তারিখে 'সংবাদ প্রভাকর' লেখেন :—

> ...বর্ত্তমান বর্ষে জগদ্বন্ধু পত্রিকার বিনাশ হওয়াতে আমরা অতিশয় ক্ষুব্ধ হইয়াছি, যেহেতু তাহাতে অতি উত্তম২ প্রবন্ধ সকল প্রকটিত হইত।

উপদেশক (মাসিক)। জানুয়ারি ১৮৪৭।

'মঙ্গলোপাখ্যান' পত্রের অভাব দূরীকরণার্থ ১৮৪৭ সনের জানুয়ারি মাসে 'উপদেশক' নামে মাসিক পত্রিকার জন্ম হয়। ইহার মূল্য ছিল দুই আনা। পত্রিকা-প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রথম সংখ্যায় প্রকাশ :—

> মঙ্গলোপাখ্যান নামে যে পত্রিকা কএক বৎসর পর্য্যন্ত মাসে মাসে ছাপা হইত, তদ্দ্বারা বঙ্গ দেশীয় খ্রীষ্টীয়ান লোকেরা পারমার্থিক জ্ঞানপ্রদানাদি অধিক উপকার লাভ করিত। সম্প্রতি সেই পত্রিকা সম্পাদকের অবকাশাভাব হেতুক স্থগিত হইল, ইহাতে অনেকে মনে দুঃখিত হইয়াছে, এই কারণে পুনরায় ঐ প্রকার এক পত্রিকা মাসে মাসে ছাপাইতে স্থির করা গেল।

'উপদেশক' সম্পাদন করিতেন—পাদরি জে. ওয়েঙ্গার। ১৮৫৭ সনের মে মাস পর্য্যন্ত চলিয়া ইহার প্রচার রহিত হয়। মার্ডক লিখিয়াছেন, ১৮৫৭ সন পর্য্যন্ত 'উপদেশক' পরিচালন করিয়া সম্পাদক স্বদেশে গমন করেন; ১৮৬৩ সনে এ-দেশে ফিরিয়া তিনি 'উপদেশক'কে পুনরুজ্জীবিত করিয়াছিলেন। ১৮৬৫ সনে ইহা লুপ্ত হয়।

দুর্জ্জন দমন মহানবমী (মাসিক···)। ৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৪৭।

১৮৪৭ সনের ৯ই ফেব্রুয়ারি (২৮ মাঘ ১২৫৩) 'দুর্জ্জন দমন মহানবমী' মাসিকপত্র-রূপে প্রকাশিত হয়। প্রথম সংখ্যায় পত্রিকা-প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত হইয়াছে :—

> ...ধর্ম্ম বিষয়ক বহুবিধ মতের আন্দোলনে কোনমতে মতস্থির নাই, বুদ্ধি ও মনের চাঞ্চল্য প্রযুক্ত ধর্ম্মে অনাস্থা জন্মিয়া নাস্তিকতার বৃদ্ধি হইতে লাগিল, সকলেই পরস্পর মত স্থাপক হইতে চাহেন,—কোন২ ব্যক্তি অভিপ্রায় মত ধর্ম্মযাজন করাইয়া আপনি ধর্ম্মোপদেশকরূপে প্রতিপন্ন হইতেছেন,—তদতিরিক্ত কেহ২ স্বজাতীয় ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিজাতীয় ধর্ম্মে অভিষিক্ত হইতেছেন কেহ বা ব্রাহ্মণেতর ব্যক্তির যজ্ঞোপবীতি দানে প্রবর্ত্ত, কোন২ মহাত্মারা স্ত্রীলোকেরদিগকে স্বাধীনা করিতে উৎসাহী, কেহবা বিধবার বিবাহেতেই ব্যতিব্যস্ত কেহ২ পিতামাতার সহিত অনৈক্যতায় বিপরীত পথানুগামী হইয়া স্ব স্বজাতীয় ধর্ম্মপ্রতি দ্বেষ করত কর্ম্মকাণ্ডের পথে এককালেই জলাঞ্জলি দিয়াছেন,—এরূপ ধর্ম্ম বিহিংসক জনগণেতে পরিপূর্ণ হইয়া এই মহাগুণান্বিত নগর সংপ্রতি দোষের আকর বলিয়া

> খ্যাতি প্রাপ্ত হইলেন, অতএব সর্ব্বদোষনিধি দুর্জ্জনদিগের দমন নিমিত্তে দুর্জ্জন দমন মহানবমী নামে এই পত্র প্রকাশ করিতেছি···সম্পাদক শ্রীমথুরামোহন দাস গুহস্য।

'দুর্জ্জন দমন মহানবমী' পত্রের শিরোভূষণ-স্বরূপ প্রত্যেক সংখ্যায় এই চিত্র ও শ্লোক মুদ্রিত হইত :—



ধর্ম্মবিহিংসক দ্বিপদ পশূনাং কণ্ঠ গলিত রুধিরং স্পৃহয়ন্তী।
সম্প্রত্যুদয়বতীহ নগর্য্যাং শ্রীদুর্জ্জন দমন মহানবমী ॥

পঞ্চম সংখ্যা (৭ই জুন) হইতে 'দুর্জ্জন দমন মহানবমী' পাক্ষিক পত্রে পরিণত হয় এবং ঠাকুরদাস বসু সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হন। ইনিই শেষে 'দুর্জ্জন দমন মহানবমী'র সম্পাদক ও একমাত্র স্বত্বাধিকারী হন। একাদশ সংখ্যায় (৯ সেপ্টেম্বর ১৮৪৭) এই সম্পাদকীয় বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় :

> এতদ্দ্বারা পাঠকবর্গ সমীপে বিনয় পূর্ব্বক বিজ্ঞাপন করিতেছি যে এতৎ পত্রের দ্বিতীয় সম্পাদক শ্রীযুত বাবু মথুরামোহন গুহ কোন বিশেষ প্রয়োজনাধীন স্বীয় অর্দ্ধাংশ স্বত্বাধিকার আমার প্রতি অর্পণ পূর্ব্বক পদত্যাগ করিলেন আমি এক্ষণে সমুদায় ভার গ্রহণ করত অদ্য হইতে পত্রিকা সম্পাদন করণে প্রবর্ত্ত হইলাম এই পত্রিকা একাল পর্য্যন্ত মাসিক বারদ্বয় প্রতি নবমী তিথিতে প্রকাশিতা হইয়াছে কিন্তু তদ্দিনে আমার অনবকাশ প্রযুক্ত এক্ষণে পূর্ব্ববৎ যাবদীয় নিয়মের সহিত প্রতি অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় প্রকটিতা হইবে··· ।

'দুর্জ্জন দমন মহানবমী' পাঠে সুরুচির একান্ত অভাব লক্ষিত হয়। ইহার পৃষ্ঠা কুৎসিত গালাগালি ও অশ্লীলতা-পূর্ণ। প্রায় চারি বৎসর চলিয়া ১২৫৭ সালে ইহার প্রচার রহিত হয়।

সংবাদ জ্ঞানাঞ্জন (সাপ্তাহিক)। ১৫ এপ্রিল ১৮৪৭।

১৫ এপ্রিল ১৮৪৭ তারিখে চৈতন্যচরণ অধিকারীর সম্পাদনায় 'সংবাদ জ্ঞানাঞ্জন' নামে একখানি দ্বিভাষিক সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত হয়। 'সংবাদ প্রভাকরে' (১ বৈশাখ ১২৫৫) প্রকাশ—

> ১২৫৪, বৈশাখ। বাবু চৈতন্যচরণ অধিকারী মহাশয় ৩ বৈশাখ দিবসে ইংরাজী এবং বঙ্গভাষায় জ্ঞানাঞ্জন নামক এক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশ করেন।

'সংবাদ জ্ঞানাঞ্জন' পত্রের আবির্ভাবে 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' (১৯ এপ্রিল ১৮৪৭) যে সপ্রশংস উক্তি করেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল :—

> আমরা আহ্লাদপূর্ব্বক পাঠকবর্গকে জ্ঞাপন করিতেছি যে এতন্নগরস্থ বহুবাজার নিবাসি অস্মদাদির প্রাচীন মিত্র বিজ্ঞবর শ্রীযুক্ত বাবু চৈতন্যচরণ অধিকারি মহাশয় কর্তৃক সংবাদ জ্ঞানাঞ্জন নামক ইংরাজী ও বাঙ্গালা উভয় ভাষায় ভাষিত পূর্ব্ব প্রকাশিত বাঙ্গাল স্পেক্টেটরের ন্যায় অষ্ট পৃষ্ঠ পরিমিত এক সাপ্তাহিক সমাচারপত্রের আদর্শ প্রকাশিত হইয়াছে। তদেক প্রস্ত অস্মৎসমীপে প্রেরিত হইয়াছিল, তৎপাঠে আমরা পরম সন্তুষ্ট হইলাম, যেহেতুক উভয় ভাষার অনুবাদে যে প্রকার ঐক্য রাখিয়াছেন ইহা অল্প পরিশ্রমের কর্ম্ম নহে, প্রস্তাব এবং রচনাও উত্তম হইয়াছে। অতএব ভরসা করি যে ইংরাজী বাঙ্গালায় প্রকাশিত সমাচার দর্পণ, সংবাদ সারসংগ্রহ, জ্ঞানান্বেষণ, বিজ্ঞানসেবধি, সংবাদ সৌদামিনী, বাঙ্গাল স্পেক্টেটর এবং ইবেঞ্জেলিষ্ট প্রভৃতি যে কএক পত্র প্রচলিত ছিল তাহা সমুদয়ই রহিত হওয়াতে সেই সকল পত্রের অভাবজন্য অস্মদাদির অন্তঃকরণে যে ক্ষোভ ছিল, এক্ষণে সংবাদ জ্ঞানাঞ্জন প্রকাশ হওয়াতে সে ক্ষোভ নিবারণের সম্ভাবনা। (Yates : *Introduction to Bengali Literature*, ii. 383.)

এক বৎসর যাইতে-না-যাইতেই পরবর্ত্তী ডিসেম্বর মাসে পত্রিকাখানির অস্তিত্ব লোপ পায়। ১৬ ডিসেম্বর ১৮৪৭ তারিখের 'ফ্রেণ্ড-অব-ইণ্ডিয়া'য় প্রকাশ :—

> Wednesday, December 15.—The *Sunbad Gyanunjun*, a Native paper in the Bengalee and English language, tells us that he likewise has been obliged to bend to the storm now raging in the commercial world, and suspend operations. The Editor takes his leave of his subscribers by informing them that his supporters consisted chiefly of those who were dependent on the houses which have become bankrupt, and that he has therefore been obliged to put the affairs of the journal into the hands of trustees, and retire from business,

হিন্দুধর্ম্ম চন্দ্রোদয় (মাসিক)। মে ১৮৪৭।

১৮৪৭ সনের মে মাসে 'হিন্দুধর্ম্ম চন্দ্রোদয়' নামে একখানি মাসিকপত্র প্রকাশিত হয়। 'সংবাদ প্রভাকরে' (১ বৈশাখ ১২৫৫) প্রকাশ :—

> ১২৫৪, বৈশাখ। বিষ্ণু সভা সম্পাদক ধার্ম্মিকপ্রবর হরিনারায়ণ গোস্বামি মহাশয় হিন্দুধর্ম্ম চন্দ্রোদয় পত্র প্রকটন করেন।

ব্রাহ্মদের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করার জন্য যে পত্রিকাখানির জন্ম হইয়াছিল, নিম্নোদ্ধৃত অংশ হইতে তাহা জানা যাইবে :—

> SUMMARY OF MONTHLY NEWS...
>
> *Friday, 7th May*....The Hfndu Dhurmochundrodoy, a native monthly, is started to defeat, it is said, the exertions of that sect of the Hindoos commonly known by the name of Bromos.—*The Oriental Observer* for May 1847.

ইহার স্থিতিকাল এক বর্ষ বলিয়া জানা যায়।

সংবাদ কাব্যরত্নাকর (সাপ্তাহিক)। ১৬ জুন ১৮৪৭।

১৮৪৭ সনের ১৬ই জুন 'সংবাদ কাব্যরত্নাকর' নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্রের জন্ম হয়। 'সংবাদ প্রভাকরে' (১ বৈশাখ ১২৫৫) প্রকাশ:—

> ১২৫৪, আষাঢ়। ৩রা আষাঢ় বুধবার দিবসে জ্ঞানদর্পণ যন্ত্র হইতে সংবাদ কাব্যরত্নাকর পত্রের জন্ম।*

'সম্বাদ রসরাজ' বা 'পাষণ্ডপীড়নে'র ছায় ইহাতে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপই প্রধানতঃ স্থান পাইত। ভারত ভট্টাচার্য্য—এই নামে 'জ্ঞানদর্পণ'-সম্পাদক উমাকান্ত ভট্টাচার্য্যই ইহা সম্পাদন করিতেন। 'দুর্জ্জন দমন মহানবমী' পত্রে প্রকাশ:—

> উমাকান্ত কাব্যরত্নাকর ও জ্ঞানদর্পণ উভয় পত্র যোগ্যরূপে নির্ব্বাহ করিতেছেন যদিও রত্নাকর ভারত ভট্টাচার্য্যের নামে বিকাশমান আছে সে কেবল গৃহের দুই দ্বার মাত্র ভারত ভট্টাচার্য্য তাঁহারি রাসীস্থ নাম ব্যক্তান্তর নহে অতএব রত্নাকরের সম্পাদকীয়োক্তি গুপ্ত লেখা হইলেও তাঁহারি প্রকাশ্য লেখা বলিতে হয় এবং সত্যাতিসত্য জ্ঞান করা যায়,…। (১৪শ সংখ্যা, ২৩ অক্টোবর ১৮৪৭)

'সংবাদ কাব্যরত্নাকরে'র পরমায়ু দুই বৎসর।

প্রচলিত সাময়িক-পত্রের তালিকা

২৬ জুলাই ১৮৪৭ তারিখে কাশীপ্রসাদ ঘোষ-সম্পাদিত 'দি হিন্দু ইণ্টেলিজেন্সার' নামক ইংরেজী সাপ্তাহিক পত্রে তৎকালপ্রচলিত বাংলা সাময়িক-পত্রের এই তালিকাটি প্রকাশিত হয়।—

দৈনিক:—প্রভাকর, পূর্ণচন্দ্রোদয়।

অর্দ্ধ-সাপ্তাহিক:—সমাচার চন্দ্রিকা, সম্বাদ রসরাজ।

সাপ্তাহিক:—সম্বাদ ভাস্কর, সমাচার জ্ঞানদর্পণ, পাষণ্ডপীড়ন, কাব্যরত্নাকর।

পাক্ষিক:—দুর্জ্জন দমন মহানবমী, নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা।

মাসিক:—তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, সত্যসঞ্চারিণী পত্রিকা, জগদ্বন্ধু, হিন্দুধর্ম্মচন্দ্রোদয়, উপদেশক।

ত্রৈমাসিক:—বিদ্যাকল্পদ্রুম।

---

* ১৮৪৭ সনের ২৭এ জুলাই 'হিন্দু ইণ্টেলিজেন্সার' লিখিয়াছিলেন:—"The *Sunglad Pasund Peerun* and *Kabya Rutnakur* are two weeklies published on Mondays and Wednesdays respectively, and containing satires and lampoons like the *Russoraj.*" 'সংবাদ কাব্যরত্নাকর' কিছু দিন পরে—অন্ততঃ ১৮৪৯ সনে পাক্ষিক পত্রে পরিণত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়; কারণ, ২৫ জুন ১৮৪৯ তারিখের 'হিন্দু ইণ্টেলিজেন্সার' পত্রে তৎকাল-প্রচলিত সাময়িক-পত্রের নামের তালিকায় 'সংবাদ কাব্যরত্নাকর'কে পাক্ষিক পত্রের অন্তর্ভুক্ত দেখিতেছি।

হিন্দুবন্ধু (মাসিক)। আগষ্ট ১৮৪৭।

১৮৪৭ সনের আগস্ট মাসে 'হিন্দুবন্ধু' প্রকাশিত হয়। 'সংবাদ প্রভাকরে' (১ বৈশাখ ১২৫৫) প্রকাশ :—

> ১২৫৪, ভাদ্র।—হিন্দুবন্ধু নামে ধর্ম্মবিষয়ক এক পত্র প্রকাশ হইয়াছিল।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত 'সংবাদ প্রভাকরে' (১ বৈশাখ ১২৫৯) লিখিয়াছেন, 'হিন্দুবন্ধু' একখানি "সাপ্তাহিক পত্র," ইহার সম্পাদক উমাচরণ ভদ্র। প্রকৃতপক্ষে ইহা একখানি মাসিক পত্র। 'ধর্ম্মরাজ' পত্রে (ফাল্গুন ১২৫৯) প্রকাশ :—

> কয়েক বৎসরাতীত হইল ইহনগরীতে খৃষ্টধর্ম্মের প্রাতিপক্ষিক 'হিন্দু বন্ধু' নামক একখানি মাসিক পত্র প্রকটিত হইয়া প্রায় চারি মাস কাল জীবিত ছিল, তাহার কার্য্যাদি অতি সুনিয়মে নিষ্পাদিত হইত, যে হেতু, এমত পত্র প্রকাশিত হওয়া সকলেরই প্রার্থনীয় বটে, তাহাতে সেই হিন্দু বন্ধুর প্রতি প্রায় পঞ্চ শত ব্যক্তি বন্ধুতা প্রদর্শন করত গ্রাহক হইয়া যথানিয়মে বেতন প্রদান করিতেন, কিন্তু কেমন দ্বেষাচার যে কোন মতেই একতার সংস্থিতি হইতে পাইল না, যে মহাশয় প্রধান ছিলেন, তাঁহার আন্তরিক অর্জ্জন স্পৃহার আধিক্য হইয়া হিন্দুবন্ধুর বেতন যাহা কিছু আদায় হইত তাহার সমুদায়ই তিনি হস্তগত করিয়া লইতেন, এমতে সুতরাং অপরাপর অধ্যক্ষদিগের সহিত তাঁহার ভাবান্তর হইয়া উঠিল, সেই অনৈক্যই কাল স্বরূপ হইয়া হিন্দুবন্ধুকে একজন অকৃতী কুশূল প্রহাপ্রভুহস্তে সমর্পিত করিল, তৎপরে কথঞ্চিদ্রূপে একবার মাত্র প্রকাশ পাইয়া অকৃত সম্পাদনেই সেই পত্র লীলাসম্বরণ করে। এই ক্ষণেও অনেকে সেই মত হিন্দুবন্ধুর নিমিত্ত শোচনা করেন।

রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ (সাপ্তাহিক)। আগস্ট ১৮৪৭।

১২৫৪ সালের ভাদ্র (আগস্ট ১৮৪৭) মাসে রংপুরের কুণ্ডী পরগণার বিদ্যোৎসাহী ভূম্যধিকারী কালীচন্দ্র রায় চৌধুরীর আনুকূল্যে রংপুর হইতে 'রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ' নামে সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত হয়। 'সংবাদ প্রভাকরে' (১ বৈশাখ ১২৫৫) প্রকাশ,—

> ১২৫৪, ভাদ্র।…জিলা রঙ্গপুরে 'রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ' নামক এক মহোপকারক সমাচার পত্র প্রকটিত হয়।

'রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ' পরিচালন করিতেন গুরুচরণ রায়। তাঁহার মৃত্যুর পর নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় সম্পাদক হন :

> …সহযোগি ভ্রাতাদিগকে এবং করুণাপূর্ণ গ্রাহক মহোদয়গণকে যথা বিহিত অভিবাদন পূর্ব্বক আমি অদ্য রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ পত্রের সম্পাদকীয় আসন গ্রহণ করিলাম।…অধুনা বার্ত্তাবহ প্রকাশের বিলম্বের কারণ বক্তব্য। এই পত্রের পূর্ব্ব সম্পাদক গুরুচরণ রায় গত ৩ ভাদ্র [১২৫৮] সোমবার দিবস পরলোক গমন করাতে তাঁহার বিধবা স্ত্রী শ্রীযুতা ভাগীরথী দেবী বার্ত্তাবহ যন্ত্রের তাবৎ বস্তু ও দেনা পাওনা ইত্যাদি সমুদয় আমার স্থানে বিক্রয় করেন,

কিন্তু সে সম্বাদ এলাকার মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে না দিয়া তৎযন্ত্রের কর্ম্ম পরিচালন করা অবিধি হয় বিবেচনায় তাঁহার নিকটে দরখাস্ত করিয়া হুকুম বাহির করিতে প্রবৃত্ত হই, আর তাহা করিতেই তিন সপ্তাহ কাল অতীত হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুত নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়। (১৮ সেপ্টেম্বর ১৮৫১ তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' উদ্ধৃত)

সিপাহী-বিদ্রোহের সময় লর্ড ক্যানিং মুদ্রাযন্ত্র-বিষয়ক আইন জারি করিলে 'রঙ্গপুর বার্ত্তাবহে'র প্রচার রহিত হয়। ১৭ আগস্ট ১৮৫৭ তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশ :—

শ্রাবণ ১২৬৪ :—...ছাপাযন্ত্রের স্বাধীনতা নাশক আইন প্রচার হইবায় রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ পত্র উঠিয়া যায়।

সংবাদ সাধুরঞ্জন (সাপ্তাহিক)। আগষ্ট ১৮৪৭।

'পাষণ্ডপীড়ন' রহিত হইবার পর ১২৫৪ সালের ভাদ্র মাসে (আগষ্ট ১৮৪৭) ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত 'সংবাদ সাধুরঞ্জন' নামে সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেন। ইহা প্রতি-সোমবার প্রভাকর-যন্ত্র হইতে প্রকাশিত হইত। ইহার কণ্ঠে নিম্নলিখিত শ্লোকটি শোভা পাইত :—

প্রচণ্ড পাষণ্ড তরু প্রভঞ্জনঃ। সমস্ত সল্লোক মনোঽনুরঞ্জনঃ ॥
সদাসদালোচন লোচনাঞ্জনঃ। প্রকাশতে সংপ্রতি সাধুরঞ্জনঃ ॥
॥ * ॥ প্রচণ্ড পাষণ্ডরূপ তরুপ্রভঞ্জন। সমস্ত সজ্জনগণ মানসরঞ্জন ॥
॥ * ॥ সদা সৎ আলোচন লোচন অঞ্জন। সম্প্রতি প্রকাশ হল এ সাধুরঞ্জন ॥

কিছু দিন পরে অবস্থা কিঞ্চিৎ সচ্ছল হইলে ঈশ্বরচন্দ্র তাঁহার জ্ঞাতিভ্রাতা নবকৃষ্ণ রায়ের নাম 'সংবাদ সাধুরঞ্জনে'র সম্পাদক-রূপে প্রকাশ করেন। 'সংবাদ সাধুরঞ্জনে' ঈশ্বরচন্দ্রের ছাত্রমণ্ডলীর কবিতা ও প্রবন্ধ স্থান পাইত।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিতে বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন :—" 'সাধুরঞ্জন' ঈশ্বরচন্দ্রের মৃত্যুর [পর] কয়েক বর্ষ পর্য্যন্ত প্রকাশ হইয়াছিল।" এই উক্তি ঠিক নহে। ঈশ্বরচন্দ্রের মৃত্যু হয় ১২৬৫ সালের ১০ই মাঘ। 'সংবাদ সাধুরঞ্জন' ১২৬৬ সালের বৈশাখ মাস পর্য্যন্ত জীবিত ছিল। কি অবস্থায় ইহার প্রচার রহিত হয়, ৫ আষাঢ় ১২৬৬ (১৮ জুন ১৮৫৯) তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' মুদ্রিত এই সম্পাদকীয় বিবৃতি পাঠে তাহা জানা যাইবে :—

কি কারণে সংবাদ সাধুরঞ্জন পত্র মাসত্রয়* হইল অপ্রকাশ রহিয়াছে, আমরা পাঠক মহাশয়দিগকে তদ্বিবরণ বিদিত করা আবশ্যক বোধ করিলাম, গুণাকর প্রভাকর পত্র গ্রাহক মহোদয়দিগের মধ্যে অনেকেই অবগত আছেন, যে এতৎ পত্রের পূর্ব্বতন সম্পাদক ৺ঈশ্বরচন্দ্র

* ২০ জুন ১৮৫৯ তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' লিখিত হয় :—"আমারদিগের সহকারি সম্পাদকের অনবধানতাবশতঃ গত শনিবাসরীয় প্রভাকরে লিখিত হইয়াছে, যে, প্রায় মাসত্রয় হইল, সাধুরঞ্জন অপ্রকাশ রহিয়াছে, কিন্তু তাহা নহে, বৈশাখ [১২৬৬] মাসেও সাধুরঞ্জন প্রকাশ হইয়াছে,...।"

গুপ্ত মহাশয় নীতি, ইতিহাস ও বিবিধ সৎপ্রবন্ধ এবং রহস্য ও অন্যান্য বিষয়ে কবিতাদি প্রকাশকরণার্থ উক্ত পত্রের স্থজন করিয়াছিলেন, তাঁহার লিপিনৈপুণ্যগুণে সাধুরঞ্জন অল্পকালের মধ্যেই আপনার নামানুরূপ কার্য্য-সাধন করাতে সাধারণ-সমাজে সম্যক বিধায়েই আদর প্রাপ্ত হয়, জ্ঞানবিশারদ পণ্ডিত অবধি বিদ্যালয়ের ছাত্র পর্য্যন্ত অনেকেই সমাদরে সাধুরঞ্জন পত্র গ্রহণ করেন, কুলবালারাও অন্তঃপুরে তাহা পাঠ করিয়া পরস্পর আমোদিতা হইতেন, এবং কেহ কেহ তাহাতে প্রকাশার্থ কবিতা লিখিয়াও পাঠাইতেন, সাধুরঞ্জন পত্র এই ভারতবর্ষের বহুদেশে এইরূপে সমাদৃত হইলে কলিকাতার সরিফ সাহেব তাহাতে আপন কার্য্যালয়ের বিজ্ঞাপন সকল প্রকাশার্থ প্রেরণ করেন, ঐ সময়ে ৺ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় বিবেচনা করিলেন, সাধুরঞ্জন পত্রে যখন প্রকাশ্য বিজ্ঞাপন সকল আসিতে আরম্ভ হইল তখন তাহা আর আপনার নামে রাখা কর্ত্তব্য নহে, অতএব জ্ঞাতিভ্রাতা শ্রীযুক্ত নবকৃষ্ণ রায়কে তাহার সম্পাদক নামে পরিচিত করিলেন, নবকৃষ্ণ রায় ঐ সময়ে প্রভাকর যন্ত্রালয়ে থাকিয়া মেডিকেল কালেজে চিকিৎসা শাস্ত্রের অনুশীলন করিতেন, সাধুরঞ্জনের লিপিকার্য্য কি অন্যান্য বিষয়ের সহিত তাঁহার কিছুমাত্র সম্বন্ধ ছিল না, প্রভাকর সম্পাদক ও তাঁহার সহকারিরাই তাহার সকল কার্য্য পরিচালন করিতেন, শ্রীমান নবকৃষ্ণ রায় কেবল নামমাত্র সম্পাদক ছিলেন।

পরন্তু ৺ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় পরলোক গমন করিলে উক্ত নবকৃষ্ণ রায় সাধুরঞ্জন পত্র স্বয়ং গ্রহণ করিয়া প্রকাশকরণের প্রার্থনা করাতে আমরা বলিলাম যে, সাধুরঞ্জন পত্র স্বচ্ছন্দে নির্ব্বাহ কর, তাহাতে কোন আপত্তি নাই, তাহা হইতে যে কিছু উৎপন্ন হইবেক, তাহাও তোমাকে দিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু সাধুরঞ্জনের স্বত্ব তোমাকে দিতে পারি না, যেহেতু তাহা তোমার সম্পত্তি নহে, তোমার নামে কেবল বেনামী করা হইয়াছিল, এক্থা ৺ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় আপনার শেষ উইলপত্রে স্পষ্টরূপেই উল্লেখ করিয়াছেন, এবং বিস্তর ভদ্রলোকেও ইহার সাক্ষি আছেন, আমারদিগের এই উত্তর শ্রবণ করিয়া নবকৃষ্ণ রায় কোন কথার উল্লেখ মাত্র না করিয়া এক [দিবস] আমারদিগের অজ্ঞাতসারে সরিফ সাহেবের কার্য্যালয়ে [গমন করিয়া] সাধুরঞ্জন পত্রের সরিফ সেলের বিজ্ঞাপনের যে ছয় মাসের বিলের টাকা ছিল, তাহা আনয়ন করেন, আমরা তাঁহাকে এই অন্যায় ব্যবহারের কারণ জিজ্ঞাসা করাতে তিনি কোন উত্তর না করিয়া রজনীযোগে যন্ত্রালয় হইতে সাধুরঞ্জন পত্রের হেড অর্থাৎ শিরোভূষণ এবং রুল ইত্যাদি লইয়া এক মাসের অধিক হইল, প্রস্থান করিয়াছেন, আর আমারদিগের সহিত সাক্ষাৎ করেন নাই, এইক্ষণে লোকের নিকটে বলিয়া বেড়াইতেছেন, যে সাধুরঞ্জন যখন তাঁহার নামে ছিল, তখন তাঁহারই কাগজ অন্য যন্ত্র হইতে প্রকাশ করিবেন, কিন্তু সংবাদ পত্র প্রকাশ করা সকলের সাধ্য নহে।

সংবাদ সাধুরঞ্জন পত্র কয়েক মাস অপ্রকাশ থাকিবার মূল কারণ, অতি সংক্ষেপে উপরিভাগে লিখিলাম, অধুনা ঐ পত্র পুনঃ প্রকাশে আমরা বিশেষরূপেই যত্নবান আছি, তাহাতে যদ্যপি একান্তই কৃতকার্য্য হইতে না পারি তবে সাধুরঞ্জনের পরিবর্ত্তে অপর পত্র প্রকাশ করিয়া অনুগ্রাহক পত্রগ্রাহক মহাশয়দিগের নিকটে প্রেরণ করিব।

'সংবাদ সাধুরঞ্জন' আর প্রকাশিত হয় নাই। তৎপরিবর্ত্তে প্রভাকর যন্ত্রালয় হইতে 'সংবাদ দ্বিজরাজ' নামে অপর একখানি সাপ্তাহিক পত্রের উদয় হইয়াছিল।

জ্ঞানসঞ্চারিণী (পাক্ষিক)। নবেম্বর ১৮৪৭।

'জ্ঞানসঞ্চারিণী' একখানি পাক্ষিক পত্রিকা, প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল—অগ্রহায়ণ ১২৫৪ (নবেম্বর ১৮৪৭)। ইহার ৮ম ও ৯ম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৫ই ও ৩১এ মার্চ ১৮৪৮। ৮ম সংখ্যায় মুদ্রিত "জ্ঞানসঞ্চারিণী পত্রিকার অনুষ্ঠানপত্র" নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

> যেরূপ দেশস্থ অন্যান্য সম্পাদকগণ ব্যবসাভাবে স্ব স্ব পত্রিকা প্রকটন করিতেছেন, আমরা ঐরূপ করিতে নিতান্ত অনিচ্ছুক অর্থাৎ আমারদিগের মানস এই, জ্ঞানসঞ্চারিণী পত্রিকা দ্বারা যে সকল মুদ্রা প্রাপ্ত হওয়া যাইবেক জ্ঞান সঞ্চারিণী পাঠশালা নামক এক অবৈতনিক বিদ্যালয় যাহা ছয় মাস অতীত হইল, কলিকাতার সিমুল্যা কাসারিটোলার নং ৪৮ ভবনে সংস্থাপন হইয়াছে, তদ্দারা এই পাঠশালার মাসিক আয় ব্যয় নির্ব্বাহ হইবেক। এই পত্রিকা এক্ষণে প্রতিমাসে দুইবার প্রকাশ হইতেছে, মুল্য বৎসরে ১॥০ টাকা মাত্র। যদিস্যাৎ পত্রিকার গ্রাহক বৃদ্ধি এমত অধিক হয় যদ্দারা পত্রিকার ও পাঠশালার মাসিক আয় ব্যয় উত্তম রূপ চলে তবে প্রতি সপ্তাহে এই পত্রিকা প্রকাশ করা যাইবেক কিন্তু মূল্য বাৎসরিক উক্ত ১॥০ টাকা ইহা চিরকালের নিমিত্তে রহিল। অতএব স্বদেশস্থ ও বিদেশস্থ পত্রিকা দর্শক ও বিদ্যোৎসাহি ব্যক্তিদিগের প্রতি এই নিবেদন যেরূপ শ্রদ্ধাভাবে যে কেহ এই পত্রিকা গ্রহণ করিবেন, তিনি সেইরূপ ফলভোগী হইবেন। অর্থাৎ যাহারা সংবাদ পত্রিকা ভাবে গ্রহণ করিবেন তাহারদিগের সন্তোষার্থে বিবিধ সংবাদ প্রকাশ করা যাইতেছে। এবং যাঁহারা বিদ্যানুশীলন বিষয়ে পরম যত্নশীল তাঁহারদিগের বিজ্ঞাপনার্থে পাঠশালার কার্য্য সকল এই পত্রিকা মধ্যে প্রকাশ করা যাইবেক। অতএব সকলের সাধ্যানুসারে এই পত্রিকা প্রতি আনুকুল্য করিলে উক্ত পাঠশালার এবং পত্রিকার দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা।

'জ্ঞানসঞ্চারিণী'র সম্পাদক ছিলেন—গঙ্গানারায়ণ বসু। ইহার স্থিতিকাল তিন বর্ষ।

সংবাদ সুজনবন্ধু (সাপ্তাহিক)। ডিসেম্বর ১৮৪৭।

১২৫৪ সালের পৌষ মাসে (ডিসেম্বর ১৮৪৭ ?) 'সুজনবন্ধু' নামে সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত হয়। নবীনচন্দ্র দে ইহার সম্পাদক ছিলেন। 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশ :—

> সুজনবন্ধু যথার্থই সুজনবন্ধু, ঐ নবীন পত্রের নবীন সম্পাদক, নবীনবাবু এই নবীন বয়সে অতিশয় প্রবীণের ন্যায় কর্ম্ম করিতেছেন। (১২ এপ্রিল ১৮৪৯)
>
> সংবাদ সুজনবন্ধু পত্রের কলেবর দ্বিগুণ বৃদ্ধি হইয়া চারি শ্রেণীতে অতি সুচারু শোভায় প্রকাশিত হইয়াছে। (১৮ এপ্রিল ১৮৪৯)

১৮৪৯ সনের শেষার্দ্ধে 'সংবাদ সুজনবন্ধু'র প্রচার রহিত হয়। ১২৫৬ সালের মাঘ

(জানুয়ারি ১৮৫০) মাসে রাধাচরণ চৌধুরী ইহাকে পুনর্জীবিত করিয়াছিলেন। 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়ে' (২ বৈশাখ ১২৫৭) প্রকাশ :—

> মাঘ, ১২৫৬। ...শ্রীযুত বাবু রাধাচরণ চৌধুরী কর্ত্তৃক সংবাদ সুজনবন্ধু পত্র পুনঃ প্রকাশ হয়।

মাস-খানেক চলিবার পর ইহা লুপ্ত হয়।

সংবাদ দিগ্বিজয় (সাপ্তাহিক)। ডিসেম্বর ১৮৪৭।

'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশ, ১২৫৪ সালের পৌষ মাসে (ডিসেম্বর ১৮৪৭ ?) দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় জ্ঞানদর্পণ যন্ত্র হইতে 'সংবাদ দ্বিগ্বিজয়' নামে সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেন। ইহা অল্পকাল স্থায়ী হইয়াছিল।

সংবাদ মনোরঞ্জন (সাপ্তাহিক)। ডিসেম্বর ১৮৪৭।

'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশ, ১২৫৪ সালের পৌষ মাসে (ডিসেম্বর ১৮৪৭ ?) 'সংবাদ মনোরঞ্জন' নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্রের উদয় হয়। ইহার প্রকাশক—গোপালচন্দ্র দে ; স্থিতিকাল অল্প দিন।

আক্কেলগুড়ুম (সাপ্তাহিক)। ডিসেম্বর ১৮৪৭।

১২৫৪ সালের পৌষ মাসে (ডিসেম্বর ১৮৪৭ ?) 'আক্কেলগুড়ুম' প্রকাশিত হয়। 'সংবাদ প্রভাকরে' (১ বৈশাখ ১২৫৫) প্রকাশ,—

> ১২৫৪, পৌষ। ইংরাজী বাঙ্গালা উভয় ভাষায় 'আক্কেল গুড়ুম' নামে এক পত্র প্রকাশ হইয়া অনেককেই আক্কেলগুড়ুম মক্কেল চাক দেখাইতেছে।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ইহাকে পাক্ষিক পত্র বলিয়াছেন, কিন্তু 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়ে' প্রকাশিত তিরোধানপ্রাপ্ত "সাপ্তাহিক পত্রে"র তালিকায় ব্রজনাথ বন্ধু-সম্পাদিত 'আক্কেলগুড়ুমে'র উল্লেখ আছে। পত্রিকাখানি চারি মাস মাত্র স্থায়ী হইয়াছিল।

সংবাদ জ্ঞানরত্নাকর (সাপ্তাহিক)। এপ্রিল ১৮৪৮।

১৮৪৮ সনের এপ্রিল মাসে 'সংবাদ জ্ঞানরত্নাকর' নামে সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত হয়। 'সংবাদ প্রভাকরে' (১ বৈশাখ ১২৫৬) প্রকাশ :—

> বৈশাখ, ১২৫৫।...জ্ঞানরত্নাকর পত্র প্রকাশ হয়।

'সংবাদ জ্ঞানরত্নাকরে'র সম্পাদকরূপে তারিণীচরণ রায় ও বিশ্বম্ভর করের নাম পাওয়া যায়। ইহা প্রায় এক বৎসর জীবিত ছিল।

সংবাদ রত্নবর্ষণ (পাক্ষিক)। জুন ১৮৪৮।

১৮৪৮ সনের জুন মাসে ভবানীপুর হইতে 'সংবাদ রত্নবর্ষণ' নামে পাক্ষিক পত্র প্রকাশিত হয়। ২০এ জুন তারিখে 'ক্যালকাটা ষ্টার' লেখেন :—

> *A Newspaper on a Novel Plan.*—Yesterday's *Probhakur* announces the birth of a new Bengallee newspaper. It has been started by a number of young men at Bhobanipore. It is a bi-monthly publication, to issue on the 1st and 15th of every month, and is called the *Rothnoborshon*. But the most novel circumstance connected with the undertaking is that no fixed or stated sum will be charged for it ; it being left with the readers to give just what each wishes, though it is not to be less than two annas.

ইহার সম্পাদক—মাধবচন্দ্র ঘোষ, স্থিতিকাল কয়েক সপ্তাহ।

সংবাদ মুক্তাবলী (সাপ্তাহিক)। ইং ১৮৪৮।

১৮৪৮ সনে শিবপুর হইতে একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত হয়। ইহার নাম 'সংবাদ মুক্তাবলী'। ১০ এপ্রিল ১৮৪৯ (২৯ চৈত্র ১২৫৫) তারিখে 'সম্বাদ ভাস্কর' এই পত্রিকাখানির প্রতি সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া লেখেন :—

> সংবাদ মুক্তাবলী। কয়েক মাস গত হইল কলিকাতার গঙ্গার পশ্চিম পার শিবপুর গ্রামে সংবাদ মুক্তাবলী নামে সাপ্তাহিক এক সমাচারপত্র প্রচার হইতেছে, আমরা এপর্য্যন্ত উক্ত সমাচারপত্রের বিষয়ে কিছু লিখি নাই, কিন্তু দেখিলাম যুব সম্পাদকেরা উত্তমাভিপ্রায়ে কয়েক মাস ঐ পত্র সম্পাদন করিলেন অতএব সাধারণকে অনুরোধ করি উক্ত পত্র সম্পাদকদিগের উৎসাহ বৃদ্ধি জন্য সহায়তা করেন, কলিকাতা নগরে সমাচারপত্র অনেক হইয়াছে, পল্লিগ্রামে অধিক হয় নাই,···।

কালীকান্ত ভট্টাচার্য্য 'সংবাদ মুক্তাবলী'র পরিচালক এবং আন্দুলের রাজা রাজনারায়ণ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন বলিয়া জানা যায়। বৎসরখানেক চলিবার পর পত্রিকাখানির প্রচার রহিত হয়।

সংবাদ অরুণোদয় (সাপ্তাহিক)। ১৭ সেপ্টেম্বর ১৮৪৮।

'সংবাদ অরুণোদয়' একখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র ; প্রকাশকাল—১৭ সেপ্টেম্বর ১৮৪৮। ইহার আবির্ভাবে 'সংবাদ প্রভাকর' পরবর্ত্তী ১৯এ সেপ্টেম্বর (৫ আশ্বিন ১২৫৫) লিখিয়াছিলেন,—

> গত ৩ আশ্বিন রবিবার দিবসে শ্যামপুকুর নিবাসী বাবু পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কর্তৃক 'সংবাদ অরুণোদয়' নামক এক নূতন সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকটিত হইয়া সর্ব্বত্র বিতরিত হইয়াছে, আমরা তাহার প্রথম সংখ্যা পাঠানন্তর সন্তোষ সলিলে অভিষিক্ত হইলাম, যেহেতু তাহার গদ্য পদ্য উভয় রচনা সর্ব্বতোভাবে উত্তম হইয়াছে।

১২৫৬ সালের বৈশাখ মাস (এপ্রিল ১৮৪৯) হইতে পত্রিকাখানি প্রতি মঙ্গলবারে প্রকাশিত হইতে থাকে। ইহার স্থিতিকাল এক বৎসর বলিয়া জানা যায়।

সংবাদ কৌস্তুভ (সাপ্তাহিক)। অক্টোবর ১৮৪৮।

১২৫৫ সালের কার্ত্তিক মাসে (অক্টোবর ১৮৪৮) 'সংবাদ কৌস্তুভ' নামে সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত হয়। গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মতে, এই স্বল্পায়ু পত্রিকাখানির সম্পাদক ছিলেন মহেশচন্দ্র ঘোষ।

জ্ঞানচন্দ্রোদয় (মাসিক ?)। ইং ১৮৪৮।

১২৫৫ সালে (ইং ১৮৪৮) রাধানাথ বসু কর্ত্তৃক 'জ্ঞানচন্দ্রোদয়' প্রকাশিত হয়। ইহার স্থিতিকাল দুই মাস।

সংবাদ দিনমণি (সাপ্তাহিক)। ইং ১৮৪৮।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত লিখিয়াছেন, ১২৫৫ সালে (ইং ১৮৪৮) 'সংবাদ দিনমণি' নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র জন্মগ্রহণ করিয়া সেই বৎসরেই লুপ্ত হয়। ইহাতে প্রধানতঃ ব্যঙ্গরচনা স্থান পাইত। গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মতে ইহার পরিচালক ছিলেন—শম্ভুচন্দ্র মিত্র।

সংবাদ রসসাগর (সাপ্তাহিক…)। মার্চ ১৮৪৯।

১৮৪৯ সনের [১২ই ?] মার্চ ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদকত্বে 'সংবাদ রসসাগর' নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত হয়। পরবর্ত্তী ২৫এ জুন 'হিন্দু ইণ্টেলিজেন্সার' লেখেন :—

> We were not aware of the existence of a weekly publication in Bengalee, under the designation of *Rusa Saagara*, till last Tuesday, when we had the pleasure of receiving the fifteenth number of the paper,...It is published at Môlunga in the house of the editor Baboo Khettermohun Banerjea.

১৮৪৯ সনের ডিসেম্বর মাস হইতে 'সংবাদ রসসাগর' বারত্রয়িক হয়। ১৮৪৯, ২৬এ নবেম্বর 'হিন্দু ইণ্টেলিজেন্সার' লিখিয়াছিলেন :—

> We are requested to announce that the *Rasasagur*, a newspaper in Bengalee, will from the 1st of next month, be published thrice a week, at the price of 8 annas a month....

১৫ জুলাই ১৮৫০ তারিখে ক্ষেত্রমোহনের মৃত্যু হয়। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত 'সংবাদ প্রভাকরে' লিখিয়াছিলেন,—

শ্রাবণ, ১২৫৭। এই মাসের প্রথম দিবসে আমারদিগের স্নেহান্বিত সহযোগি রসসাগর সম্পাদক বাবু ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় নিদারুণ জ্বরবিকারে আক্রান্ত হইয়া মানবলীলা সম্বরণ করেন।

ক্ষেত্রমোহনের মৃত্যুর পর রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় 'সংবাদ রসসাগর' পত্রের পরিচালন-ভার গ্রহণ করেন। তিনি খিদিরপুর হইতে প্রতি সোম, বুধ ও শুক্র বারে ইহা প্রকাশ করিতেন।* ১২৫৯ সালের বৈশাখ (১২ এপ্রিল ১৮৫২) মাস হইতে রঙ্গলাল পত্রিকাখানির নামকরণ করেন—'সংবাদ সাগর'। গুপ্ত-কবি লিখিয়াছিলেন,—

আমারদিগের স্নেহান্বিত সহযোগী রসসাগর সম্পাদক নূতন বৎসরের শুভাগমনে রসসাগরকে রসহীন করিয়াছেন, অর্থাৎ পূর্ব্বে পত্রের নাম 'রসসাগর' ছিল, এইক্ষণে 'সংবাদ সাগর' হইয়াছে, এই রসাভাব জন্য পত্র আরো রসময় হইয়াছে, কারণ সাগরই রসের আকর, সাগরেই সুধা এবং সাগরেই রত্ন, অতএব প্রার্থনা, এই সাগর পূর্ব্বে রসসাগর ছিল, অধুনা যশঃসাগর হউক। ('সংবাদ প্রভাকর,' ১৪ এপ্রিল ১৮৫২)

রঙ্গলাল কৃতিত্বের সহিত ১২৫৯ সাল পর্য্যন্ত 'সংবাদ সাগর' সম্পাদন করিয়াছিলেন। ১ বৈশাখ ১২৬০ (১২ এপ্রিল ১৮৫৩) তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত লিখিয়াছিলেন,—

রসসাগর রসহীন হইয়া সাগর দেহ ধারণ করত সংপ্রতি কিছুদিনের নিমিত্ত প্রবাহশূন্য হইলেন।

'সংবাদ সাগর' রহিত হইবার পর রঙ্গলাল 'সংবাদ প্রভাকরে' (১৬ জুন ১৮৫৩) একখানি পত্র প্রকাশ করেন। গুপ্ত-কবির মন্তব্য সহ উহা নিম্নে মুদ্রিত হইল :—

আমারদিগের জীবনাধিক স্নেহান্বিত সল্লেখক সুকবি সহযোগী সাগর সম্পাদক শ্রীযুত বাবু রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সংপ্রতি কোন বিশেষ কার্য্যানুরোধ বশতঃ সাগরপত্র সম্পাদনে স্বাবকাশশূন্য হইবায় তদ্বিষয় সাধারণের সুগোচর করণার্থ অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমারদিগকে যে এক পত্র প্রেরণ করিয়াছেন আমরা অতিশয় দুঃখিত হইয়া সাদরে সেই পত্র নিম্নভাগে প্রকটন করিলাম,

"শ্রীযুত সংবাদ প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

বিহিত সম্বোধন পুরঃসর নিবেদনমিদং। অনুগ্রহ পূর্ব্বক বিহিত বাণী সহ সম্পাদকীয় উক্তিস্থলে নিম্নলিখিত বিষয় প্রকাশ পূর্ব্বক বাধিত করিবেন।

* শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ 'রঙ্গলাল' পুস্তকের ৯৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—"অনুসন্ধানে অবগত হওয়া যায় ক্ষেত্রমোহন 'রস মুদ্গর' নামক পত্রের সম্পাদক ছিলেন, এবং প্রভাকরে 'রসসাগরের' উল্লেখ মুদ্রাকরের প্রমাদ বলিয়া বোধ হয়। রঙ্গলাল যে প্রথম হইতে উক্ত পত্রের সম্পাদক ছিলেন, তাহাতে এক্ষণে আমাদের সন্দেহ নাই।" গুপ্ত-কবির লেখায় মুদ্রাকর-প্রমাদ ঘটে নাই। যথোপযুক্ত অনুসন্ধান না-করা পর্য্যন্ত মন্মথবাবু এতটা নিঃসন্দেহ না হইলেই পারিতেন।

সংবাদ সাগর

পুরাতন সংখ্যা ৪৪১ } ৩০ আষাঢ় সোমবার ১২৫৯ সাল। ইং ১২ জুলাই ১৮৫২ সাল { নূতন সংখ্যা ৪০।

রাজকর্ম্মে নিয়োগ।

—oo—

১ জুলাই ১৮৫২।— শ্রীযুক্ত বাবু হরচন্দ্র রায়, কাননগো ঠাকুর বুকম হেওয়ারী এবং ই, সি, ক্রাসটর সাহেব চিটা গাংয়ের ফেরি ফণ্ডের মেম্বর হইবেন।

২ জুলাই ১৮৫২।— শ্রীযুক্ত ই, ই, উডকে সাহেব বালেশ্বরের দ্বিতীয় শ্রেণীর ডেপুটী কালেকটর এবং জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট হইবেন।

শ্রীযুক্ত ডবলিউ এন বিলি সাহেবের অনুপস্থান ভিন্ন অপরাজ্ঞা না হওন পর্য্যন্ত শ্রীযুক্ত সি, ই, লাস সাহেব রঙ্গপুরের প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট হইবেন।

৫ জুলাই ১৮৫২। শ্রীযুক্ত বাবু মাধবচন্দ্র চৌধুরী যিনি রাজশাহির ছাপারা দেশের মুন্সেফ ছিলেন তিনি প্রথম শ্রেণীস্থ মুন্সেফ পদে উন্নত হইবেন।

সংবাদ সাগর

৩০ আষাঢ় শকাব্দাঃ ১৭৭৪।

—o—

বিডল সাহেব।

উকিল বিডল সাহেবের নাম বোধ করি পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারিবেক তিনি এক বার কোমর বান্ধিয়া হইল টা-কনের মোকদ্দমা প্রধান বিচারালয়ের ব্যবস্থাধীনে আনিয়া কমিসনর ও তৎনিয়ম সংস্থাপনাকাঙ্ক্ষি দিগের গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়াছিলেন, অধুনা তিনি স্বয় গৃহের দ্বারে আলোক দিবার যে এক নূতন কন্দি উঠিয়াছে তাহা নিবারণ করণ জন্য পুনঃরায় কোমর বান্ধিয়া সুপ্রিম কোর্টে গত বৃহস্পতিবারে এক মোসন করিয়াছিলেন, বিজ্ঞবর বিচারপতিগণ ঐ বিষয়ে মনোযোগ করিবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন, পরে কি হয় বলা যায় না।

—oo—

শ্রীরামপুর হইতে শশধর নামক এক নূতন সংবাদ পত্র প্রকাশ হইয়াছে শ্রুত হইলাম, কিন্তু অদ্যাবধি অহা আমারদিগের দৃষ্টিগোচর হয় নাই।

—oo—

আমরা সিটিজন পত্র পাঠ করিয়া এক ভয়ানক হত্যার ব্যাপার অবগত হইলাম, তাহার স্থূল মর্ম্ম এই যে সুখচর গ্রামে এক সামান্য জাতির স্ত্রী মদনোন্মত্তা হইয়া স্বীয় উপপতি সম্ভোগে নিযুক্তা থাকন কালীন ঐ দুশ্চরিত্রার এক ৮।১০ বয়স্ক সন্তান তাহা দেখিয়াছিল, ব্যভিচারিনী আপন দুষ্কর্ম্ম সংগোপন করিবার উপায় অন্য কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া সহস্তে আপন পুত্রের প্রাণ বিনাশ করিয়াছে, হায়! কি পরিতাপ মদনরাজ কিনা করিতে পারেন?

—oo—

রাসমনী দাসী ও মথুরমোহন বিশ্বাস এই দুই মান্য মহাশয়ের ছাড়াছাড়ি এবং টাকা ভাঙ্গা ভাঙ্গির বিষয় প্রায় সকলেই সুবিদিত আছেন, তাহা আমারদিগের লেখা বাহুল্য, শ্রীমতি রাসমণির সুপাত্র দৌহিত্র শ্রীযুত বাবু যদুনাথ যে সুবিবেচনা ও সৎপরামর্শ প্রদানপূর্ব্বকমথুরমোহনের প্রতিসুপ্রিমকোর্টে যেঅভিযোগ করাইয়াছিলেন তাহা তত্রস্থপ্রাড্‌বিবাকগণঅতিসূক্ষ্মানুসূক্ষ্মবিবেচনা করিয়া রাসমণিরপক্ষে ডিক্রী দিয়াছেন, মথুর বাবু এক্ষণে "পুনঃমূসিকাবৎ" হইলেন, দেখা যাউক পরে কি হয়, বাবুজি কি শ্রীমতির পর থাকেন, কি পুনরায় আপনার হন, যদ্যপি পর থাকেন, তবেই পেঁচাপেঁচি, নতুবা আপনার হইতে পারিলে, "শক্কর চিলের ঘটিবাটী গোদা চিলে মুখে নাখি।"

['সংবাদ সাগর' পত্রের একটি পৃষ্ঠার প্রতিলিপি]

সংপ্রতি আমি কার্য্যান্তরে নিযুক্ত প্রযুক্ত সংবাদ সাগর পত্র সম্পাদনে পরাঙ্মুখ হইলাম, যদ্যপি কোন মহাশয় তদ্ভার গ্রহণে পারগ হয়েন তবে আগামি কোন এক রবিবারে খিদিরপুরে মন্নিলয়ে স্বয়ং আগমন অথবা পত্রপ্রেরণ করিলে বিবেচনা করা যাইবেক।

সংবাদ পত্র সম্পাদনীয় ব্রতোদ্যাপন কালে সাধারণের প্রতি আমার ইহাও বিজ্ঞাপ্য, যে আমি এক কালে তাহা হইতে বিমুখ হইলাম না প্রায় বাঙ্গালা সমাচার পত্র মাত্রেই মল্লেখনী বাগ্‌যন্ত্র স্বরূপ রহিল, বিশেষতঃ যদিস্যাৎ উপযুক্ত রূপ উত্তরাধিকারী প্রাপ্ত হই তবে উত্তরকালে সাধ্যানুসারে তৎপ্রতি লিপি সাহায্য প্রদান করিব ইতি ৩১ জ্যৈষ্ঠ রবিবার ১২৬০ বঙ্গাব্দ। শ্রীরঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।"

বারাণসী চন্দ্রোদয় (সাপ্তাহিক)। ২ মে ১৮৪৯।

বাঙালীর দ্বারাই কাশীতে সর্ব্বপ্রথম বাংলা সংবাদপত্র প্রকাশের সূচনা হয়। এই সংবাদপত্রের নাম 'বারাণসী চন্দ্রোদয়'; প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল—২ মে ১৮৪৯। কাশীবাসকালে ভূতপূর্ব্ব 'সমাচার জ্ঞানদর্পণ'-সম্পাদক উমাকান্ত ভট্টাচার্য্য লিথোয় মুদ্রিত এই সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। 'বারাণসী চন্দ্রোদয়ে'র আবির্ভাবে 'হিন্দু ইণ্টেলিজেন্সার' (১৪ মে ১৮৪৯) লিখিয়াছিলেন :—

> The city of Benares now boasts of a Bengallee newspaper, called the *Varanashi Chandrodaya*, the first number of which was issued on the 2nd instant. It will be published once a week, on every Wednesday, at the price of 8 annas per mensem, and has been set up by Umacaunt Bhuttacharjea, formerly editor and proprietor of the *Gyan Durpun*, one of the native journals published in this city.

'বারাণসী চন্দ্রোদয়' এক বৎসর জীবিত ছিল।

সত্যধর্ম্মপ্রকাশিকা (মাসিক)। জুন ১৮৪৯।

১৮৪৯ সনের জুন মাসে 'সত্যধর্ম্মপ্রকাশিকা' নামে একখানি মাসিক পত্র প্রকাশিত হয়। 'সম্বাদ ভাস্কর' (২৩ জুন ১৮৪৯) লিখিয়াছিলেন,—

প্রভাকর যন্ত্র হইতে একখানি মাসিক পুস্তকের প্রথম খণ্ড প্রকাশ হইয়া আমারদিগের নিকট আসিয়াছে তাহার নাম 'সত্যধর্ম্মপ্রকাশিকা' আমরা তাহা পাঠ করিয়া আনন্দিত হইয়াছি, সম্পাদকেরা গৌড়ীয় সাধু ভাষায় আপনারদিগের উৎকৃষ্টাভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন এবং যদি প্রতিজ্ঞানুরূপ লিখিতে পারেন তবে অবশ্য যশস্বী হইবেন···আমরা উক্ত পুস্তক হইতে কিয়দংশ গ্রহণ করিলাম···

'এই চরাচর জগন্মণ্ডলে বিবিধ প্রকার ধর্ম্ম ও তত্তৎ ধর্ম্মের মর্ম্ম প্রকাশক বহুতর পত্র প্রচলিত আছে, কিন্তু সত্য ধর্ম্ম ঐ সমগ্র ধর্ম্মের মূলীভূত হইয়াছে, এই মূল ধর্ম্মের প্রকাশক কোন পত্র ছিল না, তাহাতে সত্যধর্ম্মপরায়ণ জনগণের উৎসাহ অতি অনুন্নত থাকাতে আমরা বিশেষ যত্নবন্ত হইয়া এই 'সত্যধর্ম্মপ্রকাশিকা' নাম্নী অভিনব পত্রিকা প্রকাশ

করিতেছি, এতদ্দারা সাধারণে নিজ২ মনোমন্দিরে সত্যরূপ জ্যোতির্ম্ময় বিশ্বকর্ত্তাকে অধিষ্ঠিত করিয়া পাপরূপ প্রগাঢ় অন্ধকার হইতে অনায়াসে মুক্ত হইবেন।"

শ্যামবাজার-নিবাসী গোবিন্দচন্দ্র দে 'সত্যধর্ম্মপ্রকাশিকা'র সম্পাদক ছিলেন। ইহার এক সংখ্যা মাত্র প্রকাশিত হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়।

সাময়িক-পত্রের হ্রাস-বৃদ্ধি—জুন ১৮৪৯

১৮৪৯ সনের ২৫এ জুন তারিখে 'হিন্দু ইণ্টেলিজেন্সার' বাংলা সাময়িক-পত্রের হ্রাস-বৃদ্ধি প্রসঙ্গে যাহা লিখিয়াছিলেন, নিম্নে তাহার অনুবাদ দিতেছি :—

১৮৪৭ সনের জুলাই মাসে আমরা তৎকালপ্রচলিত ১৬ খানি বাংলা সংবাদপত্রের নামযুক্ত একটি তালিকা প্রকাশ করিয়াছিলাম। তদবধি এ-পর্য্যন্ত বাংলা সাময়িক-পত্রের সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে। আমরা নিম্নে এই সকল পত্রের একটি তালিকা দিলাম; তালিকাটি সযত্নে প্রস্তুত, এবং নির্ভুল বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে :—

প্রাত্যহিক :— ১। প্রভাকর, ২। পূর্ণচন্দ্রোদয়।

বারত্রয়িক :— ৩। ভাস্কর।

অর্দ্ধসাপ্তাহিক :—৪। চন্দ্রিকা, ৫। রসরাজ।

সাপ্তাহিক :— ৬। গবর্ণমেণ্ট্ গেজেট্, ৭। সুজনবন্ধু, ৮। অরুণোদয়, ৯। সংবাদ কৌস্তুভ, ? ১০। সংবাদ জ্ঞানদর্পণ, ১১। ভৃঙ্গদূত, ১২। সাধুরঞ্জন, ১৩। জ্ঞানসঞ্চারিণী, ১৪। মুক্তাবলী, ১৫। জ্ঞানচন্দ্রোদয়, ১৬। রসসাগর, ১৭। রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ।

পাক্ষিক :— ১৮। নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা, ১৯। দুর্জ্জন দমন মহানবমী, ২০। কাব্য-রত্নাকর।

মাসিক :— ২১। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ২২। সত্যধর্ম্মপ্রকাশিকা, ২৩। উপদেশক, ২৪। হিন্দু ধর্ম্মচন্দ্রোদয়।

ত্রৈমাসিক :— ২৫। বিদ্যাকল্পদ্রুম।

দেখা গেল, সর্ব্বসমেত ২৫ খানি বাংলা সাময়িক-পত্র এখন চলিতেছে;—২ খানি দৈনিক, ১ খানি বারত্রয়িক, ২ খানি দ্বিসাপ্তাহিক, ১২ খানি সাপ্তাহিক, ৩ খানি পাক্ষিক, এবং ১ খানি ত্রৈমাসিক। ইহার মধ্যে রংপুরের 'বার্ত্তাবহ,' বারাণসীর 'জ্ঞানচন্দ্রোদয়' এবং শ্রীরামপুরের 'গবর্ণমেণ্ট্ গেজেট' কলিকাতা বা তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে প্রকাশিত হয় না। গত বারে (২৬ জুলাই ১৮৪৭) আমরা যে তালিকা প্রকাশ করিয়াছি তাহার মধ্যে তিনখানি পত্রিকা—'পাষণ্ডপীড়ন', 'সত্যসঞ্চারিণী পত্রিকা,' এবং 'জগদ্বন্ধু পত্রিকা' লোপ পাইয়াছে। গত বারে লিখিবার পর যে-সব নূতন সাময়িক-পত্র প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে একমাত্র 'হিন্দুবন্ধু'রই প্রকাশ রহিত হইয়াছে।

সংবাদ রসমুদ্গার (সাপ্তাহিক)। জুলাই ১৮৪৯।

'সম্বাদ রসরাজে'র সহিত মসিযুদ্ধের জন্য ১২৫৬ সালের আষাঢ় (জুলাই ১৮৪৯) মাসে 'সংবাদ রসমুদ্গার' নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্রের আবির্ভাব হয়। 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়ে' (২ বৈশাখ ১২৫৭) প্রকাশ :—

> আষাঢ়, ১২৫৬।...শ্রীযুক্ত বাবু গোবিন্দচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সংবাদ রসমুদ্গার নামক এক সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ হয়।

১৮৪৯ সনের ডিসেম্বর হইতে পত্রিকাখানিকে অর্দ্ধ-সাপ্তাহিকে পরিণত করিবার প্রস্তাব হয়। 'হিন্দু ইণ্টেলিজেন্সারে' (২৬ নবেম্বর ১৮৪৯) প্রকাশ :—

> We are requested to announce that the...*Rasomudgar*, another periodical will from the 1st of next month, be published...twice a week.

এই প্রস্তাব কার্য্যকর হয় নাই বলিয়াই মনে হয়। 'রসমুদ্গার' বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই।

কৌস্তুভ কিরণ (পাক্ষিক)। আগস্ট ১৮৪৯।

১৮৪৯ সনের আগস্ট মাসে 'কৌস্তুভ কিরণ' প্রকাশিত হয়। 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়ে' (২ বৈশাখ ১২৫৭) প্রকাশ :—

> ভাদ্র, ১২৫৬। শ্রীযুত ব্রজমোহন চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক কৌস্তুভ কিরণ নামক এক মাসিক পত্র প্রকাশ পায়।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তও ইহাকে "মাসিক পত্র" বলিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে ইহা একখানি পাক্ষিক পত্রিকা। 'হিন্দু ইণ্টেলিজেন্সারে' (৩ সেপ্টেম্বর ১৮৪৯) প্রকাশ,—

> In the course of last week, two new publications in Bengalee have reached our hands :—the one, a lithographed weekly...the *Varanasi Chandrodaya*,—...and the other a printed bi-monthly periodical under the title of *Kaustabha Kirana*. Its object is to inform the native community, who are unacquainted with the different ramifications of Sanscrit learning, of the nature and extent of those sciences and arts which their ancestors cultivated with so much success...

এই পাক্ষিক পত্রের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ভূতপূর্ব্ব 'কায়স্থ কৌস্তুভ'-সম্পাদক রাজনারায়ণ মিত্র। ১৮৫০, জানুয়ারি-জুন সংখ্যা 'ক্যালকাটা রিভিয়ু' পত্রে 'কৌস্তুভ কিরণ' সম্বন্ধে একটু সংবাদ আছে ; উহা এইরূপ :—

> He [the author of the *Kayastha Koustabha*] has projected a periodical, published once a fortnight, under the title of the *Koustabha Kirana*, in which he unfolds and illustrates his novel theory of the origin and claims of the Kayasthas, and uses both general and special pleadings in its support. It is conducted with considerable ability, and bears evident proofs of industry and research.—Miscellaneous Notices, p. ix.

'কৌস্তুভ কিরণ' দুই বৎসর জীবিত ছিল।

মহাজনদর্পণ (দৈনিক)। সেপ্টেম্বর ১৮৪৯।

১৮৪৯ সনের সেপ্টেম্বর মাসে জয়কালী বসু 'মহাজনদর্পণ' নামে একখানি দৈনিক পত্র প্রকাশ করেন। বাংলায় বাণিজ্য-সংক্রান্ত পত্র বোধ হয় ইহাই প্রথম। 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়ে' (২ বৈশাখ ১২৫৭) প্রকাশ :—

> ভাদ্র, ১২৫৬।...শ্রীযুত বাবু জয়কালী বসু কর্তৃক মহাজনদর্পণ নামক এক দ্রব্যমূল্যের পত্রিকা প্রকাশ হয়।

'হিন্দু ইণ্টেলিজেন্সার'ও (১০ সেপ্টেম্বর ১৮৪৯) লিখিয়াছিলেন :—

> A Commercial paper in Bengallee, under the designation of 'Mahajun Durpun,' or the 'Merchant's Looking-glass' has just made its appearance, and is being published daily, at the low rate of two rupees per month ;...

ইহার স্থিতিকাল কয়েক মাস মাত্র।

ভৈরবদণ্ড (সাপ্তাহিক)। নবেম্বর ১৮৪৯।

১২৫৬ সালের অগ্রহায়ণ (নবেম্বর ১৮৪৯) মাসে 'ভৈরবদণ্ড' নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র লিথোয় মুদ্রিত হইয়া কাশী হইতে প্রচারিত হয়। 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়ে' (২ বৈশাখ ১২৫৭) প্রকাশ :—

> অগ্রহায়ণ, ১২৫৬।...বারাণসীতে বাগবাহার যন্ত্র হইতে 'ভৈরবদণ্ড' নামক এক পত্র প্রচার হয়।

'সংবাদ রসমুদ্গর' "মৃত্যু নিকট সময়ে বিকটাকারে কাশীর প্রতি কটাক্ষ করিবাতে, বারাণসী চন্দ্রোদয় স্বয়ং ঐ দুগ্ধপোষ্য শিশুর সমভিব্যাহারে সমরে প্রবর্ত্ত না হইয়া 'ভৈরবদণ্ড' নামক এক ষণ্ড সন্তান প্রসব করিয়া ভণ্ড মুদ্গরের সমোচিত দণ্ড করিলেন।" 'বারাণসী চন্দ্রোদয়'-সম্পাদক উমাকান্ত ভট্টাচার্য্য ইহারও সম্পাদক ছিলেন। জন্মের অল্প দিন পরেই 'ভৈরবদণ্ড' লুপ্ত হয়। সঙ্গে সঙ্গে 'বারাণসী চন্দ্রোদয়ে'র প্রচারও রহিত হইয়াছিল। দুইখানি পত্রিকারই জন্ম-মৃত্যু ১২৫৬ সালে ঘটে।

সংবাদ সজ্জনরঞ্জন (সাপ্তাহিক···)। ডিসেম্বর ১৮৪৯।

১২৫৬ সালের পৌষ (ডিসেম্বর ১৮৪৯) মাসে 'সংবাদ সজ্জনরঞ্জন' প্রথমে সাপ্তাহিকরূপে প্রকাশিত হয়। 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়ে' (২ বৈশাখ ১২৫৭) প্রকাশ,—

> পৌষ, ১২৫৬।...শ্রীযুক্ত বাবু গোবিন্দচন্দ্র গুপ্ত কর্তৃক সংবাদ সজ্জনরঞ্জন নামক এক সাপ্তাহিক সম্বাদ পত্র প্রকাশ পায়।

১২৫৭ সালে ইহা অর্দ্ধ-সাপ্তাহিক পত্রে পরিণত হইয়া পর-বৎসর লুপ্ত হয়। ১৮৬১ সনের জুন মাসে (আষাঢ় ১২৬৮) 'সংবাদ সজ্জনরঞ্জন' পুনর্জীবিত হইয়াছিল। ১ জুলাই ১৮৬১ তারিখে 'সোমপ্রকাশ' মন্তব্য করেন,—

এই আষাঢ় মাসে সজ্জনরঞ্জন নামে আর একখানি সমাচার পত্র প্রচার হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ইহার আকার ভাস্কর পত্রের ন্যায়। শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র গুপ্ত ইহার সম্পাদক। এই পত্র প্রতি সপ্তাহে সোম ও বৃহস্পতি এই দুই দিন করিয়া প্রকাশ হইবে। ইহাতেও রাজনীতিঘটিত বিষয় সকল লিখিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। সম্পাদকের ব্যগ্রতা ও পত্রের নূতনত্ব নিবন্ধন প্রথম সংখ্যায় যে কিছু কিছু দোষ দৃষ্ট হইয়াছিল, উত্তরোত্তর তাহা সংশোধিত দৃষ্ট হইতেছে। ইহাতে স্পষ্ট বোধ হইতেছে, এ পত্রও দেশের শ্রেয়ঃসাধন করিবে।

'সংবাদ সজ্জনরঞ্জন' পত্রের শিরোনামের নিম্নে এই শ্লোকটি মুদ্রিত হইত :—

লোকানাং কিল তাপহেতুরধুনা ক্ষেত্রঙ্গতো ভাস্করো
গুপ্তেঽস্তেঽপি প্রভাকরেশ্বর ইতো রামাহ্বতেনামুনা।
কিংবা কাল্পনিক-প্রভাকরদশালোকেন লোকেঽখিলে
চন্দ্রশ্চন্দ্রিকয়া কলঙ্কিততয়া সদ্বর্ত্মদর্শে কথং ॥
সোমঃ সোঽপি স এব কিঞ্চ কুমুদোল্লাসপ্রকাশস্তু সঃ
অন্যেষাং কিমু বার্ত্তয়া জনমনোবিপ্লাপয়ন্ত্যা ভৃশং।
সদ্বত্ম ব্যবহারদর্শনবিধৌ সোঽপ্যেষ এবাধুনা
আস্তাং সজ্জনরঞ্জনো মণিবরো গোবিন্দ-গুপ্তাঙ্কিতং ॥

সংবাদ বর্দ্ধমান জ্ঞানপ্রদায়িনী (সাপ্তাহিক···)। ডিসেম্বর ১৮৪৯।

১২৫৬ সালের পৌষ (ডিসেম্বর ১৮৪৯) মাসে বিশ্বেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় বর্দ্ধমান হইতে 'বর্দ্ধমান জ্ঞানপ্রদায়িনী' নামে সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেন। 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়ে' (২ বৈশাখ ১২৫৭) প্রকাশ,—

> পৌষ, ১২৫৬।...বর্দ্ধমানে জ্ঞানপ্রদায়িনী নামক...সম্বাদ পত্র প্রকাশ হয়।

বর্দ্ধমান চন্দ্রোদয় (সাপ্তাহিক)। ডিসেম্বর ১৮৪৯।

'বর্দ্ধমান চন্দ্রোদয়' বর্দ্ধমান হইতে প্রকাশিত একখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র ; ১২৫৬ সালের পৌষ মাসে (ডিসেম্বর ১৮৪৯) রামতারণ ভট্টাচার্য্য কর্তৃক ইহা প্রকাশিত হয়। 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়ে' (২ বৈশাখ ১২৫৭) প্রকাশ,—

> পৌষ, ১২৫৬।...বর্দ্ধমানে...বর্দ্ধমান চন্দ্রোদয় নামক...সম্বাদ পত্র প্রকাশ হয়।

১৮৫১ সনে 'বর্দ্ধমান চন্দ্রোদয়' পত্রের প্রচার রহিত হয়। পর-বৎসর ৪ঠা সেপ্টেম্বর ইহা পুনঃপ্রচারিত হইয়াছিল। 'সংবাদ প্রভাকরে' (৮ সেপ্টেম্বর ১৮৫২) প্রকাশ :—

> শ্রীযুত বাবু চন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় দ্বারা 'চন্দ্রোদয়' গত শনিবারাবধি পুনরায় উদয় হইয়াছে। বোধ হয় চন্দ্র রাহুগ্রাস হইতে মুক্ত হইয়া এক্ষণাবধি আমারদের প্রতি পীযূষময় বিমল কিরণ বিতরণে আর বিরত হইবেন না।

সংবাদ রসরত্নাকর (পাক্ষিক)। ডিসেম্বর ১৮৪৯।

১২৫৬ সালের পৌষ (ডিসেম্বর ১৮৪৯) মাসে 'সংবাদ রসরত্নাকর' নামে একখানি পাক্ষিক পত্র প্রকাশিত হয়। 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়ে' (২ বৈশাখ ১২৫৭) প্রকাশ,—

> পৌষ, ১২৫৬।...শ্রীযুত বাবু যদুনাথ সেন [পাল] কর্ত্তৃক 'রসরত্নাকর' নামক একখানি পাক্ষিক পত্র প্রকাশারব্ধ হয়।

প্রথম সংখ্যার পর ইহার প্রচার কিছু দিন স্থগিত থাকে। দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৮৫০ সনের জুন মাসে। পরবর্ত্তী ১লা জুলাই 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' লিখিয়াছিলেন,—

> সংবাদরসরত্নাকর। উক্ত নামিকা পত্রিকার এক সংখ্যা মাত্র পূর্ব্বে প্রকাশ পায়, এক্ষণে তাহা পুনঃ প্রচলন হওনার্থ দ্বিতীয় সংখ্যা হিন্দু কালেজীয় ছাত্র শ্রীযুত বাবু যদুনাথ পাল প্রকাশ করিয়াছেন। পত্র প্রতি পক্ষে প্রকাশ হইবেক, পরিমাণ সংখ্যা প্রতি অকটেবো ৮ পৃষ্ঠা, মূল্য ৵০ মাত্র, সম্পাদকের লেখা ভাল, বাসনা উত্তম।

সাময়িক-পত্রের হ্রাস-বৃদ্ধি

২ বৈশাখ ১২৫৭ (১৩ এপ্রিল ১৮৫০) তারিখের 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' হইতে নিম্নের তালিকাটি উদ্ধৃত হইল :—

> নিম্নলিখিত সংবাদ পত্র গত বর্ষের [১২৫৬ সালের] পূর্ব্বাবধি চলিত আছে, ও গত বৎসরের মধ্যে নূতন প্রকাশারম্ভ ও প্রকাশ রহিত হইয়াছে—

পূর্ব্বাবধি চলিত পত্র

প্রাত্যহিক :— ১। সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়, ২। সংবাদ প্রভাকর।
দিনান্তরিক :— ৩। সংবাদ ভাস্কর, ৪। সংবাদ রসসাগর।
অর্দ্ধ সাপ্তাহিক :—৫। সমাচার চন্দ্রিকা, ৬। সম্বাদ রসরাজ।
সাপ্তাহিক :— ৭। গবর্ণমেন্ট গেজেট, ৮। সংবাদ সাধুরঞ্জন, ৯। জ্ঞান-সঞ্চারিণী, ১০। সংবাদ রসমুদ্গর, ১১। রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ।
অর্দ্ধ মাসিক :— ১২। নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা, ১৩। দুর্জ্জন দমন মহানবমী।
মাসিক :— ১৪। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ১৫। উপদেশক।

গত বৎসরের মধ্যে প্রকাশিত পত্র

সাপ্তাহিক :— ১। সজ্জন রঞ্জন, ২। বারাণসী চন্দ্রোদয়, ৩। বর্দ্ধমান চন্দ্রোদয়, ৪। বর্দ্ধমান জ্ঞানপ্রদায়িনী, ৫। মহাজন দর্পণ, ৬। সংবাদ রসরত্নাকর, ৭। ভৈরবদণ্ড।
মাসিক :— ৮। কৌস্তুভকিরণ।

গত বৎসরের মধ্যে প্রকাশ রহিত পত্র

১। সমাচার জ্ঞানদর্পণ, ২। মহাজন দর্পণ, ৩। সংবাদ মুক্তাবলী, ৪। সংবাদ সুজনবন্ধু, ৫। সংবাদ ভৃঙ্গদূত, ৬। সংবাদ অরুণোদয়, ৭। সংবাদ কৌস্তুভ, ৮। সংবাদ জ্ঞানচন্দ্রোদয়, ৯। সংবাদ রসরত্নাকর।

উপরোক্ত তালিকায় গত ১২৫৬ সালের পূর্ব্বাবধির চলিত ১৫ খানি পত্র এবং ঐ বৎসরের মধ্যে আরব্ধ ৮ খানির মধ্যে ২ খানি ['মহাজন দর্পণ' ও 'সংবাদ রসরত্নাকর'] রহিত হওয়া ব্যতীত ৬ খানি সমুদয়ে ২১ পত্র চলিত রূপে গণনা করা যায়, এতাবৎ সংখ্যক পত্রই ১২৫৫ সালের শেষেও দৃষ্ট হইয়াছিল ইহাতে সাধারণ বিবেচনায় সমাচার পত্রের অবস্থা গত ও তৎপূর্ব্ব বর্ষে তুল্য বোধ হয়, কিন্তু গত বৎসরের প্রকাশারব্ধ ও প্রকাশ রহিত উভয় তালিকার তুলনায় দৃষ্ট হয়, নগরীয় কয়েক পত্র অবসন্ন হইলেও তৎপরিবর্ত্তে ঘোরান্ধকারাবৃত মফঃস্বলে কয়েক পত্র প্রকাশ হইয়া তত্তৎস্থানে জ্ঞান জ্যোতিঃ প্রকাশারম্ভ করিয়াছে।

মনতত্ব সারসংগ্রহ (?)। মার্চ ১৮৫০।

৭ জুন ১৮৪৫ তারিখে কতিপয় বিদ্বান্ ও উৎসাহী ব্যক্তির চেষ্টায় কলিকাতায় ফ্রেনলজিক্যাল সোসাইটি স্থাপিত হয়। এই সোসাইটির সভ্য রাধাবল্লভ দাস ১৮৫০ সনের মার্চ মাসে "ডাং ইশ্ পর্জ্জিম ও মেং কোম্ব সাহেবকৃত ফ্রেনলজী গ্রন্থ এবং ফ্রেনলজীকেল্ চারট হইতে সারসংগ্রহ করিয়া" বাংলায় 'মনতত্ব সারসংগ্রহ' প্রকাশ করেন। সম্ভবতঃ ইহাই উপলক্ষ্য করিয়া শ্রীরামপুরের 'ফ্রেণ্ড-অব-ইণ্ডিয়া' (২৫ এপ্রিল ১৮৫০) লেখেন :—

> Bengalee Phrenological Journal.—The schoolmaster is abroad, and the latest evidence of truism, is the publication of a periodical work in Bengalee, devoted to the exposition of phrenological science. We have not had time to peruse any part of it, but the illustrations are good, and the appearance of such a work is highly creditable to the Bengal Phrenological Society. (P. 261.)

ধর্ম্মমর্ম্মপ্রকাশিকা (মাসিক)। মে ১৮৫০।

১৮৫০ সনের প্রথমার্দ্ধে কোন্নগর ধর্ম্মমর্ম্মপ্রকাশিকা সভার মুখপত্ররূপে একখানি সাময়িক পুস্তক প্রকাশিত হয়। 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' (২৯ জুলাই ১৮৫০) লিখিয়াছিলেন :—

> কোণনগরস্থ ধর্ম্মমর্ম্ম প্রকাশিকা সভার সংগৃহীত পুস্তকের প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় সংখ্যা সম্পাদক কর্ত্তৃক অস্মৎ সমীপে প্রেরিত হওয়াতে আমরা পাঠ করিয়া দেখিলাম···।

এই সভার আনুকূল্যে ১৮৫৪ সনের মে মাস হইতে 'ধর্ম্মমর্ম্মপ্রকাশিকা পত্রিকা' নামে মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। সমসাময়িক সংবাদপত্রে প্রকাশ :—

> We have to acknowledge, with thanks, the receipt of a Bengalee journal, called the *Dhurma Murma Prakasika Patrika*, which is to be issued monthly under the patronage of a *Subha* or society at Konenugur from which it is named. The editor in his opening address tells us that the periodical has been undertaken at the

suggestion of Rajah Radhakant Deb, Rajah Kaleekrishna Bahadur, Raja Joginderchunder Roy, and Baboo Asootosh Dey, and is, therefore, likely to do better than many of its predecessors did. We hope it will.—*The Hindu Intelligencer*, 5 June 1854.

কোন্নগর নিবাসি শ্রীযুত বাবু গিরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় ধর্ম্ম মর্ম্ম প্রকাশিকা নামে যে মাসিক পত্রিকা প্রকাশারম্ভ করিয়াছেন, তাহার দুই সংখ্যা আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি, সনাতন হিন্দু ধর্ম্মের সার ভাগ প্রকাশ করাই ঐ পত্রের প্রধান উদ্দেশ্য,···।—'সংবাদ প্রভাকর,' ১১ জুলাই ১৮৫৪।

সত্যপ্রদীপ (সাপ্তাহিক)। ৪ মে ১৮৫০।

'সত্যপ্রদীপ' একখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র; প্রতি শনিবার "শ্রীরামপুরের যন্ত্রালয়ে শ্রীমেরিডিথ টৌন্সেণ্ড সাহেবকর্ত্তৃক প্রকাশিত" হইত। ইহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ছিল ছয় টাকা। 'সত্যপ্রদীপে'র প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ৪ মে ১৮৫০, শনিবার (২৩ বৈশাখ ১২৫৭)। পত্রিকা-প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রথম সংখ্যায় এইরূপ লিখিত হইয়াছিল,—

সত্যপ্রদীপ প্রকাশ।···এইক্ষণে অন্যূন সপ্তদশ পত্র বঙ্গ ভাষায় প্রকাশিত হইতেছে ইহার মধ্যে কএক পত্রের তিন চারি শতপর্য্যন্ত গ্রাহক সত্তাই সম্বাদপত্র পাঠ করণে এতদ্দেশীয় লোকেরদের অত্যন্ত লালসার প্রমাণ। ইদানীং বঙ্গদেশীয় বিজ্ঞজনগণ স্বদেশীয় লোকেরদের উপকারার্থ স্বীয় ভাষায় সপ্তদশ পত্র প্রকাশ করিতেছেন অতএব বিদেশীয় লোকেরদের এতৎকর্ম্মে হস্তক্ষেপ করণের কি প্রয়োজন কেহ যদি অসন্তুষ্ট হইয়া এইমত আপত্তি করেন তবে উত্তর এই। কোন দেশীয় লোক কিঞ্চিৎ সভ্যতাবিশিষ্ট হইলে তাঁহারা অবশ্য সম্বাদপত্র প্রকাশ করেন ক্রমে সভ্যতার বর্দ্ধনানুসারে পত্রের উত্তমতাবৃদ্ধি হয়। এদেশীয় লোকেরদের মধ্যে ক্রমেং সভ্যতা বৃদ্ধি পাইতেছে বটে তথাপি যেং পত্র প্রকাশ হইতেছে তাহার তিন চারি পত্র ভিন্ন অন্যান্য পত্রবিষয়ে সভ্যজনগণ নানা দোষার্পণ করেন। প্রথম এই। কোনং সম্পাদক মহাশয় কোন স্থানে কোন সম্বাদ শ্রুত হইলে তাহার সত্যাসত্যতা নির্ণয়ার্থে উপযুক্ত অনুসন্ধান না করিয়া অথবা তদ্রূপ অনুসন্ধান করণাক্ষম হইয়া সহসা তাহা প্রকাশ করেন। ফলতঃ কোনং সময়ে সদাচারি সভ্য বিশিষ্ট লোকেরদের নামে অনুপযুক্তরূপে দোষার্পণ ও নানাপ্রকার গ্লানি হয়। দ্বিতীয় এই। কএক সম্বাদপত্রে অত্যন্ত অনুপযুক্ত শব্দাদি ব্যবহারপ্রযুক্ত সভ্য লোকেরা প্রায় তৎপ্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিতে পারেন না। ফলতঃ এতদ্বিষয়ে নিশ্চিন্ত মহাশয়েরদের ঐ সকল পত্র পাঠ করাতে তাঁহারদের নীতিবৃদ্ধি না হইয়া অসভ্যতা বর্দ্ধন হইতেছে। এইক্ষণে আমরা দেশবিদেশীয় সত্যসম্বাদ অনুসন্ধানপূর্ব্বক প্রকাশ করিয়া যাহা অসত্য তাহা পরিত্যাগপূর্ব্বক পাঠক মহাশয়েরদের মনঃসন্তোষ করণাভিপ্রায়ে সত্যপ্রদীপনামক এই সম্বাদ পত্র প্রকাশ করিতেছি। কোন অন্যায়াচরণের বিশ্বাস্য সংবাদ প্রাপ্ত হইলে তদাচারের দোষ প্রকাশ করণে কোনক্রমে শৈথিল্য করিব না পরন্ত ব্যক্তিবিশেষের গ্লানিও করিব না। ফলতঃ

এতদ্দেশীয় লোকেরদের সৎজ্ঞান ও গুণ যাহাতে বৃদ্ধি হয় এমত উপায় করা সত্যপ্রদীপের প্রধান অভিপ্রায়।

অনন্তর যে সকল আইন ও সদর আদালতের যে সমস্ত পত্র ও রিপোর্ট অর্থাৎ নজির ও সদর বোর্ড প্রভৃতির যে সকল পত্র পাঠ করিয়া পাঠক মহাশয়েরা সন্তুষ্ট হইতে পারেন তাহাও এই সত্যপ্রদীপ পত্রে প্রকাশ হইবেক ও তদ্বিষয়ে আমারদের ও পত্র প্রেরকেরদের উল্লেখ্য সকল কথা অবাধে প্রকাশ করিব। তদ্ভিন্ন উদ্যান ও ক্ষেত্র কর্ষণার্থ সভার যে কোন কার্য্যেতে কিম্বা প্রস্তাবেতে ভূম্যধিকারিরদের ও কৃষাণেরদের পরিশ্রমের লাঘব ও লভ্য সম্ভাবনা তাহা জ্ঞাত করাইব এবং পদার্থ ও শিল্প প্রভৃতি বিদ্যা সম্পর্কীয় নানারূপ প্রস্তাব বিদ্যার্থি মহাশয়েরদের সন্তোষার্থে প্রতি সপ্তাহে প্রকাশ করিব তন্মধ্যে যে২ কথা সহজে বোধগম্য নহে ব্যাখ্যার্থে তাহার প্রতিবিম্ব কখন২ প্রকাশ হইবেক।…

দেওয়ানী ফৌজদারীপ্রভৃতি যে পদে যিনি নিযুক্ত হন তাহার সম্বাদ ও সভ্য মহাশয়েরদের বিবাহ পরলোকপ্রাপ্ত্যাদির সম্বাদও লিখিব।

এক বৎসর পরে 'সত্যপ্রদীপে'র স্থলে শ্রীরামপুর হইতে 'সমাচার দর্পণ' পুনঃপ্রকাশিত হয়। 'সত্যপ্রদীপে'র শেষ সংখ্যার প্রকাশকাল—২৬ এপ্রিল ১৮৫১। এই সংখ্যায় প্রকাশিত "পাঠক মহাশয়বর্গের প্রতি সত্যপ্রদীপের বিনীতিপূর্ব্বক প্রণতি" এইরূপ :—

মদীয় বর্ত্তমান আকৃতি প্রকৃতি সমুচিত বচনাদি দর্শন পঠন বোধনার্থ আর মহাশয়েরদের সমীপস্থ হইবে না।…আগামী সপ্তাহে সমাচার দর্পণ সুবেশে মহামহিম পাঠকগণের সুচারু করকমলগত হইবেক। তাহাতে প্রদীপের প্রতিবিম্বও দর্পণে সংলগ্ন হইয়া দ্বিগুণ দীপ্তি প্রদর্শক হইবেক।

দূরবীক্ষণিকা (মাসিক)। জুন ১৮৫০।

১৮৫০ সনের জুন মাসে 'দূরবীক্ষণিকা' নামে একখানি মাসিক পত্র খিদিরপুর হইতে প্রকাশিত হয়। 'সংবাদ প্রভাকরে' (২ বৈশাখ ১২৫৮) প্রকাশ,—

আষাঢ়, ১২৫৭।…দূরবীক্ষণিকা নাম্নী এক মাসিক পত্রিকা প্রকটিতা হয়।

শ্রীরামপুরের 'সত্যপ্রদীপে' (৬ জুলাই ১৮৫০) 'দূরবীক্ষণিকা' সম্বন্ধে আরও কিছু সংবাদ পাওয়া যায় :—

দূরবীক্ষণিকা পত্র। খিদিরপুর নিবাসি শ্রীযুত দ্বারকানাথ মজুমদার মহাশয় উক্ত নামাঙ্কিত এক পত্রিকা আমারদের নিকটে প্রেরণ করিয়াছেন। ঐ পত্র এদেশীয় বিদ্যানুরাগি কতিপয় মহাশয়কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইতেছে এবং তাঁহারা তৎপ্রকাশের এই অভিপ্রায় লিখিয়াছেন। এই পত্র "নানাপ্রকার বিদ্যা দ্বারা পরিপূর্ণ হইবেক, অর্থাৎ ভূগোল, ভূতত্ত্ব, জ্যোতিষ, রত্নাকর, রসায়ন এবং পদার্থ প্রভৃতি নানা প্রকার বিদ্যা ইহার অঙ্গীভূত হইবেক। প্রাপ্তিমত অনেক দেশের—বিশেষতঃ ভারতবর্ষের—প্রাচীন এবং আধুনিক ইতিহাস প্রকাশ করা যাইবেক। কেবল নিয়মিত বিদ্যা মাত্র প্রচার দ্বারা দেশের সম্পূর্ণ মঙ্গলের সম্ভাবনা

নাই, এজন্য উপস্থিতমতে রাজসংক্রান্ত নানা প্রকার বিষয়েরও আন্দোলন করিতে হইবেক। যখন পত্রিকাকে 'দুরবীক্ষণিকা' নামে প্রণীত করিয়াছি, তখন দূরকে জ্ঞাপন করা আমারদিগের তাৎপর্য্য হইয়াছে ; অতএব ভারতবর্ষাদি প্রাচীন সাম্রাজ্যের প্রাচীন রাজনিয়ম এবং অবস্থার বিবরণ করিতেও যত্ন করিব।"...

সম্পাদকেরদের বিজ্ঞাপন দ্বারা দৃষ্ট হইতেছে তাঁহারা বিদ্যাঘটিত বাক্য ব্যাখ্যার্থে চিত্রও প্রকাশ করিবেন অথচ পত্রের মূল্য মাসিক।০ চারি আনা মাত্র...।

দুরবীক্ষণিকার প্রথম সংখ্যাতে সম্পাদক মহাশয়েরা বিদ্যার ক্রমশঃ ইতিহাস বিষয়ে সংক্ষেপে লিখিয়াছেন বিশেষতঃ ভারতবর্ষের মধ্যে অতিপূর্ব্ব কালে যে কবি ও জ্যোতির্বেত্তা ও গ্রন্থরচক প্রভৃতি ছিলেন তাঁহারদের কার্য্য বিষয়ে লিখিয়াছেন। পরে সূর্য্যগ্রহের বিষয়ে জ্যোতির্বেত্তারা যাহা প্রকাশ করিয়াছেন তাহার সার সংক্ষেপ লিখিয়াছেন।

সত্যার্ণব (মাসিক...)। জুলাই ১৮৫০।

'সংবাদ প্রভাকর,' 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' প্রভৃতিতে মাঝে মাঝে "খ্রীষ্টধর্ম্মের বিরুদ্ধ প্রসঙ্গ" থাকিত। এই কারণে মিসনরীদের পক্ষ হইতে ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে 'সত্যার্ণব' নামে একখানি মাসিক পত্রিকার আবির্ভাব হয়। প্রথম সংখ্যায় সম্পাদক লেখেন :—

...অদ্যাবধি মাসে২ "সত্যার্ণব" নামে এক পত্রিকা প্রকাশ করিব। ইংলণ্ডীয় ধর্ম্ম সভার কএক জন যাজক এই পত্রের অধ্যক্ষতা করিবেন, তাঁহারদের অভিমতানুসারে সকল কার্য্য নির্ব্বাহ হইবেক, তবে কার্য্যের সুগমার্থ এক জনের প্রতি সম্পাদকীয় ভার অর্পিত হইবেক। এই পত্রের প্রত্যেক সংখ্যায় ক্ষুদ্র২ অক্ষরে মুদ্রিত ১৬ পৃষ্ঠা থাকিবে, মাসিক মূল্য /১০ দেড় আনা মাত্র। এ পত্রের মধ্যে বিবিধ বিষয়ের প্রসঙ্গ করা যাইবে। যথা ১ ধর্ম্ম পুস্তকের ব্যাখ্যা এবং সংক্ষিপ্ত ভাষ্য। ২ ধর্ম্ম এবং ধর্ম্ম প্রচার সম্বন্ধীয় সংবাদ। ৩ জীবন বৃত্তান্ত এবং অন্যান্য ইতিহাস। ৪ গৌড়ীয় সমাচার পত্র হইতে উদ্ধৃত প্রস্তাব। ৫ ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় পুরাবৃত্ত। ৬ গৌড়ীয় ভাষায় রচিত পুস্তকের প্রসঙ্গ। ৭ বৈদান্তিক পৌরাণিক এবং মোসলমান ধর্ম্মের প্রসঙ্গ। ৮ বিদ্যা বিতরণের প্রসঙ্গ। ৯ প্রার্থনা পুস্তকের ব্যাখ্যা। ১০ পূর্ব্বতন বিষয়ের এবং বিবিধ স্থলের বর্ণনা। ১১ আয়ুর্বেদ প্রকরণ। ১২ স্বাভাবিক পদার্থ তত্ত্ব। ১৩ মাসিক সংবাদ।

'সত্যার্ণব' "নং ১৪৮ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রিট ভবনে বিদ্যাকল্পদ্রুম যন্ত্রে মুদ্রিত" হইত। ইহার প্রথম বর্ষের প্রত্যেক সংখ্যায় একখানি কাঠখোদাই চিত্র এবং দ্বিতীয় বর্ষ হইতে সকল সংখ্যায় দুই বা ততোধিক চিত্র থাকিত। 'সত্যার্ণব' সম্পাদন করিতেন পাদরি লং। 'সমাচার চন্দ্রিকা'য় (৩১ আষাঢ় ১২৫৮) প্রকাশ :—

এই পুস্তক শ্রীযুত রেবরণ্ড জে লাং সাহেব কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়া থাকে, তাহাতে বোধ হয় কয়েক জন বাঙ্গালি ভদ্র মনুষ্য তাঁহার সাহায্য করেন।

তৃতীয় কাণ্ড হইতে 'সত্যার্ণব' দ্বৈমাসিক (দুই মাস অন্তর) পত্রে পরিণত হয়; ১ম সংখ্যার শেষে এই বিজ্ঞাপন মুদ্রিত হইয়াছে :—

"বিজ্ঞাপন পত্রমেতৎ। সত্যার্ণব গ্রাহক মহাশয়দিগের প্রতি সমাদর পুরঃসর বিজ্ঞাপন করা যাইতেছে যে এই পত্র এতৎকালাবধি মাসি২ প্রচারিত না হইয়া মাসদ্বয়ান্তরে প্রকাশিত হইবে।...

'সত্যার্ণব' পাঁচ বৎসর চলিয়াছিল বলিয়া মার্ডক উল্লেখ করিয়াছেন।

সর্ব্বশুভকরী পত্রিকা (মাসিক)। আগষ্ট ১৮৫০।

১২৫৬ সালের ফাল্গুন মাসে কলিকাতা "ঠনঠনীয়ার ৺রামচন্দ্র চন্দ্রের ৫৮ সংখ্যক ভবনে" সর্ব্বশুভকরী সভা স্থাপিত হয়। সভার সভ্যগণ ১২৫৭ সালের ভাদ্র মাসে (আগস্ট ১৮৫০) 'সর্ব্বশুভকরী পত্রিকা' নামে মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। ইহার কণ্ঠদেশে এই শ্লোকটি শোভা পাইত :—

অশ্বমেধসহস্রঞ্চ সত্যঞ্চ তুলয়া ধৃতম্।
অশ্বমেধসহস্রাত্তু সত্যমেবাতিরিচ্যতে॥

পত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রথম সংখ্যায় এইরূপ লিখিত হইয়াছে :—

আমরা কএক জন বন্ধু একমতাবলম্বী হইয়া গত ফাল্গুন মাসে সর্ব্বশুভকরী নামে এক সভা স্থাপন করিয়াছি। সভাসংস্থাপনের মুখ্য অভিপ্রায় এই যে, বহু কালাবধি আমাদিগের দেশে কতগুলি কুরীতি ও কদাচার প্রচলিত আছে তদ্দ্বারা এতদ্দেশের বিষম অনিষ্ট ঘটিতেছে ও কালক্রমে সর্ব্বনাশ ঘটিবারও সম্ভাবনা আছে। যাহাতে এই সমস্ত কুরীতি ও কদাচার চিরদিনের নিমিত্ত হতাদর ও দুরীভুত হয় সাধ্যানুসারে তদ্বিষয়ে যত্ন করা যাইবেক। কিন্তু এই সঙ্কল্পিত অসাধ্যসাধন বিষয়ে সর্ব্বশুভকরী কত দূর পর্য্যন্ত কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন তাহা জগদীশ্বর জানেন। আমরা এই যে দুঃসাধ্য মহৎ ব্যাপারে হস্তার্পণ করিবার মানস করিয়াছি পত্রিকা প্রচার তৎসমাধানের এক প্রধান উপায় বোধ হওয়াতে এই পত্রিকা প্রচার করিতে আরম্ভিলাম। এবং ইহাকে সভার প্রতিরূপ স্বরূপ বিবেচনা করিয়া তদীয় সর্ব্বশুভকরী নাম দ্বারাই ইহার নামকরণ করিলাম।

কি প্রাচীন কি নব্য উভয় সম্প্রদায়ের লোকেরি স্বীকার করা উচিত যে কৌলীন্যব্যবস্থা, বিধবাবিবাহ প্রতিষেধ, অল্পবয়সে বিবাহ প্রভৃতি যে কতিপয় অতি বিষম অশেষদোষাকর কুৎসিত নিয়ম প্রচলিত আছে তৎসমুদায় নিরাকৃত হইলে এতদ্দেশের অনেক দুরবস্থা মোচন ও মঙ্গল লাভ হইতে পারে। উল্লিখিত বিষয়সমূহ দ্বারা কত প্রকার অনিষ্ট ঘটিতেছে ইহা প্রায় সকল লোকেরি হৃদয়ঙ্গম আছে। এবং এই পত্রিকাতেও ক্রমে ক্রমে তৎসমুদায় সবিস্তর প্রকটিত করা যাইবেক...।

'সর্ব্বশুভকরী পত্রিকা'র প্রত্যেক সংখ্যায় ১০ পৃষ্ঠা পরিমাণ একটি দীর্ঘ রচনা স্থান

পাইত। ইহার মাসিক চাঁদা সম্বন্ধে পত্রিকার শেষ পৃষ্ঠায় এই সম্পাদকীয় বিজ্ঞাপন মুদ্রিত হইত :—

> এই পত্রিকার মূল্যের বিষয়ে সর্ব্বশুভকরী সভা কোন নিয়ম নির্দ্ধারণ না করিয়া গ্রাহক মহাশয়দিগকে জানাইতেছেন, তাঁহারা শ্রদ্ধা করিয়া মাসিক ।০ চারি আনার অন্যূন যে কিছু দান করিতে ইচ্ছা করিবেন পত্র দ্বারা তাহা সম্পাদকের বিদিত করিবেন। এবং তাঁহাদিগের সেই দান সর্ব্বশুভকরী সভা সাতিশয় আদরপূর্ব্বক প্রতিগ্রহণ করিবেন।...শ্রীমতিলাল চট্টোপাধ্যায়। সম্পাদক।

'সর্ব্বশুভকরী পত্রিকা'র প্রথম সংখ্যায় "বাল্যবিবাহের দোষ" ও দ্বিতীয় সংখ্যায় "স্ত্রীশিক্ষা" নামে প্রবন্ধ আছে। প্রথমটি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ও দ্বিতীয়টি মদনমোহন তর্কালঙ্কারের রচনা বলিয়া শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন 'বিদ্যাসাগর জীবনচরিতে' উল্লেখ করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে বিদ্যাসাগর ও মদনমোহনই পত্রিকাখানির প্রতিষ্ঠাতা; মতিলাল চট্টোপাধ্যায় নামে সম্পাদক ছিলেন। 'রাজনারায়ণ বসুর আত্ম-চরিতে' প্রকাশ :—

> ইনি [মদনমোহন তর্কালঙ্কার] ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় 'সর্ব্বশুভকরী' নামে পত্রিকা বাহির করেন। এই পত্রিকাতে স্ত্রীশিক্ষার আবশ্যকতা বিষয়ে একটি প্রস্তাব তর্কালঙ্কার মহাশয় লিখিয়াছিলেন। স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ক ঐরূপ উৎকৃষ্ট প্রস্তাব অদ্যাপি বঙ্গভাষায় প্রকাশিত হয় নাই।* তর্কালঙ্কার মহাশয় বিল্বগ্রামের একজন ভট্টাচার্য্য হইয়া সমাজ-সংস্কার কার্য্যে যেরূপ উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তজ্জন্য তিনি সহস্র সাধুবাদের উপযুক্ত।

প্রথম দুই সংখ্যা পত্রিকা প্রকাশিত হইবার পর সর্ব্বশুভকরী সভায় গণ্ডগোল উপস্থিত হয়। "সভার বীজস্বরূপ বাবু তারকনাথ দত্তের সহিত সভ্যগণ অকৌশল করিলেন।" 'সর্ব্বশুভকরী পত্রিকা'র তৃতীয় সংখ্যা ১৮৫১ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে ও চতুর্থ সংখ্যা এপ্রিল মাসে প্রকাশিত হইয়াছিল। এই দুই সংখ্যার বিষয়বস্তু সম্বন্ধে সমসাময়িক পত্রে এইরূপ উল্লেখ পাওয়া যায় :—

> সর্ব্বশুভকরী পত্রিকার তৃতীয় সংখ্যায় মাংসাহারের বিরুদ্ধে যে এক সুদীর্ঘ ও যুক্তিসিদ্ধ প্রস্তাব প্রকাশ হইয়াছিল...। ('সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়,' ৩ মার্চ ১৮৫১)
>
> আমরা গত দিবস বৈকালে 'সর্ব্বশুভকরী পত্রিকা'র চতুর্থ সংখ্যা প্রাপ্ত হইলাম, তাহা কেবল মদ্য এবং মাদকদ্রব্যে পরিপূরিত হইয়াছে। ('সংবাদ প্রভাকর,' ২৬ এপ্রিল ১৮৫১)

১৮৫১ সনেই 'সর্ব্বশুভকরী পত্রিকা'র প্রচার রহিত হয়। চার বৎসর পরে ১৮৫৫ সনে উহা পুনঃপ্রকাশিত হইয়াছিল। বিলাতের ব্রিটিশ মিউজিয়মে এক খণ্ড 'সর্ব্বশুভকরী পত্রিকা' আছে; তাহা "১ম খণ্ড। ৩য় সংখ্যা। শ্রাবণ ১২৬২। ইং আগষ্ট ১৮৫৫।" ইহার আখ্যা-পত্রে মুদ্রিত প্রবন্ধ-সূচি এইরূপ :—

> 1. The present state of the Medical science of the Country; 2. The Establishment of a Vernacular Library; 3. The Long Life; 4. The British Indian Association; 5. The new Law; 6. The Idleness; 7. The Price Current.

* এই প্রবন্ধটি ত্রয়োদশ-সংখ্যক 'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা'য় পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে।

১১ আগষ্ট ১৮৫৬ তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' ২য় খণ্ড, ৩য় সংখ্যা 'সর্ব্বশুভকরী পত্রিকা'র সমালোচনা-প্রসঙ্গে গুপ্ত-কবি এইরূপ মন্তব্য করেন :—

> 'সর্ব্বশুভকরী' নাম্নী মাসিক পত্রিকার তৃতীয় সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়া পাঠানন্তর পরমানন্দ লাভ করিলাম, ঐ পত্রের রচনা অতি উত্তম এবং তাহাতে উত্তম উত্তম প্রবন্ধ সকল প্রকটিত হইতেছে, প্রার্থনা করি এই 'সর্ব্বশুভকরী' সর্ব্বশুভকরী হইয়া চিরস্থায়িনী হউক।

সংবাদ সুধাংশু (সাপ্তাহিক)। সেপ্টেম্বর ১৮৫০।

১৮৫০ সনের সেপ্টেম্বর মাসে পাদরি কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় 'সংবাদ সুধাংশু' নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত হয়। 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়ে' (১০ সেপ্টেম্বর ১৮৫০) প্রকাশ,—

> আমরা সংবাদ সুধাংশু নামক নূতন প্রকাশিত সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র প্রাপ্ত হইয়া পাঠানন্তর আহ্লাদিত হইলাম,...সম্পাদক মহাশয় পত্রের [মাসিক] মূল্য চারি আনামাত্র অবধারিত করিয়াছেন।

'সংবাদ সুধাংশু' পত্রের প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত অনুষ্ঠানীয় প্রস্তাবের অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত করিতেছি :—

> আমরা পরম পরাৎপর জগৎকর্ত্তার নাম স্মরণ করত অদ্যাবধি সংবাদ সুধাংশু নামে সাপ্তাহিক সমাচার পত্র প্রকাশারম্ভ করিলাম। আমারদের বাসনা এই যে সর্ব্ব বিষয়ে জগদীশ্বরের মহিমা বিস্তার এবং স্বদেশীয় লোকের মঙ্গল বর্দ্ধন হয় সুতরাং এই নব পত্রিকাকে পরমেশ্বরের মহিমা বিস্তারের এবং স্বদেশের মঙ্গল বর্দ্ধনের উপযোগিনী করাই আমারদের অভিপ্রেত ; এই অভিপ্রায়ানুসারে আমরা সর্ব্বদা সত্য স্থাপন পূর্ব্বক তত্ত্ব নিরূপণ এবং মিথ্যার উন্মূলন করিতে যত্ন করিব, অপর মাৎসর্য্য পরিহার পুরঃসর যাহা যথার্থ তাহাই লিপিবদ্ধ করিব, পাঠকবর্গের বিড়ম্বনার্থ অলীক বচনেতে লেখনী নিযুক্ত করিব না। আমরা খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মাবলম্বী, খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের শাসন প্রায় কাহার অগোচর নাই, অনেকেই তদ্ধর্ম্মের উপদেশ এবং রীতিনীতির প্রশংসা করিয়া থাকেন, অতএব অধিক কি লিখিব সেই নীত্যনুযায়ি সরলতাচরণ করাই আমারদের প্রতিজ্ঞা। এই পত্রিকা আপাততঃ ছয় প্রকরণে বিভক্ত হইবে। ১ সম্পাদকীয় উক্তি। ২ প্রেরিত পত্র। ৩ নূতন২ গ্রন্থের বিবরণ। ৪ সাহিত্যাদি প্রকরণ। ৫ অতীত সপ্তাহের সমাচার। ৬ আগামি সপ্তাহের পঞ্জিকা। কিন্তু আমাদের এমত প্রতিজ্ঞা নহে যে প্রত্যেক পত্রেই উল্লেখিত প্রকরণ সকল নিয়ত থাকিবে কেননা প্রেরিত পত্র অথবা নূতন২ গ্রন্থের বিবরণ নিত্য নয় তাহা নৈমিত্তিক মাত্র কেহ পত্র না পাঠাইলে অথবা নূতন গ্রন্থ রচনা না করিলে ঐ দুই প্রকরণ থাকিবার সম্ভাবনা নাই। অপর সাহিত্যাদি প্রকরণে জ্ঞানের কথাও থাকিবে অর্থাৎ তাহাতে পুরাবৃত্ত পদার্থতত্ত্বপ্রভৃতি বিবিধবিদ্যা বিষয়ক প্রবন্ধ রচিত অথবা অনুবাদিত হইবে। (১৪ সেপ্টেম্বর ১৮৫০ তারিখের 'সত্যপ্রদীপে' উদ্ধৃত)

এগার মাস চলিবার পর ২ আগষ্ট ১৮৫১ তারিখে এই সাপ্তাহিক পত্রের প্রচার রহিত হয়। পরবর্তী ৫ই আগষ্ট 'সংবাদ প্রভাকর' লিখিয়াছিলেন :—

আমরা অতিশয় আক্ষেপ পূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি যে আমারদিগের অভিনব সাপ্তাহিক সহযোগি সংবাদ সুধাংশু প্রকাশক মহাশয় স্বীয় পত্র রহিত করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে তিনি যে এক ঘোষণাপত্র প্রকাশ করেন তাহা আমরা নিম্নভাগে গ্রহণ করিলাম।

"সংবাদ সুধাংশু। শনিবার ১৮ শ্রাবণ ১২৫৮।—সম্প্রতি সংবাদ সুধাংশু স্থগিত হইল, এক্ষণে আর প্রকাশিত হইবে না। আমরা ছয় মাস পর্য্যন্ত সম্পাদকীয় কার্য্য করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, সে প্রতিজ্ঞা পালন করিয়া একাদশ মাস কাল পাঠকবর্গের সেবা করিয়াছি, কিন্তু অদ্যাবধি তৎকর্ম্মে অবসর প্রার্থনা করিতে হইল।"

সংবাদ বৰ্দ্ধমান (সাপ্তাহিক)। সেপ্টেম্বর ১৮৫০।

১৮৫০ সনের ২৩এ (?) সেপ্টেম্বর বর্দ্ধমান হইতে 'সংবাদ বর্দ্ধমান' প্রকাশিত হয়। এই সাপ্তাহিক সংবাদপত্র বর্দ্ধমান-রাজের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদকত্বে প্রচারিত হইত। ইহার আবির্ভাবে আনন্দ জ্ঞাপন করিয়া 'সংবাদ বর্দ্ধমান জ্ঞানপ্রদায়িনী' (১২ আশ্বিন ১২৫৭, শুক্রবার) লেখেন :—

সংবাদ বর্দ্ধমান।—গত সোমবার সন্ধ্যার সময় আমরা সংবাদ বর্দ্ধমান পত্র প্রাপ্ত হইয়া আহ্লাদ সাগরে নিমগ্ন হইলাম সম্পাদক মহাশয় বহু বাহুল্য ব্যয়ে নূতন অক্ষর ও উত্তম নক্সা ও প্রেস প্রভৃতি আনিয়া পত্রকে উৎকৃষ্ট রচনায় রচিত করিয়া গ্রাহকদিগকে সন্তুষ্ট করিয়াছেন। অতএব আমরাও তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিলাম। (৫ অক্টোবর ১৮৫০ তারিখের 'সত্যপ্রদীপে' উদ্ধৃত)

কয়েক বৎসর চলিবার পর 'সংবাদ বর্দ্ধমান' রহিত হয়। ১৮৫৮ সনের মার্চ মাসে ইহা পুনঃপ্রকাশিত হইয়াছিল; 'অরুণোদয়' পত্রে (১ এপ্রিল ১৮৫৮) প্রকাশ :—

পাক্ষিক সংবাদ।—…'সংবাদ বর্দ্ধমান' নামক এক পত্রিকা দেখিয়া আমরা আহ্লাদিত হইলাম।

জীবিত ও মৃত সাময়িক-পত্র—এপ্রিল, ১৮৫১

১৪ এপ্রিল ১৮৫১ (২ বৈশাখ ১২৫৮) তারিখের 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়ে' প্রচলিত ও তিরোধানপ্রাপ্ত সাময়িক-পত্রের একটি তালিকা প্রকাশিত হয়; উহা এইরূপ :—

আমাদিগের এই পত্র পরমেশ্বরানুকম্পায় এবং গ্রাহকবর্গ ও বন্ধু বান্ধব মহাশয়দিগের অনুগ্রহে এবং সংবাদপত্র সম্পাদক মহোদয়গণের আনুকূল্যে ক্রমে মাসিক সাপ্তাহিক হইয়া পরে দৈনিক হইয়াছে…। আমরা এ স্থলে সংবাদ পত্রের ও অন্যান্য যন্ত্রালয়ের তালিকা পাঠকবর্গের গোচর নিমিত্ত নিম্নে প্রকাশ করিলাম।…

	সংবাদ পত্রের নাম	সম্পাদক ও যন্ত্রাধ্যক্ষের নাম	নিবাস ও মাসিক মূল্য	
প্রাত্যহিক ।—	সংবাদ প্রভাকর	শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত	শিমুল্যা	১
	" পূর্ণচন্দ্রোদয়	" অদ্বৈতচন্দ্র আঢ্য	আমড়াতলা	১
দিনান্তরিক ।—	সংবাদ ভাস্কর	" গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ	শোভাবাজার	১
	" রসসাগর	" রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়	চোরবাগান	॥০
অৰ্দ্ধ-সাপ্তাহিক ।—	সমাচার চন্দ্রিকা	" রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়	আড়পুলি	১
	সংবাদ রসরাজ	" গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য	শোভাবাজার	॥০
	" সজ্জনরঞ্জন	" গোবিন্দচন্দ্র গুপ্ত	পাথুরিয়াঘাটা	।০
	বৰ্দ্ধমান জ্ঞানপ্রদায়িনী	" বিশ্বেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়	বৰ্দ্ধমান	॥০
সাপ্তাহিক ।—	সংবাদ সাধুরঞ্জন	" ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত	শিমুল্যা	।০
	" সুধাংশু	" কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	শিমুলিয়া	।০
	গবর্ণমেণ্ট গেজিট	" জান মাস মন সাহেব	শ্রীরামপুর	১
	সত্যপ্রদীপ	" টৌনসেণ্ড সাহেব	শ্রীরামপুর	॥০
	সংবাদ বৰ্দ্ধমান	" কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	বৰ্দ্ধমান	॥০
	" বৰ্দ্ধমান চন্দ্রোদয়		ঐ	॥০
	রঙ্গপুর বাৰ্ত্তাবহ	" গুরুচরণ শৰ্ম্ম রায়	রঙ্গপুর	॥০
অৰ্দ্ধ মাসিক ।—	নিত্যধৰ্ম্মানুরঞ্জিকা	" নন্দকুমার কবিরত্ন	পাথুরিয়াঘাটা	।০
মাসিক ।—	তত্ত্ববোধিনী	" দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	যোড়াসাকো	১
	কৌস্তভকিরণ	" রাজনারায়ণ মিত্র	শোভাবাজার	১
	উপদেশক	" পাদ্রি জে. তামস সাহেব	বাহির রাস্তা	৵০
	সত্যার্ণব	" পাদ্রি জে, লং সাহেব	মৃজাপুর	⁄১০
	সৰ্ব্বশুভকরী	" মতিলাল চট্টোপাধ্যায়	বহুবাজার	।০

তিরোধান প্রাপ্ত।

সাপ্তাহিক।—সংবাদ কৌমুদী…রাজা রামমোহন রায়। সংবাদ তিমির নাশক…কৃষ্ণমোহন দাস। সংবাদ সুধাকর…প্রেমচাঁদ রায়। সংবাদ রত্নাকর…ব্রজমোহন সিংহ। সংবাদ সারসংগ্রহ…বেণীমাধব দে। সংবাদ রত্নাবলী…মহেশচন্দ্র পাল। অনুবাদিকা…প্রসন্নকুমার ঠাকুর। সমাচার দর্পণ…জান মার্সমন সাহেব। ভগবতীচরণ চট্টোপাধ্যায়। মহাজন দর্পণ…জয়কালী বসু। সমাচার সভারাজেন্দ্র…মৌলবী আলিমোল্লা। সংবাদ সুধাসিন্ধু…কালীশঙ্কর দত্ত। সংবাদ গুণাকর…গিরিশচন্দ্র বসু। সংবাদ মৃত্যুঞ্জয়ী…পার্ব্বতীচরণ দাস। সংবাদ দিবাকর…গঙ্গানারায়ণ বসু। সংবাদ নিশাকর…নীলকমল দাস। সংবাদ মুক্তাবলী…কালীকান্ত ভট্টাচার্য্য। জ্ঞানান্বেষণ…রসিককৃষ্ণ মল্লিক। সংবাদ সৌদামিনী…কৃষ্ণহরি বসু। বঙ্গদূত…ভোলানাথ সেন। জ্ঞানাঞ্জন…চৈতন্যচরণ অধিকারি। বেঙ্গাল স্পেক্টেটর…রামগোপাল ঘোষ। ভক্তিসূচক…রামনিধি দাস।

পাষণ্ডপীড়ন…ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। আক্কেল গুড়ুম…ব্রজনাথ বন্ধু। সংবাদ রাজরাণী…গঙ্গানারায়ণ বসু। সংবাদ কাব্যরত্নাকর…ভারতচন্দ্র ভট্টাচার্য্য। সমাচার জ্ঞানদর্পণ…উমাকান্ত ভট্টাচার্য্য। বারাণসী চন্দ্রোদয়…উমাকান্ত ভট্টাচার্য্য। ভৈরবদণ্ড…উমাকান্ত ভট্টাচার্য্য। সংবাদ ভারতবন্ধু…শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। সংবাদ মনোরঞ্জন…গোপালচন্দ্র দে। সংবাদ সুজনরঞ্জন…হেরম্বচরণ মুখোপাধ্যায়। সংবাদ দিগ্বিজয়…দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়। জগদুদ্দীপক ভাস্কর…মৌলবী বজরআলি। মুরশিদাবাদ পত্রিকা…রাজা কৃষ্ণনাথ রায়। সংবাদ রত্নবর্ষণ…মাধবচন্দ্র ঘোষ। জ্ঞানদীপিকা…ভগবতীচরণ চট্টোপাধ্যায়। জ্ঞানসঞ্চারিণী পত্রিকা…গঙ্গানারায়ণ বসু। অরুণোদয়…পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়। সংবাদ রসমুদ্গর…গোবিন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। সংবাদ জ্ঞানরত্নাকর…বিশ্বম্ভর কর। সংবাদ ভৃঙ্গদূত…নীলকমল দাস। সংবাদ কৌস্তুভ…মহেশচন্দ্র ঘোষ। সংবাদ সুজনবন্ধু…নবীনচন্দ্র দে।

অর্দ্ধ-মাসিক।—দুর্জ্জনদমন মহানবমী…ঠাকুরদাস বসু।

মাসিক।—হিন্দুধর্ম্ম চন্দ্রোদয়…হরিনারায়ণ গোস্বামী। শাস্ত্র প্রকাশ…লক্ষ্মীনারায়ণ ন্যায়ালঙ্কার। বিদ্যাদর্শন…অক্ষয়কুমার দত্ত। সত্যসঞ্চারিণী…শ্যামাচরণ বসু। জগদ্বন্ধু পত্রিকা…সীতানাথ ঘোষ। বিজ্ঞানসেবধি…গঙ্গাচরণ সেন। জ্ঞানসিন্ধু তরঙ্গ…রসিককৃষ্ণ মল্লিক। জ্ঞানোদয়…রামচন্দ্র মিত্র। রসরত্নাকর। দুরবীক্ষণিকা।

এই "মুদ্রাঙ্কন যন্ত্রে"র ও "তিরোধানপ্রাপ্ত" পত্রের তালিকা অনূদিত হইয়া প্রথমে 'ইংলিশম্যানে' (২২ এপ্রিল ১৮৫১) ও পরে 'ইংলিশম্যান' হইতে 'ফ্রেণ্ড-অব-ইণ্ডিয়া'য় (১ মে ১৮৫১) মুদ্রিত হয়।

জ্ঞানদর্শন (পাক্ষিক)। ১৩ মে ১৮৫১।

"পাথুরিয়াঘাটা মৃত শিবচরণ ঠাকুরের বাটী" হইতে শ্রীপতি মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় 'জ্ঞানদর্শন' নামে পাক্ষিক পত্র প্রকাশিত হয়। ইহার প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল—১৩ মে ১৮৫১। পরবর্ত্তী ১৮ই মে 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' লেখেন :—

> জ্ঞানদর্শন নামক পাক্ষিক পত্র প্রকাশের যে অনুষ্ঠান হইতেছিল বর্ত্তমান জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথমাবধি তাহা কার্য্যতঃ সম্পন্ন হইতে আরম্ভ হইয়াছে। জ্ঞানদর্শনের প্রথম সংখ্যা ক্ষুদ্র পুস্তকাকারে মুদ্রিত করণানন্তর তৎসম্পাদক মহোদয় কর্তৃক এক খণ্ড অস্মৎ সমীপে প্রেরিত হইয়াছিল, আমরা তাহা পাঠ করিয়া দেখিলাম পত্র বাস্তবিক জ্ঞানদর্শনই বটে অর্থাৎ স্বদেশের হিত বিষয়ে ও অন্যান্য বিষয়ে যাহাতে জ্ঞান বৃদ্ধি হইতে পারে এমত২ প্রস্তাব দ্বারাই উক্ত পত্র পরিপূর্ণ হইয়াছে…।

'জ্ঞানদর্শনে'র একটি মাত্র সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়।

কাশীবার্ত্তাপ্রকাশিকা (পাক্ষিক…)। ১ জুন ১৮৫১।

'বারাণসী চন্দ্রোদয়ে'র অভাব দূরীকরণার্থ কাশীদাস মিত্রের* সম্পাদনায় লিথোয় মুদ্রিত 'কাশীবার্ত্তাপ্রকাশিকা' নামে পাক্ষিক পত্রের আবির্ভাব হয়। ইহার প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল—১ জুন ১৮৫১ (১৯ জ্যৈষ্ঠ ১২৫৮)। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তৎসম্পাদিত 'সংবাদ প্রভাকরে' (১২ জুন ১৮৫১) লেখেন :—

> আমরা সাতিশয় আহ্লাদপূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি যে বাঙ্গালা বর্ত্তমান শকের [১৭৭৩] ১৯ জ্যৈষ্ঠ দিবসে শ্রীশ্রী৺বারাণসীস্থ বাগোবাহার নামক প্রস্তরের যন্ত্র হইতে বাবু কাশীদাস মিত্র কর্ত্তৃক 'কাশীবার্ত্তা প্রকাশিকা' নাম্নী এক অভিনব পাক্ষিক পত্রী প্রকটিতা হইয়াছে, ইহার মাসিক মূল্য ।।০ মাত্র।

'কাশীবার্ত্তাপ্রকাশিকা'র কণ্ঠে এই শ্লোকটি মুদ্রিত হইত :—

কাশী ধন্যতমা বিমুক্তিনগরী সালঙ্কৃতা গঙ্গয়া, যত্রান্তে মণিকর্ণিকা শুভকরী মুক্তির্হি তৎকিঙ্করী
স্বর্লোকস্তুলিতঃ সহৈব বিবুধৈঃ কাশ্যাঃ সমং ব্রহ্মণা, কাশী ক্ষৌণিতলে স্থিতা গুরুতরা স্বর্গো লঘুঃ খে-গতা।

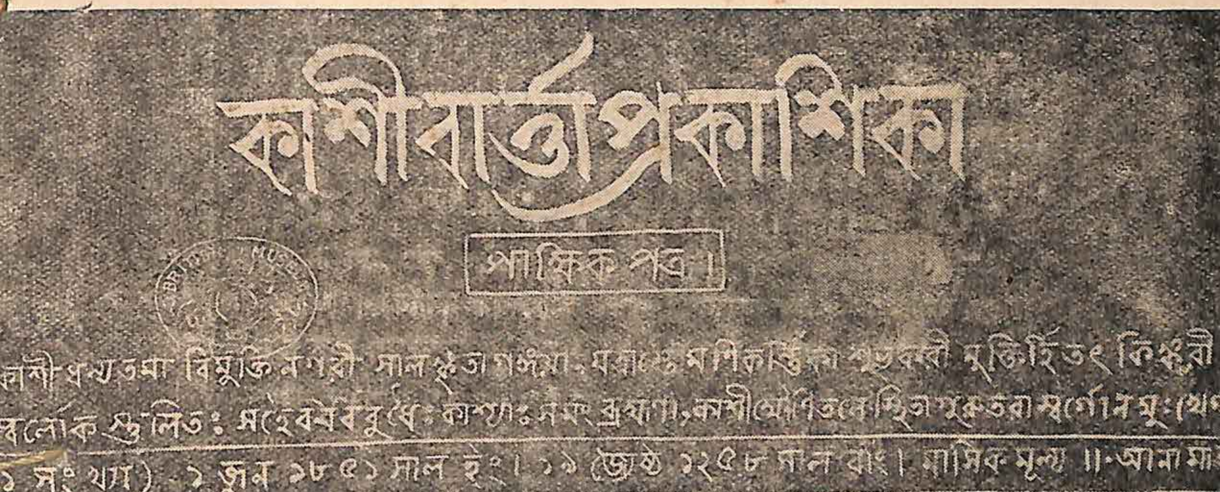
ইহার প্রথম সংখ্যায় মুদ্রিত সম্পাদকীয় বিজ্ঞাপনটি উদ্ধৃত করিতেছি ; ইহা হইতে পত্রিকা-প্রচারের উদ্দেশ্য জানা যাইবে :—

> আমারদিগের 'বারাণসী চন্দ্রোদয়' পত্রের বৎসরাবধি অজ্ঞাতবাস থাকাতে পাঠকবৃন্দ সন্দেহ করিয়া থাকিবেন, যে চন্দ্রোদয় বুঝি নিবিড় নীরদাচ্ছন্ন হইয়া চিরকালের জন্য শূন্যপথে লুপ্ত হইলেন ; কিন্তু তাহা নহে, তাঁহার অন্তর্হিত হওনের নিগূঢ় অত্ত্ব কথনে আমরা প্রবৃত্ত হইতেছি, সর্ব্বসাধারণ জনগণ শ্রবণ করিয়া মনের সন্দেহ ভঞ্জন করিবেন ; পাঠক মহাশয়-দিগের স্মরণ থাকিতে পারে, কলিকাতা নগরে 'রসমুদ্গর' নামে এক অভিনব পত্র প্রভাকরের ঔরসে সাগরসভাগর্ভজাত ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র শিষ্টস্বভাব পরিত্যাগপূর্ব্বক জনকের প্রতি কোপদৃষ্টি করিয়াছিল ; অবশেষে মৃত্যু নিকট সময়ে বিকটাকারে কাশীর প্রতি কটাক্ষ করিবাতে, বারাণসী চন্দ্রোদয় স্বয়ং ঐ দুগ্ধপোষ্য শিশুর সমভিব্যাহারে সমরে প্রবর্ত্ত না হইয়া 'ভৈরবদণ্ড' নামক এক ষণ্ড সন্তান প্রসব করিয়া ভণ্ড মুদ্গরের সমোচিত দণ্ড করিলেন ; পরে ঐ বিজয়ী বালকের পরলোক হওয়াতে 'চন্দ্রোদয়' শোকসাগরে মগ্ন হইয়া আপনার অল্পায়ুবিকল্পে কায়াকল্পদ্বারা নূতন কলেবর ধারণপূর্ব্বক নবীন নাম যথা 'কাশীবার্ত্তাপ্রকাশিকা' নামে আখ্যাত হইয়া নব অনুরাগে বিখ্যাত হইয়াছেন ; আমরা ভরসা করি পাঠক মহাশয়েরা পুরাতন চন্দ্রোদয়াপেক্ষা অভিনব 'কাশীবার্ত্তাপ্রকাশিকা' পত্রের বিবিধ সুচারু সংবাদ পাঠে পরিতৃপ্ত হইতে পারিবেন।

---

* ইনি কাশী হইতে 'আফতাবি হিন্দ' নামে একখানি উর্দ্দু সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন :—"কাশীবার্ত্তা প্রকাশিকা সম্পাদক বাবু কাশীদাস মিত্র কাশীযন্ত্রে কাশীধামে উর্দ্দূ ভাষায় পারস্য অক্ষরে 'আফতাবিহিন্দ' নামে এক অভিনব সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র প্রকটন করিয়াছেন।" ('সংবাদ প্রভাকর,' ২০ জানুয়ারি ১৮৫২)

এই বারাণসীধামে তিন সহস্রাধিক বঙ্গদেশীয় মনুষ্যের বসবাস হইয়াছে, তন্মধ্যে অনেকে ধনশালী, গুণশীল, ধর্ম্মপরায়ণ, বিজ্ঞ, বিচক্ষণ, সর্ব্বদা ধর্ম্মকর্ম্ম অনুষ্ঠানে বেদ পুরাণাদি শ্রবণে দৈবোৎসবে উল্লাসার্ণবে চিত্তকে নিত্য রাখিয়া কাল যাপন করিতেছেন, ও বৈষয়িক ব্যবহারেও যথাসাধ্যব্যয়ে আমোদ প্রমোদে স্বচ্ছন্দে আনন্দের ভাজন হইয়াছেন; কিন্তু এই জনমণ্ডলি সমাজমধ্যে সাধারণের সংকারজনক কোন সংবাদপত্র বঙ্গভাষায় প্রচার না থাকাতে মহা আক্ষেপের বিষয় কহিতে হয়, অতএব আমরা বিশেষ আলোচনা করিয়া 'কাশীবার্ত্তাপ্রকাশিকা' নাম্নী এই অভিনব পত্রিকা প্রকাশে যত্নযুক্ত হইলাম…"


কাশীবার্ত্তাপ্রকাশিকা

পাক্ষিক পত্র।

১ সংখ্যা) ১ জুন ১৮৫১ সাল ইং। ১৯ জ্যৈষ্ঠ ১২৫৮ সাল বাং। মাসিক মূল্য ।৷০ আনা মা

['কাশীবার্ত্তাপ্রকাশিকা' পত্রের প্রথম সংখ্যার শিরোভাগ]

১৮৫৩ সনের জানুয়ারি মাস হইতে 'কাশীবার্ত্তাপ্রকাশিকা' সাপ্তাহিক রূপ ধারণ করে :—

আমরা পরমাহ্লাদের সহিত কাশীবার্ত্তা দৃষ্টে প্রকাশ করিতেছি যে আমাদিগের বিজ্ঞ প্রবীণ কাশী মুক্তিভূমিস্থ সহযোগি মহাশয় পাক্ষিকী পত্রিকা সাপ্তাহিক করিতে স্থির করিয়া আগামি জানুয়ারি মাসাবধি প্রতি ইংরাজী মাসের ১।৮।১৫।২২ বাসরে প্রকাশারম্ভ করিবেন তাহাতে বিজ্ঞবর যেরূপ পরিপাটি করিয়া পাত্রীয় কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া থাকেন তদনুসারে তাঁহার অবশ্যই শ্রমের আধিক্যতা হইবেক, কিন্তু দেশহিতৈষি স্বভাবপ্রযুক্ত পত্রের পূর্ব্ব যেরূপ মাসিক ৷৷০ আনা বা বার্ষিক ৫ টাকা মূল্যাবধারিত ছিল তাহাতেই পত্র বিস্তৃত করিবেন, সুতরাং ধন্যবাদের ভাজন হইলেন। এবঞ্চ আমরা কাশীপতির নিকট প্রার্থনা করি যে তিনি যেরূপ শ্রীযুত বাবু কাশীদাসের প্রতি অনুকূল আছেন তদ্রূপ অনুকম্পায় কাশী বাবুর মানস সফল করেন।…শং। (২৫ ডিসেম্বর ১৮৫২ তারিখের 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়ে' উদ্ধৃত)

ইহার কিছু দিন পরেই 'কাশীবার্ত্তাপ্রকাশিকা'র প্রচার রহিত হয়। ১৮৫৮ সনে পত্রিকাখানি পুনর্জীবিত হইয়াছিল। 'সংবাদ প্রভাকরে' (৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৮) প্রকাশ :—

> 'কাশীবার্ত্তাবহ' পত্র পুনর্ব্বার প্রকটিত হইয়া অতি উত্তমরূপে নিষ্পাদিত হইতেছে,...।

গোবিন্দচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ইহার সম্পাদক ছিলেন। 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়ে' (১৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৭০) প্রকাশিত একখানি প্রেরিত পত্রে "শ্রীগোবিন্দচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। বিলুপ্ত কাশীবার্ত্তাপ্রকাশিকা সম্পাদক" নাম পাইতেছি।

সংবাদ জ্ঞানোদয় (সাপ্তাহিক)। ৭ জুন ১৮৫১।

'সংবাদ জ্ঞানোদয়' একখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র। ইহার প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল— ৭ জুন ১৮৫১ (২৫ জ্যৈষ্ঠ ১২৫৮)। পরবর্ত্তী ১১ই জুন 'সংবাদ প্রভাকর' লিখিয়াছিলেন :—

> আমরা গত দিবসীয় প্রভাকরে সংবাদ জ্ঞানোদয় নামক এক অভিনব সাপ্তাহিক সংবাদ পত্রের কেবল নামোল্লেখ করিয়াছিলাম, অদ্য পাঠকগণের গোচর করিতেছি, যে বাবু চন্দ্রশিখর মুখোপাধ্যায় মহাশয় তৎপত্রের সম্পাদকীয় কর্ম্মের ভার গ্রহণ করিয়াছেন, ১২৫৮ সালের ২৫ জ্যৈষ্ঠ শনিশ্চরবাসরে ইহার জন্ম হইয়াছে, পরে যথানিয়মে প্রতি শনিবারে প্রকটিত হইবেক, এই পত্রের মাসিক বেতন ।৹, অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৪ টাকা।

এক বৎসর চলিয়া 'সংবাদ জ্ঞানোদয়ে'র প্রচার রহিত হয়। পর-বৎসর ভাদ্র মাসে (আগষ্ট ১৮৫২) ইহা পুনঃপ্রকাশিত হইয়াছিল। 'সংবাদ প্রভাকরে' (১ বৈশাখ ১২৬০) প্রকাশ :—

> ভাদ্র, ১২৫৯।...জ্ঞানোদয় নামক পত্র পুনঃপ্রকাশ হয়।

এবারও এক বৎসর যাইতে-না-যাইতেই পত্রিকাখানি লুপ্ত হয়। ১৮৫৫ সনের ১৩ই জানুয়ারি 'সংবাদ জ্ঞানোদয়' হরিহর চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক পুনরুজ্জীবিত হইয়াছিল। 'সংবাদ প্রভাকরে' (১ বৈশাখ ১২৬২) প্রকাশ :—

> মাঘ, ১২৬১। শ্রীযুত বাবু হরিহর চট্টোপাধ্যায় বর্ত্তমান মাঘ মাসের প্রথম দিবসাবধি 'জ্ঞানোদয়' নামক মৃত পত্রকে সংখ্যাবিশিষ্ট করিয়া পুনর্ব্বার প্রকাশ করিয়াছেন।

মেদিনীপুর ও হিজিলি অঞ্চলের অধ্যক্ষ (মাসিক)। জুন ১৮৫১।

১৮৫১ সনের মধ্যভাগে মেদিনীপুরের কলেক্টর এইচ. ভি. বেলীর (H. V. Bayley) আনুকূল্যে ও কতিপয় স্থানীয় লোকের পরিচালনে মেদিনীপুর হইতে সর্ব্বপ্রথম বাংলা সাময়িক-পত্র প্রকাশিত হয়। ইহা 'মেদিনীপুর ও হিজিলি অঞ্চলের অধ্যক্ষ' (Midnapur and Hijili Guardian) নামে একখানি দ্বিভাষিক (ইংরেজী-বাংলা) মাসিকপত্র। প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল—জুন ১৮৫১। 'সংবাদ প্রভাকরে' (১ আগষ্ট ১৮৫১) প্রকাশ :—

> বিদ্যাকল্পদ্রুম যন্ত্রালয় হইতে সংপ্রতি "মেদিনীপুর এবং হিজলি অঞ্চলের অধ্যক্ষ" নামক ইংরাজী ও বাঙ্গালাভাষায় ভূষিত এক অভিনব পত্র প্রকটিত হইতেছে, আমরা তাহার

দ্বিতীয় সংখ্যা প্রাপ্ত হইলাম, প্রথম সংখ্যা দৃষ্টি করি নাই, এজন্য সম্পাদক মহাশয়দিগের নাম এবং আর আর বিবরণ জানিতে পারিলাম না, ঐ পত্রের তাৎপর্য্য এবং অভিপ্রায় উত্তম বটে, কিন্তু যাঁহারা ইংরাজী ভাষা জ্ঞাত নহেন তাঁহারা কেবল বঙ্গভাষা পাঠ দ্বারা হঠাৎ তাহার মর্ম্মার্থ গ্রহণ করিতে পারেন না, যাহা হউক, অধুনা বাঙ্গালা লেখার বিষয়ে এই নবীন পত্র শ্রীরামপুরস্থ মনোহর মুকুরের ['সমাচার দর্পণে'র] নিকট অনায়াসেই জয়প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

'মেদিনীপুর ও হিজিলি অঞ্চলের অধ্যক্ষে' স্থানীয় লোকের রুচিকর সংবাদাদিও থাকিত। ইহা এক বৎসর স্থায়ী হইয়াছিল।

বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ (মাসিক)। অক্টোবর ১৮৫১।

১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় ভার্ণাকিউলার লিটারেচর কমিটি বা বঙ্গভাষানুবাদক সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাধাকান্ত দেব, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, হজ্‌সন প্র্যাট্, সীটনকার, পাদরি লং ও রবিন্সন-প্রমুখ পণ্ডিতবর্গ এই সমাজের সহিত যুক্ত ছিলেন। ইহার উদ্দেশ্য ছিল—"to publish translations of such works as are not included in the design of the Tract of Christian Knowledge Societies on the one hand, or of the School Book and Asiatic Societies on the other and likewise to provide a sound and useful Vernacular Domestic Literature for Bengal." *

বঙ্গভাষানুবাদক সমাজের আনুকূল্যে, রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সম্পাদনায়, ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দের শেষার্দ্ধে (কার্ত্তিক ১২৫৮) বিলাতী 'পেনি ম্যাগাজিনে'র আদর্শে 'বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ' নামে একখানি সচিত্র মাসিকপত্র প্রকাশিত হয়।* বাংলায় প্রকৃতপক্ষে ইহাই প্রথম সচিত্র মাসিক পত্রিকা। পত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্য নিম্নোদ্ধৃত বিজ্ঞাপন পাঠে জানা যাইবে :—

> পুরাবৃত্তেতিহাস প্রাণিবিদ্যা শিল্প সাহিত্যাদিদ্যোতক মাসিক পত্র।—বঙ্গভাষানুবাদক সমাজের আনুকূল্যে উপরোক্ত নামক এক নূতন মাসিক পত্র আগামি আশ্বিন মাসাবধি প্রকটিত হইবেক। যাহাতে বঙ্গদেশস্থ জনগণের জ্ঞানবৃদ্ধি হয় এমৎ সৎ ও আনন্দ-জনক প্রস্তাব সকল প্রচার করা উক্ত সমাজের মুখ্য কল্প, এবং ইংরাজী ভাষায় 'পেনি মেগজিন' নামক পত্রের অনুবর্ত্তিত এতৎপত্রে তদভিপ্রায় সিদ্ধ্যর্থে অবিরত সম্যক্ চেষ্টা করা যাইবেক। আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলের পাঠযোগ্য করণার্থে উক্ত পত্র অতি কোমল ভাষায় লিখিত হইবেক, এবং তত্রত্য প্রস্তাবিত বস্তু সকলের বিশেষ পরিজ্ঞানার্থে তাহাতে নানাবিধ ছবি থাকিবেক। এই পত্রের প্রতি সংখ্যার পরিমাণ ১৬ পৃষ্ঠা, এবং ইহার বার্ষিক মূল্য ১।০ টাকা নিরূপণ করা

* পত্রিকা প্রকাশের জন্য রাজেন্দ্রলাল বঙ্গভাষানুবাদক সমাজের নিকট হইতে মাসিক ৮০৲ সাহায্য পাইতেন।—Long's *Returns*...(*1859*), *p. liv-lv.*

গিয়াছে,...। শ্রীরাজেন্দ্রলাল মিত্র। বিবিধার্থ সংগ্রহ সম্পাদক। শুঁড়া ২ শ্রাবণ, শকাব্দাঃ ১৭৭৩। ('সংবাদ প্রভাকর,' ১২ সেপ্টেম্বর ১৮৫১)

'বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ' একখানি উৎকৃষ্ট মাসিক পত্রিকা ছিল। "পুরাবৃত্তের আলোচনা, প্রসিদ্ধ মহাত্মাদিগের উপাখ্যান, প্রাচীন তীর্থাদির বৃত্তান্ত, স্বভাবসিদ্ধ রহস্য-ব্যাপার ও জীবসংস্থার বিবরণ, খাদ্যদ্রব্যের প্রয়োজন, বাণিজ্য-দ্রব্যের উৎপাদন, নীতি-গর্ভ উপন্যাস, রহস্যব্যঞ্জক আখ্যান, নূতন গ্রন্থের সমালোচন, প্রভৃতি নানাবিধ বিষয়ের আলোচনায়" ইহার কলেবর পূর্ণ হইত। ইহাতেই সর্ব্বপ্রথম মধুসূদন দত্তের প্রথম কাব্য—'তিলোত্তমাসম্ভবে'র প্রথম সর্গ মুদ্রিত হয়। 'বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহে' রাজেন্দ্রলালের বহু রচনা স্থান পাইয়াছিল। ইহার পুস্তক-সমালোচনারও একটা বৈশিষ্ট্য ছিল; এগুলি সম্পাদকের গভীর জ্ঞানের পরিচায়ক। শৈশবে রবীন্দ্রনাথকে ইহা মুগ্ধ করিয়াছিল; তিনি 'জীবন-স্মৃতি'তে লিখিয়াছেন:—

> রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় 'বিবিধার্থ-সংগ্রহ' বলিয়া একটি ছবিওয়ালা মাসিক পত্র বাহির করিতেন। তাহারি বাঁধানো এক ভাগ সেজদাদার আলমারির মধ্যে ছিল। সেটি আমি সংগ্রহ করিয়াছিলাম। বার বার করিয়া সেই বইখানা পড়িবার খুসি আজও আমার মনে পড়ে। সেই বড় চৌকা বইটাকে বুকে লইয়া আমাদের শোবার ঘরের তক্তাপোষের উপর চীৎ হইয়া পড়িয়া নর্হাল তিমি মৎস্যের বিবরণ, কাজির বিচারের কৌতুকজনক গল্প, কৃষ্ণকুমারীর উপন্যাস পড়িতে কত ছুটির দিনের মধ্যাহ্ন কাটিয়াছে।
>
> এই ধরণের কাগজ একখানিও এখন নাই কেন?...সর্ব্বসাধারণের দিব্য আরামে পড়িবার একটি মাঝারি শ্রেণীর কাগজ দেখিতে পাই না।

'বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহে'র প্রথম ছয় পর্ব্ব সম্পাদন করেন—রাজেন্দ্রলাল মিত্র। পত্রিকাখানি নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয় নাই; ইহার বিভিন্ন পর্ব্বের প্রকাশকাল এইরূপ:—

১ম পর্ব্ব ১৭৭৩ শক, কার্ত্তিক—১৭৭৪ শক, আশ্বিন।
২য় পর্ব্ব ১৭৭৪ শক, পৌষ—১৭৭৫ শক, অগ্রহায়ণ।
৩য় পর্ব্ব ১৭৭৫ শক, চৈত্র—১৭৭৬ শক, ফাল্গুন।
৪র্থ পর্ব্ব ১৭৭৯ শক, বৈশাখ—চৈত্র
৫ম পর্ব্ব ১৭৮০ শক, বৈশাখ—চৈত্র
৬ষ্ঠ পর্ব্ব ১৭৮১ শক, বৈশাখ—চৈত্র

রাজেন্দ্রলাল মিত্রের পর কালীপ্রসন্ন সিংহ 'বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহে'র দ্বিতীয় সম্পাদক। ২৭ মে ১৮৬১ (১৫ জ্যৈষ্ঠ ১২৬৮) তারিখের 'সোমপ্রকাশে' নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপনটি মুদ্রিত হয়:—

> বিজ্ঞাপন।—ইংলণ্ডীয় বিচিত্র চিত্রযুক্ত পুরাবৃত্ত ইতিহাস শিল্প সাহিত্যাদি দ্যোতক বিবিধার্থ সংগ্রহ পত্র এতাবৎকাল গবর্ণমেণ্টের আনুকূল্যে অনুবাদক সমাজের অধীনে শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়া আসিতেছিল। এক্ষণে বর্ত্তমান সন

শাল হইতে অনুবাদক সমাজ তৎপত্রের সম্পাদকীয় ভার শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়কে অর্পণ করিয়াছেন। স্বদেশীয় ও বিদেশীয় গ্রাহক মহাশয়েরা বিবিধার্থ বিষয়ক পত্রাদি ও নিজ নিজ পূর্ব্ব দেয় ও বর্ত্তমান বর্ষের অগ্রিম মূল্য শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়ের শিরোনামায় যোড়াসাঁকোস্থ ভবনে প্রেরণ করিবেন।

পূর্ব্বে বিবিধার্থ সংগ্রহের অগ্রিম ও মাসিক মূল্যের বিলে তৎসম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র স্বাক্ষর করিতেন, বর্ত্তমান সন ১২৬৮ শাল হইতে সম্পাদকের অনুমত্যনুসারে তৎপ্রতিনিধি স্বরূপে আমি স্বাক্ষর করিব। শ্রীমধুসূদন মুখোপাধ্যায়। বিবিধার্থ সংগ্রহের সহকারী সম্পাদক।

কালীপ্রসন্ন অনিয়মিতভাবে প্রকাশিত 'বিবিধার্থ-সঙ্গ হে'র ৭ম পর্ব্বের (১৭৮৩ শক) মাত্র বৈশাখ-অগ্রহায়ণ সংখ্যা সম্পাদন করিয়া অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। 'নীলদর্পণ' নাটক ইংরেজীতে প্রচার করিবার অভিযোগে নীলকরেরা পাদরি লঙ্‌কে রাজদ্বারে দণ্ডিত করিলে (২৪ জুলাই ১৮৬১) কালীপ্রসন্ন গবর্মেণ্টের অর্থানুকূল্যে পরিচালিত 'বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহে' (আষাঢ় ১৭৮৩ শক) মূল নাটকখানির বিস্তারিত সমালোচনা প্রকাশ করেন। ইহাতে কর্ত্তৃপক্ষ রুষ্ট হন, ফলে পত্রিকাখানির অকাল-মৃত্যু ঘটে। ৩ সেপ্টেম্বর ১৮৬৯ তারিখের 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' পত্রে সম্পাদক 'এডুকেশন গেজেট' সম্পর্কে যে মন্তব্য করেন, তাহাতে 'বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ' সম্বন্ধে এই সংবাদটুকু আছে :—

প্যারিবাবু [প্যারীচরণ সরকার] দেখিলেন এ পত্রে আপন অভিপ্রায়মত প্রস্তাবাদি লিখিলে বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট বিরক্ত হইয়া উঠেন, তজ্জন্যই তিনি মানে মানে ইহার সম্পাদকীয়তা পরিত্যাগ করেন। বিবিধার্থ সংগ্রহ নামে আর একখানি গবর্ণমেণ্ট সংক্রান্ত সংবাদ পত্র ছিল। কিয়দ্দিবসের নিমিত্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় তাহার সম্পাদক হইয়াছিলেন। সম্পাদক বাবু বিবিধার্থে নীলকরদিগের গ্লানি প্রকাশ করায় গবর্ণমেণ্ট যার পর নাই অসন্তুষ্ট হইয়া উঠেন, এবং সেই সূত্রেই বিবিধার্থের বিনাশ হয়।

জ্ঞানারুণোদয় (মাসিক)। ৩১ জানুয়ারি ১৮৫২।

১৮৫২ সনে কৃষ্ণচন্দ্র কর্ম্মকার-প্রতিষ্ঠিত শ্রীরামপুরের চন্দ্রোদয় যন্ত্রালয় হইতে 'জ্ঞানারুণোদয়' নামে মাসিক পত্র প্রকাশিত হয়। "শ্রীরামপুরের মধ্যে এতদ্দেশীয় মনুষ্য কর্ত্তৃক প্রকাশ্য পত্র প্রকাশের সূত্র এই প্রথম হইল।" ইহার প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল—৩১ জানুয়ারি ১৮৫২ (১৯ মাঘ ১২৫৮)। পত্রিকা-প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রথম সংখ্যায় এইরূপ লিখিত হইয়াছে :—

...স্বজাতীয় মহোদয়গণ...নগরে২ ও অনেকানেক পল্লিগ্রামে বিদ্যামন্দির প্রতিষ্ঠা ও বহু প্রকার পুস্তকাদির আলোচনা ও সম্বাদপত্রাদি পঠনায়াসে বহু অর্থসাধ্যে সাধ্য করিতেছেন, এতৎ সাহসে সাহসী হইয়া নিম্নের লিখিত অনুক্রমে বাৎসরিক পক্ষ মুদ্রাপণে

যথাশক্তি পরিশ্রমে সাধারণের হিত ও মনোরঞ্জনার্থে মাসিকৈক পুস্তক প্রকাশে প্রবৃত্ত হইলাম।...সাধারণের সুগোচরার্থে জ্ঞানারুণোদয়ে সময়ে সময়ে যে২ বিষয় প্রকটন হইবেক তাহার নির্ঘণ্ট। প্রথমতঃ পুরাণাদির মূল ও তদ্ভাষা। দ্বিতীয়তঃ এতদ্দেশীয় লোকের পূর্ব্বাবধি অদ্যপর্য্যন্ত আচার ব্যবহারাদি। তৃতীয়তঃ পূর্ব্ব ক্ষত্রিয় ও জবন এবং আধুনিক রাজনীতি প্রভৃতি ও অপরাপর দেশীয় ইতিহাসাদি। চতুর্থতঃ বিবিধ বিদ্যা প্রসঙ্গ এবং দেশোপকার সূচক নানা মত সুনীতি প্রস্তাব, উত্তম২ জগদ্বৃত্তান্ত, ও স্বদেশীয় এবং ভিন্ন দেশীয় বার্ত্তাবলি।

'জ্ঞানারুণোদয়' পত্রের সম্পাদকীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন শ্রীরামপুর-নিবাসী কালিদাস মৈত্র ও যদুনাথ চট্টোপাধ্যায়। মৈত্র মহাশয় প্রায় এক বৎসর এই কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। 'জ্ঞানারুণোদয়' পত্রের ১১শ সংখ্যায় (৩০ নবেম্বর ১৮৫২) প্রকাশ :—

> আমরা সাতিশয় আক্ষেপসহ প্রকাশ করিতেছি যে আমারদিগের মান্য এবং প্রিয়বর সহকারি সম্পাদক শ্রীযুত বাবু কালিদাস মৈত্র মহাশয় গত মাসাবধি এতৎ পত্রের সম্পাদকীয় কার্য্যের গুরুতর ভারহইতে নির্লিপ্ত হইয়াছেন।

এক বৎসর চলিয়া 'জ্ঞানারুণোদয়ে'র প্রচার রহিত হয়। ১৮৫৪ সনের ১৩ই এপ্রিল (১ বৈশাখ ১২৬১) যদুনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদকত্বে ইহা পুনঃপ্রকাশিত হইয়াছিল। 'সংবাদ প্রভাকরে' (১২ বৈশাখ ১২৬১) প্রকাশ :—

> শ্রীরামপুরের জ্ঞানারুণোদয় পত্র বিনাশের গ্রাসে পতিত হইয়া বর্ত্তমান মাসের প্রথম দিবসাবধি পুনর্ব্বার প্রকাশারম্ভ হইয়াছে, ঐ পত্রের লেখা উত্তম হয় বটে, কিন্তু তাহা সাধারণের পাঠোপযোগী না হওয়াতে গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধি হয় না, এই কারণেই একবার বন্ধ হইয়াছিল, এবারে আবার কি হয় বলা যায় না, আমরা পরমেশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করি এই অরুণ গগন বিরাজিত অরুণের স্থিতিকাল পর্য্যন্ত স্থায়ী হউক।

বিদ্যারত্ন (মাসিক)।

১ বৈশাখ ১২৬০ (১২ এপ্রিল ১৮৫৩) তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত লিখিয়াছিলেন,—

> আমরা [গত বর্ষে প্রকাশিত বাঙ্গালা সংবাদপত্রের ইতিহাসে] মৃত পত্রের সংখ্যা প্রকাশের স্থানে দুইটি পত্রের নাম উল্লেখ করিতে ভুলিয়াছিলাম, অর্থাৎ তারাচাঁদ শিকদার মহাশয়ের প্রণীত 'বিদ্যারত্ন' যাহা অতিঅল্প দিবসমাত্র জীবিত ছিল...

আমরা এই পত্রিকার সঠিক প্রকাশকাল জানিতে পারি নাই। ইহা ১৮৫২ সনের অব্যবহিত পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়।

সাময়িক-পত্রের হ্রাস-বৃদ্ধি : ১৩ এপ্রিল ১৮৫১—১১ এপ্রিল ১৮৫২

আমরা ১৮৫১ সালের এপ্রিল মাসে প্রচলিত ও তৎপূর্ব্বে তিরোধানপ্রাপ্ত সাময়িক-পত্রের একটি তালিকা এই গ্রন্থের ১১৭ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত করিয়াছি। পরবর্ত্তী এক বৎসরের মধ্যে যে-

সকল পত্রের জন্ম-মৃত্যু হয়, সেগুলির নাম ১ বৈশাখ ১২৫৯ তারিখের 'সংবাদ প্রভাকর' হইতে উদ্ধৃত করিতেছি :—

> ১২৫৮ সালে প্রকাশিত: সাপ্তাহিক—সমাচার দর্পণ (৩য় পর্য্যায়), কাশীবার্ত্তাপ্রকাশিকা, সংবাদ জ্ঞানোদয়। অর্দ্ধ-সাপ্তাহিক—জ্ঞানদর্শন। মাসিক—মেদিনীপুর ও হিজিলি অঞ্চলের অধ্যক্ষ, বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ, জ্ঞানারুণোদয়।
>
> ১২৫৮ সালে রহিত :—কৌস্তভ কিরণ, সংবাদ সুধাংশু, জ্ঞানদর্পণ, সংবাদ জ্ঞানোদয়, সংবাদ সজ্জনরঞ্জন, বর্দ্ধমান চন্দ্রোদয়, সর্ব্বশুভকরী, সত্যপ্রদীপ।

সংবাদ বিভাকর (অর্দ্ধ-সাপ্তাহিক)। ১৫ জুন ১৮৫২।

১৫ জুন ১৮৫২ (৩ আষাঢ় ১২৫৯, মঙ্গলবার) 'সংবাদ বিভাকর' নামে একখানি অর্দ্ধ-সাপ্তাহিক পত্রের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। ইহার সম্পাদক ছিলেন—মনোমোহন বসু; ইনি কবি ও নাট্যকার হিসাবে পরবর্ত্তী কালে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। ১৭ জুন ১৮৫২ তারিখে 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' লেখেন :—

> আমরা আহ্লাদ পুর্ব্বক পাঠকবর্গের গোচরার্থ প্রকাশ করিতেছি যে গত পরশ্বাবধি শ্রীযুত বাবু মনোমোহন বসু কোং কর্ত্তৃক 'সংবাদ বিভাকর' নামক অর্দ্ধ সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র অর্দ্ধ মুদ্রা মাসিক মূল্যে প্রকাশারম্ভ হইয়াছে নবীন সম্পাদকদিগের অভিপ্রায় এবং পত্রের রচনা উত্তম হইয়াছে···।

ইহার স্থিতিকাল প্রায় এক বৎসর। 'সংবাদ প্রভাকরে' (১ বৈশাখ ১২৬১) প্রকাশ :—

> ১২৬০, বৈশাখ। 'সংবাদ বিভাকর' বিভাকরসুত সদনে গমন করেন।

সংবাদ শশধর (সাপ্তাহিক)। ৬ জুলাই ১৮৫২।

১২৫৮ সালের মাঘ মাসে শ্রীরামপুর চন্দ্রোদয় যন্ত্রালয় হইতে 'জ্ঞানারুণোদয়' মাসিক পত্র প্রকাশিত হয়—এ-কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ইহার চারি মাস পরে এই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ 'সংবাদ শশধর' নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্রও প্রকাশ করেন। ইহার প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল—৬ জুলাই ১৮৫২ (২৪ আষাঢ় ১২৫৯)।

> ...অস্মদাদি "সংবাদ শশধর" নামক সাপ্তাহিক এক অভিনব পত্র সন ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসের ষষ্ঠ দিবসাবধি বা শকাব্দা ১৭৭৪ বা সন ১২৫৯ বঙ্গাব্দের ২৪ আষাঢ় মঙ্গলবারাবধি প্রতি মঙ্গলবাসরে শ্রীরামপুর চন্দ্রোদয় যন্ত্রে প্রকাশ করিতেছি তৎপত্রে ইংরাজী প্রসিদ্ধ "এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটেনিকা" অর্থাৎ বিবিধ সদ্বিদ্যা মুক্তাবলি আবলিক্রমে মূল ইংরাজী ও তদর্থ সাধারণের অনায়াস বোধগম্য প্রচলিত ভাষায় অনুবাদ সহ সমস্ত দেশ বিদেশীয় সংবাদ ও সম্পাদকীয় উক্তি ও আইন ও নজীরপ্রভৃতি সমস্ত উপকারক বিষয় সময়েং সুদৃশ্য সুদীর্ঘ কাগজে অত্যল্প মূল্যে প্রকাশ করিতেছি···। শ্রীকালিদাস মৈত্র

সম্পাদক। শ্রীরামচন্দ্র রায় কর্ম্মকার, তথা, শ্রীহরচন্দ্র রায় কর্ম্মকার—শ্রীরামপুর চন্দ্রোদয় যন্ত্রাধ্যক্ষ সম্পাদক। ('জ্ঞানারুণোদয়,' ভাদ্র ১২৫৯)

এই সাপ্তাহিক পত্রের বার্ষিক মূল্য ছিল ছয় টাকা। এক বৎসর যাইতে-না-যাইতেই ইহার তিরোধান ঘটে। ১ বৈশাখ ১২৬০ (১২ এপ্রিল ১৮৫৩) তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশ :—

> গত বৎসর কয়েকখানি পত্র প্রাণত্যাগ করিয়াছে। 'শশধর' নামে শ্রীরামপুরে যে এক বারোইয়ারী পত্র হয়, সেই শশধর একেবারে মেঘাচ্ছন্ন হইলেন।

বিশ্বাবলোকন (সাপ্তাহিক ?)। নবেম্বর ১৮৫২।

১২৫৯ সালের অগ্রহায়ণ (১৮৫২, নবেম্বর) মাসে 'বিশ্ববিলোকন' প্রকাশিত হয়। ইহা খুব সম্ভব, সাপ্তাহিক পত্র ছিল। চার-পাঁচ মাস পরেই ইহার প্রচার রহিত হয়। 'সংবাদ প্রভাকরে' (১ বৈশাখ ১২৬০) প্রকাশ :—

> অগ্রহায়ণ ১২৫৯।... বিশ্ববিলোকন নামক পত্রের জন্ম হয়। ... ...
>
> গত বৎসর যেমন কয়েক খানি পত্র জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, তেমনি আবার কয়েক খানি পত্র প্রাণত্যাগ করিয়াছে।...'বিশ্ব বিলোকন' নামে একখানা চারিইয়ারী পত্র হইয়াছিল, ঐ বিশ্ব বিলোকন কিছুদিন বিশ্ব বিলোকন করিতে করিতেই দৃশ্য পথের অতীত হইলেন।

ধর্ম্মরাজ (মাসিক)। ফেব্রুয়ারি ১৮৫৩।

১২৫৯ সালের ফাল্গুন মাসে (ফেব্রুয়ারি ১৮৫৩) 'ধর্ম্মরাজ' নামে একখানি মাসিকপত্র প্রকাশিত হয়। ইহার সম্পাদক ছিলেন—কলিকাতা কাঁশারিপাড়ার তারকনাথ দত্ত। 'ধর্ম্মরাজে'র মাসিক মূল্য ।০ এবং অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২॥০ নির্দ্ধারিত ছিল। পত্রিকার কণ্ঠে নিম্নের শ্লোকটি শোভা পাইত :—

> বিরাজতে সভ্য সমাজরাজঃ, সদর্থরাজী নিধিরাজরাজঃ।
> তমঃ প্রভাবক্ষতি ধর্ম্মরাজঃ, শুভপ্রবৃত্তিপ্রদ ধর্ম্মরাজঃ॥

পত্রিকা-প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সম্পাদক প্রথম সংখ্যায় যাহা লিখিয়াছিলেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :—

> ধর্ম্ম যে এক মাত্র ও অনির্ব্বচনীয় পদার্থ তাহা না জানিয়া কেবল ভ্রান্তি বুদ্ধির বশতাপন্ন হইয়া অনেক জাতিতেই ঘোরতর বিসম্বাদিতা করিয়া আসিতেছেন। বিশেষতঃ পাদরি নামধারি ধর্ম্মাবতারেরা প্রতারণার পরিচর্য্যা করত অধুনাতন অস্মৎ হিন্দুজাতীয় অজ্ঞান বালক সকলকে যে প্রকারে বিমোহিত করিয়া থাকেন তাহা সর্ব্বত্রই প্রকটিত আছে। ইহারা বর্ত্তমান রাজ জাতি বলিয়া ধর্ম্মের উপরেও সেই রাজশক্তি বিস্তার করিতে বসিয়াছেন।...

সংপ্রতি কোন কোন যুবক জনদিগের অন্তঃকরণে স্বধর্ম্ম রক্ষার্থে অপেক্ষাকৃত কিঞ্চিন্মাত্র ও উদ্বোধ হইয়াছে, কথাবার্ত্তার চলাচল ও ধারাধরণ দেখিলে এমত বোধ হয় বটে। কিন্তু সার্ব্বত্রিক রূপে প্রচারিত না হইলে তাহাতে কোন সুফল দর্শিতে পারে না। যদ্যপি ঈশ্বর প্রসাদে এদেশ হইতে অনৈক্যভাব প্রস্থান করে এবং তৎপদে ঐকমত্য সংস্থাপিত হয়, তবে একদিন স্বধর্ম্ম রক্ষার প্রতি প্রত্যাশা করা যাইতে পারে।...কয়েক বৎসর হইল অনেক মহাজন ও অধ্যাপকগণ একত্রিত হইয়া স্বধর্ম্ম পরিত্যক্ত ব্যক্তিদিগকে পুনঃসংস্কার করাইয়া যে ঘরে লইবার কথা চালাচালি করিয়াছিলেন, সে সময় মনে হইল, বুঝি এতদিনের পরে জগদীশ্বর প্রসন্ন হইয়া আমারদিগের হতভাগা হিন্দু জাতিকে স্বধর্ম্ম রক্ষার্থ এক-মতিত্ব প্রদান করিলেন। কিন্তু তাহার কিছু কাল পরে আর সে বিষয়ের কিছুই নিষ্ঠা প্রদর্শিত হইল না। যেমন স্মৃতি শাস্ত্রের অভিপ্রায় পর্য্যালোচনা করিলে নানা মুনির নানা মত এই জনপ্রবাদ প্রতীত হয়, সেই প্রকার স্বদেশীয় লোক নিচয়ের একত্র সমবেত হইয়া স্বধর্ম্ম রক্ষার পরামর্শ নানা প্রকার কুটিল গতিতে এক কালেই কালের গ্রাসে পতিত হইয়াছে। আর তাহার উচ্চাবচ কিছুই শুনিতে পাওয়া যায় না।

অপরন্ত সেই স্বধর্ম্ম পরিত্যক্ত ব্যক্তিদিগের পুনঃ স্বধর্ম্ম গ্রহণের অনুষ্ঠানের বিফলতা পর্য্যন্ত এমত অনুভাব করিলাম, যে কোন একটা বিশেষানুষ্ঠান ব্যতিরেকে ইহা সম্পন্ন হইতে পারিবেক না। সেই অনুষ্ঠান কি? যদ্দারা আপনারদিগের যথার্থ ধর্ম্ম নিরূপণ ও বিধর্ম্মের দোষোখান ঘুষিত হয়, এমত একখানি পত্র বা পুস্তক মাসিক রূপে প্রকাশ পাইলে বিশেষ উপকার দর্শিত হইবেক। কারণ, মধ্যে মধ্যে আমারদিগের প্রতিনিধি স্বরূপে এই পত্র বা পুস্তক উপস্থিত হইয়া সাধারণের মনে এই বিষয়ের হিত প্রত্যয় জন্মাইতে পারিবেক। তাহা হইলে তথাপিও অপেক্ষাকৃত কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ করিয়া স্বধর্ম্ম রক্ষা বিষয়ে যত্ন প্রদর্শিত হয়। এই বিবেচনায় অধুনা কয়েকজন বান্ধবের সহিত বাদানুবাদ পূর্ব্বক "ধর্ম্মরাজ" নামক এই মাসিক পুস্তক এই পরিমাণে প্রকটন করিতে আরম্ভিলাম।...ধর্ম্মরাজ সর্ব্বপ্রকার অনিষ্ট চেষ্টায় বিরত থাকিয়া নিয়তই কেবল ইষ্টনিষ্ঠ ব্যাপারে ব্যাপৃত থাকিবেন। কেন না, আমরা ইহাতে স্বপরোপকারের প্রত্যাশা রাখি।......ধর্ম্মরাজ নিয়ত হিন্দুধর্ম্ম বিরোধি খৃষ্টীয়ানগণের প্রবোধক ধর্ম্ম ঘটিত প্রস্তাব সকল প্রকটন এবং সাহিত্যাদি বিদ্যালোচনায় নিযুক্ত থাকিবেন।...ইহার মুখ্যাভিপ্রায় স্বধর্ম্ম পোষণ করত খৃষ্টধর্ম্ম দোষণ, এবম্প্রকার দুরূহ ব্যাপার ব্যামুগ্ধ বুদ্ধিতে সহজে ধারণা হয় না, এজন্য কাব্যশাস্ত্র সম্বন্ধ প্রবন্ধ সকলও প্রকটিতে যত্নবন্ত হইব, কেন না, কাব্যালোচনা করিলে নৈসর্গিক বুদ্ধির প্রফুল্লতায় ভাষাভ্যাস সহকারে তথাপিও অপেক্ষাকৃত ধর্ম্মজ্ঞান হইতে পারে, সুতরাং কাব্য সম্বন্ধে ধর্ম্মরাজের প্রতি ধার্ম্মিক জনেরা কখনই বিগতস্নেহ হইবেন না, অপর নীতিজ্ঞান শিক্ষা হইলে কদাপি কাহারো দুষ্ট কার্য্যে প্রবৃত্তি হইতে পারে না, একারণ নীতি বিষয়ক প্রস্তাবাবলীতেও ধর্ম্মরাজের কৃতাঙ্গরাগ হইবেক,...।

'ধর্ম্মরাজ' নিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হয় নাই; প্রথম বর্ষের দ্বাদশ সংখ্যার প্রকাশকাল—মাঘ ১২৬১।

সাময়িক-পত্রের হ্রাস-বৃদ্ধি—১২ এপ্রিল ১৮৫৩

১২ এপ্রিল ১৮৫৩ (১ বৈশাখ ১২৬০) তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' জীবিত ও মৃত সাময়িক-পত্রের যে দুইটি তালিকা প্রকাশিত হয়, তাহা এইরূপ :—

জীবিত পত্র

দৈনিক :— সংবাদ প্রভাকর, সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়।

দিনান্তরিক :— সংবাদ ভাস্কর।

অর্দ্ধ-সাপ্তাহিক :—সংবাদ রসরাজ, সংবাদ বিভাকর, নূতন সমাচার চন্দ্রিকা।

সাপ্তাহিক :— গবর্ণমেণ্ট গেজেট, সংবাদ সাধুরঞ্জন, রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ, বর্দ্ধমান জ্ঞানপ্রদায়িনী, সংবাদ বর্দ্ধমান, সংবাদ জ্ঞানোদয়, কাশীবার্ত্তাপ্রকাশিকা।

পাক্ষিক :— নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা।

মাসিক :— তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, উপদেশক, সত্যার্ণব, বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ, ধর্ম্মরাজ।

মৃত পত্র

এই গ্রন্থের ১১৮-১৯ পৃষ্ঠায়, ১৮৫১ সনের এপ্রিল মাসের পূর্ব্বে তিরোধানপ্রাপ্ত সাময়িক-পত্রের একটি তালিকা মুদ্রিত হইয়াছে ; সেগুলির পুনরুল্লেখ না করিয়া বাকী মৃত পত্রগুলির নাম দেওয়া হইল।

৫৪। সর্ব্বরসরঞ্জিনী, ৫৫। দিনমণি, ৫৬। সত্যধর্ম্ম প্রকাশিকা, ৫৭। আয়ুর্ব্বেদ দর্পণ, ৫৮। জ্ঞানদর্পণ, ৫৯। সজ্জনরঞ্জন, ৬০। সুধাংশু, ৬১। কৌস্তুভ কিরণ, ৬২। সত্যপ্রদীপ, ৬৩। সর্ব্বশুভকরী, ৬৪। হিন্দু বন্ধু, ৬৫। বর্দ্ধমান চন্দ্রোদয়, ৬৬। জ্ঞান-চন্দ্রোদয়, ৬৭। বিদ্যারত্ন, ৬৮। সাম্যদণ্ড মার্ত্তণ্ড [উদণ্ড মার্ত্তণ্ড ?], ৬৯। সমাচার দর্পণ [৩য় পর্য্যায়], ৭০। জ্ঞানারুণোদয়, ৭১। সংবাদ শশধর, ৭২। সাগর, ৭৩। পুরাতন চন্দ্রিকা, ৭৪। বিশ্ববিলোকন, ৭৫। মেদিনীপুর ও হিজিলি অঞ্চলের অধ্যক্ষ, ৭৬। জ্ঞানোদয় [২য় পর্য্যায়]।

এই মৃত পত্রের তালিকায় গুপ্ত-কবি হরচন্দ্র রায় ও গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য-পরিচালিত 'বাঙ্গাল গেজেট'র উল্লেখ করিতে ভুলিয়াছেন।

ছোট জাগুলীয়া হিতৈষি সভার বক্তৃতা (মাসিক)। এপ্রিল ১৮৫৩।

"কায়িক, বাচনিক, মানসিক, এবং আর্থিক সাহায্য দ্বারা স্বদেশের হিত সাধন" উদ্দেশ্যে "১৭৬৯ শকের ৩০ চৈত্র দিবসে [১১ এপ্রিল ১৮৪৮] এই [ছোট জাগুলীয়া হিতৈষি] সভা গ্রামস্থ কতিপয় যুবা বয়স্যগণের দ্বারা প্রতিষ্ঠিতা হয়।...প্রথমাবস্থায় ত্রৈমাসিক অর্থাৎ তিন মাসান্তরে সভা হইত, এক্ষণে দুই মাসান্তরে হইয়া আসিতেছে।...এই সভা পূর্ব্বে ঐ গ্রামের বিদ্যালয়ে হইত, অধুনা প্রায় দুই বৎসর কাল সভার ব্যয়ে এক উত্তম গৃহ নির্ম্মিত

হইয়া তাহাতেই সভা হইয়া থাকে, এবং সভাধীন এক পুস্তকালয়ও সংস্থাপিত হইয়াছে। পূর্ব্বে অর্দ্ধেক সভ্য প্রতি সভায় কোন এক রচনা পাঠ করিতেন, এক্ষণে সার্দ্ধ বর্ষাতীত হইল, প্রত্যেক সভায় এক জন সভ্য পূর্ব্ব সভার প্রস্তাবিত প্রসঙ্গোদ্দেশে লিখিত বক্তৃতা পাঠ করিয়া থাকেন।" (১ বৈশাখ ১৭৭৫ শক)

সভার উৎকৃষ্ট বক্তৃতাগুলি প্রকাশার্থে ১৮৫৩ সনের এপ্রিল মাসে "জিলা বারাসতের অন্তঃপাতি 'ছোট জাগুলীয়া' নামক গ্রামস্থ 'ছোট জাগুলীয়া হিতৈষি সভার' সভ্যগণ কলিকাতা নগর মধ্যে একখানি মাসিক পুস্তক প্রকাশে প্রবৃত্ত" হন। 'ছোট জাগুলীয়া হিতৈষি সভার বক্তৃতা' নামে এই মাসিক-পুস্তকের ১ম খণ্ড, ১ সংখ্যা প্রকাশিত হয়—১৭৭৫ শকের বৈশাখ মাসে। প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ছিল ৴০ আনা মাত্র। ইহার প্রতি সংখ্যায় একটি করিয়া বক্তৃতা মুদ্রিত হইত। ১ম সংখ্যায় (পৃ. ১৬)—সৃষ্টির শোভা বর্ণনা; ২য় সংখ্যায় (পৃ. ৩২)—স্বদেশানুরাগ, এবং ৩য় সংখ্যায়—দয়া এবং ন্যায়পরতা (পৃ. ৬), ও ৩০ চৈত্র ১৭৭৪ শকে অনুষ্ঠিত ৫ম সাম্বৎসরিক সভার বক্তৃতা (পৃ. ১০) স্থান পাইয়াছে। আমরা এই মাসিক-পুস্তকের ৪র্থ সংখ্যা (শ্রাবণ) পর্য্যন্ত দেখিয়াছি। পরবর্ত্তী কার্ত্তিক মাস হইতে ইহা 'ছোট জাগুলিয়া হিতৈষি মাসিক পত্রিকা' নাম গ্রহণ করে। পত্রিকাখানির সহিত ভূতপূর্ব্ব 'বিভাকর'-সম্পাদক মনোমোহন বসুর ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল।

ভারতবর্ষীয় কৃষিবিষয়ক বিবিধ সংগ্রহ। ইং ১৮৫৩।

১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে পাদরি উইলিয়ম কেরী কর্তৃক এগ্রিকালচারাল এণ্ড হর্টিকালচারাল সোসাইটি অব ইণ্ডিয়া প্রতিষ্ঠিত হয়। দেশীয় লোকের মধ্যে কৃষিবিষয়ক জ্ঞান বৃদ্ধির সহায়তাকল্পে সভার *Transactions* ও *Journal* হইতে প্রবন্ধাদি বাংলা ভাষায় প্রচারের জন্য একটি অনুবাদ-সমিতি গঠিত হয়। সমিতির উদ্যোগে ও প্যারীচাঁদ মিত্রের সম্পাদনায় 'ভারতবর্ষীয় কৃষিবিষয়ক বিবিধ সংগ্রহ' (*The Agricultural Miscellany*) প্রকাশিত হয়। এই সাময়িক-পুস্তকের ১ম ও ২য় খণ্ড ১৮৫৩, ৩য়-৪র্থ খণ্ড ১৮৫৪, ৫ম খণ্ড ১৮৫৫ এবং ৬ষ্ঠ খণ্ড ১৮৫৬ সনে প্রকাশিত হইয়াছিল। সভার ১৮৫৬ সনের কার্য্য-বিবরণে প্রকাশ :—

> Nearly all the papers in the first five numbers are translations from the *Transactions* and *Journals* but those in this number [No. 6] are original articles. The Council conceive that the best acknowledgements of the Society are due to the Translation Committee generally for selecting the papers for the volume in question but more specially, to Babu Peary Chand Mittra who has kindly performed the office of Editor and to Babu Shib Chunder Deb to whom the Society are indebted for the long and useful list of plants extending over seventy pages which forms the appendix to this volume.

বিদ্যাদর্পণ (মাসিক)। ২৬ এপ্রিল ১৮৫৩।

১৮৫৩ সনের ২৬এ এপ্রিল (১৫ বৈশাখ ১২৬০) 'বিদ্যাদর্পণ' নামে মাসিকপত্র প্রকাশিত হয়। পরবর্ত্তী ৩রা মে (২২ বৈশাখ) 'সংবাদ প্রভাকর' লিখিয়াছিলেন,—

শ্রীযুত বাবু প্রিয়মাধব বসু তথা বাবু যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক 'বিদ্যা দর্পণ' নামে এক মাসিক নূতন পুস্তক প্রকাশ হইয়াছে, আমরা তাহা পাঠ করত বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছি পুস্তকের পরিমাণ ষোড়শ পৃষ্ঠা, মূল্য দুই আনা মাত্র, প্রিয়মাধব বাবু ও যোগেন্দ্র বাবুর বয়ঃক্রম পঞ্চদশ বর্ষের অধিক নহে, কিন্তু এই নবীন বয়সে তাঁহারা যেরূপ রচনা করিয়াছেন তৎপাঠে পাঠক মহাশয়েরা চমৎকৃত হইবেন।

"এই মাসিক পুস্তক প্রতি মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশ হয়···ইহাতে নীতি ইতিহাস কবিতা ও বালকদিগের পাঠযোগ্য অনেক বিষয় লিখিত থাকে।"

সুলভ পত্রিকা (মাসিক)। জুলাই ১৮৫৩।

১৮৫৩ সনের জুলাই (শ্রাবণ ১২৬০) মাসে 'সুলভ পত্রিকা' প্রকাশিত হয়। এই মাসিকপত্রের সম্পাদক ছিলেন—দ্বারিকানাথ রায়। প্রথম সংখ্যায় পত্রিকা-প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত হইয়াছে :—

আমরা মাসিক ⁄১০ ও অগ্রিম বার্ষিক ১ টাকা মাত্র অতি সুলভ মূল্যে এই সুলভ পত্রিকা প্রকাশে প্রবৃত্ত হইলাম।···ইহাতে সাধ্যানুসারে নিয়ত নীতি, ধর্ম্ম, ও রাজকীয় বিষয় বর্ণনা করা যাইবেক।···এতদনুসঙ্গে ক্রমে২ পুরাবৃত্ত, প্রাণিবিদ্যা, মনোহর ইতিহাস, নানারসকবিতা, ভূগোল ও খগোল বৃত্তান্ত, শিল্প ও জ্যোতিষতত্ব, হাস্য রসোদ্দীপক কথাদি বিবিধ বিষয় বর্ণিত হইবে। এবং বহুবিধ উত্তমোত্তম সংস্কৃত, ইংরেজি ও পারস্য গ্রন্থসমূহের সার অনুবাদিত হইবেক।

'সুলভ পত্রিকা'র শিরোদেশে প্রথম তিন সংখ্যায় যে সংস্কৃত শ্লোক এবং ৪র্থ সংখ্যা (কার্ত্তিক ১২৬০) হইতে যে কবিতাটি মুদ্রিত হইয়াছিল, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :—

তপোজপ মহাদান পৃথিবীতীর্থদর্শনাৎ।
শ্রুতিপাঠাদনশনাদ্ব্রত দেবার্চনাদপি॥
দীক্ষায়াঃ সর্ব্বযজ্ঞেষু যৎ ফলং লভতে নরঃ।
ষোড়শীং জ্ঞানলাভস্য কলাং নার্হতি তৎফলং॥

ধন জন যৌবনের গর্ব্ব কর মন।
জান না নিমেষে হরে সকলি শমন॥
অতএব রিপুকুলে করিয়ে দমন।
যাতে জ্ঞানোদয় হয় করহ এমন॥
জ্ঞানিলোক লোকান্তরে করিলে গমন।
কীর্ত্তি তাঁর ধরাতলে করয়ে রমণ॥

'সুলভ পত্রিকা'র মলাটের চারি কোণে এই চারিটি পংক্তি মুদ্রিত থাকিত :—

বাল্যকাল হরিলে হে ক্রীড়ার প্রসঙ্গে।
যৌবন হরিলে সদা মদগর্ব্ব রঙ্গে।
বার্দ্ধক্য হরিলে বৃথা চিন্তার তরঙ্গে।
প্রণয় করিবে কবে জ্ঞানরত্ন সঙ্গে।

৯ম সংখ্যায় (চৈত্র ১২৬০) 'সুলভ পত্রিকা'র প্রথম খণ্ড সমাপ্ত হয়। অতঃপর পত্রিকা-প্রকাশ লইয়া প্রকাশকদের সহিত সম্পাদকের বিচ্ছেদ ঘটে। 'সংবাদ প্রভাকরে' (২৭ নবেম্বর ১৮৫৪) প্রকাশ :—

কলিকাতা নিউপ্রেস নামক যন্ত্রালয় হইতে কতিপয় মাসাবধি সুলভ পত্রিকা নামক এক মাসিক পত্রিকা প্রকাশ হইয়া বহু সংখ্যক গ্রাহকবর্গের মনোরঞ্জন করিতেছিল, পরন্তু কয়েক

মাসাবধি তদীয় সম্পাদক শ্রীযুত দ্বারকানাথ রায় মহাশয় সম্পাদকীয় কর্ম্মে অত্যন্ত ঔদাস্য ও শৈথিল্য করাতে কিয়দ্দিবস ঐ পত্রিকা যথানিয়মে প্রকটিত হয় নাই, অধুনা উক্ত যন্ত্রাধ্যক্ষ মহাশয়েরা রায় মহাশয়কে ঐ কর্ম্ম হইতে অবসর প্রদান পূর্ব্বক শ্রীযুত লালবিহারী দে মহাশয়কে সম্পাদকীয় ভারার্পণ করিয়াছেন, দে মহাশয় বিনা-বেতনে ঐ গুরুতর ভার সহ্য করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন,···। অপিচ শ্রুত হইল পদচ্যুত সম্পাদক সুলভ-পত্রিকা আখ্যাতে অপর এক পত্র প্রচারিত করিতে মানস করিয়াছেন।

১২৬১ সালের অগ্রহায়ণ মাসে দ্বারিকানাথ রায় 'সুলভ পত্রিকা'র ২য় খণ্ড জি, পি, রায় এণ্ড কোম্পানীর সাহায্যে ইণ্ডিয়ান ফেয়ার যন্ত্রালয় হইতে প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

নিউ প্রেস যন্ত্রালয়ও স্বতন্ত্রভাবে 'সুলভ পত্রিকা' প্রচারে ক্ষান্ত হইলেন না। ইহার "২ খণ্ড, ১৫ সংখ্যা (আশ্বিন ১২৬১)" আমরা দেখিয়াছি। ইহারও কণ্ঠে "ধন জন যৌবনের গর্ব্ব কর মন" প্রভৃতি শ্লোকটি আছে। কিছু দিন পরে পত্রিকাখানির প্রচার রহিত হয়। ১৮৬৪ সনে ইহা পুনঃপ্রচারিত হইয়াছিল। ১২৭১ সালের ভাদ্র-সংখ্যা 'বামাবোধিনী পত্রিকা'য় প্রকাশ :—

> পুস্তক প্রাপ্তি।···"সুলভ পত্রিকা ১ম খণ্ড" নিউপ্রেস যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়।

ছোট জাগুলিয়া হিতৈষি মাসিক পত্রিকা। অক্টোবর ১৮৫৩।

১২৬০ সালের কার্ত্তিক (অক্টোবর ১৮৫৩) মাসে 'ছোট জাগুলিয়া হিতৈষি মাসিক পত্রিকা' প্রকাশিত হয়। 'সংবাদ প্রভাকরে' (১ বৈশাখ ১২৬১) প্রকাশ :—

> কার্ত্তিক, ১২৬০। 'ছোট জাগুলিয়া হিতৈষি মাসিক পত্রিকা' নামে এক পত্রিকা প্রকাশ হয়।

পত্রিকাখানি অল্প দিন পরেই বন্ধ হইয়া যায়। ১৮৫৪ সনের এপ্রিল মাসে ইহা পুনঃ প্রকাশিত হয়। 'সংবাদ প্রভাকরে' (৪ জ্যৈষ্ঠ ১২৬১) প্রকাশ :—

> জাগুলিয়া হিতৈষি সভার পত্রিকা পুনর্ব্বার গত বৈশাখ মাসাবধি প্রকাশারম্ভ হইয়াছে, আমরা তাহা প্রাপ্তানন্তর পাঠ করত পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি, পত্রের পরিমাণ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ন্যায় তিন ফারমা···। জাগুলিয়া গ্রামের ভদ্র বংশোদ্ভব যুবকগণ সামান্য ও অলিকামোদে কাল ক্ষেপণ না করিয়া এইরূপ সভা সংস্থাপন পূর্ব্বক তদধীনে পত্রিকা প্রকাশ করিয়া তাহাতে সৎ সন্দর্ভ সকল প্রকাশ করাতে আমরা যে কি পর্য্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছি তাহা লিখিয়া কি ব্যক্ত করিব···।

সংবাদ পাষণ্ড দলন (অর্দ্ধ-সাপ্তাহিক)। নবেম্বর ১৮৫৩।

১২৬০ সালের অগ্রহায়ণ (নবেম্বর ১৮৫৩) মাসে 'সংবাদ পাষণ্ডদলন' নামে একখানি অর্দ্ধ-সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত হয়। 'সংবাদ প্রভাকরে' (১ পৌষ ১২৬০) প্রকাশ :—

অগ্রহায়ণ, ১২৬০ ।...'সংবাদ পাষণ্ডদলন' নামক এক অর্দ্ধ সাপ্তাহিক অভিনব পত্র প্রকাশ হইয়াছে, আমরা তৎপাঠে সন্তুষ্ট হইলাম।

'সংবাদ পাষণ্ডদলন' "সংবাদপত্র কয়েক বার প্রকাশ হইয়াই প্রাণ ত্যাগ করে"।

চিকিৎসা রত্নাকর (মাসিক)। ইং ১৮৫৩।

১৮৫৩ সনে হলধর সেনের সম্পাদনায় 'চিকিৎসা রত্নাকর' নামে মাসিক পত্র প্রকাশিত হয়। পাদরি লং তাঁহার মুদ্রিত বাংলা পুস্তকের তালিকায় (পৃ. ৩৪) লিখিয়াছেন :—

> *Chikitsa Ratnakar*, No. 1, 2, 3 ; 4 as. per No. Su. P., 1853, by Haladhar Sen. Gives from the Sanskrit *Nidan* or Medical Shastras, the causes, symptoms, remedies of diseases.

রসার্ণব (মাসিক)। জানুয়ারি ১৮৫৪।

১২৬০ সালের মাঘ (জানুয়ারি ১৮৫৪) মাসে 'রসার্ণব' নামে একখানি মাসিক পত্র প্রকাশিত হয়। 'সংবাদ প্রভাকরে' (১ ফাল্গুন ১২৬০) প্রকাশ :—

> মাঘ, ১২৬০। বাবু রাধামাধব মিত্র কর্ত্তৃক রসার্ণব নামে /০ মূল্যে এক মাসিক পুস্তক প্রকাশ আরম্ভ হয়।

সংবাদ দিনকর (সাপ্তাহিক)। ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৪।

১৮৫৪ সনের ২৭এ ফেব্রুয়ারি (১৭ ফাল্গুন ১২৬০) তারিখে 'সংবাদ দিনকর' নামে সাপ্তাহিক পত্রের উদয় হয়। পরবর্ত্তী ১৩ই মার্চ 'সংবাদ প্রভাকর' লিখিয়াছিলেন :—

> 'সংবাদ দিনকর' নামক এক অভিনব সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র গত ১৭ ফাল্গুন সোমবার দিবসে বাবু কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে, ইহার মাসিক মূল্য ।০ আনা মাত্র।

সমাচার সুধাবর্ষণ (দৈনিক)। জুন ১৮৫৪।

১৮৫৪ সনের জুন মাসে "কলিকাতা বড়বাজার কোমলনয়নের বেড নং ১৬।১০ ভবন হইতে" 'সমাচার সুধাবর্ষণ' নামে একখানি দ্বিভাষিক (বাংলা ও নাগরী) প্রাত্যহিক পত্র প্রকাশিত হয়। "যাঁহারা পারস্য ভাষার অনুশীলন করেন তাঁহারদিগের ও ব্যবসায়িদিগের পক্ষেও ইহা বিশেষ উপকারে আসিবেক।" 'সংবাদ প্রভাকরে' (১০ আগষ্ট ১৮৫৪) প্রকাশ :—

> 'সমাচার সুধাবর্ষণ' নামক এক প্রাত্যহিক পত্র দেবনাগর এবং বাঙ্গালা অক্ষরে প্রকাশারম্ভ হইয়াছে, আমরা তাহার ৫৪ সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি তাহাতে জাহাজি সংবাদ, জিনিসের দর ও অন্যান্য দেশীয় দুই একটা সংবাদ লিখিত আছে।

'সমাচার সুধাবর্ষণে'র সম্পাদক ছিলেন—শ্যামসুন্দর সেন। ইহাতে প্রকাশিত একখানি পত্রের শিরোনামায় আছে ঃ—"বিচক্ষণবর শ্রীযুত শ্যামসুন্দর সেন সমাচার সুধাবর্ষণ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।"

'সমাচার সুধাবর্ষণ' প্রথম হিন্দী দৈনিক সংবাদপত্রও বটে, এ-সংবাদ হিন্দীভাষাভাষীদের জানা না-থাকিতে পারে।

মাসিক পত্রিকা (মাসিক)। ১৬ আগষ্ট ১৮৫৪।

১৮৫৪ সনের ১৬ই আগষ্ট (১ ভাদ্র ১২৬১) 'মাসিক পত্রিকা' প্রকাশিত হয়। ইহার সম্পাদক ছিলেন—প্যারীচাঁদ মিত্র ও রাধানাথ শিকদার, উভয়েই সে-যুগের খ্যাতনামা ব্যক্তি।* এই পত্রিকা প্রধানতঃ মহিলাদের জন্য প্রচারিত হইয়াছিল। 'মাসিক পত্রিকা'র প্রথম সংখ্যায় প্রকাশ ঃ—

> এই পত্রিকা সাধারণের বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের জন্যে ছাপা হইতেছে, যে ভাষায় আমাদিগের সচরাচর কথাবার্ত্তা হয়, তাহাতেই প্রস্তাব সকল রচনা হইবেক। বিজ্ঞ পণ্ডিতেরা পড়িতে চান, পড়িবেন, কিন্তু তাঁহাদিগের নিমিত্তে এই পত্রিকা লিখিত হয় নাই। প্রতি মাসে এক এক নম্বর প্রকাশ হইবেক, তাহার মূল্য এক আনা মাত্র।

'মাসিক পত্রিকা' চারি বৎসর চলিয়াছিল। প্যারীচাঁদের 'আলালের ঘরের দুলাল' প্রথমে ইহারই পৃষ্ঠায় (১ম বর্ষ৭ম সংখ্যা হইতে) ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়।

প্রকৃত মুদ্গর (মাসিক)। নবেম্বর ১৮৫৪।

১৮৫৪ সনের নবেম্বর মাসে 'প্রকৃত মুদ্গর' নামে এক আনা মূল্যের একখানি মাসিক পত্র প্রকাশিত হয়। 'মাসিক পত্রিকা'র বিপক্ষতা করিবার জন্যই ইহার আবির্ভাব। গুপ্ত-কবি ৩০ নবেম্বর ১৮৫৪ (১৬ অগ্রহায়ণ ১২৬১) তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' লিখিয়াছিলেন ঃ—

> 'প্রকৃত মুদ্গর' ইত্যভিধেয় এক ক্ষুদ্রাকার মাসিক পুস্তক আমরা গত দিবস প্রাপ্ত হইয়াছি তাহার ভাষা লেখা উত্তম হইয়াছে বটে, কিন্তু অভিনব মাসিক পত্রিকার বিরুদ্ধে লেখনী সঞ্চালন করাই সম্পাদকের অভিপ্রায়, ফলতঃ এইরূপ বাদানুবাদে দেশের কি উপকার তাহা আমরা নিশ্চয় করিতে পারিলাম না।...এই প্রকৃত মুদ্গরের মূল্য /০ এক আনা মাত্র,...।

---

* "Radha Nauth Sickdar...conducted with me a monthly Bengali Magazine called 'Masic Patrica' for about three years."—Peary Chand Mittra : A *Biographical Sketch of David Hare*, p. 32.

সিদ্ধান্ত দর্পণ (মাসিক)। ২২ মার্চ ১৮৫৫।

১৮৫৫ সনের ২২এ মার্চ (১০ চৈত্র ১২৬১) 'সিদ্ধান্ত দর্পণ' নামে মাসিক পত্র প্রকাশিত হয়। প্রথম সংখ্যার মুদ্রিত "বিজ্ঞাপন"টি এইরূপ :—

> বর্ত্তমানে এতদ্দেশে অনেকানেক মাসিক সাপ্তাহিক দৈনিক প্রভৃতি নানা দিগ্‌দেশীয় সমাচার পরিপূরিত ও নীতি বিষয়ক প্রস্তাবিত পত্র সকল প্রকাশ হইয়া এতদ্দেশের অনেক অজ্ঞানান্ধকার দূরীকৃত হইতেছে অতএব এই মহোপকার বিষয়ের যত উন্নতি হইবেক দেশের ততই মঙ্গলোন্নতির সম্ভাবনা এতদর্থে আমরা কতিপয় ব্যক্তি একত্র হইয়া এই 'সিদ্ধান্ত দর্পণ' নামে একখানি মাসিক পত্র প্রকাশ করণে প্রবৃত্ত হইলাম···। শ্রীযোগেন্দ্র-নাথ চট্টোপাধ্যায় নির্ব্বাহক।

বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা (মাসিক)। ২০ এপ্রিল ১৮৫৫।

কালীপ্রসন্ন সিংহ তৎপ্রতিষ্ঠিত বিদ্যোৎসাহিনী সভার মুখপত্র-স্বরূপ 'বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহার প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল—২০ এপ্রিল ১৮৫৫। পত্রিকার মলাটে এই অংশটি মুদ্রিত হইত :—

বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা। মাসিক প্রকাশ্য। শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ দ্বারা বিরচিত। বাঙ্গাল সুপিরিয়ার যন্ত্রে মুদ্রিত।

'বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা'র প্রথম সংখ্যার শেষে এই সম্পাদকীয় "বিজ্ঞাপন"টি মুদ্রিত হইয়াছে :—

> যদিও আমার তাদৃশ বঙ্গভাষায় ব্যুৎপত্তি হয় নাই, তথাপি বিদ্যাবন্তব্যক্তিব্যূহের উৎসাহে এই কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলাম। এই পত্রিকা যাঁহার প্রয়োজন হইবেক, তিনি যোড়াসাঁকোস্থ বিদ্যোৎসাহিনী সভার কার্য্যালয়ে তত্ত্ব করিলে প্রাপ্ত হইতে পারিবেন; ইহার মূল্য /০ এক আনা মাত্র। শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ, সম্পাদক। যোড়াসাঁকোস্থ বিদ্যোৎসাহিনী সভা, ১৭৭৭ শক, ৮ বৈশাখ, ১২৬২ সাল।
>
> সভ্য মাত্রেই বিনা মূল্যে একখণ্ড করিয়া প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

'বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা'র প্রতি সংখ্যায় ১০ পৃষ্ঠা পরিমাণ রচনা থাকিত। প্রথম দুই সংখ্যার সূচী এইরূপ :—

১ম সংখ্যা : সভ্যতার বিষয়, চাঞ্চল্য (ক্রমশঃ প্রকাশ্য), বিজ্ঞাপন।

২য় সংখ্যা : বাল্য বিবাহ, কৌলীন্য, চাঞ্চল্য, বিজাতীয় রাজগণের অধীনে ভারতবর্ষের অবস্থা।

এই সকল প্রবন্ধ কালীপ্রসন্ন সিংহের স্বরচিত। তাঁহার প্রাথমিক রচনাগুলি এ-যাবৎ কেহই উদ্ধার করিতে পারেন নাই। আমি 'বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা'র পৃষ্ঠা হইতে কয়েকটি রচনা 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় (১৩৪৩ সাল, ৩য় সংখ্যা, পৃ. ১২৬-৩৪) পুনর্মুদ্রিত করিয়াছি। 'বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা' বৎসরাধিক কাল জীবিত ছিল।

মাসিক পত্রিকা নং ১।

বাং তাং ১ ভাদ্র শাল ১২৬১। ইং তাং ১৬ আগষ্ট ১৮৫৪।

এই পত্রিকা সাধারণের বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের জন্যে ছাপা হইতেছে, যে ভাষায় আমাদিগের সচরাচর কথাবার্ত্তা হয়, তাহাতেই প্রস্তাব সকল রচনা হইবেক। বিজ্ঞ পণ্ডিতেরা পড়িতে চান, পড়িবেন, কিন্তু তাঁহাদিগের নিমিত্তে এই পত্রিকা লিখিত হয় নাই। প্রতি মাসে এক এক নম্বর প্রকাশ হইবেক, তাহার মূল্য এক আনা মাত্র।

শ্রাদ্ধে কিছু মাত্র ফল নাই।

শ্যামলাল বাবুর শ্রাদ্ধ বড় জাঁক জমকে হইল, রুপার ষোড়স্ হয়, আর থাল ঘড়া গাড়ু বনাৎ গরদের কাপড় অনেক উৎসর্গ হয়, ব্রাহ্মণ ভোজনও উত্তম হয়, সকলেই শ্যামলাল বাবুর পুত্রগণকে প্রশংসা করিতেছে।

লোকে কি শ্রাদ্ধের জোরে স্বর্গে যায়? তাহা হইলে কেবল বড়মানুষেরা স্বর্গে যাইত, কারণ তাহাদিগেরি শ্রাদ্ধ বড় ঘটায় হইয়া থাকে। গরীবদিগের শ্রাদ্ধ কখন হয়, কখন বা না হয়, যখন হয় তখন অতি কষ্টেই হয়, শ্রাদ্ধের দ্বারা লোকে স্বর্গে গেলে, গরীব লোকের স্বর্গে যাইবার সম্ভাবনা নাই।

এমন কথা কখন সত্য হইতে পারে না। ধনী হইলেই লোকে যে পুণ্যবান হয় তাহা নয়। দেখ অনেক বড়মানুষ মিথ্যাবাদি, জুয়োচোর। প্রায় সকলেই মদখোর, বেশ্যাবাজ্। ইহারা মরিলে ইহাদিগের শ্রাদ্ধ বড় ঘটায় হইবেক, শ্রাদ্ধের জোরে ইহারা কখন স্বর্গে যাইতে পারিবেক না, কারণ ইহারা স্বর্গে গেলে

ক

['মাসিক পত্রিকা'র একটি পৃষ্ঠার প্রতিলিপি]

জ্ঞানবোধিনী (সাপ্তাহিক)। মে ১৮৫৫।

১২৬২ সালের জ্যৈষ্ঠ (১৮৫৫, মে) মাসে 'জ্ঞানবোধিনী' নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত হয়। 'সংবাদ প্রভাকরে' (১ বৈশাখ ১২৬৩) প্রকাশ :—

> জ্যৈষ্ঠ ১২৬২। কলিকাতা নগরে 'জ্ঞানবোধিনী' পত্রিকা নামে সাপ্তাহিক পত্রিকা··· প্রকাশারম্ভ হয়।

বঙ্গ বার্ত্তাবহ (পাক্ষিক)। মে ১৮৫৫।

১২৬২ সালের জ্যৈষ্ঠ (১৮৫৫, মে) মাসে হারাণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় ভবানীপুর হইতে 'বঙ্গ বার্ত্তাবহ' নামে একখানি পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। 'সংবাদ প্রভাকরে' (১ বৈশাখ ১২৬৩) প্রকাশ :—

> জ্যৈষ্ঠ ১২৬২।···ভবানীপুরে 'বঙ্গবার্ত্তাবহ' নামে পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশারম্ভ হয়।

"এই পত্র প্রতি মাসের প্রথম এবং ষোড়শ দিবসে ভবানীপুরস্থ হিন্দুপেট্টরিয়ট যন্ত্রে শ্রীশ্যামাচরণ সরকার কর্ত্তৃক মুদ্রিত এবং শ্রীরামলাল চট্টোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত হয় মাসিক মূল্য ।০ আনা মাত্র।"

সর্ব্বার্থ পূর্ণচন্দ্র (মাসিক)। জুলাই ১৮৫৫।

অদ্বৈতচন্দ্র আঢ্যের সম্পাদকতায় ১৮৫৫ সনের জুলাই মাসের প্রথমার্দ্ধে পূর্ণচন্দ্র যন্ত্র হইতে 'সর্ব্বার্থ পূর্ণচন্দ্র' নামে মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। 'সংবাদ প্রভাকরে' (১ বৈশাখ ১২৬৩) প্রকাশ :—

> আষাঢ়, ১২৬২। 'সর্ব্বার্থ পূর্ণচন্দ্র' নাম এক অভিনব মাসিক পত্র প্রকাশ হয়।

পত্রিকার মলাটে এই শ্লোকটি শোভা পাইত :—

ইতিহাসপুরাণানি কাব্যাখ্যানকথাস্তথা।
হ্লাদয়ন্তি হৃদম্ভোজমম্ভোজং ভাস্করো যথা॥

প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত "অবতরণিকা" অংশ উদ্ধৃত করিতেছি, ইহা হইতে পত্রিকা-প্রচারের উদ্দেশ্য জানা যাইবে :—

> ···আমরা দেশ বিদেশীয় প্রাচীন ও নব্য বিবিধ গ্রন্থের বিষয় সকল প্রকাশ করণাভিলাষে 'সর্ব্বার্থ পূর্ণচন্দ্র' নামে এই মাসিক পত্রিকা প্রচারে প্রবৃত্ত হইলাম। এই পত্রীতে এ দেশের প্রাচীন পুরাণাদি শাস্ত্র এবং কাব্য নাটক, তথা নীতিশাস্ত্রাদির পুস্তক হইতে কিঞ্চিৎ২ ক্রমশঃ অনুবাদ করিয়া নিয়ত প্রকাশ করা যাইবে, এতদ্ভিন্ন পারসীক ও ইংরাজী ভাষায় জ্ঞান বিজ্ঞান প্রকাশক গ্রন্থ হইতে বিবিধ ইতিহাস উপাখ্যান এবং অবনীমণ্ডলে যে সময়ে যে২ অদ্ভুত ঘটনা হয় তদ্বিষয়ক পুস্তকচয় হইতেও অনুবাদ পূর্ব্বক কিছু২ সংগ্রহ করিয়া ইহাতে প্রকাশ করিব, অপর উপস্থিত মতে সাধারণ হিতার্থ বিষয় সকলের

আন্দোলনেও ত্রুটি হইবে না, যে২ বিষয়ের আলোচনা করিলে দেশের হিত বা অহিত সর্ব্ব সাধারণের বুদ্ধি পথে উদিত হইতে পারে এবং রাজপুরুষদিগের নিকট আবেদন অথবা সাধারণের মনোযোগ দ্বারা অহিত নিবারণ পুরঃসর হিত সম্পাদন সম্ভব, সময়ে২ সে সকল বিষয়েরও আলোচনা করা যাইবে।

এই 'সর্ব্বার্থ পূর্ণচন্দ্র' প্রতি মাসে এই প্রকার দ্বাত্রিংশৎ পৃষ্ঠ পরিমাণে প্রকাশ হইবে, প্রকটিত হইবার দিন অবধারিত থাকিবে না, বৎসরে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশ পাইবে। পাঠকবর্গ দ্বাদশ সংখ্যার মূল্য অগ্রে প্রদান করিলে অতি সুলভ মূল্যে অর্থাৎ দুই টাকায় প্রাপ্ত হইবেন, এক এক সংখ্যার মূল্য দিলে চারি আনা দিতে হইবে।...

প্রথম সংখ্যার "নির্ঘণ্ট" এইরূপ ঃ—

অবতরণিকা। বিষ্ণু পুরাণ, প্রথম অধ্যায়। মার্কণ্ডেয় পুরাণ, প্রথম অধ্যায়। মহাভারত, আদি পর্ব্ব, প্রথম অধ্যায়। কল্কিপুরাণ, প্রথম অধ্যায়। রামায়ণ, আদি কাণ্ড, প্রথম সর্গ। কুমার সম্ভব, প্রথম সর্গ। উত্তর রামচরিত, প্রথম অঙ্ক। দৃষ্টান্ত শতক, [৪০ শ্লোক]। পঞ্চ রত্নম্। ষড় রত্নম্। গোলেস্তাঁ, প্রথম ও দ্বিতীয় কাহিনী। মণ্ডরের নীতিসার।

'সর্ব্বার্থ পূর্ণচন্দ্রে'র সর্ব্বসমেত ৩৪ সংখ্যা অনিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষের পত্রিকা ১২৬২ ও ১২৬৩ সালে, এবং তৃতীয় বর্ষের পত্রিকা (১০ সংখ্যা) ১২৬৬-৬৭ সালে প্রকাশিত হয়।

বঙ্গবিদ্যা প্রকাশিকা পত্রিকা (মাসিক ···)। সেপ্টেম্বর ১৮৫৫।

১২৬২ সালের আশ্বিন (১৮৫৫, সেপ্টেম্বর) মাসে নবীনচন্দ্র আঢ্যের সম্পাদনে 'বঙ্গবিদ্যা প্রকাশিকা পত্রিকা' নামে মাসিক পত্র প্রকাশিত হয়। পত্রিকা-প্রচারের উদ্দেশ্য এইরূপ ঃ—

...যে সমস্ত পত্রী প্রচলিত আছে সর্ব্ব সাধারণে তন্মূল্য প্রদান করিতে প্রায় সক্ষম হয় না এক বা অর্দ্ধ মুদ্রা মূল্যের প্রাত্যহিক পত্র গ্রহণ করিতেও অনেকে বিমুখ হন অতএব সকল লোকের সুলভ নিমিত্ত 'বঙ্গবিদ্যা প্রকাশিকা' নামে একখানি মাসিক পত্রী প্রকটন করা গিয়াছে। এই পত্রীতে নীতি বিদ্যা শিক্ষা, বাণিজ্য, ইত্যাদি বিবিধ বিষয়ের সার বিবরণ এবং যে সমস্ত বিষয়ের আন্দোলনে জ্ঞান ও স্বভাব বৃদ্ধি এবং সাধারণোপকার সম্ভাবনা তাহার সংক্ষেপ বর্ণন থাকিবেক। আপাততঃ অক্‌টেবো পরিমাণের ষোড়শ পৃষ্ঠে প্রত্যেক সংখ্যা প্রকাশ হইবে মূল্য সংখ্যা প্রতি এক আনা মাত্র।

'বঙ্গবিদ্যা প্রকাশিকা পত্রিকা'র প্রথম সংখ্যার (আশ্বিন, ১২৬২) "নির্ঘণ্ট" ঃ—

ভূমিকা। ঈশ্বর তত্ত্ব। বিদ্যানুশীলন। বাণিজ্য। রাজত্ব। নীতি। উষ্ট্র। হিতকথা। পদ্য।

'বঙ্গবিদ্যা প্রকাশিকা পত্রিকা'র প্রথম চারি খণ্ড মাসিক আকারে প্রকাশিত হইয়াছিল। এই চারি খণ্ডের হিসাব দিতেছি ঃ—

প্রথম খণ্ড…১ম—৭ম সংখ্যা, ১২৬২ সাল।

দ্বিতীয় খণ্ড…৮ম—১৯শ সংখ্যা, ১২৬৩ সাল; ২০শ সংখ্যা, ১২৬৪ সাল; ২১শ সংখ্যা, ১২৬৫ সাল।

তৃতীয় খণ্ড…২২শ—২৪শ সংখ্যা, ১২৬৫ সাল।

চতুর্থ খণ্ড…২৫শ—২৮শ সংখ্যা, ১২৬৫ সাল; ২৯শ সংখ্যা, ১২৬৬ সাল।

চতুর্থ খণ্ডের শেষ বা ২৯শ সংখ্যা ৪৬২ পৃষ্ঠায় শেষ হইয়াছে। ইহার পর পত্রিকার ৫ম খণ্ড প্রথমে পাক্ষিক আকারে এবং পরে দৈনিক আকারে বাহির হইতে থাকে। ডক্টর শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা 'সুবর্ণবণিক্ সমাচারে' (৫ম-৮ম বর্ষ) 'বঙ্গবিদ্যা প্রকাশিকা পত্রিকা' সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন; তিনি লিখিয়াছেন :—

> চতুর্থ খণ্ড বা উনত্রিংশ সংখ্যা পর্য্যন্ত বঙ্গবিদ্যাপ্রকাশিকা পত্রিকা মাসিক আকারেই বাহির হয়। কিন্তু পঞ্চম খণ্ড বা ত্রিংশ সংখ্যা হইতে ইহা পাক্ষিক আকারে দেখা দেয়।… এই [২৯শ] সংখ্যায় মাঘ ও ফাল্গুন মাসে (১২৬৬ সালের) সংঘটিত কয়েকটি বিশিষ্ট ঘটনার উল্লেখ আছে। তৎপাঠে মনে হয়, এই উনত্রিংশ সংখ্যা ১২৬৬ সালের চৈত্র মাসে বাহির হয়। ইহা দ্বারা আমরা বুঝিতে পারি যে, পরবর্ত্তী ১২৬৭ সালে বঙ্গবিদ্যা প্রকাশিকা পত্রিকার পঞ্চম খণ্ড আরম্ভ হয়। পাক্ষিক আকারের প্রথম সংখ্যাটি বৈশাখ মাসে প্রকাশিত হয় নাই, সম্ভবত উহা জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রকাশিত হইয়া থাকিবে। কারণ এই সংখ্যায় "পাক্ষিক সংবাদ" শীর্ষক (৪৭০ পৃষ্ঠা) ঘটনাবলীর মধ্যে "বৈশাখের শেষ দিবসে বড়বাজারে আফিনহাটার নিকট" সংঘটিত ঘটনাবিশেষের বিবরণ স্থান পাইয়াছে।…
>
> কত দিন এই পত্রিকা পাক্ষিকাকারে চলিয়াছিল, এবং তাহার পর ইহা সাপ্তাহিক আকারে বাহির হইয়াছিল কি না—বলা সুকঠিন। কারণ আমরা পাক্ষিকাকারে প্রকাশিত পত্রিকার ৪৩ সংখ্যা পর্য্যন্ত পাইয়াছি। এই ৪৩ সংখ্যা ১২৬৭ সালে প্রকাশিত এবং ইহা বঙ্গবিদ্যা প্রকাশিকা পত্রিকার পঞ্চম বর্ষের অন্তর্গত সংখ্যা। এই সংখ্যার পরে আমরা ১২৭৫ সালের ২রা বৈশাখের [১৪শ বর্ষ] 'বঙ্গবিদ্যাপ্রকাশিকা'র দর্শন পাই। তখন ইহা দৈনিক সংবাদপত্ররূপে প্রকাশিত হইতেছে।
>
> ১২৭৫ সালের ২রা বৈশাখের বঙ্গবিদ্যাপ্রকাশিকা…পত্রিকাখানি রয়েল ৪ পেজী আকারের আটপৃষ্ঠাব্যাপী ছিল।…ইহা রবিবার ব্যতীত প্রত্যহ প্রকাশিত হইত।…প্রতি সংখ্যা পত্রিকার শীর্ষদেশে প্রথমে ইংরেজী তৎপরে দেবনাগর তার পর বাঙ্গালা অক্ষরে পত্রিকার নাম। তৎনিম্নে "Daily Advertiser. প্রাত্যহিক পত্র" এবং দেবনাগর অক্ষরে "হর রোজ পত্র" লেখা আছে। ইহার নীচেই নিম্নলিখিত সংস্কৃত শ্লোকটি স্থান পাইয়াছে,—
>
> আম্রাততল্যাখ্যপুরা রমারমা নবীনচন্দ্রাঢ্যসদাঢ্যদাঢ্যতা।
> পত্রী সুপত্রীবহতাসতাং সতাং সা বঙ্গবিদ্যাপ্রকাশিকা ॥

মর্ম্ম ধুরন্ধর (মাসিক)। জানুয়ারি ১৮৫৬।

১২৬২ সালের মাঘ (১৮৫৬, জানুয়ারি) মাসে 'মর্ম্ম ধুরন্ধর' নামে মাসিক পত্র প্রকাশিত হয়। 'সংবাদ প্রভাকরে' (১ বৈশাখ ১২৬৩) প্রকাশ ঃ—

> মাঘ, ১২৬২।...'মর্ম্ম ধুরন্ধর' নামে এক মাসিক পত্রিকা প্রকাশ হয়।

বেহালা হরিভক্তি প্রদায়িনী সভার সাম্বৎসরিক সংবাদ পত্রিকা। এপ্রিল ১৮৫৬।

১৮৫২ সনে বেহালায় হরিভক্তিপ্রদায়িনী সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। "হরিভক্তি স্থাপন করা সভার প্রধান সঙ্কল্প"। এই সভা হইতে সভ্য সমাজে বিতরণার্থ ১২৬৩ সালের বৈশাখ মাসে 'সাম্বৎসরিক সংবাদ পত্রিকা'র ১ম সংখ্যা প্রচারিত হয়। সভা-সম্পাদক গুরুদয়াল রায়ের বার্ষিক অভিভাষণ ও কয়েকটি ভক্তিরসাত্মক গান পত্রিকার কলেবর পূর্ণ করিত। আমরা এই সাম্বৎসরিক সংবাদ পত্রিকার ২ সংখ্যা (বৈশাখ ১২৬৪) ও ৬ সংখ্যা (বৈশাখ ১২৬৮) দেখিয়াছি। এই দুই সংখ্যার মলাটে যথাক্রমে এই দুইটি সংস্কৃত শ্লোক মুদ্রিত আছে ঃ—

> শমায়ালং জলং বহ্নেস্তমসো ভাস্করোদয়ঃ।
> ক্ষান্তিকলেরঘোঘস্য নামসংকীর্ত্তনং হরেঃ॥
>
> ধ্যায়ন্ কৃতে যজন্ যজ্ঞৈস্ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽর্চ্চয়ন্।
> যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সংকীর্ত্য কেশবম্॥

সত্য জ্ঞানসঞ্চারিণী পত্রিকা (মাসিক)। এপ্রিল ১৮৫৬।

১৮৫৬ সনের এপ্রিল মাসে 'সত্য জ্ঞানসঞ্চারিণী পত্রিকা' প্রকাশিত হয়। এই মাসিক পত্রিকা সম্বন্ধে গুপ্ত-কবি ২৯এ মে (১৭ জ্যৈষ্ঠ ১২৬৩) 'সংবাদ প্রভাকরে' মন্তব্য করেন ঃ—

> 'সত্য জ্ঞানসঞ্চারিণী পত্রিকা' নামে একখানি মাসিক পত্রিকার প্রথম সংখ্যা আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি তাহা ভবানীপুরস্থ হিন্দু পেটরিয়াট যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়াছে, তৎ-সম্পাদক মহাশয় যে একটি প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যদ্যপি যথানিয়মে তত্তাবৎ প্রতিপালন করিতে পারেন তবে ঐ পত্রিকা সাধারণ বিদ্যানুরাগি ব্যক্তিদিগের পরম আদরণীয়া হইবেক তাহার সন্দেহ নাই, পরন্ত এই প্রথম সংখ্যক পত্রিকায় যে কয়েকটি বিষয় লিখিত হইয়াছে আমরা তাহার আদ্যন্ত পাঠ করিয়াছি, লেখা প্রণালীসিদ্ধ হইয়াছে বটে, কিন্তু আরো কিঞ্চিৎ পরিষ্কার হইলে সাধারণের পাঠোপযোগি হইতে পারে, যাহা হউক আমরা পরমেশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করি যে এই পত্রিকা চিরস্থায়িনী হইয়া তাঁহার পরম প্রেমময় সত্যজ্ঞান বিষয়ে সকলের চিত্তাকর্ষণ করুন।

নবকৃষ্ণ বসু এবং শ্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই পত্রিকার পরিচালক ছিলেন বলিয়া লং উল্লেখ করিয়াছেন।

এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক বার্ত্তাবহ (সাপ্তাহিক)। ৪ জুলাই ১৮৫৬।

শিক্ষা-বিভাগের দক্ষিণ-বিভাগীয় ইন্‌স্পেক্টর হজসন প্র্যাটের প্রাতপোষতায় এই সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। ইহার প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল—৪ জুলাই ১৮৫৬ (২২ আষাঢ় ১২৬৩)। "এই এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক বার্ত্তাবহ প্রত্যেক শুক্রবারে ইটালি পদ্মপুকুর ১৪ নম্বর ভবনে সত্যার্ণব যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয়। ইহার বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ৩ টাকা, মাসিক অগ্রিম মূল্য ।১০ সাড়ে চারি আনা মাত্র।"

'এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক বার্ত্তাবহে'র সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছিলেন—রেভারেণ্ড ও'ব্রায়ান স্মিথ। শিক্ষা-বিভাগীয় ডিরেক্টরের বার্ষিক বিবরণ হইতে পত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্য জানা যায় :—

> About the beginning of the year under report, a Newspaper in Bengali, called the *Educational Gazette*, was established, under the Editorial charge of the Reverend O'Brien Smith, under the auspices and patronage of this Department, assisted by a Government Grant of Rupees 200 a month. The object is to supply the people in the interior of the country with a Newspaper cheap in price and healthy in tone.—Report of the Director of Public Instruction for the year 1856-57.

কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কিছু দিন 'এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক বার্ত্তাবহে'র সহকারিতা করিয়াছিলেন। সমসাময়িক সংবাদপত্রে ইহার উল্লেখ আছে :—

> ভাদ্র, ১২৬৭।...এডুকেসন গেজেট সম্পাদক শ্রীযুক্ত রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় 'শরীর সাধনী বিদ্যা' নাম্নী একখানি বক্তৃতা প্রকাশ করিয়াছেন। ('সংবাদ প্রভাকর', ১৭ সেপ্টেম্বর ১৮৬০)

> *Education Gazette.*—We are glad to perceive that His Honor the Lieut. Governor has sanctioned for another year, increased contribution of Rs 270 per mensem towards the support of this really useful journal which has been conducted with great ability by Mr. O'Brien Smith, and Baboo Rung Lall Banerjee. (*The Indian Field* for Septr. 20, 1862.)

'এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক বার্ত্তাবহ'কে সরকারী মুখপত্রে পরিণত করিবার জন্য ৩১ ডিসেম্বর ১৮৬৩ তারিখে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। ইহার ফলে সম্পাদকের পারিশ্রমিক বৃদ্ধি করিয়া ৩০০৲ করা হয়; সরকারী ও অপরাপর বিষয়ে সঠিক সংবাদ লাভ করিয়া যাহাতে তিনি সাময়িক ঘটনাবলী প্রকাশ করিতে পারেন, তাহারও ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। প্রবন্ধাদি নির্ব্বাচন ও পত্রিকার সকল প্রকার দায়িত্ব সম্পাদকের উপর ন্যস্ত হয়,—গবর্মেণ্ট ইহার সহিত সাক্ষাৎ সংসর্গ রাখেন নাই। ও'ব্রায়ান স্মিথ ১৮৬৬ সনের জানুয়ারি মাস পর্য্যন্ত সম্পাদকতা করিয়া স্বাস্থ্যহানির জন্য স্বদেশ গমন করিতে বাধ্য হন। তাঁহার স্থলে স্থায়ী সম্পাদক নিযুক্ত হইবার পূর্ব্বে কানাইলাল পাইন ও ব্রহ্মমোহন মল্লিক দুই মাস পত্রিকা পরিচালন করিয়াছিলেন। ব্রহ্মমোহন তাঁহার স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন :—

স্মিথ সাহেব বিলাত চলিয়া গেলেন। আমার বন্ধু কানাইলাল পাইনের উপর পত্রিকা-পরিচালনের ভার ন্যস্ত হইল। আমি তাঁহার কাগজে রণজিৎ সিংহের জীবনবৃত্তান্ত লিখিতে আরম্ভ করিলাম।...হুগলিতে অবস্থানকালে ভূদেব বাবু কলিকাতায় এডুকেশন গেজেট আপিসে প্রায়ই আসিতেন। পত্রিকাখানি আমার হাত হইতে প্যারিচরণ সরকারের হাতে গেল; তিনি ছাড়িয়া দিলে ভূদেব বাবু ইহার সম্পাদক হইলেন।...বঙ্কিম বাবুর সঙ্গেও আমার প্রথম আলাপ হয় ভূদেব বাবুর বাড়ীতে। বঙ্কিম বাবু তখন সবে মাত্র লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন; মাঝে মাঝে এডুকেশন গেজেটে লিখিতেন। ('পুরাতন প্রসঙ্গ,' ২য় পর্য্যায়, পৃ. ৫৮-৬০)

১৮৬৬ সনের মার্চ মাসে প্রেসিডেন্সী কলেজের ইংরেজী-সাহিত্যের সহকারী অধ্যাপক প্যারীচরণ সরকার 'এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক বার্ত্তাবহে'র সম্পাদক-পদে নিযুক্ত হন। তাঁহার কার্য্যকালে রচনার দিক্ হইতে পত্রিকার যথেষ্ট উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল; গ্রাহকসংখ্যাও বৃদ্ধি পাইয়াছিল। কিন্তু আড়াই বৎসর যাইতে-না-যাইতেই এমন একটি ঘটনা ঘটিল, যাহাতে তিনি শেষ পর্য্যন্ত পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। ১৮৬৮ সনের মে মাসে ঈস্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ের শ্যামনগর স্টেশনের নিকট একটি রেলওয়ে দুর্ঘটনায় বহু লোক হতাহত হয়। রেলওয়ে-কর্ত্তৃপক্ষ হতাহত লোকের যে সংখ্যা প্রকাশ করেন, তাহা জনসাধারণের নিকট বিশ্বাসযোগ্য প্রতীয়মান হয় নাই। গবর্মেণ্টও রেলওয়ে-কর্ত্তৃপক্ষের রিপোর্টের উপর নির্ভর করিয়া একটি বিবরণ প্রকাশ করিয়াছিলেন। প্যারীচরণ প্রচলিত সাময়িক-পত্রের বিবরণ অবলম্বন করিয়া, স্বাধীন অনুসন্ধান করিয়াও বটে, ১০ জ্যৈষ্ঠ ১২৭৫ তারিখে 'এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক বার্ত্তাবহে' ঘটনার এই বিবরণ প্রকাশ করেন:—

ঈষ্টারণ বেঙ্গল রেলওয়ের দুর্ঘটনা।—বিগত ২৬ শে বৈশাখ ঈষ্টারণ বেঙ্গল রেলওয়ের শ্যামনগর ষ্টেশনে যে দুর্ঘটনা হইয়াছিল, তাহার অত্যন্ত ভয়ানক বিবরণ ক্রমে ক্রমে প্রকাশ হইয়া পড়িতেছে। যাঁহারা তৎকালে ঐ স্থানে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই প্রকাশ্যরূপেই বলিতেছেন যে, প্রায় তিন শত লোক মারা পড়িয়াছে। আবার উহা অপেক্ষা আরও ভয়ঙ্কর কয়েকটি বৃত্তান্ত শুনিতে পাওয়া যাইতেছে। অনেকেই এরূপ অনুভব করিতেছেন যে রেলওয়ে কর্ম্মচারীরা যখন তাড়াতাড়ি ভগ্ন গাড়ী হইতে হত আহত ব্যক্তিগণকে বাহির করিতে আরম্ভ করেন, তখন তাঁহাদের কেহ কেহ অত্যন্ত নৃশংস ব্যবহার করিয়াছিলেন। যাহাতে দুর্ঘটনার চিহ্ন অত্যল্প কাল মধ্যেই নিরাকৃত হয়, সেই চেষ্টায় শশব্যস্ত হইয়া উক্ত কর্ম্মচারীরা দয়াধর্ম্মশূন্য হইয়া পড়েন। হত আহত ব্যক্তিরা যে স্থানে ছিল, তথা হইতে ৬।৭ হাত দূরে তাহাদিগকে স্থানান্তরিত করিবার গাড়ী আনিয়া রাখা হয়, এবং ৬।৭ হাত ভূমির উপর দিয়া মৃত ও মৃতপ্রায় ব্যক্তিগণকে যে প্রকার ভয়ানকরূপে নিক্ষেপ করা কিম্বা টানিয়া লইয়া যাওয়া হয়, তাহাতে যাহারা মৃতপ্রায় ছিল, তাহাদের জীবিত থাকিবার অধিক সম্ভাবনা ছিল না। এই সকল শশব্যস্ত কর্ম্মচারী ভগ্ন গাড়ী হইতে

"প্যাসেঞ্জার" বাহির করিবার সময় হত আহতের অল্প মাত্র বিভিন্নতা প্রদর্শন করে, হত ব্যক্তিকেও যেমন বলপূর্ব্বক টানিয়া অথবা উর্দ্ধে নিক্ষেপ করিয়া স্থানান্তরিত করিবার গাড়ীতে রাখে, যে সকল আহত ব্যক্তিরা মৃতপ্রায় হইয়াছিল, অথবা কথা কহিতে অসমর্থ ছিল, তাহাদের প্রতিও তদ্রূপ ব্যবহার করে। এই প্রকার নৃশংস ব্যবহার দ্বারা যদি একজন মৃতপ্রায় ব্যক্তিরও প্রাণনাশ হইয়া থাকে, তাহা হইলে ঐ সমস্ত কর্ম্মচারীর গুরুতর দণ্ড হওয়া উচিত। ইহাও অনেকের মুখে শুনা যাইতেছে যে, প্রকাশ্য রিপোর্টে যিনি যেরূপ লিখিয়া দেউন না কেন, বস্তুতঃ সকল আহত ব্যক্তির প্রতি যথোচিত-রূপ যত্ন ও শুশ্রূষা করা হয় নাই। যে সকল কর্ম্মচারী ঐ ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা সদয়চিত্ত হইলে আহত ব্যক্তিগণের প্রতি ইহা অপেক্ষা অধিকতর যত্ন করা হইতে পারিত, তাহা অনেকেই বলিতেছেন। বাঙ্গালি দর্শকদিগের কথা যদি সকলে গ্রাহ্য না করেন, তথাপি কলিকাতার পুলিশ কমিশনর ষ্টুয়ার্ট হগ সাহেব এবং আয়ব্যয় সম্বন্ধীয় সুপ্রিম কৌন্সিলের মেম্বর সর রিচার্ড টেম্পল সাহেবের কথা অবশ্যই মান্য করিতে হইবে। ইঁহারাও স্বচক্ষে দুইজন আহত ব্যক্তির দুর্দ্দশা দেখিয়াছেন। উহারা বিনা যত্নে পতিত রহিয়াছে দেখিয়া, হগ সাহেব ঈষ্টারণ বেঙ্গল রেলওয়ের প্রধান কর্ম্মচারী প্রেষ্টেজ সাহেবকে তদ্বিষয় অবগত করাতে, উক্ত কর্ম্মচারী হগ সাহেবকে এইরূপ উত্তর দেন যে, "তোমার এ বিষয়ে কথা কহিবার অধিকার নাই।" এবং পরে হগ সাহেবের ব্যবহার অশিষ্ট বলিয়া অভিযোগ করিয়াছেন। কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! মৃতপ্রায় মনুষ্যেরা যত্নাভাবে কষ্ট পাইতেছে দেখিয়া, তাহাদের কষ্ট দূর করিবার উদ্দেশে সকলকেই কে না বলিতে পারেন? বিশেষতঃ এস্থলে উক্ত প্রকার দুরবস্থাগ্রস্ত ব্যক্তির কষ্ট নিবারণ চেষ্টাই উক্ত কর্ম্মচারীর একটি প্রধান কর্ম্ম, অতএব এ বিষয়ে তাঁহাকে কোন কথা বলিবার অধিকার মনুষ্য মাত্রেরই আছে। হগ সাহেব যে প্রকার দয়ালু অন্তঃকরণের পরিচয় দিয়াছেন, ঈষ্টারণ বেঙ্গল রেলওয়ে কর্ম্মচারীর প্রধানপক্ষীয় দুই একজন যদি তদ্রূপ দয়া প্রকাশ করিতেন তাহা হইলে এই দুর্ঘটনা জন্য প্যাসেঞ্জারেরা প্রধান কর্ম্মচারীদিগকে কোন প্রকারে দোষী করিতে পারিতেন না। কিন্তু যেরূপ শুনা যাইতেছে তাহাতে উক্ত কর্ম্মচারীদিগের প্রতি অনায়াসেই অধিক দোযারোপ করা যাইতে পারে। তাড়াতাড়ি হত ব্যক্তিসমূহকে রাত্রিকালে গোপনে নূতন ট্রেন আনাইয়া স্থানান্তরিত করা, এবং কোথায় নিক্ষেপ করা হইল তাহা কাহাকেও না জানান, অত্যন্ত সন্দেহের কারণ, অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। মৃতব্যক্তিদিগের আত্মীয়বর্গ আসিয়া স্ব স্ব জাতির প্রথা অনুসারে মৃতব্যক্তির শেষ কার্য্য সমাধা করিতে দিবার কোন চেষ্টা হইল না কেন? দুর্ঘটনার পরদিন প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত মৃতদেহ রাখা হইলে নিকটস্থ সকল গ্রামের আরোহী-দিগের আত্মীয়স্বজন আসিয়া স্ব স্ব আত্মীয়ের গতি করিতে পারিত, সে সন্তোষ হইতেও মৃতব্যক্তিগণের আত্মীয়বর্গকে বঞ্চিত করা হইল কেন? যে কয়েকখানি গাড়ী ভাঙ্গিয়া যায়, রাত্রিমধ্যে তৎসমুদায় অগ্নি দিয়া ভস্মীভূত করিবারই বা তাৎপর্য্য কি? গোপন করিবার জন্য এতদূর ব্যগ্র হইবার কি প্রয়োজন ছিল? যখন রাত্রিমধ্যেই চুপে চুপে সমস্ত মৃতদেহ স্থানান্তরিত করিয়া কুষ্টিয়ার নীচে পদ্মাতে বা অপর স্থানে নিক্ষেপ করা হইয়াছে, তখন

প্রকাশ্য রিপোর্টের লিখিত সংখ্যা অপেক্ষা অধিক সংখ্যক মৃতদেহ স্থানান্তরিত করা হইয়াছিল বলিয়া অনায়াসেই লোকের মনে সন্দেহ জন্মিতে পারে। প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত রাখিয়া অথবা ঐ রাত্রির মধ্যেই বারাকপুরের ম্যাজিষ্ট্রেটকে দুর্ঘটনা স্থানে আনাইয়া তাঁহাকে সমস্ত হত আহত ব্যক্তি দেখাইয়া, তাঁহার অনুমতি গ্রহণের পর যদি মৃতদেহ পদ্মাতে এবং আহত ব্যক্তিগণকে হাঁসপাতালে পাঠান হইত, তাহা হইলে রেলওয়ে কর্ম্মচারীদিগের অন্ততঃ আইনসঙ্গত কর্ম্ম করাও হইত। কিন্তু তাঁহারা তাহাও করেন নাই। ইহার কারণ কি ? সকলেই বলিতেছে যে তাড়াতাড়িতে কতকগুলি মৃতপ্রায় ব্যক্তিকেও মৃতব্যক্তির সহিত এক গাড়ীতে নিক্ষেপ করিয়া পদ্মায় বিসর্জ্জন দেওয়া হইয়াছে। এরূপ যথার্থ ঘটিয়াছে কি না, রেলওয়ে কর্ম্মচারীর মধ্যে যাঁহারা ভগ্নগাড়ী খালাশ করিয়াছিলেন তাঁহারা নিশ্চয় বলিতে পারেন। অপর কেহই নিশ্চয় বলিতে পারেন না। কিন্তু সকলেরই মনে সন্দেহ জন্মিয়াছে। শ্যামনগরের নিকটস্থ গ্রামবাসীদিগের মুখেও ঐ কথা শুনা যায় এবং তাঁহারা বলেন, যে হত আহতের সংখ্যা তিন শতের ন্যূন নহে। যে সকল ব্যক্তি হত বা আহত হইয়াছিল তাহাদের ঘড়ী, অলঙ্কার, টাকা ও অন্যান্য দ্রব্যাদি কোথায় গেল, কে লইল তাহারও কিছুই অনুসন্ধান হয় নাই। শুনা গেল জনৈক আহত ব্যক্তি বলিয়াছিলেন যে, তিনি যখন অচেতন হইয়া পড়িয়াছিলেন, তখন রেলওয়ে কর্ম্মচারীর দুইএকজন তাঁহার পকেটে হাত দেওয়াতে তিনি যেমন সচেতন হইয়া চাহিয়া দেখেন তৎক্ষণাৎ দস্যুবৎ কর্ম্মচারীরা অন্য দিকে যায়। এই সকল কর্ম্মচারী লুঠ করিতে গিয়াছিল সাহায্য দিতে যায় নাই।

যাহাতে এই দুর্ঘটনা-সংক্রান্ত সমস্ত ব্যাপারের পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান হয়, এবং তৎসম্পর্কীয় সমস্ত সত্য প্রকাশ পায়, তজ্জন্য গবর্ণমেণ্ট একটী কমিশন নিযুক্ত করুন। ৪।৫ জন সুযোগ্য দেশীয় এবং বিদেশীয় ব্যক্তি কিছু দিন এ বিষয়ে অনুসন্ধান করিলেই সমস্ত ব্যক্ত হইবে। অনেক দূর পর্য্যন্ত এইরূপ নৃশংস ব্যবহারের জনরব হইয়াছে। যত দিন না গবর্ণমেণ্টের নিয়োজিত উপযুক্ত ব্যক্তিগণ দ্বারা বিশেষরূপ অনুসন্ধান না হইবে, তত দিন রেলওয়ে কর্ম্মচারীরা ভয়ানক দূষণীয়তার অপবাদ হইতে মুক্তি অথবা কৃত অপরাধের যোগ্য দণ্ড পাইবে না, এবং দেশবাসীদিগের নানাপ্রকার সংশয়ও দূরীকৃত হইবে না। অতএব একটী কমিশন নিযুক্ত হওয়া সর্ব্বতোভাবে উচিত।

ঘটনার সরকারী বিবরণ প্রচারিত হইবার কয়েক দিন পরেই 'এডুকেশন গেজেটে' উপরি-উদ্ধৃত বিবরণটি প্রকাশিত হয়। সরকারী অর্থে প্রতিপালিত পত্রিকায় এরূপ বিবরণ স্থান পাওয়ায় সম্পাদক কর্ত্তৃপক্ষের বিরাগভাজন হইয়াছিলেন। গবর্মেণ্ট ২ জুন ১৮৬৮ তারিখে সম্পাদককে জানাইয়াছিলেন :—

The article is calculated, from the false account which it gives of the occurrence, to mislead and to alarm the Native public, and the admission of such an article without first taking some steps to inquire into the truth of the statements it contained, seems to the Lieutenant Governor to be entirely opposed to the spirit of the conditions on which the Education Gazette is supported by Govt., the chief of

those conditions, it may be said being that the paper shall be a vehicle for furnishing the people with the means of forming a sound opinion on passing events *by supplying them with accurate information.*

উত্তরে প্যারীচরণ পরবর্ত্তী ১৬ই জুন তারিখে গবর্মেণ্টকে জানাইয়াছিলেন :—

3. When I indited the article in question, I did so under the conviction that the accounts which had appeared in the *Hindoo Patriot*, the *National Paper*, the *Indian Mirror*, the *Someprakash*, the *Prabhakar*, and the *Chandrika*, and upon which the article was based were in the main correct ; and the enquiries which I had personally made from different reliable sources had tended to produce that conviction.

• • • •

5. On reference to the conditions on which the Education Gazette is supported by Government, I find nothing, I beg to submit, which to my understanding, prevents me from giving expression to my impressions and convictions on passing events. And the one alluded to in your letter, as being the chief of those conditions, has not, I may be permitted to add, been infringed in the article under notice, inasmuch as it was not admitted without enquiries.

বলা বাহুল্য, প্যারীচরণের এই উত্তরে গবর্মেণ্ট তাঁহাদের পূর্ব্বমন্তব্য প্রত্যাহার করেন নাই। স্বাধীনচেতা প্যারীচরণ পরবর্ত্তী ৩১এ জুলাই পদত্যাগ-পত্র পেশ করেন ; ৮ই আগষ্ট গবর্মেণ্ট কর্ত্তৃক উহা গৃহীত হয়।

প্যারীচরণ সরকারের স্থলে ১৮৬৮ সনের ডিসেম্বর মাসে ভূদেব মুখোপাধ্যায় (তৎকালে স্কুল-ইন্‌স্পেক্টর) 'এডুকেশন গেজেটে'র সম্পাদক নিযুক্ত হন। তাঁহার সম্পাদকত্বে প্রকাশিত 'এডুকেশন গেজেটে'র প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল—৪ ডিসেম্বর ১৮৬৮। গবর্মেণ্ট ভূদেববাবুকে পত্রিকাখানির সর্ব্বস্বত্ব দান করিয়াছিলেন। ভূদেবের কর্ত্তৃত্বাধীনে পত্রিকাখানি যথেষ্ট উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। কবি হেমচন্দ্রের 'ভারত-সঙ্গীত' ও অন্যান্য কবিতা ইহার পৃষ্ঠা অলঙ্কৃত করিয়াছিল। 'এডুকেশন গেজেট' দীর্ঘকাল জীবিত ছিল।

সর্ব্বতত্ত্ব প্রকাশিকা (মাসিক)। জুলাই ১৮৫৬।

এই মাসিক পত্রিকাখানি ১৮৫৬ সনের জুলাই মাসে প্রকাশিত হয়। পরবর্ত্তী ৬ই আগষ্ট (২৩ শ্রাবণ ১২৬৩) তারিখে 'সংবাদ প্রভাকর' লেখেন :—

'সর্ব্বতত্ত্ব প্রকাশিকা' অর্থাৎ প্রাণি বিদ্যা, ভূতত্ত্ব বিদ্যা, ভূগোল বিদ্যা ও শিল্প সাহিত্যাদি দ্যোতক মাসিক পত্রিকা। ইত্যভিধেয় একখানি নূতন পত্রিকা আমরা প্রাপ্ত হইয়া তাহার আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া পরম সন্তুষ্ট হইয়াছি,...সুসাধু সরল বঙ্গ ভাষায় অতি পরিষ্কাররূপে অভিপ্রায় সকল ব্যক্ত হওয়াতে ঐ পত্রিকা সর্ব্ব সাধারণের পাঠোপযোগী হইয়াছে, বিশেষতঃ 'কুতর্ক-দমন' নামক প্রথম প্রস্তাব সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়াছে।

'বিদ্যোৎসাহিনী সভা'-সম্পাদক কালীপ্রসন্ন সিংহই যে 'সর্ব্বতত্ত্ব প্রকাশিকা' প্রকাশ করিয়াছিলেন, সমসাময়িক সাহিত্যে তাহার উল্লেখ আছে :—

সমাচার।…বিদ্যোৎসাহিনী সভা সম্পাদক সর্ব্ব তত্ব প্রকাশিকা নামক এক মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করিয়াছেন। ('বঙ্গবিদ্যা প্রকাশিকা পত্রিকা', ১ম খণ্ড, ৮ সংখ্যা, ১২৬৩)।

সর্ব্বতত্ব প্রকাশিকা। এই নামে এক মাসিক পত্রিকা প্রকাশ হইয়াছে, বিদ্যোৎসাহিনী সভাধ্যক্ষ শ্রীযুত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের আনুকূল্যে মাসে২ প্রকাশ হয়। ('সম্বাদ ভাস্কর', ২৩ আগষ্ট ১৮৫৬)।

অরুণোদয় (পাক্ষিক)। আগষ্ট ১৮৫৬।

১৮৫৬ সনের আগষ্ট মাসে 'অরুণোদয়' নামে একখানি সচিত্র পাক্ষিক পত্র রেঃ লালবিহারী দের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। ১৮৫৬, ৫ই আগষ্ট (২২ শ্রাবণ ১২৬৩) গুপ্ত-কবি 'সংবাদ প্রভাকরে' লিখিয়াছিলেন ঃ—

সদ্বিদ্বান্ শ্রীযুক্ত রেবরেণ্ড লালবিহারি দের প্রণীত অরুণোদয় নামক পত্রের প্রথম সংখ্যা পূর্ব্বগত দিবসে প্রাপ্ত হইয়াছি, এই পত্র পক্ষান্তে সম্বাদ ভাস্কর পত্রাপেক্ষা কিঞ্চিৎ ক্ষুদ্রাকারে প্রকাশ হইবেক,…ঐ পত্রের মঙ্গলাচরণ নিম্নভাগে গ্রহণ করিলাম,…।

"মঙ্গলাচরণ।—সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন যে পূর্ব্বাপেক্ষা এইক্ষণে বঙ্গদেশে বহুবিধ বিদ্যার অনুশীলন বিশেষতঃ গৌড়ীয় ভাষার বিলক্ষণ শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে, যে জ্ঞান পূর্ব্বে কেবল ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের মধ্যে অবস্থিতি করিত সেই জ্ঞান অধুনা সর্ব্বসাধারণ জনগণ মধ্যে বিস্তীর্ণ হইতেছে। পূর্ব্বে গৌড়ীয় ভাষাতে প্রায় একখানিও পুস্তক ছিল না, এক্ষণে ঐ ভাষায় সহস্র২ পুস্তক প্রণীত হইতেছে। পূর্ব্বে সমাচার পত্রিকার নাম গন্ধও ছিল না, অধুনা অনেকানেক মাসিক পাক্ষিক, সাপ্তাহিক এবং প্রাত্যহিক পত্রিকা প্রকটিত হইতেছে, বস্তুতঃ সর্ব্বসাধারণের বিদ্যালোচনার প্রতি অনুরাগের বৃদ্ধি হইলেই ভূরি ভূরি পুস্তক ও সম্বাদ পত্রিকা প্রকাশ হওয়া সম্ভবনীয় বটে। কিন্তু যদি এইক্ষণে গৌড়ীয় ভাষাতে বহুবিধ বৈষয়িক সমাচার ঘটিত পত্রিকা প্রকাশিত হইয়া থাকে, তথাচ পরমার্থ ঘটিত অর্থাৎ সত্যধর্ম্ম বিষয়ক জ্ঞান প্রদানক্ষম পত্রিকা দুর্লভ, ফলতঃ নানাবিধ বৈষয়িক ও সাংসারিক জ্ঞানানুশীলন প্রচুররূপে থাকিলেও সত্য ধর্ম্ম জ্ঞানের আলোচনা না থাকিলে কোন দেশের প্রকৃত উন্নতির সম্ভাবনা নাই, অতএব এতৎ নূতন পত্রিকা কেবল সাংসারিক ও বৈষয়িক সংবাদ এবং বিজ্ঞান বার্ত্তাদিতে পূরিত না হইয়া সত্য ধর্ম্ম অর্থাৎ খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্ম-সূচক উপদেশে ও নানাবিধ পরমার্থ ঘটিত প্রবন্ধে অলঙ্কৃত হইবে।

অপর আধুনিক পুস্তক ও সম্বাদ পত্র সকলেতে অনেকানেক কঠিন ও কঠোর শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়, এবং ঐরূপ দুরূহ বাক্য প্রণালী জ্ঞানবান্ ব্যক্তিদের পক্ষে বিনোদজনক হইলেও আমরা কেবল সুকোমল ও সুগম ভাষাকে অবলম্বন করিয়া ইষ্টসাধন করিব, যেহেতুক আমাদের এই নূতন পত্রিকা কি পণ্ডিত কি অপণ্ডিত সকলেরি উপকারার্থে প্রকাশিত হইতেছে।

জগদীশ্বরের প্রসাদেতে এই পত্রিকা পক্ষান্তে একবার অর্থাৎ প্রতি মাসে দুইবার প্রকাশ

পাইবে এবং ইহার প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য এক আনা অথবা অগ্রে প্রদান করিলে বার্ষিক মূল্য ১ টাকা নির্দ্ধারিত হইল।...”

এই পত্রিকার শিরোভাগে নিম্নলিখিত শ্লোকটি মুদ্রিত হইত :—

> অপরং অস্মৎসমীপে দৃঢ়তরং ভবিষ্যদ্বাক্যং বিদ্যতে যূয়ঞ্চ যদি দিনারম্ভং যুষ্মন্মনঃসু প্রভাতীয় নক্ষত্রস্যোদয়ঞ্চ যাবৎ তিমিরময়ে স্থানে জ্বলন্তং। প্রদীপমিব তদ্বাক্যং সমনুধ্যেব তর্হি ভদ্রং করিষ্যথ। পিতরস্য দ্বিতীয়ং সর্ব্বসাধারণ পত্রং। ১॥ ১৯।

‘অরুণোদয়’ ১৮৬২ সন পর্য্যন্ত চলিয়াছিল বলিয়া মার্ডক তাঁহার পুস্তক-তালিকায় (পৃ. ২৪, ৩০) উল্লেখ করিয়াছেন।

অদ্বয়তত্ত্বপ্রদর্শিকা পত্রিকা (মাসিক)। অক্টোবর ১৮৫৬।

১৮৫৬ সনের অক্টোবর মাসে “শ্রীশ্রীভাগবতী সভার অদ্বয়তত্ত্বপ্রদর্শিকা পত্রিকা” প্রকাশিত হয়। এই মাসিক পত্রিকার প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল—কার্ত্তিক, ১২৬৩। প্রথম সংখ্যায় পত্রিকা-প্রকাশের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত হইয়াছে :—

> সনাতনধর্ম্মের অভাব সম্ভাবনা ভাবনায় এতদ্দেশীয় কতিপয় ইষ্টনিষ্ঠ ধর্ম্মিষ্ঠ ভগবদ্ভক্তি পরায়ণ জনগণ উৎসাহে ১৭৭৭ শকাব্দীয় কার্ত্তিক মাসের দ্বিতীয় দিবসে রবিবাসরে পরমতত্ত্বদর্শিকা ‘শ্রীশ্রীভাগবতী সভা’ উদিতা হয়।
>
> সভার নিয়ম প্রথমতঃ দেবান্তানুগতশাস্ত্র পাঠ, তৎপরে বক্তৃতা ও তদন্তে হরিসংকীর্ত্তন এই নিয়মে প্রতি রবিবাসরে বেলা ইংরাজী চতুর্থ ঘটিকা সময়ে আরব্ধ হইয়া প্রদোষ সময়ে সভা বিরাম হয়। মহামহোপাধ্যায় মান্যতম শ্রীযুক্ত রঘুনাথ বেদান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য সভাচার্য্য ......মহাশয়ের অনুমত্যনুসারে এই ‘অদ্বয়তত্ত্ব প্রদর্শিকা’ নাম্নী পত্রিকা প্রকাশ করিতে উদ্যত হইয়াছি। কিন্তু এতৎ দুরূহ ব্যাপার সম্পন্নে যদিও প্রাকৃত ভাষার সুলালিত্য ও সুশ্রাব্যতার অভাব সম্ভাবনা, তথাপি সংশয়াপন্ন জীবের ভক্তিরূপ মহারত্ন লাভ যে ভগবদ্ধর্ম্ম ইহাতে স্বধর্ম্মানুরাগি শ্রীহরিপরায়ণ ব্যক্তিবর্গের কদাচ অনাদরণীয় নহে। এতৎ- পত্রিকার মুখ্য প্রয়োজন ‘সম্বন্ধতত্ত্ব’ স্বরূপশক্তিমদদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণই স্বীয় পরিকর সহিত নিত্য লীলা বিশিষ্ট নরাকৃতি পূর্ণব্রহ্ম। ‘অভিধেয়তত্ত্ব’ তদ্রাগানুগা ভক্তি। ‘প্রয়োজনতত্ত্ব’ ব্রজবাসি জনানুগত প্রীত্যনুগত প্রীতি। ইহা শ্রুতিস্মৃত্যনুগত যুক্তি দ্বারা লিখিত হইবে। অথচ আনুসঙ্গিক ও প্রাসঙ্গিক যে২ স্থলে যে২ বিষয় উত্থিত হইবে তাহাও সুবিস্তার রূপে লিখিত হইবে। এই পত্রিকায় তত্ত্বসম্বন্ধীয় লিপি ভিন্ন অন্য কোন বিষয় লিখিত হইবে না। যদি কেহ তত্ত্ব বিষয়ে কোন প্রশ্ন করিয়া তদুত্তরাকাঙ্ক্ষায় পত্র প্রেরণ করেন তাহা অত্রপত্রে উদিত করিয়া সাধ্যানুসারে প্রত্যুত্তর লিখিতে বিমুখ হইব না। এই পত্রিকা প্রতিমাসে প্রথম দিবসে দ্বাত্রিংশৎ পৃষ্ঠায় পূর্ণিত হইয়া প্রকাশিতা হইবেক।... গ্রাহকগণ সমীপে মাসিক পত্রিকার মূল্য ।০ চারি আনা পরিগৃহীত হইবেক।

শ্রীদ্বারকানাথ হোড়, ও শ্রীমধুসূদন সরকার সম্পাদক। কলিকাতা। জানবাজার গোয়ালটুলি কার্ত্তিক, সন ১২৬৩।

'অদ্বয়তত্ত্বপ্রদর্শিকা পত্রিকা'র কণ্ঠদেশে এই অংশটি মুদ্রিত হইত :—

একমেবাদ্বিতীয়ং স্বয়ম্ভগবন্তং প্রপদ্যে

—o—

যস্য ব্রহ্মেতিসংজ্ঞাং কচিদপি নিগমে যাতি চি-
ন্মাত্রসত্তাপ্যংশো যস্যাংশকৈঃ স্বৈর্বিভবতি
বশয়ন্নেব মায়াং পুমাংশ্চ। একং যস্যৈব রূপং
বিলসতি পরমব্যোম্নি নারায়ণাখ্যং সশ্রীকৃষ্ণো
বিধত্তাং স্বয়মিহ ভগবান্ প্রেমতদ্ভক্তিভাজাং।

পঞ্চম সংখ্যা (১৫ পৌষ ১২৬৪) হইতে এই পত্রিকার সম্পাদক হন রঘুনাথ বেদান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য। পত্রিকাখানি নিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হইত না।

মজিলপুর পত্রিকা (মাসিক)। ডিসেম্বর ১৮৫৬।

২৫ ডিসেম্বর ১৮৫৬ তারিখে 'সম্বাদ ভাস্কর' এই মাসিক পত্রিকা সম্বন্ধে যে মন্তব্য করেন, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :—

মজিলপুর পত্রিকা। কলিকাতার দক্ষিণ মজিলপুর গ্রামে "মজিলপুর পত্রিকা" নামে এক পত্রিকা প্রকাশ পাইয়াছে, মজিলপুর নিবাসি শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রনারায়ণ দত্ত ও শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকিঙ্কর দত্তের আনুকূল্যে মজিলপুর পত্রিকার জন্মগ্রহণ হইয়াছে, বিদ্যা বিষয়ে দত্ত বাবুদিগের উৎসাহ না থাকিলে তাঁহারা ব্যয় সাহায্য করিতেন না, মজিলপুর পত্রিকা সমাচার পত্রিকা নহে, সম্পাদক মহাশয় প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন সংস্কৃতাদি নানা ভাষার গ্রন্থ হইতে অনুবাদ করিয়া শারীরবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, জ্যোতিষ, পুরাবৃত্ত, ভূগোলবৃত্তান্ত, ভূতত্ত্ববিদ্যা, সাহিত্য, ন্যায়দর্শন, রাজনিয়ম ইত্যাদি দ্বারা পত্রিকা পরিপূরণ করিবেন, আমরা প্রার্থনা করি মজিলপুর পত্রিকার দীর্ঘ জীবন হউক এবং সাধারণ লোকেরা সম্পাদক বাবুকে সন্তুষ্ট করুন।

শিবনাথ শাস্ত্রীর 'আত্মচরিতে' (পৃ. ৫১-২) 'মজিলপুর পত্রিকা' প্রকাশের সংবাদ আছে।

উত্তরপাড়া পাক্ষিক পত্রিকা। ডিসেম্বর ১৮৫৬।

১৮৫৬ সনের ডিসেম্বর মাসের প্রথমার্দ্ধে 'উত্তরপাড়া পাক্ষিক পত্রিকা' প্রকাশিত হয়। ইহার ৫ম সংখ্যার তারিখ—২৯ মাঘ ১২৬৩; সুতরাং প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল ১ পৌষ হওয়া সম্ভব ;

এই পাক্ষিক পত্রিকা প্রতিমাসে বারদ্বয় মুদ্রাঙ্কিত হইয়া উত্তরপাড়া নগরে প্রকাশ হয়। গ্রহণেচ্ছুক মহাশয়রা উক্ত নগর নিবাসি সম্পাদক শ্রীবিজয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের নিকট অথবা বালী পোষ্ট আফিশে সংবাদ করিলে পত্রিকা প্রাপ্ত হইবেন। (১৫শ সংখ্যা)

পত্রিকার কণ্ঠে নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকটি শোভা পাইত :—

সৎপক্ষপক্ষপাতেয়ং পাক্ষিকী নাম পত্রিকা।
রাজতে রাজহংসীব মানসাম্ভোজলাসিনী ॥

ইহাতে সাধারণতঃ কবিতা, প্রবন্ধ, প্রেরিত পত্র ও বিবিধ সংবাদের সার থাকিত ; মাঝে মাঝে কোন কোন ইংরেজী রচনা মুদ্রিত, অথবা খ্যাতনামা লেখকদের রচনার অংশ-বিশেষ পুনর্মুদ্রিত হইত। সম্পাদকের লিখিত ইংরেজী প্রবন্ধ "Topography of Ooterparah" ১০ম সংখ্যা (১৫ বৈশাখ ১২৬৪) হইতে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইয়া ১৬ সংখ্যায় শেষ হইয়াছে। ইহার মাসিক মূল্য ছিল ৵০ মাত্র।

হিন্দুরত্নকমলাকর (সাপ্তাহিক)। ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৭।

'সম্বাদ রসরাজ' পত্রের প্রকাশ রহিত করিয়া 'সম্বাদ ভাস্কর'-সম্পাদক গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ 'হিন্দুরত্ন-কমলাকর' নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র ভাস্কর-যন্ত্র হইতে প্রকাশ করেন। ইহার প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল—২৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৭ (১৪ ফাল্গুন ১২৬৩)। ধর্ম্মদাস মুখোপাধ্যায়ের নামে প্রকাশিত হইলেও গৌরীশঙ্করই 'হিন্দুরত্নকমলাকরে'র প্রকৃত পরিচালক ছিলেন। ইহার আবির্ভাবে 'সমাচার চন্দ্রিকা' (৯ মার্চ ১৮৫৭) এইরূপ মন্তব্য করেন :—

হিন্দুরত্ন কমলাকর।—পাঠক মহাশয়েরা জ্ঞাত আছেন যে 'রসরাজ' পত্রে কেবল দেশীয় মহামহিমদিগের গ্লানি প্রকাশ হইবাতে ঐ পত্র সম্পাদক গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য জগদ্বৈরী হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাহাতে ইণ্ডাইটে২ সধর্ম্মী হিন্দুমহাশয়েরা তাহাকে উৎসন্নপ্রোৎসন্ন দিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, কিন্তু ব্রাহ্মণ বধ করিতে কোন হিন্দু অগ্রসর হইবেন ? এই নিমিত্ত মহারাজ কমলকৃষ্ণ বাহাদুর ভট্টাচার্য্যকে ডাকিয়া 'রসরাজ' বিদায় দিতে বলিলেন, রসরাজ সম্পাদকের কপালে শেষ দশায় কারাবাস নাই সুতরাং মানে মানে তিনিও স্বীকার করিলেন, ১৪ ফাল্গুন দিবসে 'রসরাজ' পরিবর্ত্তে 'হিন্দুরত্ন কমলাকর' নামক পত্র প্রকাশ করিয়াছেন, শঙ্কর ভট্টাচার্য্য এইক্ষণে হিন্দু হইলেন, না হইয়াই বা কি করেন…। গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ যাহা লিখিয়াছেন আমরা নিম্নে তাহা গ্রহণ করিলাম।

"সর্ব্বসাধারণ হিন্দুগণ প্রতি আবেদন।—ধর্ম্মপরায়ণ হিন্দু মহাশয়গণ এই বিজ্ঞাপনে দৃষ্টি রোপণ করুন, উপস্থিত কাল কালরূপে উপস্থিত হইয়াছে, এই বিশাল কাল ধর্ম্ম গ্রাসে কাল বেশ ধারণ করিয়াছে, কালভয়ে হিন্দু জাতির ধর্ম্মদেহে শিরঃকম্পন হইতেছে, কাল বলে বিজাতীয় ধর্ম্মপাল ভূপালগণ হিন্দু রাজ্যে রাজ্যেশ্বর হইয়াছেন, তাঁহারা হিন্দু ধর্ম্মের অনুকূল নহেন, প্রতিকূল হইয়া হিন্দু কুলকে ব্যাকুল করিতেছেন, হিন্দু ধর্ম্মের বিনাশার্থ নাস্তিকতার

স্বস্ত্যয়ন করেন, ইহাতে হিন্দু ধর্ম্ম দুর্ব্বলভাবে পলায়নপর হইয়াছেন, শান্ত স্বভাব হিন্দুগণ রাজাজ্ঞা পরিহেলন করিতে পারেন না, হিন্দু ধর্ম্মের দুর্ব্বলতায় কেবল মনোব্যথায় কাল বিলয় করিতেছেন, এমত ঘোরতর ভয়ানক সময়ে একখানি সমাচার পত্র দেখিতে পাই না হিন্দু ধর্ম্ম পক্ষে একটি কথা কহিয়া উপকার করে, এই সকল দেখিয়া শুনিয়া মান্যবর হিন্দু মহাশয়দিগের উপদেশ ক্রমে আমরা 'হিন্দু রত্ন কমলাকর' প্রকাশ করিলাম, এই পত্র হিন্দু ধর্ম্ম পক্ষের পক্ষ রক্ষার অস্ত্র স্বরূপ হইল, সর্ব্ব সাধারণ ধর্ম্ম পরায়ণ হিন্দু মহাশয়গণ এই অস্ত্রকে ব্রহ্মাস্ত্র জ্ঞানে রক্ষা করুন, ইহার মূল্য অধিক নয়, মাসে অর্দ্ধ মুদ্রা মাত্র, সর্ব্ব সাধারণ হিন্দু মহাশয়েরা সানুকূল হইয়া ক্রমোন্নতি দেখাইলে এক বৎসর মধ্যেই আমরা সপ্তাহে বারদ্বয় প্রকাশ করিব, আপাততঃ প্রতি মঙ্গলবারে এই আকারে প্রচার করিয়া হিন্দু মহাশয়গণের স্বজাতীয় ধর্ম্ম বিষয়ে ভক্তি শ্রদ্ধার পরীক্ষা করিব ইতি। হিন্দু রত্নকমলাকর সম্পাদকানাং।"

'হিন্দুরত্নকমলাকর' পত্রের কণ্ঠদেশে নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকটি মুদ্রিত হইত :—

ধর্ম্মরত্নমনুযত্নশালিভিঃ সৌরভে চ বিততে ধৃতাদরৈঃ।
হিন্দুরত্নকমলাকরঃ পরং সজ্জনৈঃ সততমেষ সেব্যতাম্॥

বিজ্ঞানমিহিরোদয় (মাসিক···)। ১৩ এপ্রিল ১৮৫৭।

১৮৫৭ সনের ১৩ই এপ্রিল (২ বৈশাখ ১২৬৪) 'বিজ্ঞানমিহিরোদয়' নামে একখানি মাসিক পত্র "শ্রীরামপুর 'তমোহর' যন্ত্রে শ্রীযুত জে এচ পিটর্স সাহেবকর্ত্তৃক মুদ্রিত হইয়া উক্ত নগর নিবাসি শ্রীযুত কালীপদ চট্টোপাধ্যায়-দ্বারা" প্রকাশিত হয়। ইহার সম্পাদক—'কলিকৌতুক নাটক'-রচয়িতা শ্রীনারায়ণ চট্টরাজ গুণনিধি। 'বিজ্ঞানমিহিরোদয়ে'র প্রতি সংখ্যা আট পৃষ্ঠা-পরিমিত ছিল; প্রত্যেক সংখ্যার শেষে এই অংশটি মুদ্রিত হইত :—

যে মহাশয়েরা এই পত্র গ্রহণাভিলাষী হইবেন তাঁহারা সহর শ্রীরামপুরে শ্রীযুত বাবু হরিশ্চন্দ্র দে চতুর্ধুরীণ মহোদয়ের নিকট পত্র প্রেরণ করিলে প্রাপ্ত হইতে পারিবেন। ইহার মাসিক মূল্য (৵) দুই আনা ও বার্ষিক অগ্রিম মূল্য (১৲) এক টাকা মাত্র। শ্রীশ্রীনারায়ণ চট্টরাজ গুণনিধি। সম্পাদক।

'বিজ্ঞানমিহিরোদয়ে'র কণ্ঠে এই শ্লোকটি শোভা পাইত :—

পুষ্ণন্নেষ প্রতিক্ষণং খলু হরিশ্চন্দ্রং নিজৈরশ্মিভির্ভিন্দন্ সান্দ্রতমাংসি দুষ্কৃতধিয়ামর্থান্ সমুদ্দীপয়ন্।
শ্রীনারায়ণপূর্ব্বশৈলশিখরাদুদ্যন্ কজাংস্তোষয়ন্ সদ্বিজ্ঞানবিলোচনোহি মিহিরঃ শ্রীমান্নভঃক্রামতি॥

'বিজ্ঞানমিহিরোদয়ে' কিরূপ রচনা স্থান পাইত, তাহার আভাস দিবার জন্য ইহার দ্বিতীয় সংখ্যার (২ জ্যৈষ্ঠ ১২৬৪) প্রবন্ধগুলির নাম দিতেছি :—

১। বিজ্ঞানমিহিরোদয়, ২। মনস্তত্ত্ববিদ্যা, ৩। মহাবীর আলেক্‌জান্দর বাদসাহের জীবন চরিত্র, ৪। অধ্যাত্মবিদ্যা, ৫। দরিদ্রের মনোরাজ্য, ৬। নৈষধ চরিত্র কাব্য, ৭। খ্রীষ্টধর্ম্মমুদ্গর, ৮। মাসিক সন্দেশাবলি।

'বিজ্ঞানমিহিরোদয়' প্রথমে মাসিকপত্র-রূপে প্রতি মাসের ২রা তারিখে প্রকাশিত হইত। দ্বিতীয় বর্ষের ১ম সংখ্যা (১ বৈশাখ ১২৬৫) হইতে ইহা পাক্ষিক আকার ধারণ করে। এই সংখ্যায় মুদ্রিত সম্পাদকীয় বিজ্ঞাপনে প্রকাশ :—

> …আমরা যেরূপ সময় ও শারীরিক মানসিক স্বাস্থ্য বিসর্জ্জন দিয়া দেশোপকারি ব্রত অবলম্বন করিয়াছি, আমাদিগের গ্রাহক মহোদয়গণও সেইরূপ দেশহিতৈষিতা-গুণ-ভাজন হইয়া যৎকিঞ্চিৎ অর্থ বিতরণ আনুকূল্যে তদুদ্যাপনে উৎসাহপরায়ণ হইয়াছেন। কিন্তু আমাদিগের যে সকল বিষয়ে লেখনী পরিচালনের অভিপ্রায় আছে, তাহা সমুদায় এই ক্ষুদ্রকায় পত্রে সুসিদ্ধ হওয়া সাধ্য হয় না, এজন্য আমরা অসামান্য গুণসম্পন্ন গণ্য মান্য গ্রাহকগণের করুণা-বিতরণে কার্পণ্য প্রকটন সম্ভাবনা না করিয়া প্রতি মাসে বারদ্বয় মিহিরোদয়ের প্রকাশে প্রযত্ন ধারণ করিয়াছি বোধ করি ইহাতে তাঁহাদিগের মাসিক দাতব্য পণ্যের যে দ্বৈগুণ্য হইবে তজ্জন্য তাঁহারা কেহই কাতর হইবেন না। এবং তাহাতে অস্মদাদিকে স্বাভিলাষ অসিদ্ধ জন্য অনুৎসাহ বাণে এতাদৃক্‌ বিদ্ধ হইতে হইবে না। সময়ে২ প্রতিজ্ঞাত বিষয় সকল ও বিশেষতঃ সংস্কৃত গ্রন্থোক্ত শাস্ত্রীয় বিবরণ সকল বঙ্গভাষায় অনুবাদিত হইয়া দেশের উপকারার্থ এতৎপত্রে প্রকটিত হইবে।

সর্ব্বার্থ প্রকাশিকা (মাসিক)। এপ্রিল ১৮৫৭।

১৮৫৭ সনের এপ্রিল (বৈশাখ ১৭৭৯ শক) মাসে 'সর্ব্বার্থ প্রকাশিকা' নামে মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ইহার পরিচালক—কানাইলাল পাইন।

লোক লোচন চন্দ্রিকা (মাসিক)। জুন ১৮৫৭।

১২৬৪ সালের আষাঢ় (১৮৫৭, জুন) মাস হইতে 'লোক লোচন চন্দ্রিকা' নামে একখানি মাসিক পত্র আহিরীটোলা-নিবাসী ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদকত্বে প্রকাশিত হয়। 'বিজ্ঞানমিহিরোদয়ে' (ভাদ্র ১২৬৪) প্রকাশ :—

> অধুনা মহানগরী কলিকাতাতে সময়ে২ নব২ পত্রিকাদি প্রকটিত হইয়া দেশের বিদ্যোন্নতি-পক্ষে মহোপকার বিস্তার করিতেছে, আমাদিগের তরুণ মিহিরোদয়ের সহজাত নবীন "সর্ব্বার্থ প্রকাশিকা" পাঠে আমরা যে প্রকার আনন্দ-লাভ করিয়াছিলাম, বিগত আষাঢ় মাসে প্রকাশিত নবীন "লোক-লোচন-চন্দ্রিকা" নামক মাসিক পত্রিকা দর্শনে সেইপ্রকারে নয়ন মনঃ বিনোদে প্রফুল্ল হইল, তাহাতে যে সমস্ত হিতকর বিষয় প্রকটিত হইয়াছে তত্তাবৎ সুকোমল সুধাপ্রায় সাধু ভাষায় অতি সুন্দররূপে বিন্যস্ত হওয়ায় সম্পাদক মহাশয় জননী ভাষার সুপুত্র শ্রেণীস্থ হইলেন,…এই পত্রিকা কলিকাতার আহিরীটোলা নিবাসি শ্রীযুত বাবু ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়দ্বারা প্রকাশ হইয়া থাকে। ইহার মাসিক মূল্য (/০)।

সংবাদপত্র-শাসন

সিপাহী-বিদ্রোহের সময় লর্ড ক্যানিং এক বৎসরের জন্য (১৩ জুন ১৮৫৭—১৩ জুন ১৮৫৮) সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করেন। "রাজানুমতি বিরহে কোন মুদ্রাযন্ত্র সংস্থাপন করিলে অথবা রাজাভিমত বিরুদ্ধে সংবাদপত্রে বা পুস্তক বিশেষে অভিপ্রায় বিকাশ করিলে ৫০০০ টাকা দণ্ড ও দুই বৎসরের অনধিক কারাবাস করিতে হইবেক।" ইহা "১৮৫৭ সালের ১৫ আইন নামে খ্যাত।" এই আইনের ফলে অন্ততঃ দুইখানি সংবাদপত্র—কাশীপ্রসাদ ঘোষ-সম্পাদিত ইংরেজী সাপ্তাহিক 'হিন্দু ইণ্টেলিজেন্সার' ও রংপুরের 'রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ' প্রচার রহিত করিতে বাধ্য হইয়াছিল। ১৫ জুন ১৮৫৮ তারিখে 'সংবাদ প্রভাকর' স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া মন্তব্য করেন :—

> আমারদিগের বর্ত্তমান গবর্ণর জেনরল বাহাদুর বিগত ইংরাজি ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ জুন দিবসাবধি ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ জুন তারিখ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষীয় ছাপাযন্ত্রের স্বাধীনতা বন্ধ করেন, আমরা সেই অবধি যে প্রকার সাবধান এবং বিহিত বিবেচনাসহকারে মানেং সম্পাদকীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছি, তাহা গুণগ্রাহক পাঠক মহাশয়েরা বিশেষরূপে অবগত আছেন, এক্ষণে ছাপাখানার স্বাধীনতা পুনঃপ্রাপ্ত হওয়া গেল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ (১৮৫৮—১৮৬৮)

সুবোধিনী (পাক্ষিক)। ১৩ জানুয়ারি ১৮৫৮।

এই পাক্ষিক পত্রিকাখানি ১৮৫৮ সনের ১৩ই জানুয়ারি (১ মাঘ ১২৬৪) রামচন্দ্র দিচ্ছিতের সম্পাদনায় চুঁচুড়া হইতে প্রকাশিত হয়। ইহার সমালোচনা-প্রসঙ্গে 'এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক বার্ত্তাবহ' পরবর্ত্তী ২২এ জানুয়ারি লিখিয়াছিলেন :—

> চুঁচুড়া নগরে প্রকাশিত সুবোধিনী নাম্নী এক পাক্ষিকী পত্রিকার প্রথম সংখ্যা আমরা প্রাপ্ত হইলাম, বর্ত্তমান মাঘ মাসের প্রথম দিবসে ইহার জন্ম হইয়াছে। সম্পাদকের নাম শ্রীরামচন্দ্র দিচ্ছিত। পত্রিকার মাসিক মূল্য।০ আনা। প্রথম সংখ্যায় নিম্নলিখিত বিষয়বৃন্দ প্রকটিত হইয়াছে :—ঈশ্বর স্তোত্র, পত্রিকা প্রকাশের অভিপ্রায়, সত্যমায়তনং, নীতিসার, শান্তিশতক, গোলেস্তাঁর অনুবাদ, ভারতবর্ষীয় কুটীর, মানসের প্রতি হিতোপদেশ।
>
> আমরা প্রার্থনা করি এবম্প্রকার পত্র নিকর বাঙ্গলা দেশের নানা স্থানে পদ্মবনবৎ প্রকাশিত হউক্। পরন্তু সুবোধিনীর উচিত, জন্মভূমি চুঁচুড়া এবং তদন্তঃপাতি প্রদেশের সমাচার উপহার প্রদান পূর্ব্বক পাঠকগণকে পরিতৃপ্ত করেন, ইহাতে বিশেষ উপকার এই যে সংবাদ লিখনের অভ্যাস সুন্দররূপ হইলে তাঁহার ভাষার লালিত্য বৃদ্ধি সহ সাধারণের কথঞ্চিৎ উপকার সাধন হইবেক।

'সুবোধিনী' পত্রিকা সম্বন্ধে অক্ষয়চন্দ্র সরকার "পিতা-পুত্র" প্রবন্ধে যেটুকু সংবাদ দিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল :—

> সুবোধিনীনামে একখানি সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র কলেজের অতি নিকটে চৌমাথা হইতে প্রকাশিত হয়। সম্পাদক রামচন্দ্র দিচ্ছিত—বাঙ্গালার হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ। ওবারশিয়র পরীক্ষা পাস করা। সংস্কৃত, বাঙ্গালা বেশ জানিতেন। সরল, প্রাঞ্জল, বিশুদ্ধ সাধুভাষায়, সুবোধিনী ছাপা হইত। ফুল্‌স্ক্যাপ আকারের কাগজ; দুই স্তম্ভে। যাঁহারা সাধারণী দেখিয়াছেন, তাঁহারা এখন সহজেই বুঝিতে পারিবেন, সে সুবোধিনী আকারে প্রকারে সাধারণীর আদর্শ। ('বঙ্গভাষার লেখক', পৃ. ৫১৮-১৯)

রচনা-রত্নাবলি (মাসিক)। জানুয়ারি ১৮৫৮।

১৮৫৮ সনের জানুয়ারি মাসে (মাঘ ১২৬৪) 'রচনা-রত্নাবলি' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা বিনামূল্যে প্রচারিত হয়। প্রথম সংখ্যায় প্রকাশ :—

> বর্ত্তমানে বঙ্গভাষায় নানাবিধ জ্ঞানগর্ভ পুস্তক, পত্রিকা ও সমাচার পত্রাদি প্রকাশিত হওয়াতে, এতদ্দেশের অজ্ঞানান্ধকার দূরীকৃত হইতেছে বটে, কিন্তু অপর সাধারণ লোকের উপকারার্থ বিনামূল্যে কোন মাসিক পুস্তক প্রকাশিত হয় না। অতএব, আমরা কয়েক

বন্ধু একত্র হইয়া বিনা মূল্যে এই মাসিক পুস্তক প্রকাশ করিলাম। ইহাতে নানা বিষয়িণী গদ্য পদ্যময়ী রচনা প্রকাশিত হইবেক।—বিজ্ঞাপন

প্রাণনাথ দত্ত এই মাসিক পত্রিকার অন্যতম পরিচালক ছিলেন। ২২ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৮ তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশ :—

> অতি মান্যবংশ্য বিদ্যানুরাগি সুশিক্ষিত সুলেখক শ্রীমান্ বাবু প্রাণনাথ দত্ত, বৈদ্যনাথ চন্দ্র এবং অপরাপর কতিপয় সুপথগামি সুজন যুবকের প্রণীত "রচনা-রত্নাবলি" নাম্নী একখানি বিনামূল্যের মাসিক পত্রিকার ১ সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়া পাঠ পূর্ব্বক পরমানন্দলাভ করিলাম। ইহার গদ্য পদ্য উভয় রচনাই সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর এবং অতি সুমধুর হইয়াছে।

বিচারক (সাপ্তাহিক)। জানুয়ারি ১৮৫৮।

'বিচারক' নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র ১৮৫৮ সনের জানুয়ারি (?) মাসে প্রকাশিত হয়। ইহার প্রথম তিন সংখ্যা হস্তগত হইলে পরবর্ত্তী ২২এ ফেব্রুয়ারি 'সংবাদ প্রভাকর' এইরূপ মন্তব্য করেন :—

> 'বিচারক' নামক একখানি অভিনব সাপ্তাহিক পত্রের ১ হইতে ৩ সংখ্যা প্রাপ্ত হইলাম, বিচারক তত্ত্ব বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, এই অনুষ্ঠানটি অতি সদনুষ্ঠান বটে। প্রতিজ্ঞা এবং উৎসাহকে স্থিররূপে রক্ষা করিয়া শেষ পর্য্যন্ত রক্ষা করিতে পারিলে অত্যন্ত সুখের বিষয় হইবে। সম্পাদক মহাশয় কি জন্য আপনার নামটি গোপন করিয়াছেন, তাহা জানিতে পারিলাম না।

'বিচারক' সম্পাদন করিতেন আচার্য্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য। তিনি স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন,—

> সিপাহীবিদ্রোহের সময়···বাঙ্গালা রচনার দিকে আমার কিছু ঝোঁক ছিল। 'বিচারক' নামে একখানি সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র তৎকালে আমি বাহির করিয়াছিলাম। ইহা অ্যাডিসনের Spectatorএর ধরণে গঠিত হইয়াছিল। একটি সন্দর্ভে সমস্ত কাগজ পূর্ণ হইত। সর্ব্বোপরি একটি করিয়া সংস্কৃত motto থাকিত। কি কারণে, মনে নাই, পাঁচ ছয় সংখ্যা বাহির হইয়াই উহা কিন্তু বন্ধ হইয়া যায়। পণ্ডিত তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের জ্ঞাতিভ্রাতা তারাধন ভট্টাচার্য্য পত্রিকার ব্যয়ভার বহন করিয়াছিলেন। ('পুরাতন প্রসঙ্গ,' ১ম পর্য্যায়, পৃ. ২০০-২০১)

কলিকাতা বার্ত্তাবহ (অর্দ্ধ-সাপ্তাহিক)। ১৮ জানুয়ারি ১৮৫৮।

১৮৫৮ সনের ১৮ই জানুয়ারি (৬ মাঘ ১২৬৪) 'কলিকাতা বার্ত্তাবহ' নামে একখানি সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। ইহা অর্দ্ধ-সাপ্তাহিক পত্র ; প্রতি সোম ও শুক্রবারে প্রকাশিত হইত। 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশ :—

৬ মাঘ দিবসে 'কলিকাতা-বার্ত্তাবহ' নামে একখানি নূতন সমাচার পত্র প্রকাশ হয়। (১৩ এপ্রিল ১৮৫৮)

'কলিকাতা বার্ত্তাবহ' নামক অভিনব বাঙ্গালা সমাচার পত্রের প্রথম সংখ্যা আমরা গত দিবস প্রাপ্ত হইলাম, ইহার কলেবর ভাস্করের ন্যায়, প্রতি সোমবার এবং শুক্রবাসরে প্রকটিত হইবেক, মাসিক মূল্য ॥০ আট আনা মাত্র। প্রথম সংখ্যায় কয়েকটি বিষয় কেবল গদ্যে লিখিত হইয়াছে, রচনা অতি উত্তম, প্রার্থনা করি পরমেশ্বরের কৃপায় সম্পাদক কৃতকার্য্য হইয়া সাধারণের প্রিয় হউন। (১৯ জানুয়ারি ১৮৫৮)

এই পত্রের শিরোভাগে প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ-রচিত একটি কবিতা শোভা পাইত। তর্কবাগীশ মহাশয়ের জীবনচরিতে প্রকাশ :—

কলিকাতা-বার্ত্তাবহ নামক কাগজখানির শিরোভাগে "কিং চান্দ্রী বিশদপ্রভা কিমথ বা প্রাভাকরী চাতুরী" ইত্যাদি মর্ম্মে যে কবিতাটী তর্কবাগীশ রচনা করিয়া দেন তাহা অতি শ্রুতি-সুখকর হইয়াছিল মনে হয়।—রামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায় : '৺প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশের জীবনচরিত ও কবিতাবলী', ৪র্থ সংস্করণ, পৃ. ৯৯।

হিতৈষিণী পত্রিকা (মাসিক)। এপ্রিল ১৮৫৮।

'হিতৈষিণী পত্রিকা' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা কলিকাতা হাড়কাটা লেনস্থ হিতৈষিণী সভার মুখপত্র ছিল। সভার অবৈতনিক সম্পাদক ছিলেন কানাইলাল পাইন। ১৭৭৯ শকের ফাল্গুন মাসের 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় এই বিজ্ঞাপনটি মুদ্রিত হয় :—

হিতৈষিণী সভা হইতে আগামী বৈশাখ মাসাবধি প্রতিমাসে ব্রাহ্মধর্ম্ম ও নীতি বিষয়ক পত্র প্রয়োজন মতে ইংরাজী কিম্বা বাঙ্গলা ভাষায় লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইবে। তাহার প্রতি খণ্ডের মূল্য এক পয়সা মাত্র।

চমৎকারমোহন (বারত্রয়িক)। আগষ্ট ১৮৫৮।

'চমৎকারমোহন' নামে একখানি সমাচার পত্র ১৮৫৮ সনের আগষ্ট (শ্রাবণ ১২৬৫) মাসে জন্মলাভ করে। ইহা ইংরেজী ও বাংলা ভাষায় সোম, বৃহস্পতি ও শনিবারে প্রকাশিত হইত। পত্রিকাখানি কলিকাতা চোরবাগানে শ্রীকান্ত শর্ম্মার দ্বারা চমৎকার-মোহন যন্ত্রে মুদ্রিত হইত। ইহার সম্পাদক ছিলেন—'প্রিয়ম্বদ' ও 'নলিনীকান্ত' উপন্যাস-প্রণেতা কেদারনাথ দত্ত। 'চমৎকারমোহন' পত্রের চতুর্থ সংখ্যার প্রকাশকাল—১৬ আগষ্ট ১৮৫৮ (১ ভাদ্র ১২৬৫)।

কলিকাতা পত্রিকা (মাসিক)। অক্টোবর ১৮৫৮।

১৮৫৮ সনের অক্টোবর মাসে মথুরানাথ দত্তের অধ্যক্ষতায় 'কলিকাতা পত্রিকা' প্রকাশিত হয়। এই মাসিক পত্রিকার প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল—কার্ত্তিক ১৯১৫ সংবৎ। ইহার

সমালোচনা-প্রসঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তৎসম্পাদিত 'সংবাদ প্রভাকরে' (১০ জানুয়ারি ১৮৫৯) লিখিয়াছিলেন :—

কলিকাতা পত্রিকা।—আমরা কয়েক দিবস হইল, কলিকাতা পত্রিকার দ্বিতীয় খণ্ড প্রাপ্ত হইয়া পাঠ করত অতিশয় আহ্লাদিত হইয়াছি, কারণ এই পত্রিকার নব্য ভব্য লেখকেরা অতি সুপ্রণালীমতে রচনাদি করিতেছেন, তাঁহারদিগের লিপিনৈপুণ্যের বিষয় আমরা আর অধিক কি প্রকাশ করিব তাঁহারদিগের লেখাই পাঠকগণকে উপঢৌকন প্রদান করিলে ভাল হয়, এই পত্রিকায় প্রথমে লেখকদিগের 'বিজ্ঞাপনী' দ্বিতীয়ে 'উপক্রমণিকা' তৃতীয়ে 'বাঙ্গালার অবস্থা—সমাজ' চতুর্থে 'বিদ্যাশাস্ত্র' প্রকাশ পাইয়াছে পত্রিকার অধ্যক্ষ শ্রীযুত বাবু মথুরানাথ দত্ত, অধ্যক্ষ বাবুর সবিশেষ যত্ন ও পরিশ্রমে পত্রিকার ক্রমোন্নতি হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে, ভরসা করি গুণগ্রাহক মহোদয়েরা কলিকাতা পত্রিকার গ্রাহক হইয়া লেখকদিগের উৎসাহ বৃদ্ধি করিবেন, আমরা কলিকাতা পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি দেখিলে পর অতিশয় সন্তুষ্ট হইব।

ভারতবর্ষীয় সমাচার পত্র (সাপ্তাহিক)। ১ নবেম্বর ১৮৫৮।

১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ১লা নবেম্বর তারকচন্দ্র চূড়ামণি এই সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। পরবর্ত্তী ৩০এ নবেম্বরের 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশ :—

নূতন সমাচার পত্র। 'ভারতবর্ষীয় সমাচার পত্র' নামক একখানি অভিনব সংবাদ পত্র গত ১ নবেম্বর হইতে প্রকাশারম্ভ হইয়াছে, সম্পাদক শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র চূড়ামণি ভট্টাচার্য্য। পত্রখানি সাপ্তাহিকরূপে প্রকাশ পাইতেছে,…ঐ পত্রের মাসিক মূল্য ॥০ আট আনা মাত্র।

সোমপ্রকাশ (সাপ্তাহিক)। ১৫ নবেম্বর ১৮৫৮।

১৮৫৮ সনের ১৫ই নবেম্বর (১ অগ্রহায়ণ ১২৬৫) সোমবার কলিকাতা চাঁপাতলা হইতে 'সোমপ্রকাশে'র প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। এই সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদক ছিলেন—কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের সাহিত্য-শ্রেণীর অধ্যাপক দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ। 'সোমপ্রকাশে'র কণ্ঠে এই শ্লোকটি মুদ্রিত হইত :—

"প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং।"

'সোমপ্রকাশ' প্রকাশের পরিকল্পনাটি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের। রাজনৈতিক বিষয়ের রীতিমত আলোচনা প্রকৃতপক্ষে 'সোমপ্রকাশে'ই প্রথম সুরু হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয় "পরামর্শাদি দ্বারা 'সোমপ্রকাশ' সম্পাদন বিষয়ে বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের বিশেষ সহায়তা করিতেন।" ১৮৬২ সনের এপ্রিল মাস হইতে "এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ-পূর্ব্ব, মাতলা রেলওয়ের সোনাপুর ষ্টেসনের দক্ষিণ চাংড়িপোতা গ্রামে শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতে প্রকাশিত হয়।"

১৮৬৫ সনের ২রা জাম্বুয়ারি হইতে দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ 'সোমপ্রকাশে'র সম্পাদকীয় আসন হইতে কিছু দিনের জন্ম অবসর গ্রহণ করেন। 'হিন্দু পেট্রিয়টে' (৯ জানুয়ারি ১৮৬৫) প্রকাশ :—

The Week.—Tuesday, 3 Jany. We are sorry to read a notice in the *Shome Prokash* announcing the withdrawal of Pundit Dwarkanauth Vidyabhoosun from the editorial chair of that paper. The *Shome Prokash* was first projected by Pundit Eswar Chunder Vidyasaghur, and we believe the first number was written by him. But he fell sick and made over the paper to Pundit Dwarkanauth, under whose able management the paper attained the foremost place among the Bengalee newspapers. In fact the retiring editor of the *Shome Prokash* taught his native brethren of the journalism craft a new style of journalism. His loss to the cause of Indian advocacy will be very severely felt.

কর্ম্মবাহুল্যই যে দ্বারকানাথের সম্পাদকতা ত্যাগ করিবার কারণ, ১৮৬৫ সনের ২রা জানুয়ারি তারিখের 'সোমপ্রকাশে' মুদ্রিত নিম্নোদ্ধৃত বিজ্ঞাপন হইতে তাহা জানা যাইবে :—

> আমি ক্রমে ক্রমে নানা কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়া পড়িয়াছি। তন্নিবন্ধন, সোমপ্রকাশে যথোচিত মনোযোগ দেওয়া আমার পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। অতএব আমি আজি অবধি ইহার সম্পাদকতা ভার অন্য হস্তে সমর্পণ করিলাম। কিন্তু সোমপ্রকাশ আমার প্রতিষ্ঠিত, ইহার প্রতি আমার সবিশেষ যত্ন আছে, অন্য অন্য অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্যের অবিরোধে যতদূর সাধ্য সাহায্য দান দ্বারা ইহার উন্নতি সাধন চেষ্টায় কখন পরাঙ্মুখ হইব না।······
> শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মা।

দ্বারকানাথ মোহনলাল বিদ্যাবাগীশের উপর 'সোমপ্রকাশ'-সম্পাদনের ভার অর্পণ করেন। ৫ জুন ১৮৬৫ তারিখে "সম্পাদককৃত বিজ্ঞাপনে" "শ্রীমোহনলাল বিদ্যাবাগীশ সোমপ্রকাশ সম্পাদক" নাম পাইতেছি।

১৮৭৪ সনের গোড়ায় স্বাস্থ্যলাভের উদ্দেশ্যে বিদ্যাভূষণ মহাশয় কাশী গমন করিলে তাঁহার ভাগিনেয় শিবনাথ শাস্ত্রী কয়েক মাস 'সোমপ্রকাশ' পরিচালন করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী ২৭এ জুলাই হইতে বিদ্যাভূষণ পুনরায় সম্পাদন-ভার গ্রহণ করেন।

১৮৭৮ সনের মার্চ মাসে ভার্ণাকিউলার প্রেস অ্যাক্ট জারি হয়। পর-বৎসর ২৯এ মার্চ তারিখের 'ক্যালকাটা গেজেটে' 'সোমপ্রকাশে'র প্রতি রাজরোষের চিহ্ন প্রকাশ পায়; "সোমপ্রকাশের লাহোরস্থ সংবাদদাতার পত্র প্রকাশ হওয়াতে" গবর্মেণ্ট 'সোমপ্রকাশে'র নিকট হইতে হাজার টাকা জমানৎ ও মুচলকা চাহিয়া পাঠান। "রাজকোপে পড়িয়া সোমপ্রকাশের এক বর্ষ আয়ু ক্ষয় হইয়া" যায়। ১৮৮০ সনের ১৯এ এপ্রিল (৮ বৈশাখ ১২৮৭) "২৩শ ভাগ ১ম সংখ্যা" 'সোমপ্রকাশ' "নব কলেবর ধারণ করিয়া···কলিকাতা মৃজাপুর দপ্তরিপাড়া কল্পদ্রুম যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া" প্রকাশিত হয়। ১৮৮৬ সনের ২৩এ আগষ্ট বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের মৃত্যু হয়।

'সোমপ্রকাশ' দ্বারকানাথের প্রধান কীর্ত্তি। তিনি বাংলা সংবাদপত্রকে নির্ভরযোগ্য

রাজনীতির ও সমাজ-সংস্কার-নীতির বাহন করিয়া বাংলা দেশের জনসাধারণের চেতনা ঐ সকল বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, অসাধারণ পাণ্ডিত্য সত্ত্বেও তাঁহার ভাষার প্রাঞ্জলতা ও ওজস্বিতার জন্যই ইহা সম্ভব হইয়াছিল। তিনি তৎকালীন বাংলা সংবাদপত্রের অন্যতম প্রধান ধর্ম্ম—কুৎসিত দলাদলি ও পরস্পর কর্দ্দম নিক্ষেপকে বিষবৎ বর্জ্জন করিয়াছিলেন। শুভ্রশুচিতামণ্ডিত হইয়া তাঁহার 'সোমপ্রকাশ' অচিরাৎ বাংলা দেশে আদর্শ সংবাদপত্ররূপে পরিগণিত হইয়াছিল। ইহার সাহিত্য-সমালোচনাগুলিরও বৈশিষ্ট্য ছিল। 'সোমপ্রকাশে'র নামের সহিত জড়িত হইয়া পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নাম বাংলা-সাহিত্যে চিরস্থায়ী হইয়া আছে।

পূর্ণিমা (মাসিক)। ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৯।

এই মাসিক পত্রিকা প্রতি পূর্ণিমায় প্রকাশিত হইত ; মাসিক মূল্য ছিল তিন পয়সা। প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল—"সন ১২৬৫ সাল। ৬ ফাল্গুন মাঘী পূর্ণিমা" (১৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৯)। 'পূর্ণিমা'র প্রতিষ্ঠাতা—কবি বিহারিলাল চক্রবর্ত্তী। আচার্য্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন,—

> বিচারক বন্ধ হইয়া গেল। অনতিবিলম্বে সুহৃদ্বর কবি বিহারিলাল 'পূর্ণিমা' নামে একখানি মাসিক পত্র প্রতিষ্ঠিত করেন। আমি তাহার অন্যতম লেখক হইলাম।…ঐ পত্রিকায় আমার দুইটি শ্লোকখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছিল,—'জুঁইফুলের গাছ' [৫ম সংখ্যা] ও 'তাঁতিয়া টোপি।' কবিতা দুইটি কোনও কোনও ব্যক্তির নিতান্ত মন্দ লাগে নাই। ৺কামাখ্যাচরণ ঘোষ, স্বপ্রণীত 'রত্নসার' নামক বাল্যপাঠ্য সংগ্রহগ্রন্থে ঐ দুইটি সন্নিবিষ্ট করিয়াছিলেন ; পরে কিন্তু 'তাঁতিয়া টোপি' কবিতাটি পাছে রাজভক্তির বিরুদ্ধ বলিয়া পরিগৃহীত হয়, এই ভয়ে সেটিকে বাদ দিয়াছিলেন। 'পূর্ণিমা'তে আর কি কি লিখিয়াছিলাম, এক্ষণে মনে নাই। এ পত্রিকাখানিও অধিক দিন স্থায়ী হইল না। ('পুরাতন প্রসঙ্গ,' ১ম পর্য্যায়)

হিতবিলাসিনী পত্রিকা (মাসিক)। এপ্রিল ১৮৫৯।

১৮৫৮ সনের শেষাশেষি সিমুলিয়া হরিঘোষের ষ্ট্রীটে 'হিতবিলাসিনী সভা' প্রতিষ্ঠিত হয়। পর-বৎসর এপ্রিল (বৈশাখ ১২৬৬) মাসে সভার মুখপত্র-স্বরূপ 'হিতবিলাসিনী পত্রিকা' প্রকাশিত হয়। ১১ মে ১৮৫৯ তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' মুদ্রিত জনৈক সংবাদ-দাতার পত্রে প্রকাশ :—

> অপিচ 'হিতবিলাসিনী পত্রিকা' যাহার এক সংখ্যা সম্প্রতি মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছে, তাহার আদ্যোপান্ত সমুদায়ই উক্ত অদ্ভুত চিকিৎসক তারকনাথ [দত্ত] লিখিয়াছেন, তাহার সহিত উক্ত সভার সভ্যগণ অথবা সম্পাদকের কোন সম্বন্ধ নাই…।

ভারতবর্ষীয় সভা। মাসিক বিজ্ঞাপনী। জুলাই (?) ১৮৫৯।

ইহা ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন বা ভারতবর্ষীয় সভার মুখপত্র ছিল। ১৬ সেপ্টেম্বর ১৮৫৯ তারিখে 'এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক বার্ত্তাবহ' এই মাসিকপত্রের প্রাপ্তি স্বীকার করিয়া লেখেন :—

> আমরা ভারতবর্ষীয় সভার অভিনব মাসিক বাঙ্গলা বিজ্ঞাপনী প্রাপ্ত হইয়াছি, তন্মধ্যে মে ও জুন মাসের কার্য্য বিবরণ বিবৃত হইয়াছে,...।

১৮৫৯ সনে পাদরি লং লিখিয়াছিলেন :—

> The Bharatbarshiya Sabha Bigyapini is the organ of the British Indian Association which has hitherto. been the representative of the Native community to the British public, but they now feel that their own views must be made known to the masses and hence the issue of this monthly organ. (*Returns*...)

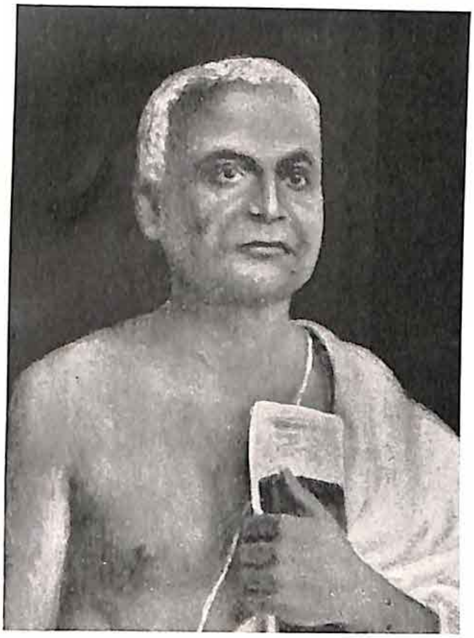
সৌদামনী (অর্দ্ধ-সাপ্তাহিক)। ৩ সেপ্টেম্বর ১৮৫৯।

'সৌদামনী' অর্দ্ধ-সাপ্তাহিক পত্র ; প্রতি মঙ্গল ও শনিবারে প্রকাশিত হইত। ইহার প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল—৩ সেপ্টেম্বর ১৮৫৯ (১৯ ভাদ্র ১২৬৬)। শ্যামাচরণ সান্ন্যাল ও বিপিনবিহারী সরকার ইহার যুগ্ম-সম্পাদক। "ইহাতে রাজনীতি, সমাচার, আত্মতত্ত্ব, নীতিমালা বিশেষতঃ কবিতাই বিস্তর প্রকাশিত" হইত। 'সৌদামনী' পত্রিকার প্রথম দুই সংখ্যা হস্তগত হইলে 'সংবাদ প্রভাকর' এইরূপ মন্তব্য করেন :—

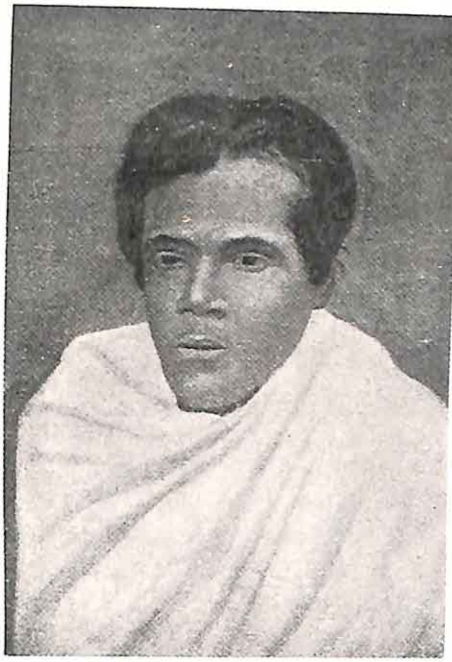
> সৌদামনী নামে এক নবীনা পত্রিকা গত সপ্তাহাবধি এই রাজধানীতে প্রকাশারম্ভ হইয়াছে। আমরা তাহার প্রথম দুই সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়া পাঠানন্তর সন্তোষ প্রাপ্ত হইলাম, যেরূপ সরল অথচ উৎকৃষ্ট মিষ্ট ভাষায় গদ্য পদ্য লিখিত হইয়াছে, তাহার প্রশংসা করিতে হইবেক। শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামাচরণ সান্ন্যাল, তথা শ্রীযুক্ত বাবু বিপিনবিহারী সরকার মহাশয় এই নবীনা পত্রিকার সম্পাদক হইয়াছেন। ইহারা বড় অপরিচিত নহেন। ইহারদিগের বিরচিত অনেক উত্তম প্রবন্ধ এই প্রভাকরে ও নগরীয় অন্যান্য অনেক সমাচার পত্রে প্রকাশ হইয়াছে। অতএব ইহারদিগের দ্বারা সম্পাদকীয় কার্য্য যথানিয়মে নির্ব্বাহ হইতে পারে। অধুনা আমরা পরমেশ্বরের সমীপে প্রার্থনা করি, নবীনা সৌদামনী অম্বুদবিহারিণী চঞ্চলার ন্যায় চঞ্চলা না হইয়া স্থিরভাবে অবনিবাসিনী হইয়া কবিতাপ্রিয় পাঠার্থিবৃন্দের চিত্তোন্মাদিনী হউন। সৌদামনী পত্রিকা প্রভাকরের ন্যায় এক তক্তা কাগজে প্রতি মঙ্গলবার ও শনিবারে প্রকাশ হইতেছে। মাসিক মূল্য আট আনামাত্র। (১০ সেপ্টেম্বর ১৮৫৯, শনিবার)

সংবাদ দ্বিজরাজ (সাপ্তাহিক)। ১৯ সেপ্টেম্বর ১৮৫৯।

১৯ সেপ্টেম্বর ১৮৫৯ (৪ আশ্বিন ১২৬৬) তারিখে গোঁসাইদাস গুপ্তের সম্পাদনায় 'সংবাদ দ্বিজরাজ' নামে সাপ্তাহিক পত্রের উদয় হয়। ইহার কণ্ঠে এই শ্লোকটি শোভা পাইত :—



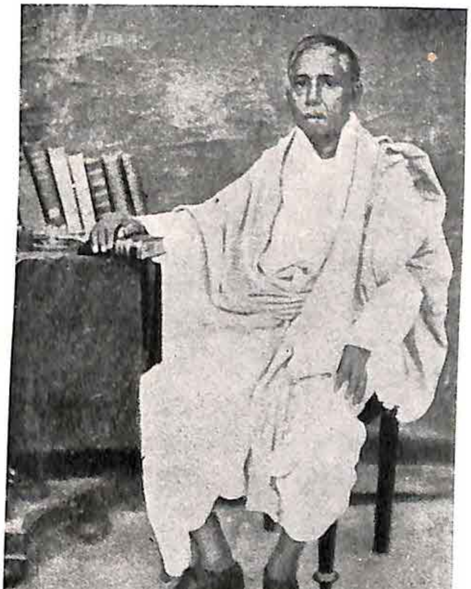
দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ



কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার



হরিনাথ মজুমদার



উমেশচন্দ্র দত্ত

নান্তং যাত্যরুণোদয়ে নচ রুচিং ধত্তে খরাম্ভাস্করান্নোল্লাসং কুমুদাকরস্ত কুরুতে কলঙ্কানেবাক্লিতাঃ।
সম্প্রত্যুন্মদয়ন্ মনাংসি মহতাং ভাবান্ সমুদ্ভাবয়ন্নুদ্গচ্ছন্ দ্বিজরাজ এষ নিতরামব্যাজমুদ্ভ্রাজতে ॥

'সংবাদ সাধুরঞ্জন' পত্রের অভাব পূরণার্থই 'সংবাদ দ্বিজরাজ' পত্রের আবির্ভাব। ইহার প্রথম সংখ্যা প্রকাশের পর-দিন 'সংবাদ প্রভাকর' যাহা লিখিয়াছিলেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :—

আমারদিগের যন্ত্রালয় হইতে গত দিবসাবধি সংবাদ দ্বিজরাজ নামে এক খানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশারম্ভ হইয়াছে। আমারদিগের পরম স্নেহাস্পদ শ্রীমান্ গোঁসাইদাস গুপ্ত তাহার সম্পাদক হইয়াছেন। এই ক্ষণে সময় বড় বিরুদ্ধ কোন প্রকার নূতন পত্র প্রকাশ পূর্ব্বক কৃতকার্য্য হওয়া অতি কঠিন বলিতে হইবেক। যাহা হউক আমরা পরমেশ্বরের সমীপে প্রার্থনা করি এই নবীন পত্র চিরস্থায়ী হউক। বিদ্যামোদি ব্যক্তিগণ আদর পূর্ব্বক ইহা গ্রহণ করিয়া সম্পাদকের উৎসাহবর্দ্ধন করুন। যেরূপ প্রণালীক্রমে ও স্পষ্টভাষায় দ্বিজরাজ পত্র লিখিত হইয়াছে তাহা কোন ক্রমে মন্দ বলা যায় না। আমরা পাঠক মহাশয়দিগের পাঠার্থ প্রথম সম্পাদকীয় উক্তি নিম্ন ভাগে উদ্ধৃত করিলাম।

'আমরা অবিচলিত ভক্তিভাবে সেই সর্ব্বশক্তিমান্ ও সর্ব্ববিঘ্নবিনাশক পরমেশ্বরকে প্রণিপাত পূর্ব্বক এই অভিনব পত্র প্রকাশারম্ভ করিলাম। অধুনা আমরা কোন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতে মানস করি না। কেবল এইমাত্র বলিতে ইচ্ছা করি, যে স্বদেশের মঙ্গলবিধান করাই আমারদিগের প্রধান সঙ্কল্প, এবং দেশীয় ব্যক্তিদিগের মনোরূপ ক্ষেত্র হইতে কুনীতিরূপ কণ্টকরাশি উন্মূলিত করিয়া সুনীতিরূপ সুন্দর বীজবপন করণে আমারদিগের যত্ন নিয়তই নিযুক্ত থাকিবেক। সংবাদ প্রভাকর পত্রের অন্তর্গত যে প্রকার সাধুরঞ্জন পত্র ছিল এই দ্বিজরাজ পত্রও সেই প্রকার হইবেক। কিন্তু উহার সম্পাদকীয় কার্য্য প্রভাকর হইতে সম্যক্ প্রকারেই স্বতন্ত্র থাকিবেক। যে সকল মহাশয়েরা সাধুরঞ্জন পত্র গ্রহণ করিতেন তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই দ্বিজরাজ পত্র গ্রহণ করিলে আমরা পরম বাধিত হইব। যে সকল বিষয় পাঠে তাঁহারদিগের সন্তোষ জন্মে, আমরা সেই সকল বিষয় স্পষ্ট ভাষায় লিখিয়া তাঁহারদিগের প্রীতিলাভে সাধ্য পর্য্যন্ত যত্ন করণে ত্রুটি করিব না। এই দ্বিজরাজ পত্র এই আকারে প্রতি সোমবার প্রকাশ হইবেক। মাসিক মূল্য ।০ আনা বার্ষিক অগ্রিম ২৷০ টাকা মাত্র।...'

মঙ্গল উষা (মাসিক ?)। ইং ১৮৬০।

কবি সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের সংক্ষিপ্ত জীবনীতে যোগেন্দ্রনাথ সরকার লিখিয়াছেন :— "১২৬৬ সালের···শেষভাগে একখানি সাময়িক পত্রিকা প্রচারিত হয়, কবি তাহার 'মঙ্গল উষা' নাম ও প্রচার-কাল নির্দ্দেশ করিয়া দিয়া লেখক হয়েন। কলিকাতাবাসী কোন সাহিত্য-বান্ধব উহার ব্যয়বাহী ও প্রকাশক ছিলেন। ইহার জন্মখণ্ডে পোপের "টেম্পেল

অব ফেম্" ('Temple of fame") "যশোমন্দির" নাম প্রাপ্ত হয়। তাহার শিরোভাগে এই মহার্থ পদদ্বয় সন্নিবেশিত ছিল। যথা—

> "যামিনী প্রলয়রূপা সুষুপ্তি মরণ,
> স্বপ্ন মাত্র জীবনের সুরম্য স্মরণ।"

সত্যপ্রদীপ (মাসিক)। জানুয়ারি ১৮৬০।

'সত্যপ্রদীপ' নামে একখানি শিশুপাঠ্য মাসিক পত্র ১৮৬০ সনের জানুয়ারি মাসে প্রকাশিত হয়। ইহার প্রকাশক—খ্রীষ্টান্ ভার্ণাকিউলার এডুকেশন সোসাইটির বঙ্গীয় শাখা। 'সত্যপ্রদীপ' ১৮৬৪ সন পর্য্যন্ত জীবিত ছিল।

রঙ্গপুর দিক্‌প্রকাশ (সাপ্তাহিক)। এপ্রিল ১৮৬০।

রংপুর হইতে প্রকাশিত প্রথম সংবাদপত্র 'রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ'। ইহার প্রচার রহিত হইবার তিন বৎসর পরে—১৮৬০ সনের এপ্রিল (বৈশাখ ১২৬৭) মাসে কাকিনীয়া, রংপুর হইতে দ্বিতীয় সাপ্তাহিক সংবাদপত্র-'রঙ্গপুর দিক্‌প্রকাশ' মধুসূদন ভট্টাচার্য্যের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। 'সংবাদ প্রভাকরে' (১৮ মে ১৮৬০) প্রকাশ ঃ—

> জিলা রঙ্গপুর কাকিনীয়া ভূগোলক বাটীর জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু শম্ভুচন্দ্র রায়চৌধুরীর সাহায্যে ১২৬৭ সালের বৈশাখ মাস অবধি দিক্‌প্রকাশ নামে এক খানি সাপ্তাহিক সমাচার পত্র প্রচার হইতে আরম্ভ হইয়াছে। আমরা উহার এক খণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছি।

জ্ঞানচন্দ্রিকা (মাসিক)। এপ্রিল ১৮৬০।

'জ্ঞানচন্দ্রিকা' একখানি মাসিক পত্রিকা। ইহার সম্পাদক—বলাইচাঁদ সেন। বোধ হয়, তাঁহারই নামানুসারে পত্রিকার শীর্ষদেশে 'জ্ঞানচন্দ্রিকা' নামের নীচে "কৃষ্ণাগ্রজ পত্রিকা" (কৃষ্ণের অগ্রজ—বলাই) মুদ্রিত হইত। ইহার পঞ্চম সংখ্যায় মুদ্রিত "পত্রাধ্যক্ষ ও সম্পাদক শ্রীবলাইচাঁদ সেনস্য" স্বাক্ষরিত একটি বিজ্ঞাপনে পত্রিকার মূল্য শীঘ্র প্রদান করিবার অনুরোধ আছে, "যেহেতু শ্রীশ্রী৺শারদীয়া পূজা অতি নিকটবর্ত্তী হইতেছে।" ইহা হইতে মনে হয়, 'জ্ঞানচন্দ্রিকা'র প্রথম সংখ্যা ১৮৬০ সনের এপ্রিল (১ বৈশাখ ১২৬৭) মাসে প্রকাশিত হইয়াছিল।

কবিতাকুসুমাবলী (মাসিক)। মে ১৮৬০।

১৮৬০ সনের মে মাসে (জ্যৈষ্ঠ, ১৭৮২ শক) ঢাকা বাঙ্গলা যন্ত্র হইতে 'কবিতাকুসুমাবলী' নামে মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ইহাই ঢাকা হইতে প্রকাশিত সর্ব্বপ্রথম বাংলা সাময়িক-পত্রিকা। "বঙ্গীয় কবিতার উৎকর্ষসাধন ও বিশুদ্ধ কাব্যকলা প্রচার দ্বারা জনমণ্ডলীর

কল্যাণ বর্দ্ধনই এতৎপত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্য।" 'কবিতাকুসুমাবলী'র কণ্ঠদেশে এই শ্লোকটি শোভা পাইত ঃ—

সন্তোষয়তু সর্ব্বেষাং সতাং চিত্তমধুব্রতান্।
নানারসসমাকীর্ণা কবিতাকুসুমাবলী॥

কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার প্রথম বৎসরের 'কবিতাকুসুমাবলী' সম্পাদন করিয়াছিলেন। তাঁহার স্মৃতিকথায় প্রকাশ ঃ—

> সদ্ভাবশতক পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে, 'কবিতাকুসুমাবলী' নামক একখানি পদ্যময়ী মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করিয়াছিলাম ; 'সদ্ভাবশতকে'র অধিকাংশ কবিতাই উহাতে বাহির হইয়াছিল। আমি, হরিশ্চন্দ্র মিত্র, এবং প্রসন্নকুমার সেন—এই তিন জনে ক্রমে 'কবিতাকুসুমাবলী' প্রকাশ করিতে আরম্ভ করি। বৎসরখানেক উহা আমি চালাইয়াছিলাম। ('অনুসন্ধান', ৩০ ফাল্গুন ১২৯৮)

কেদারনাথ মজুমদার তাঁহার 'বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্যে' লিখিয়াছেন ঃ— "কবিতাকুসুমাবলী এক বৎসরের অধিক কাল বাঁচিয়া ছিল কি না, আমরা বহু অনুসন্ধানেও তাহার সংবাদ অবগত হইতে পারি নাই।" 'কবিতাকুসুমাবলী'র দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হইয়াছিল ; উহার ১ম সংখ্যার প্রকাশকাল—"২০ ভাদ্র বুধবার ১৭৮৩ শক।" এই সংখ্যা হইতে প্রকাশকের বিজ্ঞাপনটি উদ্ধৃত করিতেছি ঃ—

> কবিতাকুসুমাবলীর দ্বিতীয় ভাগ প্রচারণে প্রবৃত্ত হওয়া গেল। এইক্ষণ অবধি ইহা প্রতিমাসের বিংশতি দিবসে নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হইয়া গ্রাহকগণের সমীপস্থ হইবে। যদ্যপি কখন কোন অপ্রতিকার্য্য দৈবদুর্ঘটনা উপস্থিত না হয়, ভরসা করি এ প্রতিজ্ঞার অন্যথা হইবেক না।
>
> বিগতবর্ষের জ্যৈষ্ঠ মাসে এই পত্রিকা প্রথম জন্মগ্রহণ করত কিছু কাল নিয়মিতরূপে প্রচারিত হইয়া পশ্চাৎ নানাকারণ বশতঃ কিয়ৎকাল অনিয়মিতরূপে প্রকাশিত হয়। তন্নিবন্ধন গ্রাহকগণমধ্যে অনেকে কবিতাকুসুমাবলীকে সংশয়িতজীবন বোধ করিয়াছিলেন। যাহা হউক এক্ষণে জগদীশ্বরের ইচ্ছায় কতিপয় বন্ধু বিশেষ আনুকূল্য করিয়া ইহার জীবন রক্ষণে অঙ্গীকৃত হইয়াছেন বলিয়াই আমরা ইহার পুনঃপ্রচারণে সাহস করিলাম। এক্ষণে গ্রাহকগণ কিঞ্চিৎ সানুকম্প ব্যবহার করিলেই বোধ হয় আর এই পত্রিকাকে সংশয়িতপ্রাণা হইতে হইবে না।
>
> গতবর্ষে যে প্রণালীতে এতৎ পত্রিকার রচনা কার্য্য সম্পাদন করা গিয়াছে, এবারেও সেই প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছে। বিশেষের মধ্যে এই যে প্রথম ভাগের মধ্যে মধ্যে গদ্য প্রবন্ধেরও সন্নিবেশ করা যাইত, এবারে সেই নিয়মটী প্রায় অবলম্বন করা যাইবে না। যেহেতু আমাদের গ্রাহকবর্গের মধ্যে অনেকেই কবিতাকুসুমাবলীতে সমধিক কবিতা দর্শনের স্পৃহা রাখেন, এবং সেই স্পৃহা পরিপূরণার্থ আমাদিগকে ভূয়োভূয়ঃ অনুরোধ করিয়াছেন।...
>
> পরন্তু বিজ্ঞাপ্য এই যে বিশৃঙ্খলা বিনির্ম্মুক্ত হইবার আশয়ে আমরা জ্যৈষ্ঠ মাস হইতে

কবিতাকুসুমাবলীর দ্বিতীয় ভাগ প্রচার না করিয়া ভাদ্র মাস হইতে ইহাকে সংখ্যাবিশিষ্ট করিয়া প্রচারিত করিলাম। শ্রীহরিশ্চন্দ্র মিত্র। কবিতাকুসুমাবলী প্রকাশক।

মনোরঞ্জিকা (মাসিক)। জুন ১৮৬০।

১৮৬০ সনের জুন মাসে (আষাঢ় ১২৬৭) ঢাকা বাঙ্গলা যন্ত্রালয় হইতে 'মনোরঞ্জিকা' নামে আর একখানি মাসিক পত্র প্রকাশিত হয়। অনেকে ভ্রমক্রমে ইহাকে ঢাকার প্রথম সাময়িক-পত্রের গৌরব দান করিয়া থাকেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা ঢাকা হইতে প্রকাশিত দ্বিতীয় বাংলা সাময়িক-পত্র। ২ জুলাই ১৮৬০ (২০ আষাঢ় ১২৬৭) তারিখে 'সোমপ্রকাশ' লেখেন :—

> মনোরঞ্জিকা।—বর্ত্তমান আষাঢ় মাস অবধি ঢাকা বাঙ্গলা যন্ত্রালয় হইতে মনোরঞ্জিকা নামে এক খানি মাসিক পত্রিকা প্রচার আরম্ভ হইয়াছে। ইহাতে মুদ্রাযন্ত্র, আধুনিক যুবকসম্প্রদায় ও তাড়িত বার্ত্তাবহ এই তিনটি বিষয় লিখিত দৃষ্ট হইল। সম্পাদকেরা উত্তম বিষয়েই হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। তাঁহারা ভূমিকা মধ্যে লিখিয়াছেন "পরাপবাদ ও পরদোষ কীর্ত্তন করিয়া পত্রিকা খানি কলঙ্কিত ও অপবিত্র করিবেন না"। তাঁহারা যদি এই প্রতিজ্ঞা হইতে বিচলিত না হইয়া ঈদৃশ সদর্থ ও মহোপকারক বিষয় দ্বারা পত্র পরিপূরিত করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের পত্রিকার মনোরঞ্জিকা এই নাম অন্বর্থ হইবে সন্দেহ নাই।

মনোহর (সাপ্তাহিক)। জুন ১৮৬০।

১৮৬০ সনের জুন মাসে কলিকাতা জোড়াসাঁকো হইতে 'মনোহর' নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত হয়। ইহার সম্পাদক ছিলেন—উমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ইহার "২য় ভাগ, ১৯ সংখ্যা"র প্রকাশকাল—২৫ নবেম্বর ১৮৬১।

নবব্যবহার সংহিতা (মাসিক···)। আগস্ট ১৮৬০।

১২৬৭ সালের ভাদ্র মাসে (আগস্ট ১৮৬০) "ঢাকার সদর আমীনের অন্যতর উকীল শ্রীযুক্ত বাবু রামচন্দ্র ভৌমিক প্রতিমাস-প্রকাশিত গবর্ণমেণ্ট গেজেট হইতে নানাবিধ আইন ও সরকুলর অর্ডর প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া ব্যবহার সংহিতা নামে একখানি মাসিক পত্রিকা" প্রকাশ করেন। পরবর্ত্তী ১০ই সেপ্টেম্বর তারিখে 'সোমপ্রকাশ' লেখেন :—

> "ঢাকা বাঙ্গলা যন্ত্র হইতে নবব্যবহারসংহিতা প্রচার হইতে আরম্ভ হইয়াছে। আমরা উহার প্রথম খণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছি।"

১৮৬২ সনের ১৪ই এপ্রিল (২ বৈশাখ ১২৬৯) তারিখের 'সোমপ্রকাশে' 'নবব্যবহার সংহিতা' সম্বন্ধে আর একটু সংবাদ আছে। উহাতে নিম্নের বিজ্ঞাপনটি মুদ্রিত হইয়াছে :—

প্রতি মাসের গবর্ণমেণ্টের গেজেটে যে সকল আইন ও সরক্যুলর অর্ডর এবং রাজকীয় বিজ্ঞাপন প্রকাশ হয় তত্তাবতের অবিকল বাঙ্গলা অনুবাদ উদ্ধৃত করিয়া 'নবব্যবহার সংহিতা নাম' পত্রিকাকারে প্রতি পক্ষে, প্রতি মাসে আমি প্রকাশ করিতেছি এবং অনতিবিলম্বে প্রতি সপ্তাহে প্রকাশ করিতেও অঙ্গীকৃত হইয়াছি। আইনাদির বাঙ্গলা অনুবাদ সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক পত্রিকাকারে প্রকাশ করিবার একাধিকারী হইবার জন্য ১৮৪৭ সালের ২০ আইনমতে গবর্ণমেণ্টে রেজিষ্টরী করিয়াছি। যখন আমি সাধারণের রাজনিয়ম শিক্ষার এক নূতন উপায় ও সুবিধা সংস্থাপন করিয়া সর্ব্বাগ্রে গবর্ণমেণ্টে রেজিষ্টরী করিয়াছি তখন আইনাদির বাঙ্গলা অনুবাদ পত্রিকাকারে প্রচার করিতে কেবল আমি একাধিকার প্রাপ্ত হইয়াছি, অতএব গবর্ণমেণ্টের আদেশ অনুযায়ি কার্য্যকরণার্থ সর্ব্ব সাধারণকে বিজ্ঞাপন করা যাইতেছে যে অন্য কেহ যেন তিন মাসের প্রকাশিত সমুদায় আইনাদির বাঙ্গলা অনুবাদ শ্রেণী পূর্ব্বক পত্রিকাকারে প্রচার না করেন। যদি কেহ তাহা করেন তবে তিনি আমার ক্ষতি পূরণের দায়ী হইবেন। শ্রীরামচন্দ্র ভৌমিক। ঢাকার সদর আমীন আদালতের উকীল।

রাজপুর পত্রিকা (মাসিক)। সেপ্টেম্বর ১৮৬০।

১৮৬০ সনের সেপ্টেম্বর (?) মাসে 'রাজপুর পত্রিকা' প্রকাশিত হয়। ইহা সম্ভবতঃ মাসিক পত্রিকা। ২৪ সেপ্টেম্বর ১৮৬০ তারিখে 'সোমপ্রকাশ' লেখেন :—

এ সপ্তাহেও এক খানি নূতন গ্রন্থ ও এক খানি নূতন পত্রিকা আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে।...পত্রিকাখানির নাম রাজপুর পত্রিকা। ইহা...আমাদিগের চিত্তকে আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয় নাই বটে কিন্তু ইহা পাঠ করিয়া আমরা বিরক্তচিত্ত হই নাই। ইহা যথার্থ বাঙ্গলা ভাষার রীতিতে প্রণীত হইয়াছে। বাঙ্গলাভাষার বিশুদ্ধ রীতিতে লিখিত বলিয়া কোন স্থানে অর্থ প্রতীতির ব্যাঘাত জন্মে নাই। অনেক বাঙ্গলা পত্রিকা ও গ্রন্থে এ গুণ দুর্লভ। ইহাতে কয়েকটি বিশেষ দোষ লক্ষিত হইল। কিন্তু পত্রিকা প্রচারয়িতাদিগের প্রথম আরম্ভ বলিয়া তাহা ধর্ত্তব্য নহে। আমাদিগের দেশের যেরূপ রীতি আছে, প্রাথমিক অনুরাগ দীর্ঘতরকালস্থায়ী হয় না। উক্ত পত্রিকা সম্পাদয়িতারা যদি সেইরূপ বীতরাগ ও শিথিলযত্ন না হন, আমাদিগের বোধ হইতেছে, ইহার উৎকর্ষসাধনে সমর্থ হইবেন।

বিজ্ঞান কৌমুদী (মাসিক)। সেপ্টেম্বর ১৮৬০।

১৮৬০ সনের সেপ্টেম্বর (?) মাসে জগমোহন তর্কালঙ্কারের সম্পাদনায় 'বিজ্ঞান কৌমুদী' নামে মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পরবর্ত্তী ১৪ই অক্টোবর (৩০ আশ্বিন ১২৬৭) 'সোমপ্রকাশ' এই পত্রিকা সম্বন্ধে যে মন্তব্য করেন, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :—

বিজ্ঞান কৌমুদী নামে একখানি নূতন পত্রিকা প্রচার হইতে আরম্ভ হইয়াছে। বিজ্ঞান শাস্ত্রের আলোচনাই এতৎপত্র প্রচারের মুখ্য উদ্দেশ্য। অন্য অন্য বিষয়ও ইহাতে লিখিত দৃষ্ট

হইল। প্রথম বারের পত্রে যে কয়েকটি বিষয় লিখিত হইয়াছে, আমরা পাঠ করিয়া দেখিলাম, সকলগুলিই শ্রেয়স্কর। এতৎ পাঠে পাঠকগণের সবিশেষ উপকার লাভের সম্ভাবনা আছে।...

ত্রিপুরা জ্ঞানপ্রসারিণী (মাসিক)। ইং ১৮৬০।

ত্রিপুরা জ্ঞানপ্রসারিণী সভা হইতে বিক্রমপুর ত্বধুরিয়া-নিবাসী কৈলাশচন্দ্র সরকারের সম্পাদনায় ১২৬৭ সালে শারদীয়া পূজার অনতিপূর্ব্বে 'ত্রিপুরা জ্ঞানপ্রসারিণী' প্রকাশিত হয়।

সংস্কার সংশোধিনী (মাসিক)। ইং ১৮৬০।

বিক্রমপুরান্তর্গত কুকুটীয়াস্থ জ্ঞানমিহির বিকাশিনী সভা হইতে এই মাসিক পত্রিকা প্রচারিত হয়। ইহার সম্পাদক—কুকুটীয়া মধ্য-বঙ্গবিদ্যালয়ের শিক্ষক জগন্নাথ সরকার। পত্রিকাখানি বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই। ১২৭৪ সালের চৈত্র-সংখ্যা 'পল্লী-বিজ্ঞানে' মুদ্রিত একখানি পত্রে প্রকাশ :—

> কিয়দ্দিবস বিগত হইল বিক্রমপুর হইতে 'সংস্কার সংশোধিনী' নাম্নী একখানা মাসিক পত্রিকা প্রচারিত হইতেছিল, তাহা প্রকাশকগণের শৈথিল্যে এবং নানাবিধ অন্তরায়ে বর্ষেক গত না হইতে হইতেই বিলুপ্ত হইয়া যায়।......ভাগ্যকুলনিবাসী জমীদার শ্রীযুত প্রেমচান্দ রায় চৌধুরী প্রভৃতি মহোদয়গণের পক্ষে শ্রীজগন্নাথ সরকার। ১৮৬৮ ইং ৩রা এপ্রিল।

ঢাকাপ্রকাশ (সাপ্তাহিক)। ৭ মার্চ ১৮৬১।

ঢাকা বাঙ্গলা যন্ত্রের পৃষ্ঠপোষক ও পরিচালকবর্গ কলিকাতা হইতে প্রকাশিত 'সোম-প্রকাশে'র অনুকরণে ঢাকা হইতে একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রচারের সঙ্কল্প করেন। ইহার ফলে ৭ মার্চ ১৮৬১ তারিখে কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের সম্পাদনায় 'ঢাকাপ্রকাশ' প্রকাশিত হয়। কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন :—

> ঢাকা হইতে 'ঢাকা প্রকাশ' নামক যে পত্রিকাখানি বাহির হইয়া থাকে,...আমিই তাহার সম্পাদক নিযুক্ত হই—প্রথম 'ঢাকা প্রকাশ' আমার হাত হইতে বাহির হইতে থাকে। 'ঢাকা প্রকাশে'র সম্পাদন-কালে প্রথম বেতন ২৫৲ টাকা পাইতাম; কিন্তু, যশোহর নর্ম্মাল স্কুলের নিয়োগপত্রে ৩০৲ টাকা বেতন নির্দ্দিষ্ট হওয়ায়, উক্ত পত্রের অধিকারীগণ এই সময় আমার ৩৫৲ টাকা বেতন ধার্য্য করিয়া দেন। কাজেই, আমি আর নর্ম্মাল-স্কুলের কার্য্য গ্রহণ না করিয়া, ঐ 'ঢাকা প্রকাশে'র সম্পাদন-কার্য্যেই ব্রতী থাকি। তখনকার 'ঢাকা প্রকাশে'র পরিচালকগণের মধ্যে ব্রজসুন্দর মিত্র, দীনবন্ধু মৌলিক, ঈশ্বরচন্দ্র বসু, এবং চন্দ্রকান্ত বসু প্রভৃতিই প্রধান ছিলেন। তাঁহারা সকলেই আমাকে আন্তরিক শ্রদ্ধা করিতেন। কাজেই, গভর্ণমেণ্টের কার্য্য ত্যাগ করিয়াও আমি তখন ঐ কর্ম্মেই নিযুক্ত

থাকি। বিশেষ আমি যেন ভালও বাসিতাম—ঐ কাজ। ('অনুসন্ধান', ৩০ ফাল্গুন ১২৯৮, পৃ. ৩৬০)

কৃষ্ণচন্দ্রের অনেক রচনা 'ঢাকাপ্রকাশে'র পৃষ্ঠা অলঙ্কৃত করিয়াছিল। 'ঢাকাপ্রকাশে' কার্য্যকালেই তাঁহার 'সদ্ভাবশতকে'র জন্ম ও তাঁহার কবি-খ্যাতি প্রতিষ্ঠিত হয়। চতুর্থ বৎসরের ২২শ সংখ্যা পর্য্যন্ত "প্রকাশক"-রূপে 'ঢাকাপ্রকাশে' তাঁহার নাম পাওয়া যায়। ইহার পর তিনি 'ঢাকাপ্রকাশ' ত্যাগ করেন।

৭ বৈশাখ ১৩৩৭ (৭০ ভাগ, ১ম সংখ্যা) তারিখের 'ঢাকাপ্রকাশে' সহকারী সম্পাদক শ্রীপূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য "ঢাকাপ্রকাশের জীবনকথা" নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। ইহা হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি :—

বিগত ১২৬৭ সালের ২৪শে [২৫এ] ফাল্গুন বৃহস্পতিবার ঢাকাপ্রকাশ জন্মগ্রহণ করে।...ঢাকাপ্রকাশ প্রথমে প্রতি সপ্তাহে বৃহস্পতিবার প্রকাশিত হইত, এবং উহা 'গুরুবার' বলিয়া পত্রিকায় মুদ্রিত আছে ; ৺কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ই ৺মহেশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের সহায়তায় ঢাকাপ্রকাশের সম্পাদন-ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। পত্রিকার অঙ্কে মজুমদার মহাশয়ের নাম প্রকাশকরূপে পরিদৃষ্ট হয়, গাঙ্গুলী মহাশয়ের নাম কোথায়ও দেখা যায় না ; ইহা হইতে বুঝা যায়, সে সময় সম্পাদকের নামেই পত্রিকা প্রকাশিত হইত, এবং মজুমদার মহাশয়ই মূল সম্পাদক ছিলেন। প্রথম বৎসর পত্রিকা রয়েল চারি পেজী ফর্ম্মার ২ ফর্ম্মা বা ৮ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইত, এবং ইহার বার্ষিক মূল্য ছিল 'ডাকমাশুল সমেত ৫৲ টাকা'। প্রথমাবধিই ঢাকাপ্রকাশ 'সিদ্ধিঃ সাধ্যে সতামস্তু' এই ঋষিবাক্য সাধনমন্ত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছেন ; আজিও তাহা অব্যাহতই আছে, কেবল বর্ত্তমান স্বত্বাধিকারী ও সম্পাদক মহাশয় উহারই সহিত চরণের অপরার্দ্ধ 'প্রসাদাদিহ ধূর্জ্জটেঃ' যোগ করিয়াছেন মাত্র।

দ্বিতীয় বৎসরে ঢাকাপ্রকাশের কলেবর পুষ্ট হইয়া ৩ ফর্ম্মা বা ১২ পৃষ্ঠায় পরিণত হয়, এবং তখন উহার মূল্যও 'ডাকমাশুল সমেত ৮৲ টাকা' নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। পত্রিকার পৃষ্ঠপোষক ও পরিচালকগণের মধ্যে অনেকেই নব প্রচারিত ব্রাহ্মধর্ম্মের সমর্থক ছিলেন ; কাজেই প্রথমাবধি ঢাকাপ্রকাশে এই ধর্ম্মমত মাঝে মাঝে ফুটিয়া উঠিতে দেখা গিয়াছে। চতুর্থ বৎসরের ২২ সংখ্যা পর্য্যন্ত ঢাকাপ্রকাশ ৺কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের সম্পাদকতায়ই প্রকাশিত হইয়াছিল।......

মজুমদার মহাশয় ঢাকাপ্রকাশের কার্য্যভার ত্যাগ করিলে, তদানীন্তন ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলের শিক্ষক এবং পরবর্ত্তী স্কুল ইনস্পেক্টার বাবু দীননাথ সেন [ঢাকা শাখা ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক] উহার পরিচালন-ভার গ্রহণ করেন, এবং ২৩ হইতে ৩৬ সংখ্যা পর্য্যন্ত ঢাকাপ্রকাশ তাঁহার সম্পাদকতায়ই প্রকাশিত হয় ; এই কয় সংখ্যায় সেন মহাশয়ের নাম প্রকাশক-রূপে মুদ্রিত আছে। এই ২৩ সংখ্যা হইতে পত্রিকা গুরুবারের পরিবর্ত্তে শুক্রবার বাহির হইতে আরম্ভ হয়। ৩৭ সংখ্যায় প্রকাশক-রূপে জগন্নাথ অগ্নিহোত্রীর নাম মুদ্রিত দেখা যায় ; কিন্তু ৩৮ সংখ্যা হইতে ৺গোবিন্দপ্রসাদ রায় পত্রিকার পরিচালনভার গ্রহণ করায়, ৪র্থ বর্ষের বাকী কয় সংখ্যা তাঁহার নামেই প্রকাশিত হইয়াছে। পঞ্চম বর্ষে

বাবু গোবিন্দপ্রসাদ রায় পত্রিকার তত্ত্বাবধায়করূপে পরিচিত হন, এবং প্রিণ্টার প্রসন্নকুমার ভৌমিক কর্ত্তৃক পত্রিকা প্রকাশিত হইতে থাকে। এই পঞ্চম বর্ষ হইতেই পত্রিকাপ্রকাশের দিন শুক্রবার পুনরায় পরিবর্ত্তন করিয়া রবিবার করা হয়; সেই হইতে এ পর্য্যন্ত রবিবারই ঢাকাপ্রকাশ যথারীতি প্রকাশিত হইতেছে।

৫ম বর্ষের কোন্ সময় হইতে পত্রিকা-প্রকাশের ভার প্রসন্নকুমার ভৌমিকের উপর পড়ে, 'সংবাদ প্রভাকর' (৩ নবেম্বর ১৮৬৫) হইতে উদ্ধৃত নিম্নাংশ পাঠ করিলে তাহার আভাস পাওয়া যাইবে :—

> সোমপ্রকাশের স্থায় ঢাকাপ্রকাশের সম্পাদকের নাম পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। ঢাকাপ্রকাশ এতদিন শ্রীযুত গোবিন্দপ্রসাদ রায়ের দ্বারা প্রকাশিত হইতেছিল, এক্ষণ অবধি প্রসন্নকুমার ভৌমিক কর্ত্তৃক প্রচারিত হইবে এবং শুক্রবারের পরিবর্ত্তে রবিবার প্রকাশের নিয়ম হইয়াছে। আজিকাল সম্পাদকদিগের নাম পরিবর্ত্তন একটি অভ্যাস হইয়া উঠিল। এখন আর সাধ্যপক্ষে কেহ আপনার উপর ঝোঁক রাখিতে চাহেন না। এ উপায় মন্দ নয়।

বঙ্গ হিতার্থিনী (সাপ্তাহিক)। মে ১৮৬১।

১৮৬১ সনের মে মাসে (বৈশাখ ১২৬৮) 'বঙ্গ হিতার্থিনী' পত্রিকা, খুব সম্ভব সাপ্তাহিক, প্রকাশিত হয়। 'সোমপ্রকাশে' (২০ মে ১৮৬১) প্রকাশ :—

> বিবিধ সংবাদ।—...বঙ্গ হিতার্থিনী নামে এক খানি নূতন পত্রিকা প্রচার হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ইহার সম্পাদক শ্রীযুক্ত শিবকৃষ্ণ দত্ত।

ভারতবর্ষীয় সম্বাদ পত্র (পাক্ষিক)। মে ১৮৬১।

১২৬৮ সালের জ্যৈষ্ঠ (১৮৬১, মে) মাসে 'ভারতবর্ষীয় সম্বাদপত্র' নামে একখানি পাক্ষিক সমাচার পত্র রত্নাবলীর মর্ম্মানুবাদক তারকচন্দ্র চূড়ামণির সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। ইহা বিনামূল্যে বিতরিত হইত। ১৮৬১ সনের ১লা জুলাই তারিখে 'সোমপ্রকাশ' লেখেন :—

> ভারতবর্ষীয় সম্বাদ পত্র নামে একখানি পাক্ষিক সমাচার পত্র প্রচারিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র চূড়ামণি ইহার সম্পাদক। ইহাতে রাজনীতি সংক্রান্ত বিষয় সকল সবিস্তর লিখিত দৃষ্ট হইল। সম্পাদক অত্রত্য কতিপয় প্রধান ও ধনবান্ লোকের সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। তদ্দ্বারাই ইহার ব্যয় নির্ব্বাহিত হইতেছে। ইহার মূল্যগ্রহণ রীতি করা হয় নাই। সম্পাদক ইহা বিনা মূল্যে বিতরণ করিতেছেন। যে সকল ব্যক্তি সাহায্যদান করিয়াছেন এবং যত টাকা সংগ্রহ হইয়াছে, তাহা আমরা পাঠকগণের গোচর করিবার জন্য তারক চূড়ামণির কৃত বিজ্ঞাপন অবিকল গ্রহণ করিলাম।
>
> "বিজ্ঞাপন—নিম্ন লিখিত মহাশয়েরা ভারতবর্ষীয় সংবাদ পত্রে সাহায্য করিয়াছেন— শ্রীযুক্ত রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ বাহাদুর ২৫০। শ্রীযুক্ত রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ বাহাদুর ২৫০। শ্রীযুক্ত রাজা কালীকৃষ্ণ দেববাহাদুর, শ্রীযুক্ত রাজা কমলকৃষ্ণ দেববাহাদুর ১৫০। শ্রীযুক্ত

কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় ৫০০। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ১০০। শ্রীযুক্ত অভয়াচরণ গুহ ৫০। শ্রীযুক্ত রমানাথ ঠাকুর ৫০। মোং ১৩৫০। শ্রীতারকচন্দ্র চূড়ামণি সম্পাদক।"...

সম্পাদক যথেষ্ট পরিশ্রম স্বীকারপূর্ব্বক নানাপ্রকার অনুসন্ধান করিয়া রাজনীতি সংক্রান্ত বিষয় সকল সংগ্রহ করিতেছেন। এবম্বিধ বিষয়ের অনুশীলন এখন নিতান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। এতাদৃশ বিষয়ের অনুশীলন ব্যতিরেকে দেশের শ্রীবৃদ্ধি লাভ সম্ভাবিত নহে। উক্ত পত্রখানি উত্তম অক্ষরে ও উত্তম কাগজে মুদ্রিত হইতেছে, পাঠ করিয়া পাঠকগণ প্রীত হইবেন সন্দেহ নাই। গুণ বিচারকালে আমাদিগের লেখনী যেমন অগ্রসর হয়, দোষ বিচারকালে সেরূপ হয় না, দোষ বিচার করিয়া নূতন লেখকের উৎসাহ ভঙ্গ করা আমাদিগের অভিপ্রেত নহে। কিন্তু একটি দোষের উল্লেখ না করিয়া মৌনাবলম্বন বিধেয় হইতেছে না। আমরা উক্ত সম্পাদক ও তাঁহার পাঠকগণের উপকারার্থই সেই দোষোল্লেখ-রূপ অপ্রিয় কার্য্য স্বীকার করিলাম। উক্ত পত্রের রচনায় প্রসাদ গুণের অল্পতা দৃষ্ট হইল। সম্পাদক তৎসংশোধনে যত্নবান হউন, এই আমাদিগের আশংসনীয়।

১৮৫৮ সনের নবেম্বর মাসে তারকচন্দ্র চূড়ামণি 'ভারতবর্ষীয় সমাচারপত্র' প্রকাশ করিয়াছিলেন, এ কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

পরিদর্শক (দৈনিক)। জুলাই ১৮৬১।

১৮৬১ সনের জুলাই (?) মাসে জগন্মোহন তর্কালঙ্কার ও মদনমোহন গোস্বামীর সম্পাদকত্বে 'পরিদর্শক' নামে একখানি দৈনিক পত্র প্রকাশিত হয়। ইহার আবির্ভাবে 'সোমপ্রকাশ' (২২ জুলাই ১৮৬১) লিখিয়াছিলেন :—

পরিদর্শক নামে একখানি দৈনিক পত্র প্রচার হইতে আরম্ভ হইয়াছে। শ্রীযুক্ত জগন্মোহন তর্কালঙ্কার ও মদনমোহন গোস্বামী এতৎ সম্পাদন ব্রতে দীক্ষিত হইয়াছেন। নূতন বলিয়া এক্ষণে আমরা এতদ্বিষয়ে আপনাদিগের বক্তব্য ব্যক্ত করিতে অভিলাষী নহি। এখন ইহার প্রশংসা স্থলে আমরা এইমাত্র বলিতে পারি, বিশুদ্ধ বাঙ্গলা ভাষার রীতিক্রমে ইহার রচনা হইতেছে। এখন এ গুণও পরম দুর্লভ জ্ঞান হয়।

এই দৈনিক পত্রের সমালোচনা-প্রসঙ্গে কালীপ্রসন্ন সিংহ তৎসম্পাদিত 'বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহে' (১৭৮৩ শক, আষাঢ়) লেখেন :—

পরিদর্শক।—একখানি যথাবিহিত দৈনিক পত্রের নিমিত্ত আমরা বহু দিবসাবধি ক্ষুব্ধ ছিলাম ; পরিদর্শক আমাদিগের সে মনোরথ পূর্ণ করিয়াছে। বর্ত্তমানে বাঙ্গালিসমাজ পরিদর্শক হইতে যত উপকার লাভে সমর্থ হইবেন, সোমপ্রকাশের প্রকাশ পূর্ব্বে অন্যান্য বহুল সংবাদপত্র হইতে তাহা প্রত্যাশা করা যায় নাই। পরিদর্শকের এক বিষয়ে কিঞ্চিৎ অনটন দেখা যায়। আমরা পরিদর্শক হইতে যত দূর প্রত্যাশা করি, তাহার ক্ষুদ্র কলেবর সে ভার সহনে অসমর্থ ; তন্নিমিত্ত আমরা পরিদর্শক-সম্পাদকদিগকে অনুরোধ করি, তাঁহারা সাধারণের উপকারার্থ কিছু ক্ষতি স্বীকার করিয়াও পরিদর্শকের কলেবর বৃদ্ধি করুন।

এই মন্তব্য করিয়াই কালীপ্রসন্ন ক্ষান্ত হন নাই ; 'পরিদর্শকে'র অনটন দূর করিবার জন্য শেষে তিনিই অগ্রসর হইয়াছিলেন। ১৮৬২ সনের ১৪ই নবেম্বর (১ অগ্রহায়ণ ১২৬৯) হইতে কালীপ্রসন্ন স্বয়ং 'পরিদর্শক' পত্রের সম্পাদন-ভার গ্রহণ করেন, সঙ্গে সঙ্গে পত্রের কলেবরও বৃদ্ধি পাইয়াছিল। মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের 'বঙ্গভাষার ইতিহাস' (পৃ. ৮৬) পাঠে জানা যায়, 'পরিদর্শক'-সম্পাদনে কালীপ্রসন্নের সহকারী ছিলেন—জগন্মোহন তর্কালঙ্কার ও ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। 'পরিদর্শকে'র এই নূতন ব্যবস্থায় আনন্দ প্রকাশ করিয়া 'সোমপ্রকাশ' (২৪ নবেম্বর ১৮৬২) লেখেন :—

> পরিদর্শকের সম্পাদক পরিবর্ত্ত ও কলেবর বৃদ্ধি।—এই অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম দিনাবধি পরিদর্শকের সম্পাদক পরিবর্ত্ত ও কলেবর বৃদ্ধি হইয়াছে। এ দুটীই আমাদিগের আনন্দের হেতু হইয়াছে। পরিদর্শক দৈনিক পত্র। পাঠকগণ দৈনিক পত্র দ্বারা বহু বিষয় অবগত হইবার বাসনা করেন। কিন্তু এত দিন উহার যেরূপ ক্ষুদ্র অবয়ব ছিল, তাহাতে তাঁহাদিগের মনোরথ পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা ছিল না। এখন উহার আকার বৃদ্ধি হইয়াছে। এখন জ্ঞাতব্য অনেক বিষয় উহাতে সমাবেশিত হইবে। দ্বিতীয় আহ্লাদের বিষয় এই, শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ সম্পাদকতা ভার গ্রহণ করিয়াছেন। বঙ্গভাষার উন্নতি কল্পে তাঁহার সবিশেষ অনুরাগ ও যত্ন আছে। তিনি লাভার্থী নহেন। পরিদর্শকের আয়ের ন্যূনতা দর্শন করিলে তিনি যে ভগ্নোৎসাহ হইবেন, সে সম্ভাবনা নাই। বৃহদাকার পত্রের নিত্য কার্য্য সমাধান স্বল্পব্যয়সাধ্য নয়, জগদীশ্বরের কৃপায় তাঁহার তৎসম্পাদন সামর্থ্যও আছে। আমরা প্রথমাবধি কয়েক খানি পরিদর্শক অভিনিবেশ পূর্ব্বক পাঠ করিলাম। যে যে প্রস্তাব লিখিত হইয়াছে, প্রায় তাহার সমুদয়গুলি অতিশয় হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। সম্বাদাদির বিষয়ে আমরা কিছু অপরিতৃপ্ত আছি। এ বিষয়ে সাপ্তাহিক পত্রের ন্যায় পরিদর্শক যে পরোচ্ছিষ্টগ্রাহী হন, ইহা আমাদিগের অভিপ্রেত নহে।

কয়েক মাস যাইতে-না-যাইতেই কালীপ্রসন্ন 'পরিদর্শকে'র প্রচার রহিত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ১৮৬৩ সনের ১৬ই ফেব্রুয়ারি 'সোমপ্রকাশ' লেখেন :—

> আমরা অতিশয় দুঃখিত হইলাম, পরিদর্শক অকালে দেহ পরিত্যাগ করিয়াছে। বাঙ্গলা ভাষায় এক খানিও উৎকৃষ্ট দৈনিক সম্বাদ পত্র নাই। পরিদর্শককে দেখিয়া আমাদিগের কথঞ্চিৎ এই আশা জন্মিয়াছিল যে ইহা ক্রমে সেই ক্ষোভ দূর করিতে সমর্থ হইবে, কিন্তু তাহাও উন্মূলিত হইল। সম্পাদক বিরক্ত হইয়া পরিদর্শক উঠাইয়া দিলেন। তিনি বিরাগের যে যে কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, গ্রাহকগণের অনাদর উহার অন্যতর বলিয়া উপন্যস্ত হইয়াছে। ইংরাজী সমাচার পত্রাদির ন্যায় সমাচার পত্র পাঠের মর্ম্মজ্ঞ ও তৎপাঠে অনুরক্ত লোক বাঙ্গালিদিগের মধ্যে আজিও অধিক হন নাই যথার্থ বটে, কিন্তু যদি অনুধাবন করিয়া দেখা যায়, তাঁহাদিগের স্কন্ধে সম্পূর্ণ দোষক্ষেপ কোন ক্রমেই ন্যায়ানুগত বলিয়া প্রতীয়মান হয় না। এক্ষণে আমরা দেখিতে পাইতেছি, বাঙ্গালিদিগের দিন দিন পাঠ ক্ষুধা বৃদ্ধি হইতেছে। কিন্তু সেই বুভুক্ষার অনুরূপ ভোজ্য লাভ না হওয়াতে তাহার আবার

মান্দ্য হইয়া যাইতেছে। ফলতঃ আমাদিগের সংস্কার এইরূপ, সম্পাদকদিগের যথারীতি পত্র সম্পাদন ক্ষমতা বিরহ বাঙ্গলা সমাচার পত্রের উন্নতির সমধিক প্রতিবন্ধকতা করিতেছে। ভাল সামগ্রী প্রস্তুত করিয়া সম্মুখে উপস্থিত করিলে কাহার তাহাতে লোভ না জন্মে? ভাল মন্দ বুঝিতে পারেন, এখন এরূপ অনেক লোক হইয়াছেন। আমরা সম্পাদকের একটী সক্ষোভ অনুচিত প্রতিজ্ঞা দেখিয়া যার পর নাই ক্ষুব্ধ হইলাম। তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, বাঙ্গালি সমাজের এরূপ অবস্থা থাকিতে তিনি আর বাঙ্গালিদিগের উপকার করিবেন না। তাঁহার সদৃশ দেশহিতৈষী উদারস্বভাব ব্যক্তিরা যদি এরূপ প্রতিজ্ঞা করেন, তবে কাহা হইতে সমাজের অবস্থা সংশোধিত হইবে?

সুধাকর (সাপ্তাহিক···)। ইং ১৮৬১।

১৮৬১ সনের সেপ্টেম্বর মাসের অব্যবহিত পূর্ব্বে 'সুধাকর' প্রকাশিত হয়। ১৮৬২, ৬ই জানুয়ারি তারিখে 'সোমপ্রকাশ' এইরূপ মন্তব্য করেন :—

> 'সুধাকর' অন্য অন্য অনেক বাঙ্গালা সমাচার পত্রের ন্যায় কেবল সামান্য বিষয় দ্বারা পরিপূরিত না হইয়া, মহার্থ বিষয় সকলকে স্বহৃদয়ে স্থান দান করিতে আরম্ভ করিয়াছেন; ক্রমশঃ ইহার লিপি-নৈপুণ্যও দৃষ্ট হইতেছে।

'সুধাকর' সম্ভবতঃ সাপ্তাহিক পত্র। ইহার পরিচালক—মথুরানাথ তর্কভূষণ। কয়েক বৎসর পরে ইহার প্রচার রহিত হয়।

১ বৈশাখ ১২৭৭ (এপ্রিল ১৮৭০) তারিখে পাক্ষিক আকারে দ্বিতীয় পর্য্যায়ের 'সুধাকর' প্রকাশিত হয়। প্রথম সংখ্যায় মুদ্রিত মথুরানাথ শর্ম্মার "বিজ্ঞাপনে" প্রকাশ :—

> এই সুধাকর পত্র ইতিপূর্ব্বে কয়েক বৎসর প্রকাশিত হইয়া গ্রাহকগণের মনোরঞ্জন করিতে ত্রুটি করে নাই। পরে আমার অনবকাশপ্রযুক্ত ইহা বন্ধ হইয়া থাকে। অধুনা আমার পরম বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু রাধানাথ মিত্র মহোদয়ের সাহায্য ভরসায় পুনর্ব্বার সুধাকর উদিত করিয়া ইহার স্নিগ্ধ কিরণে গ্রাহকগণের অন্তঃকরণ সুশীতল করিতে উদ্যত হইলাম। এবারে ইহাতে অধিকাংশ পদ্য লেখাই আমার উদ্দেশ্য, তজ্জন্য রাধানাথ বাবুকেই সম্পাদকতা কার্য্যের ভার দিয়া স্বয়ং সহকারিতা অবলম্বন করিলাম।

পাক্ষিক 'সুধাকরে'র কণ্ঠে এই শ্লোকটি মুদ্রিত হইত :—

> ভো ভো বিচিত্রবিষয়ামৃত ভূরিপানপর্য্যুৎসুকাঃ সুজনবৃন্দমনশ্চকোরাঃ।
> মালং বিষীদত যতোঽদ্য তমঃ সমূলমুন্মূলয়ন্নুদয়মেতি সুধাকরোঽয়ং॥

যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল (সাপ্তাহিক ?)। ইং ১৮৬১।

১৮৬১ সনের শেষার্দ্ধে সংস্কৃত কলেজের জনৈক কৃতবিদ্য ছাত্রের সম্পাদনায় এই সমাচর-পত্রের উদয় হয়। 'সোমপ্রকাশে' (৯ জুন ১৮৬২) প্রকাশ—

বিবিধ সংবাদ।—২৬এ জ্যৈষ্ঠ শনিবার। পাঠকবর্গ এই সোমপ্রকাশেই দেখিয়াছেন 'যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল' নামে এক খানি জঘন্য সমাচার পত্র হইয়াছিল। রসরাজের সহিত প্রতিযোগিতা করাই উহার উদ্দেশ্য। উহার গুণ রসরাজের অপেক্ষা ন্যূন নহে। আমরা শুনিলাম রসরাজ সম্পাদকের ন্যায় উহারও সম্পাদক শ্রীঘরবাসী হইয়াছেন। অবিনয়ের ফল ভোগ কে নিবারণ করিবে। আমরা পূর্ব্বে সাবধান করিয়াছিলাম।

শ্রীচৈতন্যকীর্ত্তিকৌমুদী পত্রিকা। ইং ১৮৬১।

১২৬৮ সালে (ইং ১৮৬১) কলুটোলা শ্রীচৈতন্যসভার মুখপত্র-রূপে 'শ্রীচৈতন্যকীর্ত্তিকৌমুদী পত্রিকা' প্রকাশিত হয়। সভার উপদেশক—বৈষ্ণবচরণ দাস পণ্ডিত বাবাজি। পত্রিকার আখ্যাপত্রে এই শ্লোকটি মুদ্রিত আছে :—

ভগবদ্গুণানুশীলনমথ সজ্জনসঙ্গমোঽথ সদ্যুক্তিঃ।
এতৎ সর্ব্বং লভতে চৈতন্যসভাপ্রবেশভাগ্যেন ॥

এই পত্রিকার শেষাংশটি উদ্ধৃত করিতেছি। ইহাতে একদা রামমোহন রায়ের সহিত সংশ্লিষ্ট পণ্ডিত উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশের কিঞ্চিৎ পরিচয় আছে :—

...কেহ মায়াবাদ মোহে বিষ্ণুভক্তির বাধা দেয়। কেহ তাহাদের প্রতি দ্বেষবশে বেদান্তশাস্ত্রের দ্বেষ করে। বস্তুতঃ বেদান্ত প্রতিপাদিত অদ্বিতীয় দেবতাভক্তি যাহা সংন্যাসকৃৎ চৈতন্যের নিতান্ত সম্মত তাহা যে পর্য্যন্ত লোকে অবিদিত থাকে তদবধি সুমতি কোথায়? একারণ ভক্তি শাস্ত্রগণের বেদান্ত সম্মত ব্যাখ্যা প্রচার নিমিত্তে প্রভু শ্রীযুক্ত ৺উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের আবির্ভাব করেন। উক্ত মুনি বেদান্ত সম্মত ভক্তিব্যাখ্যা নিমিত্তে বৈদান্তিক সভামধ্যে (ব্রাহ্মসমাজে) ব্যাখ্যাতৃত্ব পদ গ্রহণ করেন। অপরঞ্চ বৈষ্ণবগণের হর্ষ প্রকর্ষদায়িনী ভক্তিশাস্ত্র সম্বন্ধিনী সভা লোকে প্রচারিত হউক ইত্যাশয়ে সাত্বতসভা প্রবন্ধ চিন্তনাদি তপস্যা করেন। সেই মহাত্মার অতুল্য তনয় ঈশ্বরচন্দ্র ন্যায়রত্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় বাদিসিংহ হইয়া কুতর্ক বাদিগণের দুর্ব্বাদ সমস্তকে নিজ উজ্জ্বল বিচার দ্বারা নিরস্ত করেন। শ্রীযুক্ত ৺বিদ্যাবাগীশ মহাশয় ভক্তিশাস্ত্র সভার উন্নতি সাধনার্থে তপশ্চর্য্যা করেন তাঁহার পরিচর্য্যাপরায়ণা পদ্মনাম্নী বিষ্ণুভক্তিপরায়ণা স্ত্রী বিদ্যমান ছিলেন। পরে বিষ্ণুর প্রীতি পর্য্যালোচনা করিয়া সেই বৈষ্ণবী ঠাকুরাণীর বরদেবতা অষ্টাদশ [১৯শ ?] শতাব্দীর পূর্ব্বার্দ্ধে আমাকে উৎপন্ন করিলেন। পরে আমাকে ভক্তি শাস্ত্রগণের বেদান্ত অবিরুদ্ধ বিশুদ্ধ ব্যাখ্যান দ্বারা লোক হিত সাধনোদ্দেশে শিক্ষা প্রদান করেন। সেই মহাপুণ্য ব্যাখ্যান বিষয়ে শ্রীমান্ রসিকলাল শর্ম্মা ও শ্রীমান্ আনন্দচন্দ্র শর্ম্মা ইহাদিগের নিয়োগে তাহা বর্ণনা করিলাম। পরে মহান্ত শ্যাম অধিকারী আমাকে বিষ্ণুসখী নাম্নী কন্যা বৈষ্ণব বিধানে প্রদান করেন। বিষ্ণুভক্ত ব্রাহ্মণেরা বৈষ্ণব পুত্র কামনাতে বৈষ্ণব বিধানে বৈষ্ণবী স্ত্রী গ্রহণ করিয়া থাকেন। পরে বৃন্দাবনে বৈষ্ণব সভাধ্যক্ষ তোতারাম বাবাজীর প্রেরণাতে উক্ত ব্যাখ্যান বর্ণনা করিলাম। নীলমাধব হালদার প্রভৃতি মহাত্মা

দ্বিজগণ তদর্থে সম্মান করিয়াছেন। পরে শ্রীমান্ কালীদাস ধর, মধুসূদন পাইন, রামসেবক মল্লিক, নকুড়চন্দ্র শীল প্রভৃতি বণিঙ্ মণ্ডলী আমাকে চৈতন্যচরিত ব্যাখ্যাবিষয়ে ভক্তিপূর্ব্বক অধ্যেষণা করেন অতঃপর সর্ব্ববেদান্ত সম্মত চৈতন্যচরিত ব্যাখ্যা করণাশয়ে প্রথমত সংক্ষেপ সূচনা করিলাম।...(পৃ. ৫৭-৫৮)

গদ্যপ্রসূন। গদ্য মাসিক। ইং ১৮৬১ (?)

কেদারনাথ মজুমদার (১৮৬১ সনে প্রকাশিত ?) পূর্ব্ববঙ্গের এই দুইখানি মাসিক পত্রিকা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—

> 'গদ্যপ্রসূন'—ঢাকা সূত্রাপুর বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষক বাবু মহেশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় এই পত্রিকা খানা বাহির করেন। ইনি ইতঃপূর্ব্বে 'মনোরঞ্জিকা' পত্রিকার প্রকাশক ছিলেন। মনোরঞ্জিকা উঠিয়া গেলে গদ্যপ্রসূন বাহির করেন। ইনি মধ্যে বিদ্যাধর দাসের সহিত 'গদ্য মাসিক' নামেও এক খানা পত্রিকা বাহির করিয়াছিলেন। ('বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য,' পৃ. ৩৬৭)

শিল্প কল্প লতিকা (মাসিক)। জানুয়ারি ১৮৬২।

১২৬৮ সালের পৌষ (১৮৬২, জানুয়ারি) মাসে এই মাসিক পত্রিকার প্রথম সংখ্যা "কলিকাতা। শাঁখারিটোলা নং ১৯ ভবনে, নিউ বেঙ্গাল যন্ত্রে মুদ্রিত" হইয়া প্রকাশিত হয়। "শ্রীযুক্ত বাবু উমাচরণ দের সাহায্যে" অভয়ানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় এই পত্রিকা সম্পাদন করিতেন। প্রথম সংখ্যার "বিজ্ঞাপন"টি উদ্ধৃত করিতেছি; ইহা হইতে পত্রিকার উদ্দেশ্য ও পরিচয়ের সন্ধান পাওয়া যাইবে।

> শিল্প কল্প লতিকা। প্রকাশ হইতে আরম্ভ হইল। ইহাতে আমাদিগের অশন, আচ্ছাদন, নিকেতন ও ভ্রমণানুকূল দ্রব্যের উৎপাদনে আবশ্যক যন্ত্র ও কৌশল; এবং সুখ ও চমৎকারিতা সাধন বহুবিধ সামগ্রী প্রস্তুত করণের প্রথা, এবং তৎসম্পর্কীয় অন্যান্য প্রকরণ, ইংরাজি ভাষায় লিখিত প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ পুস্তক হইতে সঙ্কলন করিয়া, এবং দেশীয় কারখানায় যে রূপে কর্ম্ম নির্ব্বাহ হইয়া থাকে তাহা সংগ্রহ করিয়া লেখা যাইবে। যেমন আমরা সাহস করিয়া এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি, এক্ষণে দেশীয় আঢ্য, বিদ্যামোদী, ব্যবসায়ী ও সাধারণ ব্যক্তিগণ গ্রহণ করিয়া উৎসাহ প্রদান করেন, তাহা হইলে সংকল্পিত বিষয়টি অনায়াসে নির্ব্বাহিত হইতে পারে।......শ্রীঅভয়ানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়। সম্পাদক।

'শিল্প কল্প লতিকা' দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই।

বিশ্বমনোরঞ্জন (সাপ্তাহিক)। জানুয়ারি ১৮৬২।

১৮৬২ সনের জানুয়ারি মাসে 'বিশ্বমনোরঞ্জন' নামে সাপ্তাহিক পত্র আজিমগঞ্জের ধনসিন্ধু যন্ত্রালয় হইতে প্রকাশিত হয়। পরবর্ত্তী ১৩ই ফেব্রুয়ারি 'ঢাকাপ্রকাশ' লিখিয়াছিলেন :—

নূতন পত্রিকা। অল্পদিন হইল, মুরশিদাবাদের অন্তর্গত আজিমগঞ্জে একটি বাঙ্গলা মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হইয়াছে। বিগত মাঘ মাসাবধি তাহাতে 'বিশ্ব মনোরঞ্জন' নামক একখানি অভিনব সাপ্তাহিক প্রকাশিত হইতেছে। তাহার দ্বিতীয় সংখ্যা আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে।

১৮৬৪ সনের প্রথমাবধি পত্রিকাখানি 'ভারতরঞ্জন' নামে প্রকাশিত হইতে থাকে। 'ভারতরঞ্জনে'র কণ্ঠে এই শ্লোকটি শোভা পাইত :—

ন্যায়াৎ পথঃ প্রবিচলন্তি পদং ন ধীরাঃ।

'বিশ্বমনোরঞ্জন' ও 'ভারতরঞ্জন' উভয় পত্রেরই স্বত্বাধিকারী ছিলেন—নবকিশোর সেন।

মঙ্গলোদয় (সাপ্তাহিক)। এপ্রিল ১৮৬২।

১৮৬২ সনের এপ্রিল (১২৬৯, বৈশাখ) মাসে 'মঙ্গলোদয়' নামে সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। প্রতি মঙ্গলবারে ইহার উদয় হইত। ২৮ এপ্রিল ১৮৬২ তারিখের 'হিন্দু পেট্রিয়টে' প্রকাশ :—

"The Week. Tuesday 22nd April.—We have received the first issue of a Bengally weekly called Mongolodoy.

বউবাজারের ব্রজগোপাল ও নন্দগোপাল মতিলাল 'মঙ্গলোদয়ে'র প্রকাশক ছিলেন। পত্রিকার শিরোভাগে এই কবিতাটি মুদ্রিত হইত :—

বার্ত্তয়াভিনবয়া প্রমোদয়ন্ দর্শয়ন্ নব নব মহোৎসবং।
অঞ্জসা প্রকটিতার্থসঞ্চয়ঃ সন্নৃণাং ভবতু মঙ্গলোদয়ঃ॥

শুভকরী (মাসিক)। ১২ মে ১৮৬২।

১৭৮১ শকাব্দার ১৯এ চৈত্র বালী গ্রামে 'শুভকরী' সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। "সুদীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা বা সুমিষ্ট বক্তৃতা করা শুভকরীর উদ্দেশ্য নহে—যতদূর সাধ্য দীনজনের হিতসাধন ; ব্যাধিগ্রস্ত অকর্ম্মণ্য নিরুপায় ব্যক্তি ও অনাথা বিধবাদিগকে যথাসাধ্য সাহায্য প্রদান ; ও দরিদ্র বালকদিগের অধ্যয়নার্থ আনুকূল্য বিধান ইত্যাদি শুভকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করাই শুভকরীর মুখ্য অভিপ্রায়।" দুই বৎসর পরে সভাকর্ত্তৃক 'শুভকরী' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ইহার সম্পাদক নির্ব্বাচিত হন—উত্তরপাড়া গবর্মেণ্ট বাংলা পাঠশালার প্রধান শিক্ষক পণ্ডিত রামসদয় ভট্টাচার্য্য। 'শুভকরী' পত্রিকা কলিকাতায় মুদ্রিত হইয়া মাসের শেষ তারিখে প্রকাশিত হইত। ইহার প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল—১২ মে ১৮৬২ (৩০ বৈশাখ ১২৬৯)। পত্রিকার কণ্ঠে—"জ্ঞানাৎ পরতরো নহি" মুদ্রিত হইত।

'শুভকরী'র ১ম ও ২য় সংখ্যায় পত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত হইয়াছে :—

মঙ্গলময়ী বিজ্ঞান ও সাহিত্য পূর্ণ পত্রিকা সম্প্রতি আর প্রকাশিত হইতেছে না; এবং অচির কাল মধ্যে কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি কর্তৃক যে প্রচারিত হইবে, তাহারও সম্ভাবনা দেখি না। আমরা এই অসদ্ভাব নিরাকরণ প্রত্যাশায় এই সুমহদ্ব্যাপারের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতেছি। (১ম সংখ্যা)

…কিছুদিন গত হইল সভ্য মহাশয়েরা সভার আয় বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত এই এক উপায় উদ্ভাবিত করেন। "শুভকরী নাম্নী একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হউক এবং উহার মূল্য স্বরূপ যে কিছু অর্থ সংগৃহীত হইবে, সভার উদ্দেশ্য সাধনেই তাহা ব্যয়িত হউক"।…পত্রিকা প্রচার করণের পূর্ব্বে আমরা এক প্রকার প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম যে আমাদিগের পত্রিকাখানি সংবাদপত্র হইবে না; উহা কেবল ইতিহাস, বিজ্ঞান ও সাহিত্য-পূর্ণ থাকিবে। তদনুসারে বৈশাখ মাসের পত্রিকায় কোন প্রকার সংবাদ লিখিত হয় নাই। কিন্তু অতঃপর আর আমরা পূর্ব্বকৃত প্রতিজ্ঞা প্রতিপালনে সমর্থ হইতেছি না।…আগামী মাস হইতে প্রধানং কতকগুলি সংবাদ আমাদের পত্রিকার এক পৃষ্ঠ অধিকার করিয়া লইবে। (২য় সংখ্যা)

তিন বৎসর চলিবার পর 'শুভকরী' বন্ধ হইয়া যায়। সহযোগী 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' (১০ আগস্ট ১৮৬৫) লিখিয়াছিলেন :—"বালীর শুভকরী পত্রিকা উঠিয়া গিয়াছে, বড় দুঃখের বিষয়।"

চিত্তরঞ্জিকা (মাসিক)। ১৪ মে ১৮৬২।

'চিত্তরঞ্জিকা' ঢাকার আর একখানি মাসিক পত্রিকা। ইহার প্রথম সংখ্যার প্রকাশ-কাল—১৪ মে ১৮৬২ (১ জ্যৈষ্ঠ ১২৬৯)। 'চিত্তরঞ্জিকা' প্রকাশ করেন ঢাকা কলেজের তৎকালীন ছাত্র সারদাকান্ত সেন। অনেকে বলেন, কবি হরিশ্চন্দ্র মিত্র ইহার সম্পাদক ছিলেন। 'চিত্তরঞ্জিকা'র প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল; ইহা পাঠে পত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্য জানা যাইবে :—

সম্প্রতি মাসিক প্রভাকর ব্যতীত সদ্ভাব ও রসপূর্ণ পদ্যময়ী পত্রিকা আর দেখা যায় না। বোধ হয় তন্নিবন্ধন কাব্যপ্রিয় মহোদয়গণ কবিতা-কুসুমের সৌরভ সম্ভোগে বঞ্চিৎ হওয়া প্রযুক্ত সর্ব্বদাই ক্ষোভগ্রস্ত থাকেন। আমরা সাধ্যানুরূপ সেই ক্ষোভ অপনয়নার্থ এই পত্রিকাখণ্ড প্রকাশ করিলাম। নূতন কবিতা প্রকাশ করাই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু সকল কবিতাই যে আমাদের স্বকপোলকল্পিত হইবে, এমত নহে। বিবিধ ভাষা হইতে সদ্ভাবপূর্ণ কবিতা কলাপের অনুবাদ অথবা তাহাদের সারমর্ম্মও প্রকাশিত হইবে। পরন্তু সাধারণের স্পৃহা একপ্রকার নহে। ক্রমাবচ্ছিন্ন কবিতা পাঠে কেহ কেহ বিরক্তি প্রকাশ করিতে পারেন, এই আশঙ্কায় গদ্য রচনায় এবং অনুবাদেও ক্ষান্ত থাকিব না। অপিচ নানা গ্রন্থ হইতে গদ্য পদ্য রচনার নিয়মাবলী সঙ্কলন করিয়া সময়ে সময়ে প্রকাশ করিতে প্রয়াস পাইব।…সম্প্রতি এই পত্রিকার আয়তন কবিতাকুসুমাবলীর ন্যায় ৮ পেজি দুই ফরমা করা

গেল, তথাপি ইহার মূল্য তদপেক্ষা ন্যূন নির্দ্ধারিত হইল। স্থানীয় গ্রাহকগণের প্রতি এক টাকা চারি আনা ও বিদেশীয় গ্রাহকগণের প্রতি ডাক মাশুল সমেত দুই টাকা মাত্র। ('ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন', ভাদ্র-আশ্বিন ১৩২৮ দ্রষ্টব্য)

বঙ্গোজ্জ্বল (সাপ্তাহিক)। জুন ১৮৬২।

১৮৬২ সনের জুন (?) মাসে 'বঙ্গোজ্জ্বল' নামে সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত হয়। 'সোমপ্রকাশে' (৩০ জুন ১৮৬২) প্রকাশ :—

> বিবিধ সংবাদ।—১১ই আষাঢ় ১২৬৯, মঙ্গলবার। আমরা বঙ্গোজ্জ্বল নামক একখানি সাপ্তাহিক পত্র পাইতেছি। এক্ষণে ইহার দোষ গুণ বলিতে আমাদিগের ইচ্ছা নাই। আপাততঃ আমরা এই মাত্র কহিতে পারি ইহাতে যে রাশি রাশি পদ্য প্রচারিত হইয়া থাকে, তাহা পরিত্যাগ করিয়া সম্পাদক যদি সামাজিক ও রাজ্যসংক্রান্তবিষয়ক প্রস্তাব লিখনে মনোনিবেশ করেন সমধিক কৃতার্থতা লাভ করিতে পারেন।

অমাবস্যা (মাসিক)। জুন ১৮৬২।

'অমাবস্যা' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা ১৮৬২ সনের জুন (?) মাসে প্রকাশিত হয়। 'সোমপ্রকাশে' (৭ জুলাই ১৮৬২) প্রকাশ :—

> বিবিধ সংবাদ।...২২এ আষাঢ় শনিবার।...আমরা অমাবস্যা নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহার মূল্য দুই পয়সা মাত্র। অমাবস্যা জগৎকে যেমন আলোকময় করে, ইহা কি সেইরূপ করিবে।

ঢাকাবার্ত্তা প্রকাশিকা (সাপ্তাহিক)। জুন ১৮৬২।

১৮৬২ সনের জুন মাসে 'ঢাকাবার্ত্তা প্রকাশিকা' নামে সাপ্তাহিক পত্র ঢাকা হইতে প্রকাশিত হয়। 'সোমপ্রকাশে' (৩০ জুন ১৮৬২) প্রকাশ :—

> ঢাকাবার্ত্তা প্রকাশিকা। ইহা ঢাকায় প্রকাশ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বাবু রামচন্দ্র ভৌমিক ইহার সম্পাদন কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন।

'ঢাকাবার্ত্তা প্রকাশিকা'র পরমায়ু এক বৎসর। ১৮৬৩ সনের ২রা জুলাই 'ঢাকাপ্রকাশ' লিখিয়াছিলেন যে, "গত দুই সপ্তাহ হইতে" 'ঢাকাবার্ত্তা প্রকাশিকা'র প্রচার বন্ধ হইয়াছে।

অবকাশরঞ্জিকা (মাসিক)। সেপ্টেম্বর ১৮৬২।

১৮৬২ সনের সেপ্টেম্বর (?) মাসে ঢাকা হইতে হরিশচন্দ্র মিত্রের সম্পাদকত্বে 'অবকাশ-রঞ্জিকা' নামে মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পত্রিকাখানি সম্বন্ধে 'সোমপ্রকাশ' ২২ সেপ্টেম্বর ১৮৬২ তারিখে লেখেন :—

অবকাশরঞ্জিকা। এ খানি মাসিক পত্রিকা। শ্রীযুক্ত বাবু হরিশ্চন্দ্র মিত্র ইহার সম্পাদক। ঢাকা নূতন যন্ত্রে মুদ্রিত ও প্রচারিত হইতেছে। মূল্য ।০ আনা। উক্ত পত্রিকার ভূমিকার এক স্থলে লিখিত হইয়াছে, "নানা রসাত্মক পদ্যময় কাব্য, বিবিধ বিষয়িণী কবিতামালা, তথা দেশীয় কুপ্রথার উচ্ছেদক নাটক, প্রহসন প্রভৃতি প্রচার দ্বারা পাঠকগণের অবকাশকাল রঞ্জন করাই অবকাশরঞ্জিকার একমাত্র উদ্দেশ্য।" অবকাশরঞ্জিকার প্রথম সংখ্যা দর্শন করিয়াই আমাদিগের বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হইল, সম্পাদক যদি শিথিলপ্রযত্ন ও উপেক্ষমাণ না হন কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন। অবকাশরঞ্জিকা কেবল নামতঃ নয়, অর্থতও লোকের অবকাশরঞ্জিকা হইবে সন্দেহ নাই।...

অমৃতপ্রবাহিণী (পাক্ষিক)। ডিসেম্বর ১৮৬২।

'অমৃতপ্রবাহিণী' যশোহর হইতে প্রকাশিত একখানি পাক্ষিক পত্রিকা। ১৮৬২ সনের ডিসেম্বর মাসে ইহা প্রথম প্রকাশিত হয় বলিয়া মনে হইতেছে। ইহার সমালোচনা প্রসঙ্গে 'সোমপ্রকাশ' (১২ জানুয়ারি ১৮৬৩) লেখেন :—

অমৃতপ্রবাহিণী।—এখানি পাক্ষিক পত্রিকা। ইহাতে বিজ্ঞানাদি ঘটিত বিবিধ বিষয় লিখিত হইতেছে। লেখা মন্দ হইতেছে না। আমরা বিলক্ষণ অনুভব করিয়া দেখিতেছি, এখন এ সকল বিষয়ে ভাল লোকে হস্তক্ষেপ করিতেছেন। অমৃতপ্রবাহিণী যশোহরে হইতেছে। ইহাও এদেশের একটি শুভ লক্ষণ বলিতে হইবে। এত দিন মফস্বলে ঈদৃশ বিষয় সকলের অনুষ্ঠান সম্ভাবনা ছিল না।

'অমৃতপ্রবাহিণী'র সম্পাদক ছিলেন—বসন্তকুমার ঘোষ, স্বনামধন্য শিশিরকুমার ঘোষের অগ্রজ। মৃণালকান্তি ঘোষ 'অমৃতপ্রবাহিণী'র জন্মকথা এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন :—

শিশিরকুমার......কলিকাতায়...গিয়া কয়েক দিনের চেষ্টায় একটি কাষ্ঠনির্ম্মিত প্রেস সরঞ্জামসহ অতি সস্তায় হস্তগত করিলেন।...তাহার পর ছাপাখানার সরঞ্জামসহ শিশিরকুমার নৌকাযোগে বাটীতে আসিলেন।...গ্রাম্য সূত্রধরের সাহায্যে কাঠের প্রেসটি মেরামত করিয়া খাটান হইল।...প্রথমেই সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্প, কৃষি বিষয়ক একখানি পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশিত হইল। ইহার নাম দিলেন 'অমৃতপ্রবাহিণী পত্রিকা', আর সম্পাদকীয় ভার লইলেন বসন্তকুমার নিজে। ইচ্ছা থাকিল ক্রমে রাজনীতি সম্বন্ধে একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা বাহির করিবেন। কিছুকাল 'অমৃতপ্রবাহিণী' নিয়মমত বাহির হইবার পর বসন্তকুমার অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়িলেন। তাঁহাকে লইয়া সকলে বিশেষ ব্যস্ত থাকায় কাগজ বন্ধ রাখিতে হইল।...১২৭৩ সালের ১২ই চৈত্র বসন্তকুমার পরলোকগত হইলেন। ('পঞ্চপুষ্প,' আশ্বিন ১৩৩৭)

সংবাদ ভারতবন্ধু (সাপ্তাহিক)। জানুয়ারি ১৮৬৩।

১৮৬৩ সনের জানুয়ারি মাসে (১২৬৯, মাঘ) মুর্শিদাবাদ হইতে 'সংবাদ ভারতবন্ধু' নামে সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। 'সোমপ্রকাশে' (২ ফেব্রুয়ারি ১৮৬৩) প্রকাশ :—

বিবিধ সংবাদ।...১৭ই মাঘ বৃহস্পতিবার।...আমরা ভারত বন্ধু নামক একখানি নূতন সংবাদ পত্রের কয়েক সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহা বিশ্বমনোরঞ্জন যন্ত্রে মুরসিদাবাদে [আজিমগঞ্জে] মুদ্রিত হইতেছে। পত্রখানি চিরজীবী হইয়া ভারতের বন্ধুতা করেন, এই আমাদিগের প্রার্থনা।

আয়ুর্ব্বেদ পত্রিকা (সাপ্তাহিক)। জানুয়ারি ১৮৬৩।

১৮৬৩ সনের জানুয়ারি মাস হইতে হাবড়ার সিবিল সার্জন ডাঃ রবার্ট বার্ডের সাহায্যে 'আয়ুর্ব্বেদ পত্রিকা' নামে সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত হয়। ইহার সম্পাদক ছিলেন—বংশবাটী-নিবাসী দ্বারকানাথ দাস। "মনুষ্যদেহের কি ভাব, দেহমধ্যে কিরূপে রোগ প্রবেশ করে, সেই রোগ হইতেই বা কি প্রকারে পরিত্রাণ পাওয়া যায়, তাহার উপায় এবং নানাবিধ বিধান প্রভৃতির বিবরণ স্পষ্টরূপে প্রকাশিত করাই এই পত্রিকার উদ্দেশ্য। ইহার মাসিক মূল্য ।।০ অগ্রিম বার্ষিক ৫।" ইহার সমালোচনা-প্রসঙ্গে 'সোমপ্রকাশ' (১২ জানুয়ারি ১৮৬৩) লিখিয়াছিলেন :—

আয়ুর্ব্বেদ পত্রিকা। ইহা পাঠ করিয়া আমরা দুটী কারণে আহ্লাদিত হইলাম। এক, এরূপ পত্রিকা বাঙ্গলা ভাষায় এই নূতন প্রচারিত হইতেছে, এতদ্বারা মহোপকার লাভ সম্ভাবনা আছে। দ্বিতীয়, ইহা অতি সহজ ভাষায় ও সহজ রীতিতে লিখিত হইতেছে। শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ দাস ইহার সম্পাদকতা ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

রহস্য-সন্দর্ভ (মাসিক)। জানুয়ারি ১৮৬৩।

'বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহে'র অভাব পূরণার্থ, কলিকাতা-স্কুলবুক-সোসাইটি ও ভার্ণাকিউলার লিটারেচার সোসাইটির আনুকূল্যে 'রহস্য-সন্দর্ভ' নামে একখানি সচিত্র মাসিক পত্র ১৮৬৩ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে ("১ পর্ব্ব ১ খণ্ড মাঘ; সংবৎ ১৯১৯") প্রকাশিত হয়। ইহার প্রথম সম্পাদক রাজেন্দ্রলাল মিত্র। পত্রিকা-প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রথম সংখ্যায় এইরূপ লিখিত হয় :—

...অভিনব পত্রের অভিপ্রেত কি তাহার কিয়দংশ ইহার নামদ্বারাই অনুভব হইবে। অধিকন্তু এই মাত্র বক্তব্য যে পূর্ব্বে 'বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ' নামক মাসিক পত্র যে উদ্দেশে বহুল পাঠকবৃন্দের মনোরঞ্জন করিত ইহাও সেই অভিপ্রায়ে প্রতিষ্ঠিত এবং তাহারই পদাঙ্কানুসরণার্থে সঙ্কল্পিত হইয়াছে; ফলে উক্ত পত্রের গুণিগণাগ্রগণ্য সম্পাদক মহোদয় কোন অনুরোধে তাহার রহিত করাতে তাহার স্থানীভূত করিতেই এই পত্রের বিকাশ হইল—তাহার রহিত না হইলে ইহার অনুষ্ঠান হইত না। এইরূপ পত্র সম্প্রতি আর প্রচলিত নাই; অথচ এতাদৃশ কেবলমাত্র-বিদ্যানুরাগী সাময়িক পত্র যে জনসমাজের হিতকর ও আদরাস্পদ বটে তাহা বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহের সিদ্ধসঙ্কল্পতায় নিশ্চয় বোধ হইতেছে। পুরাবৃত্তের আলোচনা, প্রসিদ্ধ মহাত্মাদিগের উপাখ্যান, প্রাচীন তীর্থাদির বৃত্তান্ত, স্বভাবসিদ্ধ রহস্য-ব্যাপার ও

জীবসংস্থার বিবরণ, খাদ্যদ্রব্যের প্রয়োজন, বাণিজ্য-দ্রব্যের উৎপাদন, নীতি-গর্ভ উপন্যাস, রহস্যব্যঞ্জক আখ্যান, নূতন গ্রন্থের সমালোচন, প্রভৃতি নানাবিধ বিষয়ের আলোচনায় উক্ত পত্র অতি অল্পকালে সখ্যাতিরিক্ত ব্যক্তির প্রেমাস্পদ হইয়াছিল; এই মাসিক পত্র তদনুকরণদ্বারা তাহার পুরস্কার প্রার্থনা করে। মধ্যে মধ্যে সৃষ্টির সমালোচনে সহৃদয়মাত্রের অনুমোদন আছে—সকলেই তাহার আখ্যান শ্রবণে পরিতৃপ্ত হইয়া থাকেন; অতএব তাঁহাদিগের নিকট এই সন্দর্ভ সমাদৃত হইতে পারে। অপর মনুষ্য মাত্রেরই—বিশেষতঃ পারস্য আরব তুরষ্ক হিন্দুপ্রভৃতি জাতীয়দিগের—আখ্যায়িকা শ্রবণে বিশেষ অনুরাগ আছে; সেই আখ্যায়িকাচ্ছলে ভূত প্রেত নাগর নাগরিকার অলীক বাক্যে কাল হরণ না করিয়া সৃষ্টির সমালোচনে সৃষ্টিহইতে স্রষ্টার প্রতি মন আকর্ষিত হইয়া পরমার্থ সিদ্ধ হইতে পারে, তাহার অনুমোদন-তৎপর বলিয়াও এই পত্রের সার্থকতা সিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা। অধিকন্তু চিত্রপট যে মনের সংস্কারক তাহা নব্য তত্ত্বানুসন্ধায়িরা স্থির করিয়াছেন; অতএব সময়ে সময়ে উত্তম চিত্রদ্বারা চিত্তানুরঞ্জন করাও ইহার উদ্দেশ্য; তদর্থে এই পত্রের প্ররোচক বঙ্গানুবাদক সমাজের আদেশে বহু শত ছবি বিলাত হইতে আনীত হইয়াছে, তাহার প্রকাশে বোধ হয় অনেকেই পরিতৃপ্ত হইবেন।

'রহস্য-সন্দর্ভ'-সম্পাদনেও রাজেন্দ্রলাল মিত্র বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। তিনি শারীরিক অসুস্থতাবশতঃ পঞ্চম পর্ব্বের 'রহস্য-সন্দর্ভ' নিয়মিত ভাবে প্রকাশ করিতে পারেন নাই; ৬ষ্ঠ পর্ব্বের প্রথম সংখ্যায় (৬১ খণ্ড) এই সম্পাদকীয় নিবেদনটি মুদ্রিত হয়:—

ভূমিকা।—...রহস্য-সন্দর্ভের শেষ দ্বাদশ খণ্ড এক-বৎসরকাল-মধ্যে প্রকাশিত না হইয়া তদধিক দীর্ঘকালে পাঠকমহোদয়ের হস্তে উপনীত হইয়াছে, এবং তাহার প্রকটন সময়েরও বিশেষ অনিময় ঘটিয়াছে। এই ত্রুটি আমরা পূর্ব্বাবধি জ্ঞাত আছি; কিন্তু ভয়ানক পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া দীর্ঘকাল শয্যাগত থাকায় আমরা এপর্য্যন্ত তাহার কোন প্রতীকার করিতে পারি নাই।...পরন্তু এরূপ ঘটনা সাময়িক পত্রের বিশেষ প্রতিদ্বন্দী; ইহাতে অত্যুৎকৃষ্ট পত্রেরও বিশেষ হানি ঘটিয়া থাকে; এবং তাহার নিবারণার্থ আমরা সম্প্রতি এক জন সুপণ্ডিত প্রবীণ পারদর্শী আত্মীয়ের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি। তিনি বহুকাল সাময়িক পত্রে অনেকের মনোরঞ্জন করিয়াছেন, এবং রহস্য-সন্দর্ভের অভিধেয়ও বিলক্ষণ জ্ঞাত আছেন। তাঁহার সুপ্রসূ লেখনী নিঃসৃত সন্দর্ভ-কলাপে সহৃদয় মহোদয়দিগের আনন্দ সম্বর্দ্ধিত হইবেক ইহা আমরা নিশ্চয় জ্ঞাত আছি, এবং প্রফুল্লচিত্তে তাঁহাকে রহস্যানুরাগিদিগের পরিচিত করিতেছি। এতৎখণ্ডের অধিকাংশই তাঁহাদ্বারা রচিত, এবং ভবিষ্যতে যাহাতে এই সন্দর্ভ নিয়মিত সময়ে পাঠকদিগের মানস পরিতৃপ্ত করে তাহাতে তিনি সর্ব্বতোভাবে অনুরক্ত থাকিবেন। এতৎ প্রস্তাবলেখক পূর্ব্বে সপ্ত-বৎসর-যাবৎ 'বিবিধার্থ সঙ্গ্রহ' ও পরে 'রহস্য-সন্দর্ভের' পাঁচ পর্ব্ব নির্ব্বাহ করিয়াছেন। তৎসাধনে বার্দ্ধক্যের সহিত কিঞ্চিৎ শৈথিল্যের সম্ভব অবশ্য মানিতে হইবে।...

কিন্তু ৬ষ্ঠ পর্ব্বের ৬ষ্ঠ সংখ্যার (৬৬ খণ্ড) সহিত যোজিত একটি স্বতন্ত্র "বিজ্ঞাপনে" রাজেন্দ্রলাল জানাইতে বাধ্য হইলেন যে—

> সম্পাদকের অবকাশাভাবপ্রযুক্ত এই পত্রের এই খণ্ড অবধি সমাপ্ত হইল। এতৎ সম্বন্ধে কাহার কিছু প্রাপ্য থাকিলে প্রার্থনামাত্র সম্পাদক তাহা পরিশোধিত করিবেন।

রাজেন্দ্রলালের পর প্রাণনাথ দত্ত 'রহস্য-সন্দর্ভে'র পরিচালন-ভার গ্রহণ করেন। তিনি ১২৭৮ সালে দুই সংখ্যা (৬৭-৬৮ খণ্ড) এবং ১২৭৯ সালে দশ সংখ্যা (৬৯-৭৮ খণ্ড) প্রকাশ করিয়া সপ্তম পর্ব্ব শেষ করেন। ১২৮০ সালের বৈশাখ মাসে 'রহস্য-সন্দর্ভে'র "নবপর্ব্বাবলী" বাহির হয়; ইহা এক বৎসর চলিয়াছিল। 'রহস্য-সন্দর্ভে'র বিভিন্ন পর্ব্বগুলির প্রকাশকাল এইরূপ :—

১ম পর্ব্ব	মাঘ, ১৯১৯ সংবৎ	হইতে	পৌষ, ১৯২০ সংবৎ,		১—১২	খণ্ড
২য় পর্ব্ব	বৈশাখ, ১৯২১ "	"	চৈত্র, ১৯২১ "		১৩—২৪	"
৩য় পর্ব্ব	বৈশাখ, ১৯২২ "	"	চৈত্র, ১৯২২ "		২৫—৩৬	"
৪র্থ পর্ব্ব	বৈশাখ, ১৯২৩ "	"	চৈত্র, ১৯২৩ "		৩৭—৪৮	"
৫ম পর্ব্ব	বৈশাখ, ১৯২৭ "	"	চৈত্র, ১৯২৭ "		৪৯—৬০	"
৬ষ্ঠ পর্ব্ব	বৈশাখ, ১৯২৮ "	"	আশ্বিন, ১৯২৮ "		৬১—৬৬	"
৭ম পর্ব্ব	চৈত্র, ১২৭৮ সাল	"	ফাল্গুন, ১২৭৯ সাল		৬৭—৭৮	
নব-পর্ব্বাবলী	বৈশাখ, ১২৮০ "	"	চৈত্র, ১২৮০ "		১—১২	"

গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা (মাসিক···)। এপ্রিল ১৮৬৩।

১৮৬৩ সনের এপ্রিল (১২৭০, বৈশাখ) মাসে কুমারখালী বাংলা পাঠশালার প্রধান শিক্ষক হরিনাথ মজুমদার (কাঙ্গাল হরিনাথ) 'গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা' নামে একখানি মাসিক সমাচার পত্রিকা প্রকাশ করেন। ইহার প্রথম সংখ্যা পাঠ করিয়া 'সোমপ্রকাশ' (১ জুন ১৮৬৩) লিখিয়াছিলেন :—

> গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা। ইহা অভিনব মাসিক সমাচার পত্রিকা। গত বৈশাখ মাস অবধি কলিকাতা অপর সর্কিউলার রোড বাহির মৃজাপুরের শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্নের বিদ্যারত্ন যন্ত্র হইতে প্রচারিত হইতেছে। কুমারখালী নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু হরিনাথ মজুমদার ইহার সম্পাদক। গ্রামের বৃত্তান্তাদি বাহুল্যরূপে ইহাতে লিখিত হইবে। আমরা ইহার প্রথম সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি। পাঠ করিয়া দেখা গেল লেখা মন্দ হইতেছে না। ইহাতে গদ্য ও পদ্য আছে। সম্পাদক যদি পরিশ্রম করিয়া লেখেন, তাহা হইলে ইহার উন্নতি হইতে পারে। ইহার মাসিক মূল্য পাঁচ আনা, বার্ষিক ৩ টাকা।

গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন-রচিত এই শ্লোকটি 'গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা'র কণ্ঠে শোভা পাইত :—

> গুণালোকপ্রদা দোষ-প্রদোষ-ধ্বান্ত-চন্দ্রিকা।
> রাজতে পত্রিকা নাম গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা॥

হরিনাথ তাঁহার অপ্রকাশিত দিনলিপিতে পত্রিকা-প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :—

আমি শুনিলাম, বাঙ্গলা সংবাদপত্রের অনুবাদ করিয়া গবর্ণমেণ্ট তাহার মর্ম্ম অবগত হইতে সঙ্কল্প করিয়াছেন, তন্নিমিত্ত একটি কার্য্যালয়ও স্থাপিত হইবে। 'ঘরে নাই এক কড়া, তবু নাচে গায় পড়া'। আমার ইচ্ছা হইল, এই সময় একখানি সংবাদপত্র প্রচার করিয়া, গ্রামবাসী প্রজারা যে যে যে ভাবে অত্যাচরিত হইতেছে, তাহা গবর্ণমেণ্টের কর্ণগত করিলে, অবশ্যই তাহার প্রতিকার এবং তাহাদিগের নানা প্রকার উপকার সাধিত হইবে, সন্দেহ নাই। গ্রাম ও গ্রামবাসী প্রজার অবস্থা প্রকাশ করিবে বলিয়া পত্রিকার নাম 'গ্রামবার্ত্তা-প্রকাশিকা' রাখিয়া 'গিরিশযন্ত্রে'র কর্ত্তা গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়কে একটি শিরোমুকুট অর্থাৎ হেডিং আর একটি শ্লোক প্রস্তুত করিতে প্রতিশ্রুত করাইলাম।

মাসিক 'গ্রামবার্ত্তা'র সর্ব্বসমেত ১৯শ ভাগ প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহার "১২ ভাগ—১ম সংখ্যা" প্রকাশিত হয় ১২৮১ সালের বৈশাখ মাসে, কিন্তু "১৩ ভাগ—১ম সংখ্যা"র প্রকাশ-কাল—আশ্বিন ১২৮২। শেষোক্ত সংখ্যায় সম্পাদক এই কৈফিয়ৎ দিয়াছেন :—

গত বৎসর নানা বিপদে বিপন্ন হইয়া গ্রামবার্ত্তা মৃত্যু-শয্যায় শয়ন করে। তাহার তাদৃশী অবস্থাবলোকনে অনেক গ্রাহক নিদয় হইয়া তাহাকে পরিত্যাগ করেন এবং অনেক দাতা তাহার নাম পর্য্যন্ত ভুলিয়া যান। কেবল দীনপালিনী শ্রীমতী মহারাণী স্বর্ণময়ী মহোদয়ার সাহায্যদানের উপর নির্ভর করিয়া, সে জীবন রক্ষা করিয়াছে। অন্যথা এত দিন তাহার চিহ্ন পর্য্যন্ত থাকিত না। ... ... আমরা নানা কারণে আশ্বিন মাস হইতে মাসিক গ্রামবার্ত্তার নূতন বৎসর আরম্ভ করিলাম।

এই ভাবে পত্রিকা দুই বৎসর চলিবার পর পুনরায় বৈশাখ হইতে বর্ষ গণনা করা হয়। 'গ্রামবার্ত্তা'র বয়স ঊনবিংশ বৎসর পূর্ণ হয় ১২৮৮ সালের চৈত্র মাসে। চৈত্র-সংখ্যায় সম্পাদক এই বিদায়-বাণী প্রচার করেন :—

গ্রাহকগণ! অনুগ্রহ প্রকাশে আমাদিগের মাসিক গ্রামবার্ত্তার প্রাপ্য মূল্যগুলি সত্বরে প্রেরণ করিয়া আমাদিগকে ঋণজাল হইতে মুক্ত করিবেন। মাসিক গ্রামবার্ত্তা যে এই হইতে বন্ধ হইল, ইহার কারণ গ্রাহকদিগকে পূর্ব্বেই জ্ঞাত করা হইয়াছে। সুতরাং এক্ষণে সে বিষয়ের পুনরুল্লেখ করিতে আর ইচ্ছা করি না। তবে গ্রাহকগণ রীতিমত সময়ে গ্রামবার্ত্তার দেয় মূল্য না দেওয়াই যে ইহা বন্ধ হইবার প্রধান কারণ, তাহা, বোধ হয়, কাহাকেও বুঝাইয়া দিতে হইবে না।

১২৭৬ সালের বৈশাখ (১৮৬৯, এপ্রিল) মাস হইতে 'গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা'র একটি স্বতন্ত্র পাক্ষিক সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল। এই প্রসঙ্গে 'সংবাদ প্রভাকর' (১১ মে ১৮৬৯) লেখেন :—

আমরা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, কুমারখালীর গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা নাম্নী মাসিক পত্রিকাখানি পাক্ষিক হইয়াছে। এতৎ পত্রিকা সম্পাদক শ্রীযুত হরিনাথ মজুমদার স্বদেশের হিত সাধনে উৎসাহিত হইয়া অনেক ধনবানের শরণ লইয়াছিলেন।

১২৭৭ সালের বৈশাখ মাস হইতে পাক্ষিক 'গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা' সাপ্তাহিকে পরিণত হয়।* সাপ্তাহিক 'গ্রামবার্ত্তা' কিছু দিন পরিচালনা করিয়া কাঙ্গাল হরিনাথ ঋণগ্রস্ত হন। তিনি শেষে উহার প্রচার রহিত করিবার সঙ্কল্প করেন। কিন্তু সহৃদয় বন্ধুবর্গের আনুকূল্যে সে-যাত্রা পত্রিকাখানি রক্ষা পায়। এই প্রসঙ্গে ১৭ এপ্রিল ১৮৭৩ (৬ বৈশাখ ১২৮০) তারিখের 'অমৃত বাজার পত্রিকা' হইতে দুইটি সংবাদ উদ্ধৃত করিতেছি ঃ—

আমরা গত সংখ্যক গ্রামবার্ত্তা পত্রিকা পাঠ করিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছিলাম। গ্রামবার্ত্তার সম্পাদক আজ কয়েক বৎসর শারীরিক, মানসিক ও বৈষয়িক নানা কষ্ট স্বীকার পূর্ব্বক এই পত্রিকা খানি চালান। ক্রমে ঋণগ্রস্ত হন এবং আপাততঃ তিনি ঋণভারে এরূপ ভারাক্রান্ত হইয়া পড়েন যে, কাগজখানি বন্ধ করার সংকল্প করেন এবং গত পত্রিকায় সেই রূপ প্রকাশ করেন। কিন্তু ১লা বৈশাখে তিনি পত্রিকা সম্বন্ধে নিজ গৃহে একটি উৎসব করিয়া থাকেন। এবার সেই উপলক্ষে তাঁহার আত্মীয় বন্ধু বান্ধবের নিকট পত্রিকা রহিত করিবার প্রস্তাব করায় তাঁহারা অত্যন্ত দুঃখিত হন এবং একটি চাঁদা করিয়া পত্রিকা খানি আপাতত রাখিয়াছেন। গ্রামবার্ত্তার সম্পাদক কুমারখালীতে একটি যন্ত্রালয় [স্থাপনের] উদ্যোগ করিতেছেন।...

কুমারখালি—প্রতিবাদ।...গত কল্য গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকার সাম্বৎসরিক উৎসব হইয়া গিয়াছে। সাপ্তাহিক কাগজ বন্ধ হইবার কথা হইয়াছিল, কিন্তু একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি তাহার সমস্ত ব্যয় চালাইতে স্বীকার করায় সকল সভ্যগণে সেই ভার কুলাইতে স্বীকৃত হইয়াছেন। ...কেষাঞ্চিৎ কুমারখালীবাসিনাম্।

১২৮০ সালের প্রারম্ভে কাঙ্গাল হরিনাথ কুমারখালীতে মথুরানাথ-যন্ত্র স্থাপন করেন। ১৭ শ্রাবণ ১২৮০ তারিখের 'অমৃত বাজার পত্রিকা'য় প্রকাশ ঃ—

সংবাদ।—...আমরা শুনিয়া আনন্দিত হইলাম যে, কুমারখালিতে একটি মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হইয়াছে এবং তত্রত্য স্থানীয় সম্বাদপত্র গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা উক্ত যন্ত্রে মুদ্রিত হইতেছে।

সাপ্তাহিক 'গ্রামবার্ত্তা'র প্রচার রহিত হয় ১২৮৬ সালের প্রারম্ভে। 'সুলভ সমাচারে' (৩১ মে ১৮৭৯) প্রকাশ ঃ—"সাপ্তাহিক গ্রামবার্ত্তা পত্রিকাখানি অর্থের অভাবে উঠিয়া গেল।" এই প্রসঙ্গে মাসিক 'গ্রামবার্ত্তা' (বৈশাখ ১২৮৭) লেখেন ঃ—

* 'গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা' আরও কিছু দিন পাক্ষিক আকারে প্রকাশিত হইয়াছিল। ১২৭১ সালের আষাঢ় হইতে চৈত্র, এবং ১২৭৭ সালের কার্ত্তিক হইতে চৈত্র 'গ্রামবার্ত্তা' পাক্ষিক পত্রিকা ছিল। 'হিন্দুহিতৈষিণী' (২০ কার্ত্তিক ১২৭৭) লেখেন ঃ—"গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা পুনরায় পাক্ষিক হইয়া প্রকাশ হইয়াছে।"

নানা কারণে মধ্যে মধ্যে মাসিক পত্রিকা বন্ধ হইয়াছে, কিন্তু কখন সাপ্তাহিক পত্রিকা বন্ধ হয় নাই ;—দুর্ভাগ্যবশতঃ গত বৎসর তাহাও সংঘটিত হইয়াছে। একদিকে ভারতাকাশে মুদ্রাশাসনী ব্যবস্থার উদ্যত বজ্রের ন্যায় গর্জ্জন (বড়লাট লর্ড লিটনের শাসন আমলে) এবং তচ্ছ্রবণে 'বঙ্গভাষার সম্বাদপত্র কেবল সাক্ষীগোপাল মনে করিয়া', অন্য দিকে তাহার প্রতি লোকের অমনোযোগ, গ্রাহকগণেরও মূল্য প্রদানে ঔদাসীন্য অবলম্বন, নানা চিন্তায় উৎকট রোগাক্রান্ত হইয়া সম্পাদকের শয্যাশ্রয় ইত্যাদি ঘটনাসমূহ সাপ্তাহিক গ্রামবার্ত্তা বন্ধ হইবার কারণ।... ... গ্রামবার্ত্তার কতিপয় সহৃদয় বন্ধু সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রচারের নিমিত্ত বিবিধ প্রকারে যত্ন করিতেছেন। যদি তাঁহারা কৃতকার্য্য হইতে পারেন, তাহা হইলে সত্বরেই সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হইবে, অন্যথা তাহার জীবনাশা আর নাই।

১২৮৯ সালের বৈশাখ মাসে সাপ্তাহিক 'গ্রামবার্ত্তা' পুনরুজ্জীবিত হয়। ইহার পরিচালন-ভার গ্রহণ করেন—জলধর সেন ও অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়। ১২৯২ সালের আশ্বিন মাসে ইহা লুপ্ত হয়।

'গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা' হিতকর পত্রিকা ছিল। ইহার অভ্যুদয়ে "পূর্ব্বে ধনবানাদি সবল লোকেরা দুর্ব্বলের প্রতি প্রকাশ্যরূপে সহসা যে প্রকার অত্যাচার করিতেন, তদ্রূপ করিতে সাহসী" হইতেন না। ইহাতে কেবল গ্রামের বৃত্তান্তই থাকিত না। হরিনাথের দিন-লিপিতে প্রকাশ :—

যখন গ্রামবার্ত্তা মাসিক ছিল, তখন ধর্ম্মনীতি ও সমাজনীতি প্রভৃতি সাহিত্যময় প্রবন্ধ এবং রাজনীতিময় প্রস্তাব, গ্রামের ঘটনাময় সম্বাদ সহকারে গ্রামবাসীদিগের জ্ঞাতব্য রাজার অভিপ্রায়, মন্তব্য ও বিবিধ সংবাদ প্রকাশিত হইত। পাক্ষিকাবস্থায় ধর্ম্মনীতি সাহিত্য ব্যতীত পূর্ব্ববৎ আর সকলেরই প্রচার হইয়াছে। সাপ্তাহিকাবস্থায় সাহিত্যময় প্রবন্ধাদি প্রচার রহিত হইয়া বাহুল্যরূপে রাজনীতিরই আলোচনা হইতে লাগিল। কিন্তু সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞানাদি আলোচনার নিমিত্ত স্বতন্ত্ররূপে একখানি মাসিক গ্রামবার্ত্তাও প্রকাশিত হইত।...

কেবল সংবাদদাতা, পত্রপ্রেরক ও শ্রুতিকথার প্রতি নির্ভর করিয়া গ্রামবার্ত্তার প্রকাশ হইত না। আমরা গ্রামবার্ত্তার উপযুক্ত বার্ত্তা জানিবার নিমিত্ত কখনও গোপনে কখনও প্রকাশ্যে নানা স্থান পরিদর্শন ও দূরস্থ গ্রামপল্লী অবসর মত সময়ে সময়ে ভ্রমণ করিয়াছি এবং এই প্রকার ভ্রমণ করিয়া শান্তিপুর, উলাদি উপনগর পরিদর্শনে তাহার নামোৎপত্তির কারণ ও প্রাচীন বৃত্তান্ত এবং মেহেরপুর, চাকদহ ও উলা প্রভৃতি স্থানের মহামারীর অবস্থা অনেক সংগ্রহ করিয়াছিলাম। উক্ত উপায়ে নিজে যাহা সংগ্রহ করি ও হিমালয় প্রভৃতি নানা দিক্ দর্শন করিয়া ভ্রমণকারিগণ যাহা সংগ্রহ করিতেন, তাহা সমস্তই মাসিক গ্রামবার্ত্তায় প্রকাশিত হইত। নানা প্রদেশের ভ্রমণবৃত্তান্ত গ্রামবার্ত্তায় প্রকাশিত হইয়া গ্রাম ও পল্লীবাসীদিগের যত দূর উপকার সাধন করিয়াছিল, আমি তত দূর অত্যাচারী লোকের বিষনেত্রে পড়িয়া নানা প্রকারে উৎপীড়িত ও অত্যাচারিত হইতে লাগিলাম।...

অবোধবন্ধু (মাসিক)। এপ্রিল ১৮৬৩।

১৮৬৩ সনের মে (? ১২৭০, বৈশাখ) মাসে 'অবোধবন্ধু' নামে একখানি মাসিক পত্র প্রকাশিত হয়। ইহার সম্পাদক ছিলেন—হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ। পত্রিকাখানির সমালোচনা-প্রসঙ্গে 'সোমপ্রকাশ' লেখেন :—

> অবোধবন্ধু। কলিকাতা স্কুলবুক যন্ত্রে মুদ্রিত হইতেছে। আমরা ইহার দুই খণ্ড পাইয়াছি। লেখা মন্দ হইতেছে না। প্রতি খণ্ডের মূল্য অর্দ্ধ আনা। (৬ জুলাই ১৮৬৩)
>
> অবোধবন্ধু তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যা। এই চতুর্থ ভাগে হেয়ার সাহেবের জীবন চরিত আছে। লেখা ক্রমশঃ উত্তম হইতেছে। (৩১ আগস্ট ১৮৬৩)

'অবোধবন্ধু' কিছু দিন চলিয়া আত্মগোপন করে। ১২৭৩ সালের ফাল্গুন (১৮৬৭, ফেব্রুয়ারি) মাসে ইহা নবোদ্যমে পুনঃপ্রচারিত হয়। "১ খণ্ড ১ সংখ্যা"র প্রারম্ভে এই অংশটি মুদ্রিত হইয়াছে :—

> স্বদেশের যে প্রকারে হোতে পারে হিত
> সাধ্যমত চেষ্টা করা সবার উচিত।
> তিল সম হেন কাজ যদি মনে লয়,
> তথাচ নিরস্ত থাকা, যুক্তিযুক্ত নয় ;
> কি জানি সহস্র মাঝে যদি কোন জন
> সামান্য সে ক্ষুদ্র কাজে উপকৃত হন।
>
> আরম্ভ।
>
> সূর্য্য যেমন অস্তমিত হইলে আর তাহাকে দেখিতে পাওয়া যায় না, সেইরূপ এই অবোধবন্ধু এতাবৎ কাল পর্য্যন্ত পাঠকবর্গের নিকট অদৃশ্যভাবে অবস্থিতি করিতেছিল। এক্ষণে তাহা পুনর্ব্বার সর্ব্বসমীপে উদয় হইতেছে, এবং পূর্ব্বাপেক্ষা প্রখরতর কর বিস্তার করিয়া যাহাতে তমসাচ্ছন্ন অজ্ঞানান্ধ মনকে সমুজ্জ্বল জ্ঞানালোক দ্বারা উদ্দীপ্ত করে তাহাই আমাদের একান্ত বাসনা। শীতকালে যখন শীতের প্রাদুর্ভাব অধিক হয়, যখন শীতল বায়ু বহমান হইয়া সকলকেই কম্পিত করিতে থাকে, তখন যেমন ভানুর তীক্ষ্ণতর কিরণ প্রাণী দেহের শীত নিবারণ করে, সেইরূপ এই অবোধ-বন্ধু, যদ্যপি কোন একটী বালক বালিকা কিম্বা অন্তঃপুরস্থ মহিলাগণের অথবা অল্প বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিব্যূহের অন্তরতম গভীরতম প্রদেশে স্বীয় রশ্মিজাল বিস্তার করত দুশ্ছেদ্য ও অভেদ্য কুসংস্কার ও অজ্ঞানতাকে বিদূরিত করে, তাহা হইলে আমাদের পরিশ্রম ও যত্নের যথেষ্ট পুরস্কার হইবে ; এতদ্ভিন্ন এই ক্ষুদ্র অবোধ-বন্ধু যদি ক্ষণকালের নিমিত্ত বিজ্ঞসমাজের চিত্তাকর্ষণ করিতে পারে, আমরা আশাতীত ফল লাভ করিব।

'অবোধ-বন্ধু'র দ্বিতীয় ভাগ আরম্ভ হয় ১২৭৫ সালের বৈশাখ মাসে। প্রথম সংখ্যায় "নব বর্ষ" প্রসঙ্গে এইরূপ লিখিত হইয়াছে :—

> ১২৭৩ সালের ফাল্গুন মাসে অবোধ-বন্ধু প্রকাশিত হইয়া গত ১২৭৪ সালের মাঘ মাসে তাহার এক বর্ষ পূর্ণ হয়। এক্ষণে নানা কারণ এবং সুবিধা বশতঃ বর্ত্তমান বর্ষের প্রথম মাস হইতে অবোধবন্ধুর দ্বিতীয় বর্ষ আরম্ভ হইল। ইহার ক্ষুদ্র কলেবর পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক বোধে আমরা যেরূপ করিবার মানস করিয়াছিলাম, তাহা রহিত করিয়া



বিহারিলাল চক্রবর্ত্তী



কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য



রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

> এইরূপ আকারে প্রকাশ করিলাম।...উপসংহার কালে, যে সকল ভ্রাতা ভগিনী গত বর্ষে আমাদিগকে সাহায্য প্রদান করিয়াছেন, তাঁহাদিগের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। এবং আমার পরম বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু বিহারিলাল চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নাম এস্থলে উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। তিনি অবোধবন্ধুর জন্য এরূপ শারীরিক ও মানসিক যত্ন ও পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন যে অবোধবন্ধু চিরকাল তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ রহিল

দ্বিতীয় বর্ষ হইতে পত্রিকার কণ্ঠে নিম্নলিখিত শ্লোকটি শোভা পাইত :—

> করবদরসদৃশমখিলং ভুবনতলং যৎপ্রসাদতঃ কবয়ঃ।
> পশ্যন্তি সূক্ষ্মমতয়ঃ সা জয়তি সরস্বতী দেবী ॥

কবি বিহারিলাল চক্রবর্ত্তী 'অবোধ-বন্ধু'র সহিত বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। দ্বিতীয় ভাগের নবম সংখ্যা (পৌষ ১২৭৫) হইতে তিনি পত্রিকার স্বত্বাধিকারী হন। তৃতীয় ভাগের প্রথম সংখ্যায় (বৈশাখ ১২৭৬) ভূতপূর্ব্ব স্বত্বাধিকারীর এই বিজ্ঞাপনটি মুদ্রিত হইয়াছে :—

> ১২৭৬ সাল, ১৫ই বৈশাখ। আমি ১২৭৫ সালের পৌষ মাসের সংখ্যা অবধি অবোধবন্ধুর স্বত্বাধিকার শ্রীযুক্ত বাবু বিহারিলাল চক্রবর্ত্তীকে প্রদান করিয়াছি।... শ্রীযোগেন্দ্রনাথ ঘোষ। অবোধবন্ধুর ভূতপূর্ব্ব স্বত্বাধিকারী।

'অবোধ-বন্ধু'র অন্যতম প্রধান লেখক ছিলেন আচার্য্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য। তাঁহার বহু রচনা ইহাতে স্থান পাইয়াছিল। তিনি স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন :—

> ['পূর্ণিমা'র] কিছু দিন পরে বিহারিলাল ও যোগীন্দ্রচন্দ্র ঘোষ (ইনি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক) প্রভৃতি কয়েকজন বন্ধু একত্র হইয়া 'অবোধ বন্ধু' নামক একখানি মাসিক পত্র প্রতিষ্ঠিত করেন। এই পত্রিকাখানি বোধ হয়, ইংরাজি ১৮৭১ সাল পর্য্যন্ত জীবিত ছিল। ইহাতে আমি অনেক বিষয়ে লিখিয়াছিলাম ; সমগ্র 'পল-বর্জ্জিনিয়া' গ্রন্থ ফরাসী ভাষা হইতে অনুবাদ করিয়া ক্রমশঃ প্রকাশিত হইয়াছিল ; নেপোলিয়নের একটি জীবনবৃত্তান্ত বহুবিস্তারিতভাবে লোডির যুদ্ধ পর্য্যন্ত বাহির করা হইয়াছিল। অনেক প্রবন্ধও লিখিয়াছিলাম। মনে পড়ে, একটি প্রবন্ধে য়ুরোপের duel (অর্থাৎ য়ুরোপীয়েরা অপমানিত হইলে পরস্পর প্রাণান্ত পর্য্যন্ত যে মারামারিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহারই) সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলাম। ('পুরাতন প্রসঙ্গ', ১ম পর্য্যায়, পৃ. ২০১-০২)

বিহারিলালের বহু রচনা—"নিসর্গসন্দর্শন," "বঙ্গসুন্দরী," "সুরবালা কাব্য" প্রভৃতি এই সময় 'অবোধ-বন্ধু'তে প্রকাশিত হয়। তাঁহার সম্পাদনকালেই হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের "ইন্দ্রের সুধাপান" (শ্রাবণ ১২৭৬), এবং কৃষ্ণকমলের "পৌলভর্জ্জীনী," "নেপোলিয়ন বোনাপার্টের জীবন বৃত্তান্ত" ও অন্যান্য রচনা 'অবোধ-বন্ধু'তে প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকাখানি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য ; তিনি লিখিয়াছেন :—

বাঙ্গলা ভাষায় বোধ করি সেই প্রথম মাসিক পত্র বাহির হইয়াছিল যাহার রচনার মধ্যে একটা স্বাদবৈচিত্র্য পাওয়া যাইত। বর্ত্তমান বঙ্গ-সাহিত্যের প্রাণসঞ্চারের ইতিহাস যাঁহারা পর্য্যালোচনা করিবেন তাঁহারা অবোধবন্ধুকে উপেক্ষা করিতে পারিবেন না। বঙ্গদর্শনকে যদি আধুনিক বঙ্গসাহিত্যের প্রভাতসূর্য্য বলা যায় তবে ক্ষুদ্রায়তন অবোধবন্ধুকে প্রত্যুষের শুকতারা বলা যাইতে পারে। ('সাধনা', আষাঢ় ১৩০১, পৃ. ১২৭)

বাল্যকালে আর একটি ছোট কাগজের পরিচয় লাভ করিয়াছিলাম। তাহার নাম অবোধবন্ধু। ইহার আবাঁধা খণ্ডগুলি বড়দাদার আলমারি হইতে বাহির করিয়া তাঁহারই দক্ষিণদিকের ঘরে খোলা দরজার কাছে বসিয়া বসিয়া কতদিন পড়িয়াছি। এই কাগজেই বিহারিলাল চক্রবর্ত্তীর কবিতা প্রথম পড়িয়াছিলাম। তখনকার দিনের সকল কবিতার মধ্যে তাহাই আমার সব চেয়ে মন হরণ করিয়াছিল। তাঁহার সেই সব কবিতা সরল বাঁশির সুরে আমার মনের মধ্যে মাঠের এবং বনের গান বাজাইয়া তুলিত। এই অবোধবন্ধু কাগজেই বিলাতী পৌলবর্জ্জিনী গল্পের সরল বাংলা অনুবাদ পড়িয়া কত চোখের জল ফেলিয়াছি তাহার ঠিকানা নাই। আহা, সে কোন্ সাগরের তীর! সে কোন্ সমুদ্রসমীরকম্পিত নারিকেলের বন! ছাগল-চরা সে কোন্ পাহাড়ের উপত্যকা! কলিকাতা শহরের দক্ষিণের বারান্দায় দুপুরের রৌদ্রে সে কী মধুর মরীচিকা বিস্তীর্ণ হইত! আর সেই মাথায় রঙিন রুমাল-পরা বর্জিনীর সঙ্গে সেই নির্জন দ্বীপের শ্যামল বনপথে একটি বাঙ্গালি বালকের কী প্রেমই জমিয়াছিল! ('জীবনস্মৃতি', পৃ ৭২-৭৩)

সাহিত্য সংক্রান্তি (মাসিক)। ১৩ মে ১৮৬৩।

'পূর্ণিমা' লোপ পাইলে বিহারিলাল বন্ধু যোগেন্দ্রনাথ ঘোষের সহযোগে 'সাহিত্য সংক্রান্তি' নামে একখানি মাসিকপত্র প্রকাশ করেন। ইহা "কলিকাতা চোরবাগান ৪৫ নং ভবন, স্কুলবুক প্রেসে শ্রীযোগেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ দ্বারা প্রতি সংক্রান্তিতে মুদ্রিত হইয়া প্রচারিত" হইত। প্রত্যেক সংখ্যায় ১৬ পৃষ্ঠা পরিমাণ রচনা থাকিত, মূল্য ছিল দুই আনা। 'সাহিত্য সংক্রান্তি'র প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল—১৩ মে ১৮৬৩ (৩১ জ্যৈষ্ঠ ১২৭০)। এই সংখ্যায় "আরম্ভ", "নভোমণ্ডল", "কুঁড়ের কাছে ফুলের বাগান" ও "বীর্য্যবতী হিন্দুনারী" নামে চারিটি কবিতা এবং "পরাধীনা বঙ্গকন্যা" নামে একটি প্রবন্ধ আছে। "নভোমণ্ডল" ও "বীর্য্যবতী হিন্দুনারী" কবিতা দুইটি বিহারিলাল সামান্য পরিবর্ত্তিত আকারে 'নিসর্গসন্দর্শন' কাব্যের ৪র্থ ও ৩য় সর্গরূপে ব্যবহার করিয়াছিলেন। প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত "আরম্ভটি" এইরূপ :—

এলেম আমরা আজি লোকের গোচরে,
নির্ভয় হৃদয়ে, শুদ্ধ সরল অন্তরে।
নিলেম সে ভার, যাহে আজো কোন জন
হন নাই উৎসাহী করিতে হস্তার্পণ।

কি রূপ সে কার্য্যভার, কি তার আভাস,
ক্রমে তাহা এ সংক্রান্তি করিবে প্রকাশ।
প্রতিজ্ঞা রহিল এবে অন্তরে গোপন ;
কার্য্যেতে করিতে চাহি তাহার পালন।

দ্বিতীয় সংখ্যা 'সাহিত্য সংক্রান্তি'র প্রকাশকাল—৩২ আষাঢ় ১২৭০। ইহাতে বিহারিলালের "প্রেম-প্রবাহিণী কাব্য—পল্লিগ্রাম ভ্রমণ" প্রকাশিত হয়; ইহার সহিত 'প্রেম-প্রবাহিণী' পুস্তকের কোন মিল নাই। এই সংখ্যায় "মনের অসুখ" ও "পৃথিবীর কিছুই স্থায়ী নহে" নামে দুইটি কবিতা এবং "আসন্ন কালে বীরের অনুতাপ" নামে একটি গদ্য রচনাও মুদ্রিত হইয়াছে। 'সাহিত্য সংক্রান্তি' অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই।

ভারত পরিদর্শন (সাপ্তাহিক)। ১৫ জুন ১৮৬৩।

১৫ জুন ১৮৬৩ (২ আষাঢ় ১২৭০) তারিখে শান্তিপুর হইতে 'ভারত পরিদর্শন' নামে সাপ্তাহিক সমাচার-পত্র প্রকাশিত হয়। ইহার সম্পাদক ছিলেন যদুনাথ তর্কভূষণ। ৬ই জুলাই 'সোমপ্রকাশ' লেখেন :—

> ভারত পরিদর্শন। ইহা সাপ্তাহিক সমাচার পত্রিকা। শান্তিপুর কাব্যপ্রকাশ যন্ত্র হইতে ২রা আষাঢ় অবধি প্রকাশিত হইতেছে। ইহার আরম্ভ দেখিয়া ভারী উন্নতির অনুমান হইতেছে।

পরবর্ত্তী নবেম্বর মাস হইতে 'ভারত পরিদর্শন' কলিকাতায় মুদ্রিত হইতে থাকে। ২৩ নবেম্বর ১৮৬৩ তারিখের 'সোমপ্রকাশে' এই সংবাদটি আছে :—

> গত ২৪এ কার্ত্তিক [১২৭০] অবধি ভারতপরিদর্শন পত্র শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহের চিৎপুরস্থ পুরাণসংগ্রহ যন্ত্র হইতে প্রকাশিত হইতেছে।

'ভারত পরিদর্শনে'র পরমায়ু প্রায় এক বৎসর। 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়ে' (২৬ এপ্রিল ১৮৬৫) জনৈক পত্রপ্রেরক লেখেন :—

> সকলেই জ্ঞাত আছেন যে কিছুদিন গত হইল "ভারত পরিদর্শন" নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা কালিঘাটনিবাসী শ্রীযুত যদুনাথ তর্কভূষণ মহাশয় কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও জনসমাজে প্রচারিত হইয়াছিল। আমরা ঐ পত্রিকার অঙ্গসৌষ্ঠব অবলোকনে এবং উহা পাঠে যে কতদূর প্রীতিলাভ করিয়াছিলাম তাহা বাক্‌পথাতীত এবং মনে২ এরূপ আশা করিয়াছিলাম যে পরিদর্শক পত্রিকার অকালমৃত্যুজনিত শোক ভারত পরিদর্শন দ্বারা এককালে বিদূরিত হইবে। কিন্তু সম্পাদক মহাশয়! আক্ষেপের কথা বলবো কি ভারত পরিদর্শনের বয়ক্রম এক বৎসর না হইতে হইতে ইহা পরিদর্শকের অনুগামী হইল।

ঢাকাদর্পণ (সাপ্তাহিক)। জুলাই ১৮৬৩।

'ঢাকাবার্ত্তা প্রকাশিকা'র অকাল-মৃত্যু ঘটিলে অপর একখানি সাপ্তাহিক পত্রের দ্বারা উহার অভাব পূরিত হইয়াছিল। ইহা 'ঢাকাদর্পণ'—১৮৬৩ সনের জুলাই মাসে ঢাকা সুলভ যন্ত্র (ইমামগঞ্জ) হইতে হরিশ্চন্দ্র মিত্রের সম্পাদকত্বে প্রকাশিত হয়। ৩ আগস্ট ১৮৬৩ (১৯ শ্রাবণ ১২৭০) তারিখের 'সোমপ্রকাশে' এই সংবাদটি বিজ্ঞাপিত হয় :—

বিবিধ সংবাদ। ১৫ই শ্রাবণ।—……ঢাকা দর্পণ নামে একখানি নূতন সাপ্তাহিক পত্র আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে। আমরা পত্রখানি পাঠ করিয়া সন্তোষ লাভ করিলাম।

বামাবোধিনী পত্রিকা (মাসিক)। আগস্ট ১৮৬৩।

১২৭০ সালের ভাদ্র মাসে মজিলপুর-নিবাসী উমেশচন্দ্র দত্তের সম্পাদনায় 'বামাবোধিনী পত্রিকা' নামে মহিলাদের পাঠোপযোগী বিষয়সম্বলিত একখানি মাসিক পত্রিকা "কলিকাতা বাইর সীমূলিয়া রঘুনাথ চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট ১৬ নং বাটীতে বামাবোধিনী সভার কার্য্যালয়" হইতে প্রকাশিত হয়। 'বামাবোধিনী পত্রিকা'র প্রথম সংখ্যা হইতে উপক্রমণিকা অংশটি উদ্ধৃত হইল ; ইহা পাঠে পত্রিকা-প্রচারের উদ্দেশ্য জানা যাইবে ঃ—

> ঈশ্বর প্রসাদে এক্ষণে এদেশের অবলাগণের প্রতি অনেকের দৃষ্টি পড়িয়াছে। পুরুষদের ন্যায় তাহাদের শিক্ষা বিধান যে নিতান্ত আবশ্যক, তদ্ভিন্ন তাহাদের দুরবস্থার অবসান হইবে না, দেশের সম্যক্ মঙ্গল ও উন্নতিরও সম্ভাবনা নাই ; ইহাও অনেকে বুঝিয়াছেন। আমরা দেখিতে পাই এই উদ্দেশে দেশহিতৈষি মহোদয়গণ স্থানে স্থানে বালিকা বিদ্যালয় সকল স্থাপন করিতেছেন, দয়াশীল গবর্ণমেণ্টও তদ্বিষয়ে সহায়তা করিতেছেন। কিন্তু এ উপায়ে অতি অল্প সংখ্যক বালিকারই কিছু দিনের উপকার হয়। অন্তঃপুর মধ্যে বিদ্যালোক প্রবেশের পথ করিতে না পারিলে সর্ব্বসাধারণের হিত সাধন হইতে পারে না।
>
> বামাগণের বিদ্যা শিক্ষার কতকগুলি প্রতিবন্ধক আছে। তাহারা সময় পায় না, উৎসাহ পায় না, শিক্ষকের সাহায্যও তাদৃশ লাভ করিতে পারে না। অতএব অল্প সময়ে আপন আয়াস মতে প্রয়োজনীয় জ্ঞান সকল উপার্জ্জন করিতে পারে, এরূপ কোন উপায় না হইলে তাহাদের লেখাপড়ার সুবিধা দেখা যায় না। আজি কালি বাঙ্গালা ভাষায় অনেক পুস্তক ও পত্রিকাদি প্রকাশ হইতেছে বটে কিন্তু তাহা ইহাদের অতি অল্প উপকারে আইসে। ইতঃপূর্ব্বে মাসিক পত্রিকা নামে একখানি পত্রিকা এই অভাব পুরণ করিবার উপক্রম করিয়াছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে অনেক দিবস তাহাও অদর্শন হইয়াছে। সম্প্রতি দেশ-হিতোৎসাহি মহোদয়গণকে তদনুরূপ কোন উপায় অবলম্বন করিতে দেখিতে পাই না। অতএব "শুভকার্য্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করাও ভাল" এই ভাবিয়া আমরা এই বামাবোধিনী পত্রিকাখানি প্রকাশ করিলাম।
>
> এই পত্রিকাতে স্ত্রীলোকদিগের আবশ্যক সমুদায় বিষয় লিখিত হইবে। তন্মধ্যে যাহাতে তাহাদের ভ্রম ও কুসংস্কার সকল দূর হইয়া প্রকৃত জ্ঞানের উদয় হয়, যাহাতে তাহাদের উৎকৃষ্ট মনোবৃত্তি সকল উপযুক্ত বিষয়ে পরিচালিত হয়, এবং যাহাতে তাহাদের নিতান্ত প্রয়োজনীয় জ্ঞান সকল লাভ হইতে পারে, তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি থাকিবে। ইহাতে যে সকল বিষয় অবলম্বন করিয়া লেখা হইবে, পত্রিকার শিরোভাগে তাহার উল্লেখ করা গিয়াছে।
>
> বামাগণের বোধ সুলভ জন্য বামাবোধিনীর বিষয়গুলি যত কোমল ও সরল সাধুভাষায় লেখা যায় আমরা তাহার চেষ্টার ত্রুটি করিব না। কথাবার্ত্তা এবং উপন্যাস বা উদাহরণচ্ছলে

অনেক বিষয় সহজে হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেওয়া যায়, অতএব অনেক স্থলে সে উপায়ও অবলম্বিত হইবে। আবশ্যক মতে ইহাতে নানাবিধ চিত্র ও প্রতিরূপও প্রকটন করা যাইবে।

এই পত্রিকা প্রকাশ করিয়া আমরা আর কিছুরই প্রত্যাশা করি না। কর্ত্তব্য সাধনই আমাদের উদ্দেশ্য। ঈশ্বরেচ্ছায় যদি ইহা সাধু সমাজে পরিগৃহীত হইয়া বামাগণের কিছুমাত্র উপকারজনক বোধ হয় তাহা হইলেই ইহার জন্ম সার্থক জ্ঞান করিব।

'বামাবোধিনী পত্রিকা'র ২য়-২০শ সংখ্যায় পত্রিকার কণ্ঠে চারি পংক্তির এক-একটি নূতন কবিতা শোভা পাইত। দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংখ্যার কবিতা দুইটি এইরূপ :—

সকলের পিতা যিনি করুণানিধান।
নর নারী প্রতি তাঁর করুণা সমান॥
জ্ঞান ধর্ম্মে উভয়ের দিয়াছেন মন।
নয়ন থাকিতে অন্ধ কেন বামাগণ ?

চিরদিন পরাধীন কারাবাসি-প্রায়,
একেতে অবলা হায় জ্ঞানহীনা তায়!
মানুষ হইয়া অন্ধ পশুমত রয়,
নারীর সমান দীন ভারতে কে হয় ?

অতঃপর (বৈশাখ ১২৭২ হইতে) প্রত্যেক সংখ্যার কণ্ঠে কবিতার পরিবর্ত্তে কেবল এই দুই পংক্তি মুদ্রিত হইত :—

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"
কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

স্ত্রীশিক্ষাপ্রচারে ও মহিলাগণকে সাহিত্য-সাধনায় ব্রতী করিবার জন্য 'বামাবোধিনী'র প্রচেষ্টা উল্লেখযোগ্য। ৫০ বৎসরে পদার্পণ করিলে ইহার যে ইতিহাস 'বামাবোধিনী পত্রিকা'য় (ভাদ্র ১৩১৯) প্রকাশিত হয়, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল :—

১২৯৫ সালের ভাদ্র মাসের সংখ্যায় বামাবোধিনীর যে ইতিহাস প্রকাশিত হইয়াছিল আমরা আবার তাহাই প্রকাশ করিতেছি। ১২৭০ সালের ভাদ্র মাসে বামাবোধিনীর জন্ম হয়। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে যখন এদেশের স্ত্রীজাতির অবস্থা অতি হীন ছিল, তাঁহাদিগের শিক্ষার্থ বিদ্যালয় সকল অঙ্গুলির অগ্রে গণনা করা যাইত, তাঁহাদিগের পাঠ্য পুস্তকের সংখ্যা অতি অল্প ছিল, তাঁহাদিগের বিশেষ অভাব পূরণ জন্য একখানিও সাময়িক পত্রিকা বিদ্যমান ছিল না, তাঁহাদিগের উন্নতির জন্য একটিও নারী-সভা স্থাপিত হয় নাই, কেবল কতকগুলি দেশহিতোৎসাহী কৃতবিদ্য পুরুষ "স্ত্রীজাতির বিদ্যা শিক্ষার আবশ্যকতা" বিষয়ে প্রকাশ্য সভায় বক্তৃতাদি করিতেন, সেই সময়ে এই বামাবোধিনীর সূচনা হয়। যশোহরনিবাসী আমাদিগের শ্রদ্ধেয় বন্ধু পরলোকগত বাবু বসন্তকুমার ঘোষ কলিকাতাস্থ রঘুনাথ চাটুয্যের লেন ১৬ নং বাটীতে আসিয়া অবস্থিতি করেন। স্ত্রীলোকদিগের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির সহায়তার জন্য একখানি সাময়িক পত্রিকার নিতান্ত প্রয়োজন, এই বলিয়া তিনি এই কার্য্যে আমাদিগের কয়েক জনকে অগ্রসর হইবার জন্য উৎসাহিত করেন। ইঁহারই বিশেষ উদ্যোগে বাসার এক ক্ষুদ্র গৃহে আমাদিগের এক বন্ধুসমিতি হয়, তাহাতে পত্রিকার নামকরণ লইয়া অনেক কথা হয়, অবশেষে আমাদিগের প্রিয় "বামাবোধিনী" নামটী কোমল, সরস ও উদ্দেশ্যসাধক বলিয়া সর্ব্বসম্মতিতে গৃহীত হয়। এই সমিতিতে আরও স্থিরীকৃত হয় যে, যশোহরে গিয়া

আমাদিগের বন্ধুবর এক ছাপাখানা খুলিয়া এই পত্রিকা সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইবেন, এবং লেখা বিষয়ে আমরা তাঁহার সাহায্য করিব। কিছুদিন চলিয়া গেল, পীড়া ও অন্যান্য কারণে বন্ধুবর আপন সঙ্কল্পসিদ্ধি করিতে পারিলেন না। কলিকাতায় যাঁহারা ছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ উদ্দেশ্যসিদ্ধির ব্যাঘাত দেখিয়া শুভ কার্য্যের সূত্রপাতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তখন তাঁহারা অল্পবয়স্ক, তাঁহাদিগের অর্থবল লোকবল কিছুই ছিল না, কিন্তু 'সাধু ইচ্ছার সহায় ঈশ্বর' এই মহাবাক্যের উপর নির্ভর করিয়া তাঁহারা কর্ত্তব্যসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। বামাবোধিনীর ১ম সংখ্যা এক ব্যক্তি (৺উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়) দ্বারাই আদ্যন্ত লিখিত হয় এবং সত্বর মুদ্রিত করা হয়। কলিকাতা মৃজাপুর ষ্ট্রীট হলওয়েলস লেন ৺মথুরানাথ তর্করত্নের প্রাকৃত যন্ত্রে বামাবোধিনী প্রথম মুদ্রিত হয়।

পত্রিকাখানি রয়্যাল ১ ফরমা, মূল্য /০ আনা মাত্র ছিল। সহস্র খণ্ড প্রথম মুদ্রিত হয়। আমাদিগের কোন বন্ধুর বিশেষ উৎসাহে অল্পকাল মধ্যে তাহা নানা স্থানে প্রচারিত হয়। আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, ভুবনমোহিনী বসু নাম্নী এক মহিলা সর্ব্বাগ্রে বামাবোধিনীর গ্রাহিকা হইয়া অগ্রিম বার্ষিক মূল্য প্রদান করেন ও ইহাকে উৎসাহ দান করেন। পত্রিকার প্রথম সংখ্যা কলিকাতা ও মফস্বলের অনেক স্থানে সমাদরে গৃহীত হওয়াতে এই পত্রিকার ২য় সংখ্যা বর্দ্ধিত আকারে, উৎকৃষ্টতর কাগজে ও উৎকৃষ্টতর যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত করিবার সঙ্কল্প করা হইল। বহুবাজার ষ্টানহোপ যন্ত্রের কার্য্যাধ্যক্ষ গোপালচন্দ্র বসুর সাহায্যে ইহা সেই যন্ত্রে মুদ্রিত হইল। এই সময় আমাদিগের প্রথমোদ্যোগী বন্ধু বসন্তকুমার বাবু আনন্দের সহিত পত্রিকার শ্রীবৃদ্ধিসাধনের জন্য পরামর্শ দিতে লাগিলেন এবং দীননাথ মিত্র নামক একজন যুবক দ্বারা উডকট প্রস্তুত করাইয়া মধ্যে মধ্যে ইহাতে ছবি প্রকাশের সুবিধা করিলেন। যখন বামাবোধিনীর ২য় সংখ্যা মুদ্রিত হইতেছিল, তখন তাহা মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের দৃষ্টিগোচর হয়। তিনি যেরূপ সহৃদয়তার সহিত ইহা পাঠ করিলেন এবং বহু প্রশংসাবাদের সহিত ইহা প্রচারে যেরূপ উৎসাহ দান করিলেন, তাহা আমরা কখনও বিস্মৃত হইব না। বামাবোধিনী কয়েক মাস নির্ব্বিঘ্নে চলিতে লাগিল এবং ক্রমে ইহার আদর ও গ্রাহকসংখ্যা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। ৺উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় ইহার সম্পাদকীয় ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু এই সময়ে কার্য্যোপলক্ষে তাঁহাকে কলিকাতা ত্যাগ করিয়া মফস্বলে যাইতে বাধ্য হইতে হইল। পত্রিকাখানির জীবন হয়ত এইখানেই শেষ হইত, কিন্তু ব্রাহ্ম আত্মীয় সভা নামে একটী সভা ছিল, তাহার সভ্যগণ ইহার ভারগ্রহণে প্রস্তুত হইলেন। সম্পাদক তাঁহাদিগের হস্তে ইহার ভারার্পণ করিয়া কার্য্যস্থানে চলিয়া গেলেন এবং যথাসাধ্য লেখার সাহায্য করিতে লাগিলেন। উক্ত সভার দুই জন উৎসাহী সভ্য বাবু ক্ষেত্রমোহন দত্ত ও বাবু বসন্তকুমার দত্ত পর্য্যায়ক্রমে এই পত্রিকার সম্পাদকীয় ভার লইয়া সুদীর্ঘকাল সুচারুরূপে ইহার কার্য্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন। ইহার উন্নতি সাধনের জন্য তাঁহারা অর্থ, কায়িক পরিশ্রম ও স্বতঃপরতঃ চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। পত্রিকাখানির কলেবর ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হওয়াতে ইহার মূল্য /০ আনার স্থলে /১০ ও পরে ৶০ ও ৵০ আনা হইল এবং কার্য্যের সুবিধার জন্য ষ্টানহোপ যন্ত্র হইতে আদি

ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে, তথা হইতে স্কুলবুক প্রভৃতি যন্ত্রে ও পরে বাবু যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়ের যন্ত্রে স্থানান্তরিত হইল। বামাবোধিনীর প্রতি এই সকল যন্ত্রালয়ের অধ্যক্ষগণ বিশেষ অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ স্কুলবুক যন্ত্রের অধ্যক্ষ স্বর্গীয় বাবু প্যারীচরণ সরকার মহাশয় অনেক ত্যাগস্বীকার করিয়া এই পত্রিকা প্রচারে সহায়তা করিয়াছিলেন। বামাবোধিনীর পাঁচ ছয় শত গ্রাহক থাকিলেও অনেকের নিকট মূল্য অনাদায় থাকার জন্য বামাবোধিনীকে মধ্যে মধ্যে অত্যন্ত কষ্টে পড়িতে হইয়াছে, এমন কি সময় সময় ইহা বন্ধ হইয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে। কিন্তু মঙ্গলবিধাতা ঈশ্বরের আশ্চর্য্য কৌশলে অভাবনীয় এক একটী উপায় কোথা হইতে উপস্থিত হইয়া ইহার জীবন রক্ষা ও উন্নতির সহায়তা করিয়াছে। যে দুইটী উৎসাহী বন্ধুর নামোল্লেখ করা গিয়াছে, তাঁহাদিগেরই বিশেষ যত্নে রাজসাহীর করচমাড়িয়া-নিবাসী সহৃদয় বন্ধু বাবু হরকুমার সরকার বামাবোধিনীর জন্য অনেক পরিশ্রম করেন এবং তাঁহার ও তাঁহার পরিবারস্থ দুইটী রমণীর অর্থ সাহায্যে বামাবোধিনীর পুরাতন কতকগুলি সংখ্যা পুনর্মুদ্রিত হয়। পূর্ব্বোক্ত উৎসাহী বন্ধুদ্বয়ের যত্নেই হেয়ার প্রাইজ ফণ্ড হইতে সাহায্য পাইয়া বামাবোধিনীতে লিখিত কতকগুলি প্রবন্ধ সংগ্রহপূর্ব্বক 'নারী শিক্ষা' নামে দুইখানি পুস্তক মুদ্রিত করা হয়। এই সাহায্য দান বিষয়ে স্বর্গীয় প্যারীচাঁদ মিত্র ও পরমশ্রদ্ধাস্পদ ৺শিবচন্দ্র দেব মহাশয় বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। এই দুই মহাত্মা বামাবোধিনীর প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া হেয়ার প্রাইজ ফণ্ডের সাহায্যে অতঃপর বামাবোধিনী নামক পুস্তকও মুদ্রিত করাইয়াছিলেন। ইহা দ্বারা বামাবোধিনীর অনেক অভাব মোচন হইয়াছিল। বন্ধুবর বাবু বসন্তকুমার দত্ত ১২৭৬ সালে কার্য্যোপলক্ষে যখন কলিকাতা ত্যাগ করিয়া বাঁকীপুর গমন করেন, তখন বামাবোধিনীর প্রথম সম্পাদক মহাশয় কলিকাতায় থাকাতে পুনরায় তাঁহারই হস্তে ইহার সমুদায় ভার অর্পিত হয়, এবং তদবধি তিনিই এই পত্রিকা সম্পাদন করিয়াছেন। মধ্যে কয়েক বৎসর এই পত্রিকা ভারত সংস্কার সভার অন্তর্গত বামাকুলোন্নতি বিভাগ হইতে প্রচারিত হইত, কিন্তু তাহাতে ইহার উদ্দেশ্য বা সম্পাদনব্যবস্থার কোনরূপ পরিবর্ত্তন হয় নাই।

ইহার সম্পাদক কোন কোন অংশীদারের সহিত মিলিত হইয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া প্রেস নামে এক যন্ত্র স্থাপন করেন। ৪।৫ বৎসর বামাবোধিনী তাহাতে মুদ্রিত হয়। কিন্তু সম্পাদকের পীড়া ও অন্যান্য কারণে তাঁহার মুদ্রাযন্ত্র অচল হওয়াতে বামাবোধিনীর অত্যন্ত দুরবস্থা হয় এবং বৎসরাধিককাল ইহার প্রচার বন্ধ হইয়া থাকে। কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করা যাইতেছে, বদান্যা ৺মহারাণী স্বর্ণময়ী এই সময় বামাবোধিনীর সাহায্যার্থে ২০০ দুই শত টাকা দান করাতে ইহার কয়েক খণ্ড প্রচারিত হয়। ভূতপূর্ব্ব ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ৺রামশঙ্কর সেন মহাশয়ের যত্নে এই সাহায্যলাভ করা যায়। কিন্তু বামাবোধিনী তখন এরূপ ব্যাধিগ্রস্ত হইয়াছিলেন যে, মহারাণীর সাহায্যে ইহা জীবনের অল্প পরিচয় দিয়া আবার অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। এক বৎসর কাল বামাবোধিনী লোকচক্ষুর অগোচর হইয়া রহিল এবং ইহা যে পুনর্জ্জীবন লাভ করিবে, সে বিষয়ে বন্ধুগণও নিরাশ হইলেন।

যে দয়াময়ের কৃপার উপর নির্ভর করিয়া বামাবোধিনী জন্মগ্রহণ করিয়াছে এবং যিনি

নানা সঙ্কট হইতে বার বার ইহাকে রক্ষা করিয়াছেন, তিনিই ইহাকে পুনর্জীবন প্রদান করিলেন। ১২৮৫ [১২৮৬ ?] সালের কার্ত্তিক মাস হইতে বামাবোধিনী পুনঃ প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইল।

বঙ্গরমণীগণকে সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানে বিভূষিত করা বামাবোধিনীর উদ্দেশ্য, এই জন্য সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানগর্ভ প্রস্তাবই ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে।······জ্ঞানপ্রচার বামাবোধিনীর প্রধান উদ্দেশ্য হইলেও এই জ্ঞান যাহাতে ধর্ম্মভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত হইয়া নারীজীবনের যথার্থ শোভা সম্পাদন ও কল্যাণ বিধান করে, বামাবোধিনীর ইহা প্রাণগত ইচ্ছা, এই জন্যই পাঠক পাঠিকাগণের মনে ধর্ম্মভাব উদ্দীপন ও সংরক্ষণের জন্য ইহা প্রথম হইতে প্রয়াস পাইয়াছেন। কোন সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মমত শিক্ষা দেওয়া বা কোন সম্প্রদায়ের প্রতি অশ্রদ্ধা উৎপাদন করা বামাবোধিনীর লক্ষ্যের বহির্ভূত। ইহাতে উদার ও অসাম্প্রদায়িক ভাবে ধর্ম্মবিষয়ক প্রস্তাব সকলের আলোচনা করিতে চেষ্টা করা হইয়াছে, এ বিষয়ে কত দূর ইহা কৃতকার্য্য হইয়াছে বলিতে পারি না। বামাবোধিনীর লেখক ও লেখিকাগণও ইহার উদ্দেশ্যের অনুগত হইয়া প্রবন্ধ সকল লিখিয়াছেন।

'বামাবোধিনী পত্রিকা'র বিভিন্ন ভাগ ও পর্ব্বগুলি এই ভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল :—

১ম ভাগ, ১ম খণ্ড	...	ভাদ্র-চৈত্র ১২৭০
২য় খণ্ড	...	বৈশাখ-চৈত্র ১২৭১
২য় ভাগ, ১ম খণ্ড	...	বৈশাখ-চৈত্র ১২৭২
২য় খণ্ড	...	বৈশাখ-চৈত্র ১২৭৩
৩য় ভাগ	...	বৈশাখ-চৈত্র ১২৭৪।...
১৩শ ভাগ	...	বৈশাখ-চৈত্র ১২৮৪ (১৬৫-১৭৬ সংখ্যা)
১৪শ ভাগ	...	বৈশাখ ১২৮৫ (১৭৭ সংখ্যা)
২য় কল্প, ১ম ভাগ	...	কার্ত্তিক ১২৮৬—চৈত্র ১২৮৬ (১৭৮-১৮৩ সংখ্যা)
২য় ভাগ	...	বৈশাখ-চৈত্র ১২৮৭ (১৮৪-১৯৫ সংখ্যা)।...
৪র্থ ভাগ	...	বৈশাখ-চৈত্র ১২৮৯
৩য় কল্প, ১ম ভাগ	...	বৈশাখ-চৈত্র ১২৯০।...
৪র্থ ভাগ	...	বৈশাখ-চৈত্র ১২৯৩
৪র্থ কল্প, ১ম ভাগ	...	বৈশাখ-চৈত্র ১২৯৪।...
৫ম ভাগ	...	বৈশাখ-চৈত্র ১২৯৮
৫ম কল্প, ১ম ভাগ	...	বৈশাখ-চৈত্র ১২৯৯।...
৪র্থ ভাগ	...	বৈশাখ-চৈত্র ১৩০২।

অতঃপর 'বামাবোধিনী পত্রিকা' প্রত্যেক কল্পে চারি ভাগ করিয়া ১২শ কল্প, ৩য় ভাগ (বৈশাখ-চৈত্র ১৩২৯) পর্য্যন্ত প্রচারিত হইয়াছিল।

উমেশচন্দ্র দত্তের মৃত্যুর (৪ আষাঢ়, ১৩১৪) পর যাঁহারা 'বামাবোধিনী পত্রিকা' পরিচালন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম ও কার্য্যকাল :—

১৯০৭-১৯০৯ সন—শ্রীসুকুমার দত্ত ও পণ্ডিত তারাকুমার কবিরত্ন।
১৯০৯-১৯১৪ সন—সূর্য্যকুমার চট্টোপাধ্যায়, কুমারী উষাপ্রভা দত্ত,
শ্রীসন্তোষকুমার দত্ত, শ্রীদেবকুমার দত্ত, এম-এ।
১৯১৪-১৯২২ ডিসেম্বর—শ্রীদেবকুমার দত্ত, কুমারী উষাপ্রভা দত্ত,
ক্ষেত্রগোপাল মুখোপাধ্যায়, এম-এ, বি-টি।
১৯২৩—শ্রীআনন্দকুমার দত্ত, এম-এ।

উদ্যোগবিধায়িনী (মাসিক)। সেপ্টেম্বর ১৮৬৩।

১৮৬৩ সনের সেপ্টেম্বর (?) মাসে পাবনা উদ্যোগবিধায়িনী সভার মুখপত্র স্বরূপ 'উদ্যোগবিধায়িনী' নামে মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ইহার সম্পাদক ছিলেন—বরদাপ্রসাদ রায়। এই পত্রিকার সমালোচনা-প্রসঙ্গে 'সোমপ্রকাশ' (১৪ ডিসেম্বর ১৮৬৩) লিখিয়াছিলেন :—

> উদ্যোগবিধায়িনী। এখানি মাসিক পত্রিকা। ইহা পাবনা উদ্যোগবিধায়িনী সভায় লিখিত হইয়া ঢাকার সুলভ যন্ত্র হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইতেছে। আমরা ইহার আশ্বিন ও কার্ত্তিক দুই মাসের দুই খণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহার বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ১॥০ টাকা। সভা এ বিষয়ে কত দূর কৃতকার্য্য হইবেন, আমরা দুই খণ্ড পাঠ করিয়া তাহা ভালরূপে বুঝিতে পারিলাম না।

'উদ্যোগবিধায়িনী'র পরমায়ু আড়াই বৎসর।

সচিত্র ভারত সংবাদ (পাক্ষিক)। ৩০ নবেম্বর ১৮৬৩।

১৮৬৩ সনের ৩০এ নবেম্বর (১৫ অগ্রহায়ণ ১২৭০) 'সচিত্র ভারত সংবাদ' প্রকাশিত হয়। ইহা একখানি পাক্ষিক পত্র; "কলিকাতা শিবতলার ১৬ নং ষ্ট্রীটে সাহস যন্ত্রে শ্রীউমাচরণ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত হয়।" ইহার কার্য্যালয় ছিল "সিকদার পাড়ার ২৩।১ নং ভবনে"। 'সচিত্র ভারত সংবাদ' পত্রের প্রথম খণ্ডের ভূমিকাটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল। ইহা হইতে-পত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্য জানা যাইবে :—

> সচিত্র সংবাদ পত্রের অভাব এদেশ হইতে তিরোভাব করণার্থ কয়েকজন দেশহিতৈষি সদাশয় মহাশয় ব্যক্তি আমাদিগকে বিশেষ অনুরোধ করেন, আমরাও তাঁহাদিগের উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া "সচিত্র ভারত সংবাদ" নামে এই নবীন পত্রখানি প্রচার করিয়া অন্য দেশ বিদেশীয় গ্রাহক, অনুগ্রাহক, গুণগ্রাহক ও উৎসাহদাতা এবং সজ্জন ব্যক্তিদিগের নয়ন পথে অর্পণ করিলাম। এই পত্র প্রতি মাসের ১৫ই ও ৩০শে তারিখে প্রকাশিত হইবে। ইহাতে দেশহিতৈষি ব্যক্তিদিগের প্রতিমূর্ত্তি ও জীবন চরিত্র এবং সচিত্র গল্প সকল ও পুরাবৃত্ত এবং পাক্ষিক স্বদেশীয় ও বিদেশীয় সংবাদাবলী এবং অপরাপর ঘটনার সার মর্ম্ম (যাহা পাঠে সাধারণের বিশেষ উপকার দর্শিতে পারে) তদ্বিষয় সকল সুললিত চলিত বঙ্গভাষায়

লিখিত হইবেক,…। এই পত্র যে প্রকার কোমল ভাষায় লিখিত হইবেক তাহাতে আমাদিগের দেশীয় রমণীগণও যাঁহারা এক্ষণে বঙ্গ ভাষার অন্যান্য পুরাতন গ্রন্থ সকল পাঠ করিয়া থাকেন তাঁহারা ইহার প্রতি প্রীতি প্রকাশ করিয়া ক্রমে ক্রমে বিদ্যানুশীলনে উৎসাহান্বিত হইবেন তাহার কোন সন্দেহ নাই।…এই পত্রের প্রতি খণ্ডে দুই খানি করিয়া প্রতিমূর্ত্তি থাকিবেক, ঐ প্রতিমূর্ত্তি সকল বিখ্যাত ইংরাজ ও বাঙ্গালি লিথোগ্রাফার এবং এনগ্রেভারদিগের দ্বারা প্রস্তুত করান হইতেছে,…। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৬ টাকা, ষাণ্মাসিক ৪ টাকা, মাসিক ৷৶০ আনা, প্রতি খণ্ডে ।৴১০ আনা নির্দ্ধারিত করা হইল।

রচনাবলী (মাসিক)। জানুয়ারি ১৮৬৪।

১৮৬৪ সনের জানুয়ারি (পৌষ ১২৭০) মাসে রঙ্গপুর দিক্‌প্রকাশ-কার্য্যালয় হইতে 'রচনাবলী' নামে মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ২৫এ জানুয়ারি 'সোমপ্রকাশ' এইরূপ মন্তব্য করেন :—

> রচনাবলী। মাসিক সম্বাদপত্রিকা। রঙ্গপুর কাকিনিয়া শম্ভুচন্দ্র যন্ত্রালয় হইতে পৌষ মাস অবধি প্রকাশিত হইতেছে। বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ৷০ আনা। প্রথম খণ্ডের লেখা দেখিয়া ভাল মন্দ কিছুই বুঝা গেল না।

কাব্যপ্রকাশ (মাসিক)। জানুয়ারি ১৮৬৪।

১৮৬৪ সনের জানুয়ারি (মাঘ ১২৭০) মাসে ঢাকা মোগলটুলি হইতে 'ঢাকাদর্পণ'-সম্পাদক হরিশ্চন্দ্র মিত্র 'কাব্যপ্রকাশ' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। ইহার কণ্ঠে এই শ্লোকটি থাকিত :—

> সংসারবিষবৃক্ষস্য দ্বে এব রসবৎফলে।
> কাব্যামৃতরসাস্বাদঃ সঙ্গমঃ সুজনৈঃ সহ॥

'কাব্যপ্রকাশে'র প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত সম্পাদকের ভূমিকাটি উদ্ধৃত করিতেছি; ইহা হইতে পত্রিকা-প্রচারের উদ্দেশ্য জানা যাইবে :—

> বিজ্ঞাপন। জগদীশ্বরের উদার অনুকম্পায় আমারদিগের অনেক দিনের সঙ্কল্পিত "কাব্যপ্রকাশ" অদ্য প্রকটিত হইল। আমরা ইহাকে ত্রৈমাসিক প্রচার করিতে প্রথমতঃ সংকল্প করিয়াছিলাম, অধিকাংশ গ্রাহক তাহাতে অনুমোদন করেন নাই বলিয়া এক্ষণ প্রতি মাসে প্রচারিত করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।…
>
> আমরা শিল্প, বিজ্ঞান বা জ্যোতির্ব্বিদ্যার অনুশীলনার্থ এতৎপত্র প্রচারণে প্রবৃত্ত হই নাই। কেবল বাঙ্গালীসাহিত্যসংসারের অপেক্ষাকৃত সুশ্রীকতা সম্পাদন করাই আমাদিগের অভিপ্রেত, সুতরাং নীচের লিখিত বিষয়গুলি কাব্যপ্রকাশের অবশ্য প্রকাশ্য বলিয়া অবধারিত হইল।
>
> প্রথম কাব্য। দ্বিতীয় নাটক। তৃতীয় আখ্যায়িকা। চতুর্থ প্রহসন। পঞ্চম সাহিত্যের অঙ্গীভূত কৌতুকগর্ভ-গল্পাবলী।……শ্রীহরিশ্চন্দ্র মিত্র। সম্পাদক। ঢাকা

বাবুরবাজার। ১৭৮৫ শক। ১লা মাঘ। (৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৬৪ তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' উদ্ধৃত)

পাবনাদর্পণ (মাসিক)। মার্চ ১৮৬৪।

'পাবনাদর্পণ' একখানি মাসিক পত্রিকা। ইহার প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল—ফাল্গুন ১২৭০ (মার্চ ১৮৬৪)। পরবর্তী ২৮এ মার্চ 'সোমপ্রকাশ' সমালোচনা-প্রসঙ্গে লিখিয়াছিলেন :—

পাবনাদর্পণ। এখানি মাসিক সমাচারপত্রিকা। পাবনার কয়েকজন বিদ্যানুরাগী ব্যক্তি গত ফাল্গুন মাস হইতে এতৎপ্রচারণ আরম্ভ করিয়াছেন। প্রথম সংখ্যা পাঠ করিয়া ভাল মন্দ অভিপ্রায় প্রকাশ করা যাইতে পারে না।

২৫ এপ্রিল ১৮৬৪ তারিখের 'সোমপ্রকাশে' প্রকাশিত নিম্নের "বিজ্ঞাপন" হইতে 'পাবনাদর্পণ' সম্বন্ধে আরও কিছু সংবাদ পাওয়া যাইবে :—

সংপ্রতি পাবনাদর্পণ নামে একখানি মাসিক পত্রিকা আমাদিগের যন্ত্রালয় হইতে প্রকাশ হইতে আরম্ভ হইয়াছে ইহাতে কাব্য নীতি ও বিবিধ সংবাদ লিখিত হইয়া থাকে। শ্রীযুক্ত বাবু রামসুন্দর রায় ও শ্রীযুক্ত বাবু কাশীনাথ মিশ্র দ্বারা এই পত্রিকা সম্পাদিত হয় এই নবীন সম্পাদকদ্বয়ের যেরূপ উৎসাহ, অনুরাগ ও ফল দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, ইহাতে বোধ হয় ইহার দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হইবেক। যাঁহার প্রয়োজন হয় তিনি কলিকাতায় গুপ্তব্রাদর্শ অথবা পাবনায় সম্পাদকদিগের নামে পত্র লিখিলে প্রাপ্ত হইবেন। ইহার বার্ষিক মূল্য ২।০ দুই টাকা চারি আনা ও ডাক মাসুল ৸০ আনা।—শ্রীগুপ্তব্রাদর্শ।

১৮৬৫ সনে 'পাবনাদর্পণে'র প্রচার রহিত হয়।

শিক্ষাদর্পণ। ও সংবাদসার (মাসিক)। এপ্রিল ১৮৬৪।

ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনে ১২৭১ সালের বৈশাখ (১৮৬৪, এপ্রিল) মাসে 'শিক্ষাদর্পণ। ও সংবাদসার' নামে মাসিক পত্রের জন্ম হয়। "এই পত্র হুগলী বুধোদয় যন্ত্রের অধ্যক্ষ শ্রীকাশীনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা সেই যন্ত্র হইতে প্রকাশিত হয়।" প্রথম সংখ্যা হইতে ভূমিকাটি উদ্ধৃত করিতেছি :—

শিক্ষাদর্পণ। যে সকল দেশে বিদ্যাচর্চ্চার বাহুল্য এবং সুতরাং বিদ্যালয় এবং শিক্ষক সংখ্যার আধিক্য হইয়াছে, সর্ব্বত্রই শিক্ষা-প্রণালী-প্রদর্শক এবং তৎসম্বন্ধীয় সংবাদ প্রদায়ক সাময়িক পত্রিকা সকল প্রচারিত হইয়া থাকে। যে ব্যাপারটী দেশের অবস্থা বিশেষ ঘটিলে স্বতঃই ঘটে, তাহার কারণান্তর অনুসন্ধান করা এক প্রকার নিষ্প্রয়োজন বলিলেই হয়। দেশের সেই অবস্থাবিশেষই তাহার কারণ।

বাঙ্গালা দেশের এক্ষণে সেই অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে কিনা, নিশ্চয় বলিতে পারা যায় না। কিন্তু আমাদিগের মনে এই শিক্ষা দর্পণ প্রচারিত করিবার অভিপ্রায় প্রথম উদিত

হওয়ার, এবং কেং ও কত ব্যক্তিই বা ইহার গ্রাহক হইবেন, তাহা নিশ্চয় রূপে না জানিয়াও ইহা লিখিতে, ছাপাইতে এবং নানা স্থানে প্রেরণ করিতে প্রবৃত্তি জন্মিবার হেতু, দেশের উল্লিখিতরূপ অবস্থার সংঘটন অথবা আমাদিগের মনের ভ্রম মাত্র, এই দুই বই আর কিছুই হইতে পারে না। ঐ দুইয়ের মধ্যে কোন্‌টী প্রকৃত কারণ তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখাই আমাদিগের বর্ত্তমান উদ্দেশ্য।

যাঁহাদিগের নিকট এই পত্রিকা যাইবে যদি তাঁহারা সকলে অথবা তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকে ইহা গ্রহণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া অগ্রিম দেয় মূল্য প্রেরণ করেন, তবে বুঝিব যে, দেশ মধ্যে যাহাতে এমত এক খানি কাগজ চলে, দেশের তাদৃশ অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে;—নচেৎ ইহা প্রস্তুত করিতে ও পাঠাইতে যে কএকটী টাকা লোকসান হইবে, তাহা—আমাদিগেরই আক্কেল সেলামী!

এই পর্য্যন্ত লেখা হইয়াছে, এমত সময়ে কোন আত্মীয় ব্যক্তি আসিয়া কি লিখিতেছ যে বলিয়া কাগজ খানি লইয়া পাঠ করিতে লাগিলেন; আমরা, লেখাটা কেমন লাগিল বুঝিবার জন্য তাঁহার মুখের প্রতি এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিলাম। বন্ধু মহাশয় কাগজ খানি রাখিয়া দিয়া কহিলেন "বেস্ খোলা কথা লেখা হইয়াছে বটে, কিন্তু এখনও সকল কথা লেখা হয় নাই—কাগজটী কত দিন অন্তর বাহির হইবে?" বৎসরের প্রথম হইতে বাহির করিবার জন্য এইবারে যাহা করি; কিন্তু ইহার পর অবধি প্রতি মাসের শেষ দিবসে বাহির করিবার চেষ্টা করিব—অন্ততঃ পরবর্ত্তী মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে বাহির হইবেই হইবে; মাসিক পত্রিকা সকল যেমন কখনং ছয় মাস সাত মাস বিলম্বে বাহির হয়, প্রতিজ্ঞা করিতেছি, ইহার সেরূপ দশা হইবে না। "কাগজটী কত বড় হইবে?" সচরাচর চারি পেজী আট পৃষ্ঠা পরিপূর্ণ হইবে;—প্রথম সংখ্যার পত্রিকা দেখিলেই গ্রাহকেরা ইহার আকার প্রকার বুঝিতে পারিবেন। "দাম কত হইবে?" অগ্রিম বার্ষিক মূল্য দেড় টাকা অর্থাৎ প্রতি কাগজ দুই আনা মাত্র; তাহার এক আনা ডাক ষ্টাম্প দিতে যাইবে অপর এক আনাই কাগজের মূল্য। এত অল্প মূল্যে কাগজ করিয়া কোন রকমে বাজে খরচ করা পোষায় না, এই জন্যই এক বৎসরের দাম আগামী লইব এবং কাগজটী এক বৎসর চালাইতে প্রতিজ্ঞা করিব; যদি এক বৎসর না চালাই, যিনি যে মূল্য দিবেন সমুদায় ফেরৎ পাঠাইয়া দিব। "বেস্ বলিলে, কিন্তু সংবাদপত্রের সম্পাদককে কে চিনে—ওরা একেলা এক শ—লেখে এক জন বলে আমরা—সংবাদপত্র সম্পাদকদিগের ঘর নাই দ্বার নাই—এমন কি, উহাদের নাম পর্য্যন্তও নাই—তুমি টাকা ফেরৎ দিবে বলিলে কে বিশ্বাস করিবে?" বন্ধু মহাশয়ের এই প্রশ্নের কি উত্তর করিব ভাবিতেছিলাম, এমত সময়ে আমাদিগের যন্ত্রাধ্যক্ষ আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং বন্ধু মহাশয় যে বৈষম্য উপস্থিত করিয়াছিলেন তাহা শুনিয়া স্বয়ং গ্রাহকবর্গের টাকার জামিন হইতে স্বীকার করিলেন।

যন্ত্রাধ্যক্ষ বলিলেন টাকার জামিন হইব তাহাতে দুঃখ নাই—কিন্তু যেমন করিয়া এই সকল কাজ করিতে হয় তেমন করিয়া করিলে কাগজ খানির দ্বারা বিলক্ষণ দশ টাকা লাভ হইতে পারিত। লোকে বলে নামে কি এসে যায়, কিন্তু নামে অনেক হয়। এই কাগজটীর নাম শিক্ষা দর্পণ না রাখিয়া "হিন্দু দর্পণ" অথবা—তার চেয়েও ভাল—'ব্রাহ্ম্য দর্পণ' রাখুন—আর শিক্ষা প্রণালী ট্রণালী লিখিব না বলিয়া গবর্ণমেণ্টের দোষ লিখিব এই প্রতিজ্ঞা করুন—আর—লোকে টাকার কথা বলিতে হইলে যেমন আস্তে২ কহে সেই রূপ স্বরে—প্রাচীন সংবাদপত্রের সম্পাদক দুই একটীর কিছু২ মর্য্যাদা রাখুন—তাহা হইলে আমিই প্রতিজ্ঞা করিতেছি দাম দুই আনা না হইয়া দুই টাকা করিয়া সব্‌সক্রিপ্‌সন্‌ তুলিয়া দিব।

—

বন্ধু মহাশয় ঈষৎ হাস্য সহকারে বলিলেন যন্ত্রাধ্যক্ষ মন্দ পরামর্শ দিতেছেন না। সেই পরিশ্রম করিতে হইবে—সেই ঝঞ্চাট পোহাইতে হইবে—তবে লাভটা ছাড় কেন? যেমন করে কাজ করিতে হয় তাহাই কেন কর না? আমরা উত্তর করিলাম, সকল কার্য্যেই অর্থলাভ আকাঙ্ক্ষা করিলে চলে না; কোন কর্ম্ম টাকার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া করিতে হয়, কোন কর্ম্ম বা অন্য দিকে দৃষ্টি করিয়া করিতেই অধিক প্রবৃত্তি জন্মে। ধর্ম্মের ধ্বজা তুলিয়া টাকা রোজকার করায় প্রবৃত্তি নাই—গবর্ণমেণ্টকে গালি দিলে গবর্ণমেণ্ট কিছুই বলেন না বিলক্ষণ জানা আছে, সুতরাং "পাইকের বঁড়াই" করিয়া বাহাদুরী দেখাইতে নিতান্ত ঘৃণা হয়—আর যন্ত্রাধ্যক্ষ যে ঘুস দিবার কথা বলিতেছেন, তাহার দিন আর নাই—এক্ষণকার সম্পাদকেরা আর টাকা খাইয়া মন্দকে ভাল ও ভালকে মন্দ বলেন না। তাঁহারা অনেকেই দেশহিতৈষা গুণে বিভূষিত হইয়া আছেন এবং যথেষ্ট পরিমাণে সংবাদপত্র দেশে নাই ইহাই স্বীকার করিয়া থাকেন; সুতরাং তাঁহারা যে সুপ্রশস্ত পথের পথিক হইয়াছেন, যদি আমাদিগকেও তন্মধ্যে সমভিব্যাহারী পায়েন, তবে সরল হৃদয়ে আনন্দ প্রকাশই করিবেন, তাহার সন্দেহ নাই।

বন্ধু মহাশয় কহিলেন, কার্য্যটী এমন গুরুতর নহে যে পরিশ্রম করিলে সুসিদ্ধ না হয়—তবে আমার ইচ্ছা এই যে, শিক্ষাদর্পণ নাম দিয়াছ বলিয়া যেন কেবল বালকদিগকে কেমন করিয়া ক, খ, আর শতিকা প্রভৃতি শিখাইতে হয় তাবন্মাত্র লিখিয়াই নিবৃত্ত না হও। পল্লীগ্রামের লোকেরা কোন ভাল বিষয়ের কথা শুনিতে পায়েন না—তাঁহাদের মধ্যে কেবল দলাদলীর আর নিমন্ত্রণের কথাই হইয়া থাকে—অতএব প্রামাণিক সংবাদপত্র সমস্ত হইতে ফলোপধায়ক ও শুশ্রূষাজনক কতকগুলি কতকগুলি করিয়া সংবাদ উদ্ধৃত করিয়া দিলে তাদৃশ লোকদিগের অনেক উপকার দর্শিতে পারে; সংবাদগুলি কি পুরাতন হইবে বটে—কিন্তু নিতান্ত উপবাসক্লিষ্ট ব্যক্তিকে পর্য্যুষিতান্ন প্রদান করিলেও পুণ্য আছে। আর দেখ, যে সকল আইন প্রচলিত আছে এবং মধ্যে২ প্রস্তাবিত ও প্রচলিত হইয়া যাইতেছে, তাহার মর্ম্ম অনেকেই অবগত হয় না, অথচ আইন না জানায় লোকের যে দোষ হয়, আইন কিছু সেই দোষের দণ্ড দিতে ছাড়ে না। অতএব নিতান্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সমস্তের সারসংগ্রহ করিয়া দিলে পত্রিকার উপকারিতা এবং সুতরাং ইহার গৌরবেরও বৃদ্ধি হইতে

পারিবে। ফলতঃ শিক্ষা শব্দের অর্থ কিঞ্চিৎ প্রশস্ত করিয়া লইলে শিক্ষাদর্পণের মধ্যে লিখা যাইতে না পারে এমন কথাই নাই। জর্ম্মণ দেশীয় এক জন সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত কহিয়া গিয়াছেন যে, শিক্ষা গ্রহণ করাই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণের এক মাত্র উদ্দেশ্য; মনুষ্য দেহ ধারণের আর দ্বিতীয় প্রয়োজন নাই।

যন্ত্রাধ্যক্ষ এই সকল কথাতেও বিশিষ্ট রূপে তুষ্ট হইলেন না, বোধ হয়। কাগজের নামটা তাঁহাকে ভাল লাগে নাই। তিনি কাপি চাহিলেন এবং উল্লিখিত কথোপকথনে সকল কথাই এক প্রকার বলা হইয়াছে দেখিয়া ও অন্য রূপে লিখিবার সময়াভাব প্রযুক্ত ইহাই লিখিয়া তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিলাম। ইহাই আমাদিগের প্রতিজ্ঞাপত্র।

১২৭৪ সালের পৌষ-সংখ্যা (৪র্থ ভাগ, ৯ম সংখ্যা) হইতে পত্রিকাখানির নামকরণ হয়—'শিক্ষা দর্পণ। ও মাসিক পত্রিকা'। এই সংখ্যায় নিম্নোদ্ধৃত বিজ্ঞাপনটি মুদ্রিত হইয়াছে:—

বিজ্ঞাপন। বর্ত্তমান মাস হইতে শিক্ষাদর্পণ ও বর্দ্ধমান মাসিক পত্রিকা সম্মিলিত হইল; এবং সেই জন্য শিক্ষাদর্পণেরও পূর্ব্বনাম পরিবর্ত্তিত করিয়া ইহাকে "শিক্ষাদর্পণ ও মাসিক পত্রিকা" নাম দেওয়া গেল।

১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা ডিসেম্বর হইতে ভূদেব 'এডুকেশন গেজেট' পত্রের সম্পাদন-ভার গ্রহণ করেন। ইহার দ্বারা 'শিক্ষাদর্পণে'র প্রয়োজন মিটিতেছিল; সম্ভবতঃ এই কারণেই তিনি 'শিক্ষাদর্পণে'র প্রচার রহিত করেন। 'শিক্ষা দর্পণ' ৫ম ভাগ, ১০ম সংখ্যা, মাঘ ১২৭৫ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছিল।

ধর্ম্মপ্রচারিণী (মাসিক)। মে ১৮৬৪।

১২৭১ সালের প্রারম্ভে বেহালা ব্রাহ্মসমাজের অধীনে ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচারিণী সভা সংস্থাপিত হয়। "যাহাতে সাধারণ ব্রাহ্মদিগের মধ্যে বিশেষরূপে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারিত হয় তাহাই এই সভার উদ্দেশ্য"। সভার মুখপত্রস্বরূপ 'ধর্ম্মপ্রচারিণী' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়; উহার প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল—জ্যৈষ্ঠ ১২৭১। 'ধর্ম্মপ্রচারিণী'র সম্পাদক ছিলেন অবিনাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও রাজেন্দ্রনাথ গুহ।

ভারতরঞ্জন (সাপ্তাহিক)। জুলাই ১৮৬৪।

আজিমগঞ্জ হইতে প্রকাশিত 'বিশ্বমনোরঞ্জন' ও 'সংবাদ ভারতবন্ধু'র কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। এই দুইখানি পত্রিকার পরিবর্ত্তে ১৮৬৪ সনের জুলাই মাসে 'ভারতরঞ্জনে'র আবির্ভাব হয়। পাক্ষিক 'গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা' (শ্রাবণ ১২৭১, ২য় পক্ষ) লেখেন:—

আজিমগঞ্জস্থ 'বিশ্বমনোরঞ্জন' ও 'ভারতবন্ধু' সংবাদ পত্রিকাদ্বয় কিছুকাল বন্ধ হওয়ায় ভাবিয়াছিলাম উক্ত পত্রের কোন বিঘ্ন হইয়া থাকিবে। 'ভারতরঞ্জন' নাম দিয়া সম্প্রতি

সম্পাদক উক্ত পত্র প্রকাশ করিয়াছেন। পাঠ করিয়া যারপর নাই সন্তুষ্ট হইলাম। বিশ্বমনোরঞ্জন পত্রিকা সম্পাদক নবকিশোর সেন মহাশয়ের পীড়া ও মৃত্যুই উক্ত পত্রিকাদ্বয় অপ্রকাশের কারণ। এক্ষণে যন্ত্রালয় আজিমগঞ্জ হইতে উঠিয়া বহরমপুরে আসিয়াছে। পত্রিকা দুইখানির পরিবর্ত্তে একখানি হইয়াছে, এখন উত্তমরূপে চলিতে পারে।

'ভারতরঞ্জনে'র কণ্ঠে "ন্যায়াৎ পথঃ প্রবিচলন্তি পদং ন ধীরাঃ" এই শ্লোকটি মুদ্রিত হইত।

হিন্দু ইণ্টারপ্রাটার (পাক্ষিক)। সেপ্টেম্বর ১৮৬৪।

কলিকাতার গুপ্ত এণ্ড ব্রাদার্স ১৮৬৪ সনের সেপ্টেম্বর (?) মাসে *Hindoo Interpreter* নামে একখানি দ্বিভাষিক (ইংরেজী-বাংলা) পত্রিকা প্রকাশ করেন। ইহা পাক্ষিক ("Bi-monthly") এবং "More a politico ethical magazine" ছিল বলিয়া জে. ওয়েঙ্গার উল্লেখ করিয়াছেন।* ২৬ সেপ্টেম্বর ১৮৬৪ তারিখে 'হিন্দু পেট্রিয়ট' ইহার প্রথম সংখ্যার সমালোচনা-প্রসঙ্গে লেখেন :—

> We have to acknowledge with thanks the first number of the *Hindoo Interpreter*, a diglot newspaper, started by the enterprising Booksellers, Messrs. Gupta and Brothers. The first number of a periodical is no criterion to judge it by, but if its conductors will earnestly and perseveringly pursue the high and laudable object they have in view, they will deserve success, though they may not command it. Digiots unfortunately do not find much favor in Bengal...

ধর্ম্মতত্ত্ব (মাসিক···)। অক্টোবর ১৮৬৪।

১৭৮৬ শকের কার্ত্তিক (অক্টোবর ১৮৬৪) মাস হইতে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র আদর্শে 'ধর্ম্মতত্ত্ব' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পরবর্ত্তী অগ্রহায়ণ মাসের 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় ইহার যে বিজ্ঞাপন মুদ্রিত হয়, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :—

> ধর্ম্মতত্ত্ব-নাম্নী মাসিক পত্রিকার প্রথম সংখ্যা প্রচারিত হইয়াছে। ধর্ম্মনীতি ; ধর্ম্মতত্ত্ব ; সামাজিক উন্নতি ; ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতি ; নীতিগর্ভ আখ্যায়িকা ; সাধুদিগের জীবন ; বেদ পুরাণ বাইবল কোরাণ প্রভৃতি ধর্ম্মপুস্তক হইতে সত্য ধর্ম্ম প্রতিপাদক ভাব ; এই সমুদায় ঐ পত্রিকার লেখ্য বিষয়। উহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ২॥০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ১।০ এক টাকা চারি আনা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। প্রতি সংখ্যার মূল্য ।০ আনা।···ধর্ম্মতত্ত্ব সম্পাদক। কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ।

১৭৮৭ শকের আশ্বিন সংখ্যায় 'ধর্ম্মতত্ত্বে'র প্রথম বর্ষ শেষ হয়। ক্রমে ইহা অনিয়মিত হইয়া পড়ে। এই কারণে পত্রিকার উপরে "মাসে"র উল্লেখ না করিয়া "সংখ্যা" সন্নিবিষ্ট করা হইতে লাগিল। ১৭৮৮ শকের আষাঢ় মাসের পরবর্ত্তী সংখ্যায় "২২ সংখ্যা"র উল্লেখ আছে ; এই সংখ্যায় নিম্নোদ্ধৃত বিজ্ঞাপনটি মুদ্রিত হইয়াছে :—

---

* J. Wenger : *Catalogue of Sanskrit and Bengalee Publications printed in Bengal* (1865), p. 58.

বিজ্ঞাপন। নানা কারণ বশতঃ এতাবৎকাল পর্য্যন্ত ধর্ম্মতত্ত্ব প্রকাশবিষয়ে নিতান্ত অনিয়ম প্রদর্শিত হইয়াছে, এজন্য আমরা অতিশয় ক্ষুব্ধ আছি, এখনও আমরা দেখিতেছি যে কারণে ধর্ম্মতত্ত্ব মাসে মাসে নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হয় নাই এখনও সে সমুদায় সমধিক পরিমাণে বিদ্যমান রহিয়াছে। অতএব ধর্ম্মতত্ত্বকে মাসিক না রাখিয়া সংখ্যানুযায়ী করাই পরামর্শসিদ্ধ হইয়াছে। বর্ত্তমান অবস্থাতে ধর্ম্মতত্ত্বকে সংখ্যানুযায়ী করিবার অপর একটী প্রয়োজন এই যে তাহা না করিলে ইহাতে সাময়িক ঘটনাসকল সন্নিবেশ পক্ষে বিশেষ প্রতিবন্ধকতা হয়। এক্ষণে যে সমস্ত ঘটনা সংঘটিত হইতেছে পূর্ব্বমাসীয় পত্রিকা সকলে তাহা সন্নিবেশিত করা কোন মতেই সংগত হয় না। আমাদের পত্রিকা মাসের গণনায় এতাবৎকাল পশ্চাদ্বর্ত্তী থাকাতে আমরা অভিনব ঘটনাবলি প্রায় কোনকালেই যথাসময়ে প্রকাশ করিতে সমর্থ হই নাই। এই সমস্ত বিবেচনার অনুবর্ত্তী হইয়া আমরা এই পত্রিকায় মাস পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধ সংখ্যাই সন্নিবিষ্ট করিলাম।...

কিন্তু "২৯ সংখ্যা"র তারিখ—১৫ চৈত্র ১৭৮৯।

মাসিক 'ধর্ম্মতত্ত্ব' দ্বিভাষিক পত্র ছিল। ইহাতে বাংলা অংশ ছাড়া কয়েক পৃষ্ঠা ইংরেজীও থাকিত। ইংরেজী অংশে ধর্ম্মতত্ত্বমূলক ইংরেজী পুস্তক-পত্রিকার কোন কোন অংশ উদ্ধৃত করা হইত। পত্রিকায় সম্পাদকের নাম নাই।

১৭৯০ শকে 'ধর্ম্মতত্ত্ব' নূতন আকারে পাক্ষিক পত্রে পরিণত হয়। তৃতীয় ভাগ, ১ম সংখ্যায় (১ মাঘ, বৃহস্পতিবার, ১৭৯১ শক) প্রকাশ :—

ধর্ম্মতত্ত্ব। 'পাক্ষিক' ধর্ম্মতত্ত্ব অদ্য দয়াময়ের প্রসাদে এক বৎসরকাল অতিক্রম করিয়া দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ করিল। এক বৎসরের মধ্যে ইহার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আকারের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া আসিয়াছে। পত্রিকার বাহ্য সৌন্দর্য্য এবং নিয়মিত সময়ে বাহির হওয়া সম্বন্ধে অনেক ত্রুটি থাকিলেও ইহার লিখিত বিষয় সকল দ্বারা অনেকে উপকৃত হইতেছেন শুনিয়া আমাদের পরিশ্রম সফল বোধ হইতেছে।

এই সংখ্যা হইতে শিরোভূষণ-স্বরূপ পত্রিকায় নিম্নের শ্লোকটি মুদ্রিত হইতে থাকে :—

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরং।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরং॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনং।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

পরিদর্শন (মাসিক)। ডিসেম্বর ১৮৬৪।

যদুনাথ তর্কভূষণের সাপ্তাহিক 'ভারত পরিদর্শন' ১৮৬৩ সনের ১৫ই জুন প্রকাশিত হইয়া প্রায় এক বৎসর চলিয়াছিল। ইহাই মাসিক আকারে 'পরিদর্শন' নামে ১৮৬৪ সনের শেষাশেষি চিৎপুর পুরাণ সংগ্রহ যন্ত্রালয় হইতে প্রকাশিত হয়। 'সোমপ্রকাশে'র (২৩ জানুয়ারি ১৮৬৫) নিম্নোদ্ধৃত মন্তব্য হইতেও এ-কথার প্রমাণ পাওয়া যাইবে :—

পরিদর্শন। এখানি মাসিক পত্রিকা। পূর্ব্বে ভারতপরিদর্শন যে স্থান ও যে হস্ত হইতে বাহির হইয়াছিল, ইহাও সেই স্থান ও সেই হস্ত হইতে বাহির হইতেছে। আমরা ক্রমে ক্রমে দুই সংখ্যা প্রাপ্ত হইলাম। দেখিয়া এরূপ আশা জন্মিয়াছে, ক্রমে ইহা উৎকর্ষ লাভে সমর্থ হইবে।

সত্যান্বেষণ (মাসিক)। জানুয়ারি ১৮৬৫।

এই বৎসর ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারোদ্দেশ্যে কয়েকখানি সাময়িক-পত্রের উদ্ভব হয়। 'ধর্ম্মতত্ত্বে'র কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। 'সত্যান্বেষণ' নামে আর একখানি ২৪ পৃষ্ঠার মাসিক পত্র বউবাজার সমাজ হইতে ১৮৬৫ সনের জানুয়ারি (মাঘ, ১৭৮৬ শক) মাসে প্রকাশিত হয়। ইহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২।০, ডাকমাশুল সমেত ৩৲। প্রথম সংখ্যায় "সত্যান্বেষণের উদ্দেশ্য" প্রসঙ্গে এইরূপ লিখিত হইয়াছে :—

> ষোড়শ মাস অতীত হইল, ব্রহ্মোপাসনার নিমিত্ত কলিকাতার অন্তঃপাতী বৌবাজারে একটী ব্রহ্মোপাসনালয় সংস্থাপিত হইয়াছে। প্রতি রবিবার সায়ং কালে সেই স্থানে যথানিয়মে উপাসনা কার্য্য সম্পন্ন হইয়া আসিতেছে। ইতিপূর্ব্বে ব্রহ্মোপাসকগণ বিবেচনা করিলেন, আমরা ব্রহ্মোপাসনার দ্বারা যে অনুপম নির্ম্মল আনন্দ সম্ভোগ করিতেছি ভ্রাতৃগণকেও তাহার অংশভাগী করা বিধেয়। পরন্তু যে কোন প্রকারে হউক ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রচার করাই সেই গুরুতর অভিপ্রায় সংসাধনের একমাত্র উপায়। সেই উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত আমরা এই সত্যান্বেষণ পত্র প্রচারে প্রবৃত্ত হইয়াছি। নিরবচ্ছিন্ন ব্রাহ্মধর্ম্মের উপদেশ বা অনুশীলন থাকিলে ইহা সাধারণের প্রীতিকর হইবে না, আশঙ্কায় আমরা এই পত্র ধর্ম্ম্য প্রস্তাবের সহিত নানাবিধ হিতকর প্রস্তাবে প্রপূরিত করিতে সঙ্কল্প করিয়াছি, পরন্তু ইহা সাধারণের নিকট কতদূর আদরণীয় হইবে তাহা বলিতে পারি না।…

'সত্যান্বেষণ' সম্পাদন করিতেন—জগন্মোহন তর্কালঙ্কার।

বিজ্ঞাপনী (সাপ্তাহিক)। মার্চ ১৮৬৫।

বালিয়াটী-নিবাসী গিরিশচন্দ্র রায় চৌধুরী ঢাকায় বিজ্ঞাপনী যন্ত্র নামে একটি বাংলা মুদ্রাযন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেন। এই মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে 'বিজ্ঞাপনী' নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রচারের সঙ্কল্প করিয়া, তিনি 'ঢাকাপ্রকাশ'-সম্পাদক কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারকে ৫০৲ বেতনে সম্পাদকীয় কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য নিযুক্ত করেন। বিজ্ঞাপনী যন্ত্র স্থাপন ও 'বিজ্ঞাপনী' পত্র প্রচারের সঙ্কল্পের কথা সংবাদপত্রে ঘোষিত হয়। ৫ সেপ্টেম্বর ১৮৬৪ তারিখের 'সোমপ্রকাশে' এই বিজ্ঞাপনটি আছে :—

> এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে শ্রীযুক্ত বাবু কালীনারায়ণ রায় চৌধুরী মহাশয়ের বংশীবাজারস্থিত নদীর পারের একতালা হাবেলিতে বালিয়াটী নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু গিরিশচন্দ্র রায় চৌধুরী কর্তৃক "ঢাকা বিজ্ঞাপনী যন্ত্র" নামে একটী মুদ্রাযন্ত্র

সংস্থাপিত হইয়াছে,...এস্থলে ইহাও বিজ্ঞাপ্য যে, উক্ত যন্ত্র হইতে 'বিজ্ঞাপনী' নামক একখানি অভিনব সাপ্তাহিক সম্বাদ পত্রিকা শীঘ্রই প্রচারিত হইবে,...পত্রিকার আয়তন ৪ পেজি ফর্ম্মার ৩ ফর্ম্মা করা হইবে...। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার। ঢাকা বিজ্ঞাপনী যন্ত্র ১২৭১। ৭ই ভাদ্র।

১৮৬৫ সনের মার্চ মাসে 'বিজ্ঞাপনী' প্রকাশিত হয়। পরবর্ত্তী ২৭ মার্চ তারিখের 'হিন্দু পেট্‌রিয়টে' প্রকাশ :—

THE WEEK. *Thursday, 23rd March.* We have received the first number of a new vernacular paper started in Dacca called the Begaponi or the *Advertizer*.

কৃষ্ণচন্দ্রের সম্পাদনায় 'বিজ্ঞাপনী' একখানি উচ্চাঙ্গের সাপ্তাহিক পত্রে পরিণত হইয়াছিল। 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' (১৯ এপ্রিল ১৮৬৫) যথার্থই মন্তব্য করেন :—

কলিকাতায় যে যে বাঙ্গলা সাপ্তাহিক সম্বাদপত্র প্রকাশ হইয়া থাকে ঢাকার বিজ্ঞাপনী ও ঢাকাপ্রকাশ ইহার কাহার দ্বিতীয় নহে।

ঢাকা ব্রাহ্মসমাজের সহিত কৃষ্ণচন্দ্রের ঘনিষ্ঠতা ছিল। তিনি ১১ কার্ত্তিকের 'বিজ্ঞাপনী'তে ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুকূলে কিছু লিখিলে, অধ্যক্ষ গিরিশচন্দ্র রায় চৌধুরী সম্পাদককে অনুযোগ করিয়াছিলেন। ইহাতে কৃষ্ণচন্দ্র যে স্বাধীনচিত্ততার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহার কথা 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' (১৭ নবেম্বর ১৮৬৫) পাঠে জানা যায় :—

অবগতি হইল, ইতিপূর্ব্বে বিজ্ঞাপনীতে ব্রাহ্মধর্ম্মের সাপক্ষে কিছু লিখিত হওয়াতে, ঢাকাস্থ প্রাচীন সম্প্রদায় তৎ অধ্যক্ষ গিরিশ বাবুকে অনুযোগ করেন, গিরিশবাবু সম্পাদককে ভবিষ্যতে উক্ত রূপ লিখিতে নিষেধ করিবাতে স্বাধীনচিত্ত সম্পাদক কার্য্য পরিত্যাগ করেন। সেই কারণে বিজ্ঞাপনী পত্র এক সপ্তাহ বন্ধ থাকে। পুনর্ব্বার উক্ত সম্পাদক পুর্ব্বমত স্বাধীনচিত্ততা লাভ করাতে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

১৮৬৬ সনের এপ্রিল মাসে বিজ্ঞাপনী যন্ত্র ঢাকা হইতে ময়মনসিংহে স্থানান্তরিত হয়। জগন্নাথ অগ্নিহোত্রীর উপর 'বিজ্ঞাপনী'র সম্পাদন-ভার ন্যস্ত করিয়া কৃষ্ণচন্দ্রও ঐ সময় স্বদেশে ফিরিয়াছিলেন।

ময়মনসিংহ হইতে দুই বৎসর প্রচারিত হইবার পর 'বিজ্ঞাপনী' রহিত হয়। ইহার তিরোধান-সংবাদে 'ঢাকাপ্রকাশ' (২৭ ডিসেম্বর ১৮৬৮) যে আক্ষেপসূচক প্রস্তাব লিখিয়াছিলেন, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :—

আমরা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম, বিজ্ঞাপনী পত্রিকা আর প্রকাশিত হইবে না। উক্ত পত্রিকার ও যন্ত্রের অধ্যক্ষ শ্রীযুত বাবু গিরিশচন্দ্র রায় তদ্দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছেন বলিয়া এক্ষণ তাহার ব্যয়ভারবহনে অসম্মত হইয়াছেন। বিজ্ঞাপনী পত্রিকা দ্বারা অনল্প হিত সংসাধিত হইতেছিল। বিশেষতঃ উহা ময়মনসিংহ হইতে প্রকাশিত হওয়াতে তৎপ্রদেশের অনেক বিষয়ে অনেক উন্নতির সম্ভাবনা ছিল। অতএব বিজ্ঞাপনীর মৃত্যু ময়মনসিংহের সবিশেষ অশুভজনক বলিতে হইবে।

বিজ্ঞাপনী প্রথমে ঢাকা নগরে স্বনামধেয় যন্ত্রে বিজ্ঞবর শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার মহাশয় কর্ত্তৃক জন্ম প্রাপ্ত হইয়া যন্ত্রাধ্যক্ষ গিরিশবাবুর অর্থানুকূল্যে লালিত পালিত হয়। বিজ্ঞাপনীর বয়ঃক্রম অনধিক দুই বৎসর হইলে বাবু জগন্নাথ অগ্নিহোত্রীর হস্তে তাহার সম্পাদনভার সমর্পণ করিয়া কৃষ্ণবাবু সম্পাদকতা হইতে অবসর গ্রহণ করেন। কিছু দিন পরে কোন কারণে বিজ্ঞাপনী যন্ত্র ময়মনসিংহে নীত এবং তদবধি তথা হইতেই বিজ্ঞাপনী পত্রিকা প্রচারিত হয়। তত্রত্য কতিপয় ভদ্রলোক গিরিশবাবুর সহিত উক্ত পত্রিকা ও যন্ত্রের লাভালাভের অংশী হন। দুঃখের বিষয় এই যে বিজ্ঞাপনী দুই বৎসরের অধিক কাল ময়মনসিংহের জলবায়ু সহ্য করিতে পারিল না। পত্রিকার গ্রাহক সংখ্যা নিতান্ত কম ছিল না এবং যন্ত্রেও এত কাজ যুটিয়াছিল যে, লাভ ভিন্ন ক্ষতির কারণ লক্ষিত হয় নাই। ফলতঃ কেবল যন্ত্রাধ্যক্ষদিগের পরস্পরের অনৈক্য অপ্রণয় ও অবহেলা উপস্থিত হওয়াতে ও বিজ্ঞাপনীর কলহপ্রিয়তাদি কারণে তাহাকে অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হইল।...

হিন্দু হিতৈষিণী (সাপ্তাহিক)। মার্চ ১৮৬৫।

১২৭১ সালের চৈত্র (১৮৬৫, মার্চ) মাসে ঢাকা হইতে 'হিন্দু হিতৈষিণী' নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্রের উদয় হয়। ইহার সম্পাদক—হরিশ্চন্দ্র মিত্র। 'হিন্দু পেট্রিয়টে' প্রকাশ :—

THE WEEK. *Wednesday, 12th April.* We have received the first number of a Bengali periodical, entitled the *Hindoo Hetoisheenee*, and published in Dacca. The avowed object of this paper is to defend the Hindoo religion and ceremonies. (17th April 1865).

'হিন্দু হিতৈষিণী' ঢাকার হিন্দু ধর্ম্মরক্ষিণী সভার মুখপত্র ছিল। ইহার কণ্ঠে নিম্নলিখিত পংক্তিটি মুদ্রিত হইত,—

"—কর্ম্মণা মনসা বাচা যত্নাদ্ধর্ম্মং সমাচরেৎ।"

'হিন্দু হিতৈষিণী'তে ব্রাহ্মদিগের বিরুদ্ধে রচনাদি প্রকাশিত হইত। ১১ জুলাই ১৮৬৫ তারিখে 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' এই পত্রিকাখানি সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন :—

ঢাকার হিন্দুহিতৈষিণী সভা। অল্প দিন হইল ঢাকায় হিন্দুহিতৈষিণী নামে একটী সভা সংস্থাপিত হইয়াছে, বিক্রমপুরের বিখ্যাত জমিদার শ্রীযুক্ত জগবন্ধু বসু এবং ঢাকার জজ আদালতের উকীল শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীকান্ত মুন্সী এই সভার প্রতিষ্ঠাতা। তত্রত্য সুশিক্ষিত ব্রাহ্মদিগের দৈনন্দিন উন্নতি দেখিয়া হিন্দুধর্ম্মের গৌরব রক্ষার্থ প্রাচীন সম্প্রদায়িরা এই সভা করিয়াছেন। হিন্দু হিতৈষিণী পত্রিকা খানি এই সভার মুখস্বরূপ; বিধবাবঙ্গাঙ্গনার লেখক শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র মিত্র মহাশয় উক্ত পত্রিকাখানি লিখিতেছেন। হরিশবাবু এত কাল চিরদুঃখিনী বঙ্গবিধবাদিগের সাপক্ষে লেখনী সঞ্চালন করিয়া এক্ষণ তাহাদিগের বিপক্ষতাচরণ করিতেছেন, শিক্ষিত অন্তঃকরণের এতাদৃশ পরিবর্ত্তন অসম্ভবনীয়।

১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি হরিশ্চন্দ্র 'হিন্দু হিতৈষিণী'র কার্য্যভার ত্যাগ করেন।* কেদারনাথ মজুমদার লিখিয়াছেন :—

> তিনি [হরিশ্চন্দ্র] হিন্দু হিতৈষিণীর কার্য্য ত্যাগ করিলে বাবু আনন্দচন্দ্র সেন গুপ্ত হিতৈষিণীর সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১২৮৪ সাল পর্য্যন্ত হিন্দু হিতৈষিণী পরিচালিত হইয়াছিল।

রাজনীতি সংগ্রহ (সাপ্তাহিক)। ১৭ এপ্রিল ১৮৬৫।

'রাজনীতি সংগ্রহ' একখানি সাপ্তাহিক সমাচার-পত্র ; ১২৭২ সালের ৬ই বৈশাখ (১৭ এপ্রিল ১৮৬৫) রামগোপাল বসু মল্লিকের সম্পাদনায় কলিকাতা ভবানীপুর হইতে প্রকাশিত হয়। মহারাণী স্বর্ণময়ী ইহার স্থায়িত্বের জন্য এক শত টাকা দান করেন। পরবর্ত্তী ১৫ই মে 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' লিখিয়াছিলেন :—

> রাজনীতি সংগ্রহ নামক একখানি নূতন সংবাদ পত্রিকা সম্প্রতি প্রকাশ হইতে আরম্ভ হইয়াছে, আমরা তাহার তৃতীয় সপ্তাহের পত্রিকা প্রাপ্ত হইয়াছি, ইহার সম্পাদক শ্রীযুত বাবু রামগোপাল বসু মল্লিক মহাশয়, প্রতি সোমবার ভবানীপুর চড়কডাঙ্গার অপূর্ব্ব রত্নোদয় যন্ত্রালয় হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে।…[তিন] সপ্তাহের পত্রিকারই আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি,…তত্বকথা, সুসঙ্গীত, রাজনীতি, বহুবার্ত্তা, বিজ্ঞাপন এবং ব্যাকরণ, অভিধান, ইতিহাস, উপাখ্যান, কাব্য, নাটক প্রভৃতি প্রায় ১৫।১৬টী সর্ব্বসাধারণের পরমোপকারজনক ও বিজ্ঞানসূচক বিষয় সকল প্রকাশ করিতে অভিলাষী হইয়াছেন, কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে বড় সহজ ব্যাপার নহে। তবে কি পত্রের কলেবর দীর্ঘ এবং দুই ফরমায় প্রকাশ হইতেছে, তজ্জন্য ভরসা করি, অনেক বিষয় কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ করিয়া লেখা হইতে পারে।……
>
> এই রাজনীতি সংগ্রহের জন্ম দিবস ৬ই বৈশাখ সোমবার, ইতিমধ্যেই দুই ফরমার হিসাবে তিন সপ্তাহের পত্রিকা প্রকাশ হইয়াছে ইহাতে সম্পাদক মহাশয়ের প্রশংসা অবশ্যই করা যাইতে পারে। প্রথম সংখ্যায় পরমার্থতত্ত্ব ব্রহ্মস্তোত্র, পদ্য, সঙ্গীত, তৎপরে উপক্রমণিকা এবং সম্পাদকের আত্মবৃত্তান্ত তদনন্তর প্রাণীতত্ব। দ্বিতীয় সংখ্যায় আইন, রাজনীতি, প্রেরিতপত্র, বিজ্ঞাপন। তৃতীয় সংখ্যায় কতকগুলীন পদ্য, আইন প্রাণীতত্ব প্রভৃতি প্রকটিত হইয়াছে, যতগুলীন বিষয় বর্ণিত হইল, ইহার একটীও অপ্রয়োজনীয় নহে, সকলই দেশের উপকারজনক বলিতে হইবে। যাহা হউক এই দুরূহ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়া সম্পাদক মহাশয় যেন লব্ধকাম হন।…

---

* "বিজ্ঞাপন। শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র মিত্র হিন্দুহিতৈষিণীর পূর্ব্বসম্পাদক ও সুলভযন্ত্রের পূর্ব্ব-তত্বাবধায়কের প্রতি। আপনি অদ্য প্রায় ৮।৯ মাস যাবত হিন্দুহিতৈষিণী পত্রিকার ও সুলভযন্ত্রের কার্য্যভার পরিত্যাগ করিয়াছেন,…।"—'হিন্দুহিতৈষিণী,' ৭ মে ১৮৭০।

৯ আগস্ট ১৮৬৫ তারিখের 'সংবাদ প্রভাকর' পাঠে জানা যায়, 'রাজনীতি সংগ্রহ' দুই মাসের অধিক কাল স্থায়ী হয় নাই।

রঙ্গভুমি (মাসিক)। মে ১৮৬৫।

১৮৬৫ সনের জুন (জ্যৈষ্ঠ ১২৭২) সংখ্যা 'গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা' পত্রিকায় প্রকাশ :—

> কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি 'রঙ্গভূমি' নাম্নী একখানি মাসিক পত্রিকা প্রাপ্ত হইয়াছি। মৃজাপুর আমহারষ্ট ষ্ট্রিট ৩৪।১নং বাটীতে কাব্যপ্রকাশ যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া শান্তিপুর হইতে প্রকাশ হয়। শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষেত্রমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ইহার প্রধান অধ্যক্ষ। মাসিক মূল্য ৵০ আনা ও ডাক মাশুল ⁄০ আনা। পরমেশ্বরের গুণানুকীর্ত্তন ও মহিমা বর্ণনা এই রঙ্গভূমির মুখ্য অভিপ্রায়। লেখা উৎকৃষ্ট হইতেছে,…।

বিদ্যোন্নতিসাধিনী (মাসিক)। জুন ১৮৬৫।

১২৭১ সালের ৩১এ শ্রাবণ (ইং ১৮৬৪) ময়মনসিংহের অন্তর্গত সেরপুরে 'বিদ্যোন্নতি-সাধিনী সভা' প্রতিষ্ঠিত হয়। সভার প্রতিষ্ঠাতা—সেরপুরের জমিদার গোবিন্দকুমার চৌধুরী ও হরচন্দ্র চৌধুরী। "বাঙ্গলা ও ইংরাজী ভাষার সবিশেষ আলোচনা করা এই সভার মুখ্যোদ্দেশ্য। প্রতি রবিবার সন্ধ্যার পর সভার কার্য্যারম্ভ হইয়া রজনী দশ ঘটিকা পর্য্যন্ত চলিয়া থাকে। সভ্যেরা তথায় ইংরাজী ও বঙ্গ ভাষার আলোচনা, বক্তৃতা প্রদান ও প্রবন্ধ পাঠ করিয়া থাকেন।" এই সভার মুখপত্রস্বরূপ 'বিদ্যোন্নতিসাধিনী' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা ঢাকার বিজ্ঞাপনী-যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া ১২৭২ সালের আষাঢ় (১৮৬৫, জুন) মাসে প্রকাশিত হয়। হরচন্দ্র চৌধুরী ইহা সম্পাদন করিতেন। পত্রিকা-প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রথম সংখ্যায় এইরূপ লিখিত হইয়াছে :—

> অত্রত্য বিদ্যোন্নতি সাধিনী সভার নিমিত্তে আমরা এই পত্রিকা প্রচারণ ব্রতে কৃত সংকল্প হইয়াছি। ধর্ম্মনীতি, সামাজিক নিয়ম, রাজনিয়ম, ও দেশোন্নতি সাধনই আমাদের এই পত্রিকার উদ্দেশ্য পরন্তু নানাবিধ প্রবন্ধ, নূতন গ্রন্থ এবং অন্য ভাষা হইতে অনুবাদিত নানা বিষয়ও ক্রমশঃ প্রকটিত হইবেক। বাঙ্গালা সাহিত্যের গদ্য রচনাই সমধিক উপযোগী, সুললিত ও সুশ্রাব্য। এজন্য আমরা প্রচলিত সরল গদ্যে পত্রিকা প্রচারণে মনস্থ করিয়াছি। উৎকট ও দুরবগাহ কঠিন২ শব্দাড়ম্বর আমাদিগের অভিপ্রেত নহে। আমাদিগের তত দূর বিদ্যারও জোর নাই। আমরা প্রার্থনা করি, লোকের কুৎসা কীর্ত্তন, সত্যের অপলাপ, অনুচিত পক্ষপাত, বৃথা বাক্‌বিতণ্ডা ভ্রমেও যেন আমাদের লক্ষিত না হয়।…আমরা এক্ষণে ৮ পেজি ফর্ম্মার দুই ফরমা কলেবরে পত্রিকা মাসিক নিয়মে প্রচারণে প্রবর্ত্ত হইলাম। উৎসাহ পাইলে পাক্ষিক, সাপ্তাহিক, এমন কি, দৈনিক পর্য্যন্ত হওয়া অসম্ভাবিত নহে।…এই পত্রিকার বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ১॥০ ও ডাক মাসুল সমেত ২।০ টাকা মাত্র।…

'বিদ্যোন্নতিসাধিনী' এক বৎসর স্থায়ী হইয়াছিল। ১২৭৩ সালে বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ—এই যুগ্ম-সংখ্যা বাহির হইবার পর ইহার প্রচার রহিত হয়।* এই সময়ে সাপ্তাহিক 'বিজ্ঞাপনী' ঢাকা হইতে ময়মনসিংহে স্থানান্তরিত হয়। হরচন্দ্র উহার অন্যতম (।০ আনা) অংশীদার হইয়াছিলেন। এই কারণে 'বিদ্যোন্নতিসাধিনী' পত্রিকার স্বতন্ত্র অস্তিত্বের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয় নাই।

সত্যজ্ঞান-প্রদায়িনী (ত্রৈমাসিক)। জুলাই ১৮৬৫।

'সত্যজ্ঞান-প্রদায়িনী' একখানি ত্রৈমাসিক পত্রিকা। ১৮৬৫ সনের জুলাই মাসে ইহা জোড়াসাঁকো প্রাত্যহিক ব্রাহ্মসমাজ হইতে লালমাধব মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদকত্বে প্রকাশিত হয়। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় (জ্যৈষ্ঠ, ১৭৮৭ শক) এই বিজ্ঞাপনটি মুদ্রিত হইয়াছে :—

> অস্মদ্দেশীয় লোকদিগের জ্ঞানোন্নতি ও ধর্ম্মোদ্দীপন কল্পে যদিও ইদানীং অশেষোপায় অবধারিত হইয়াছে, কিন্তু এই বিষয়ে সমধিক উন্নতি সাধনোদ্দেশে এই রূপ সঙ্কল্পিত হইয়াছে, যে আগামী শ্রাবণ মাস হইতে 'সত্য-জ্ঞান প্রদায়িনী' নাম্নী বিবিধোপদেশগর্ভা একখানি ত্রৈমাসিক পুস্তক কলিকাতা যোড়াসাঁকোস্থ প্রাত্যহিক ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রকাশিত হইবে। এই পুস্তকের পত্র সংখ্যা ন্যূনাধিক পঞ্চাশৎ পৃষ্ঠা হইবে, ইহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১।০ এক টাকা চারি আনা।...শ্রীলালমাধব মুখোপাধ্যায়। সম্পাদক। প্রাত্যহিক ব্রাহ্মসমাজ যোড়াসাঁকো রতন বসাকের গার্ডেন ষ্ট্রীট ৪৭ সংখ্যক ভবন।

জ্যোতির্ম্ময় (পাক্ষিক)। সেপ্টেম্বর ১৮৬৫।

১২৭২ সালের আশ্বিন (১৮৬৫, অক্টোবর) সংখ্যা 'গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা'য় এই পাক্ষিক পত্রিকা সম্বন্ধে যে সংবাদটুকু আছে, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :—

> 'জ্যোতির্ম্ময়' নামে একখানি পাক্ষিক পত্রিকা আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে। ইহার প্রথম সংখ্যক পত্রিকাখানি প্রাপ্ত না হওয়াতে বিশেষ বৃত্তান্ত এবং কোথা হইতে প্রকাশ হয় জানিতে পারি নাই। দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যক পাঠে এই মাত্র জানিতে পারিয়াছি বহরমপুর ধনসিন্ধু যন্ত্রে মুদ্রিত, সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র কর। মাসিক মূল্য ॥০, পক্ষান্তরে দুই ফরমা প্রকাশিত হয়। ইহার লেখার ভঙ্গি দেখিয়া বোধ হয় রামপুর হইতে প্রকাশিত হইতেছে। যাহা হউক অন্য অন্য সংখ্যক পত্রিকা হইতে চতুর্থ সংখ্যক উৎকৃষ্ট বিষয়ে পরিপূর্ণ হইয়াছে। ইহাতেই ভরসা করিতেছি ক্রমে উন্নতি লাভ করিবে। ইহাতে আইন ঘটিত বিষয়গুলিও লিখিত হয়। প্রধান প্রধান সকল জেলা হইতেই এক এক খানি সম্বাদ পত্রিকা প্রকাশ হয় ইহা আমাদিগের প্রার্থনীয়।

---

* শ্রীহট্টের জমিদার শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ দাস এই পত্রিকার পুরাতন সংখ্যাগুলি দেখিবার সুযোগ দিয়া আমাকে অনুগৃহীত করিয়াছেন।

চিকিৎসক (মাসিক)। জানুয়ারি ১৮৬৬।

বঙ্গভাষায় চিকিৎসা-বিদ্যা সম্বন্ধে পুস্তক-পত্রিকার অভাব অনুভব করিয়া—বিশেষতঃ মেডিকেল কলেজের বাংলা-বিভাগের ছাত্রদিগের উপকার সাধন করিবার উদ্দেশ্যে 'চিকিৎসক' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রচারের আয়োজন হয়। 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' (২৬ ডিসেম্বর ১৮৬৫) লেখেন :—

> নূতন পত্র।—আমরা সন্তুষ্ট চিত্তে প্রকাশ করিতেছি মেডিকেল কলেজের বাঙ্গলা ক্লাশের ছাত্রগণ "চিকিৎসক" নামে একখানি মাসিক পত্র প্রকাশ করিবেন। ইহাতে যে যে বিষয় লিখিত হইবে, ইহার নামই তাহার পরিচয় প্রদান করিবে। বাঙ্গালা ক্লাশের ছাত্রগণ পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া মফস্বলে গেলে যখন তাঁহাদিগের চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষার অথবা আলোচনার আর বিশেষ উপায় নাই, তখন এই পত্রখানি তাঁহাদের পরম উপকারী হইবে। আমরা উহার অনুষ্ঠানপত্র পাইয়াছি চিকিৎসকপত্র শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

১৮৬৬ সনের জানুয়ারি মাসে 'চিকিৎসক' প্রকাশিত হয়। 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়ে' (১৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৬৬) প্রকাশ :—

> অত্রত্য মেডিকেল কলেজ হইতে "চিকিৎসাপত্র" নামে একখানি চিকিৎসা বিষয়ক পত্র প্রকাশ হইয়াছে। টিকিয়া গেলে হয়।

সৰ্ব্বাৰ্থ সংগ্ৰহ (মাসিক)। ফেব্রুয়ারি ১৮৬৬।

১৮৬৬ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে 'সর্ব্বার্থ সংগ্রহ' নামে একখানি "বিচিত্র রমণীয় উপাখ্যান এবং সাহিত্য বিজ্ঞান নীতি ও শিল্পশাস্ত্র বিষয়ক বিবিধ প্রবন্ধাত্মক মাসিক পত্র" প্রকাশিত হয়। প্রথম সংখ্যায় পত্রিকা-প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এইরূপ বিজ্ঞপ্তি আছে :—

> সম্পাদকীয় উক্তি।…এই পত্রিকাতে বিবিধ প্রসঙ্গ সন্নিবেশ করা স্থির করিলাম। বিলাতের লিজর আওয়ার কি কাসেল্‌স ফেমিলি পেপর প্রভৃতি যে সকল পত্রিকা আছে ইহাও প্রায় তদনুযায়ী হইবেক। ইহাতে সাহিত্য নীতি বিজ্ঞান ও শিল্পশাস্ত্র বিষয়ক বিবিধ প্রসঙ্গ প্রতি মাসে থাকিবেক এবং সংস্কৃত কাব্য নাটক প্রভৃতির অনুবাদ ও বাঙ্গালা কবিতা সময়ে সময়ে প্রকাশ করা যাইবেক। বাঙ্গলা ভাষায় আমাদিগের এ দেশে এ প্রকার পত্র নাই, বোধ হয় এ সংগ্রহ অনেকের মনোরম্য হইতে পারে।…এই পত্রখানি আখ্যান মঞ্জরী নামে প্রকাশ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলাম,…সেই নাম পরিবর্ত্তন করা গেল।

হিন্দুরঞ্জিকা (মাসিক…)। মার্চ ১৮৬৬।

ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচারের সুবিধার জন্য যেমন কতকগুলি সাময়িক-পত্রের উদ্ভব হয়, তেমনি আবার ব্রাহ্মধর্ম্ম-স্রোত রোধ করিবার জন্যও কয়েকখানি পত্রিকা প্রচারিত হইয়াছিল। ইহার মধ্যে বোয়ালিয়া ধর্ম্মসভা হইতে প্রকাশিত 'হিন্দুরঞ্জিকা' অন্যতম। ১৮৬৫ সনের

১১ই ডিসেম্বর (২৭ অগ্রহায়ণ ১২৭২) তারিখে 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' 'হিন্দুরঞ্জিকা' সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন :—

> হিন্দু হিতৈষিণীর বিজ্ঞাপন স্থলে দৃষ্ট হইল, বোয়ালিয়া ধর্ম্মসভা হইতে 'হিন্দুরঞ্জিকা' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইবে। শ্রীযুত শ্রীনাথ সিংহ রায় উহার সম্পাদক। হিন্দু ধর্ম্ম সংক্রান্ত সংস্কৃত গ্রন্থ সকল উহাতে ক্রমশঃ প্রচার হইবে। হিন্দুদিগের এই সকল কার্য্য দ্বারা আমরা পরম সুখী হই। কিন্তু তাঁহারা অসাময়িক পরিশ্রম ও চেষ্টা করিতেছেন।

১২৭২ সালের ফাল্গুন মাসে পূর্ণিমার দিন (১ মার্চ ১৮৬৬) 'হিন্দুরঞ্জিকা' প্রথমে মাসিক আকারে প্রকাশিত হয়। ইহা ঢাকা সুলভ যন্ত্রে মুদ্রিত হইত। বোয়ালিয়া ধর্ম্মসভার সম্পাদক শ্রীনাথ সিংহ রায় ইহার সম্পাদক ছিলেন।

১২৭৫ সালের বৈশাখ (১৮৬৮, এপ্রিল) মাস হইতে 'হিন্দুরঞ্জিকা' সাপ্তাহিক পত্রে পরিণত হয়। ১৮৬৮ সনের ১৩ই এপ্রিল তারিখের 'সোমপ্রকাশে' এই বিজ্ঞাপনটি মুদ্রিত হইয়াছিল :—

> হিন্দুরঞ্জিকা। বোয়ালিয়া ধর্ম্মসভা হইতে আগামী বৈশাখ মাসাবধি উক্ত নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রচারিত হইতে থাকিবে। তাহাতে হিন্দুধর্ম্ম এবং হিন্দুসমাজের সংবাদ-পত্রোপযোগী বিবিধ বিষয় লিখিত হইবে। আয়তন ৬ ফর্ম্মা ; মূল্য বার্ষিক ৫ টাকা। এতদ্ব্যতীত প্রদেশীয় গ্রাহকগণকে বার্ষিক ডাকমাশুল ৩ টাকা দিতে হইবে। গ্রহণেচ্ছুগণ নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট পত্র লিখিলে পত্রিকা পাইতে পারিবেন।
>
> বোয়ালিয়া ধর্ম্মসভা — শ্রীশ্রীনাথ সিংহ রায়
>
> ১২৭৪। ৫ই চৈত্র — বোয়ালিয়া ধর্ম্মসভার সম্পাদক।

নবপর্য্যায় 'হিন্দুরঞ্জিকা'র কণ্ঠে এই শ্লোকটি মুদ্রিত হইত :—

> ধর্ম্মেণৈব জগৎ সুরক্ষিতমিদং ধর্ম্মো ধরাধারকঃ।
> ধর্ম্মাদ্বস্তু ন কিঞ্চিদস্তি ভুবনে ধর্ম্মায় তস্মৈ নমঃ॥

২১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪১ (৬৫ ভাগ, ৫ম সংখ্যা) তারিখের 'হিন্দুরঞ্জিকা'য় পত্রিকার জন্মকথা এইরূপ বিবৃত হইয়াছে :—

> নবপর্য্যায় হিন্দুরঞ্জিকার দীর্ঘ ৬৫ বৎসরের কর্ম্মময় কাহিনী।...অর্দ্ধ শতাব্দীরও অধিককাল বাংলার মফঃস্বলের একটি ক্ষুদ্র সহরে বসিয়া রাজসাহীর কতিপয় উৎসাহী সাহিত্যিক...এই হিন্দুরঞ্জিকা পত্রিকাখানির মুদ্রণ ও প্রকাশ করিতে সাহসী হইয়াছিলেন...। কলিকাতায় তদানীন্তন হিন্দু কলেজে শিক্ষালাভ করিয়া হিন্দু যুবকগণের মনোভাব পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। দলে দলে হিন্দুগণ ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষা লইয়াছিলেন। এই স্রোত রোধ করিবার জন্য—এবং হিন্দুধর্ম্মের আদর্শকে সুগঠিত ভাবে প্রচার করিবার জন্য রাজসাহীতে একটি ধর্ম্মসভার প্রতিষ্ঠা হয় এবং এই প্রতিষ্ঠানের কর্ত্তৃপক্ষ প্রচার কার্য্যের নিমিত্ত এই হিন্দুরঞ্জিকা পত্রিকার প্রতিষ্ঠা করেন। "বোয়ালিয়া ধর্ম্মসভা" এখনও সগৌরবে নিজ কার্য্যে রত আছে—এই ধর্ম্মসভার কর্ত্তৃপক্ষ সকলেই অবৈতনিক ভাবে কার্য্য করিয়া

থাকেন। এই বোয়ালিয়া ধর্ম্মসভার কর্ত্তৃপক্ষগণ হিন্দুরঞ্জিকা পরিচালনা করেন।...বর্ত্তমান ধর্ম্মসভা গৃহ হিন্দুরঞ্জিকার কার্য্যালয় ১২৭২ সালে নাটোরাধিপতি রাজা আনন্দনাথ রায় বাহাদুর নির্ম্মাণ করেন। তাহেরপুরের রাজা চন্দ্রশেখরেশ্বর উক্ত সভার প্রথম সভাপতি হইয়াছিলেন। তখন রাজসাহীতে কোনও প্রেস ছিল না। কাজেই ১২৭২ [১২৭৮ ?] সাল পর্য্যন্ত এই সভার পত্রিকা হিন্দুরঞ্জিকা ও ব্যবস্থাদি ঢাকা ও অন্যান্য স্থান হইতে মুদ্রিত করা হইত। হিন্দুরঞ্জিকার প্রথম সম্পাদক ছিলেন শ্রীনাথ সিংহ। হিন্দুরঞ্জিকা তৎকালে মাসিক পত্রিকা ছিল। ঢাকায় ছাপা হওয়াতে অসুবিধা ও ব্যয়াধিক্য হইতে থাকায় ১২৭৮ সালে রাজসাহীর দুবলহাটীর রাজা হরনাথ রায় চৌধুরী রাজা উপাধি লাভ করিয়া সভার এই অসুবিধা দূরীকরণার্থে পুস্তক, সংবাদপত্র ও ব্যবস্থাদি মুদ্রণের জন্য মুদ্রাযন্ত্র খরিদ করিতে এক হাজার টাকা ও গৃহ নির্ম্মাণের ব্যয় ভার বহন করেন। তাঁহার অর্থে প্রেস আনয়ন করা ও গৃহ নির্ম্মিত হয়। এই সময় হইতে হিন্দুরঞ্জিকা পত্রিকা রাজসাহী হইতে প্রকাশিত হইতে থাকে। তখন পত্রিকায় সাধারণের জাতীয় বিষয়ের স্মৃতি শাস্ত্রের ব্যবস্থা প্রকাশিত হইত। ঐ ব্যবস্থা ধর্ম্মসভার কার্য্যকরী সমিতি আচার্য্যের দ্বারা অনুমোদিত করাইয়া প্রকাশ করিতেন। পত্রিকায় তখন কেবল মাত্র সামাজিক ও ধর্ম্ম সম্বন্ধের প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইত। রাজনীতি বা অন্য কোন রকম বিষয় তখন প্রকাশিত হইত না। ধর্ম্মশাস্ত্রের অনভিজ্ঞতারূপ তমঃ নাশ করিবার উদ্দেশ্য আছে বলিয়া হিন্দুরঞ্জিকার প্রেসের নাম তমোঘ্ন যন্ত্রালয় বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছিল।

নব-প্রবন্ধ (মাসিক)। সেপ্টেম্বর ১৮৬৬।

১২৭৩ সালের ভাদ্র মাসে (১৮৬৬, সেপ্টেম্বর) "যোড়াসাঁকো বলরাম দের ষ্ট্রীট ১৮।২ নম্বর বাটী হইতে" তিনকড়ি ঘোষাল 'নব-প্রবন্ধ' প্রকাশ করেন। ইহা "সাহিত্য, কাব্য, ইতিবৃত্ত ও বিজ্ঞানাদি বিবিধ জ্ঞানগর্ভ সন্দর্ভ প্রকাশক মাসিক পত্র" ; মাসিক মূল্য ।০, অগ্রিম বার্ষিক ২॥০। 'নব-প্রবন্ধে'র কণ্ঠে এই শ্লোকটি মুদ্রিত হইত ঃ—

সদর্থসন্দোহ বিচারসন্ধঃ প্রশস্ত বৃত্তান্ত কৃতানুসন্ধঃ।
সমস্ত সামাজিকচিত্তবন্ধঃ পরীক্ষ্যতামেষ নবপ্রবন্ধঃ॥

'নব-প্রবন্ধে'র প্রথম ভাগ ১২৭৩ সালের ভাদ্র মাসে আরম্ভ হইয়া চৈত্র মাসে শেষ হয়। দ্বিতীয় ভাগ আরম্ভ হয় ১২৭৪ সালের বৈশাখ মাসে।

বর্দ্ধমান মাসিক পত্রিকা (মাসিক)। সেপ্টেম্বর ১৮৬৬।

১৮৬৬ সনের সেপ্টেম্বর (? আশ্বিন ১২৭৩) মাসে বর্দ্ধমান ব্রাহ্মসমাজ হইতে 'বর্দ্ধমান মাসিক পত্রিকা' প্রকাশিত হয়। ইহা বর্দ্ধমান মহাজনটুলী ১১৭ নং ভবনে আর্য্যযন্ত্রে মুদ্রিত হইত। ১২৭৩, ২২এ আশ্বিন তারিখের 'ঢাকাপ্রকাশে' এই মাসিক পত্রিকার প্রথম সংখ্যার প্রাপ্তিস্বীকার আছে।

১২৭৪ সালের পৌষ মাসে 'বৰ্দ্ধমান মাসিক পত্রিকা' ভূদেব মুখোপাধ্যায়-পরিচালিত 'শিক্ষাদর্পণে'র সহিত সম্মিলিত হইয়া যায়, এ-কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

মুর্শীদাবাদ সংবাদসার (পাক্ষিক)। ডিসেম্বর ১৮৬৬।

'মুর্শীদাবাদ সংবাদসার' একখানি পাক্ষিক পত্র ; খুব সম্ভব ১৮৬৬ সনের ডিসেম্বর (পৌষ ১২৭৩) মাসে বহরমপুর ধনসিন্ধু যন্ত্র হইতে প্রকাশিত হয়। 'সোমপ্রকাশে' (৭ জানুয়ারি ১৮৬৭) প্রকাশ :—

> সংবাদসার। এখানি পাক্ষিক পত্রিকা। মুরসিদাবাদ হইতে প্রচারিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

তত্ত্ববিকাশিনী (মাসিক)। ১ জানুয়ারি ১৮৬৭।

১৮৬৭ সনের জানুয়ারি মাসে "তত্ত্ববিকাশিনী অর্থাৎ ধৰ্ম্ম ও বিবিধ তত্ত্ব বিষয়ক মাসিক পত্রিকা" প্রকাশিত হয়। 'রহস্য-সন্দর্ভ' (১৯২৩ সংবৎ, ৪০ খণ্ড) লেখেন :—

> "তত্ত্ববিকাসিনী অর্থাৎ ধৰ্ম্ম ও বিবিধ তত্ত্ব বিষয়ক মাসিক পত্রিকা।" এই অভিধানে এক খানি নূতন মাসিকপত্র বর্ত্তমান ইংরাজী বৎসরের প্রথমাবধি প্রকটিত হইতেছে। ইহার প্রধান উদ্দেশ্য খ্রীষ্টীয় ধৰ্ম্মের পোষকতা করণ ; পরন্তু ইহাতে নূতন কবিতা, মাসিক সংবাদ, পৃথিব্যাদির বিবরণ বিষয়ক নানা প্রবন্ধ প্রকটিত হইয়া থাকে।

পল্লী-বিজ্ঞান (মাসিক)। জানুয়ারি ১৮৬৭।

'পল্লী-বিজ্ঞান' বিক্রমপুর হইতে প্রকাশিত দ্বিতীয় মাসিক পত্র। ১২৭৩ সালের মাঘ (১৮৬৭, জানুয়ারি) মাসে "এই মাসিকপত্রিকা ঢাকা মোগলটুলির সুলভ যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া ঢাকা—জৈনসার বিদ্যালয় হইতে শ্রীরাজমোহন চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত হয়।" প্রথম সংখ্যায় পত্রিকা-প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত হইয়াছে :—

> পল্লীসমূহের অবস্থা সংশোধনোপযোগী গ্রাম্য পত্রিকার যে একটী অভাব তাহা এপর্য্যন্ত বিদূরিত হয় নাই। গ্রাম ও পল্লীসমূহের উন্নতিতেই দেশের প্রকৃত উন্নতি। যে দেশের অভ্যন্তরে বিদ্যা ও শিক্ষার অভাব সে দেশ বিদ্বান্ নয়, যে দেশের গ্রাম ও পল্লীতে সভ্যতা নাই, সে দেশ সভ্য নয়, যে দেশের গ্রাম ও পল্লীতে স্বাস্থ্য নাই, সে দেশ সুস্থ নয়। অতএব আমরা উল্লিখিত অভাবটী মোচনের মানসে কতিপয় বন্ধুর পরামর্শানুসারে এই পত্রিকাখানির প্রচার করিতেছি। ইহার নাম "পল্লীবিজ্ঞান" রাখা গেল। যাহাতে পল্লীসমূহের বিশেষতঃ বিক্রমপুরের বিদ্যা ও শিক্ষার উপযুক্তরূপ চর্চ্চা হইতে পারে, যাহাতে আচার ব্যবহারাদি পরিমার্জ্জিত হইয়া সমাজের উন্নতি হইতে পারে এবং যাহা কিছু সাধারণের মঙ্গলের সহিত অনুস্যূত সেই সকল বিষয়ই এই পত্রিকায় আন্দোলিত হইবে।

'পল্লী-বিজ্ঞানে'র প্রথম সংখ্যায় এই রচনাগুলি প্রকাশিত হয় :—

১। ভূমিকা, ২। পল্লীবিজ্ঞান, ৩। ভারতবর্ষের প্রাচীন সংস্কৃত ভাষা, ৪। সময়, ৫। গ্রাম্য বিদ্যালয়, ৬। দেশের প্রচলিত অব্দ, ৭। ইতিহাস এবং পুরাবৃত্ত, ৮। গতবর্ষীয় মহামারী এবং জৈনসার ডিস্পেন্সারী, ৯। সেনেটরী কমিশন।

'পল্লী-বিজ্ঞানে'র প্রথম ১০ সংখ্যা সম্পাদন করেন রাজমোহন চট্টোপাধ্যায়। অতঃপর জৈনসার বঙ্গবিদ্যালয়ের শিক্ষক আনন্দকিশোর সেন কার্য্যভার গ্রহণ করেন। দ্বাদশ সংখ্যা হইতে শিরোভূষণ-স্বরূপ পত্রিকায় এই কবিতাটি মুদ্রিত হইত :—

গেল পক্ষ গেল মাস কি করিলে কাজ।
তোষিতে ত্রাসেতে দগ্ধ বঙ্গের সমাজ ॥
দেশহিত কর সদা মুখেতে সাধিত।
হৃদয়ে সে ভাব কিছু আছে কি নিহিত ॥

১২৭৫ সালে 'পল্লী-বিজ্ঞানে'র প্রচার রহিত হয় বলিয়া জানা যায়।

প্রত্নকম্রনন্দিনী (মাসিক)। সেপ্টেম্বর ১৮৬৭।

১৮৬৭ সনের সেপ্টেম্বর মাসে কাশী হইতে 'প্রত্নকম্রনন্দিনী' নামে মাসিক পত্রিকা জন্মলাভ করে। ইহা "পৌর্ণমাসিকা"—অর্থাৎ প্রতি পূর্ণিমায় প্রকাশিত হইত। ইহার সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী ছিলেন পণ্ডিত সত্যব্রত সামশ্রমী। পত্রিকার কণ্ঠে নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকমালা শোভা পাইত :—

ব্রহ্মাণ্ডকারুং করণাঙ্ঘলিপ্সুং কারুণ্যসিন্ধুং সমশক্তিমন্তম্।
বোধাব্ধিবেত্তং মননেন মান্তং বন্দেহমীশং জগদেকবন্ধুম্ ॥
সৎসটীকসাঙ্গবেদদর্শনাদিকাশিনী সাধুবোধবর্দ্ধিনী হ্যনেকশাস্ত্রশালিনী।
রাজতাদসৌ সুচিত্তচিৎপ্রফুল্লকারিণী প্রত্নকম্রনন্দিনী চিরং ধরাবিহারিণী ॥

'প্রত্নকম্রনন্দিনী' একখানি ধর্ম্মমূলক মাসিক পত্রিকা। মুখ্যত বৈদিক ধর্ম্মের আলোচনা ও প্রচারই ইহার উদ্দেশ্য ছিল। সংস্কৃত ব্যাখ্যা সহ (এবং কোন কোন সংখ্যায় বঙ্গানুবাদ সহ) মূল বেদ এবং মীমাংসাদি দর্শন ইহাতে প্রকাশিত হইত। বৈদিক ধর্ম্মের আলোচনা-বিষয়ক সংস্কৃত প্রবন্ধ ও তাহার বঙ্গানুবাদ প্রায় প্রত্যেক সংখ্যাতেই স্থান পাইত। সংস্কৃত সাহিত্য-বিষয়ক আলোচনাও থাকিত, তবে তাহার বঙ্গানুবাদ দেওয়া হইত না।

অবকাশ-বন্ধু (মাসিক)। অক্টোবর ১৮৬৭।

'অবকাশ-বন্ধু' নামে একখানি মাসিক পত্র আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদকত্বে কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়। ইহার প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল—আশ্বিন ১২৭৪ (অক্টোবর ১৮৬৭)। প্রথম সংখ্যার শেষে এই বিজ্ঞাপনটি মুদ্রিত হইয়াছে :—

এই অবকাশবন্ধু পত্র সাহিত্য বিজ্ঞান ও বিবিধ বিষয়ক প্রবন্ধে প্রকটিত হইবে। ইহা দরমাহাটা ষ্ট্রীটে (খোড়ুয়া পোস্তা) ১৭ নম্বর ভবনে শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যাইবে, বার্ষিক মূল্য ॥০ আনা ষাণ্মাসিক ।০ আনা ত্রৈমাসিক দুই আনা প্রতি সংখ্যার মূল্য তিন পয়সা। শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়। সম্পাদক

প্রথম সংখ্যার সূচী এইরূপ :—ভূমিকা। জন্মভূমি। কিং কাজৌ পশুর বিবরণ। যৌবনের উন্নত আশা (কবিতা)। অন্তিমচিন্তা (কবিতা)। পরদোষ কথন (গোলেস্তাঁ হইতে)—কবিতা।

দ্বিতীয় সংখ্যায় (৩০ কার্ত্তিক ১২৭৪) প্রথম পৃষ্ঠার শিরোনামার পরেই এই শ্লোকটি উদ্ধৃত আছে :—

"কাব্য শাস্ত্র বিনোদেন কালো গচ্ছতি ধীমতাং।
ব্যসনেন চ মূর্খানাং নিদ্রয়া কলহেন বা॥"

নব পত্রিকা (মাসিক)। নবেম্বর ১৮৬৭।

১২৭৪ সালের অগ্রহায়ণ মাসে 'নব পত্রিকা' প্রকাশিত হয়। এই মাসিক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন হীরাচাঁদ চট্টোপাধ্যায়। ইহা ১২-২০ নং কুমারটুলি ষ্ট্রীট হইতে মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইত। 'নব পত্রিকা'র প্রত্যেক সংখ্যায় ৬ পৃষ্ঠা পরিমাণ রচনা থাকিত।

হিতসাধক (মাসিক)। ফেব্রুয়ারি ১৮৬৮।

'হিতসাধক' নামে "সাধারণ পাঠোপযোগী প্রবন্ধ প্রকাশক মাসিক পত্র" ১২৭৪ সালের মাঘ মাসে (ফেব্রুয়ারি ১৮৬৮) প্রকাশিত হয়। ইহার সম্পাদক 'এডুকেশন গেজেট' ও *Wellwisher* সম্পাদক প্যারীচরণ সরকার। 'হিতসাধকে'র মাসিক মূল্য ⁄১০ ও অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১৲ ছিল। ইহার আকার—ডিমাই, ২৪ পৃষ্ঠা। পত্রিকা-প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সম্পাদকীয় "ভূমিকা" উদ্ধৃত করিতেছি :—

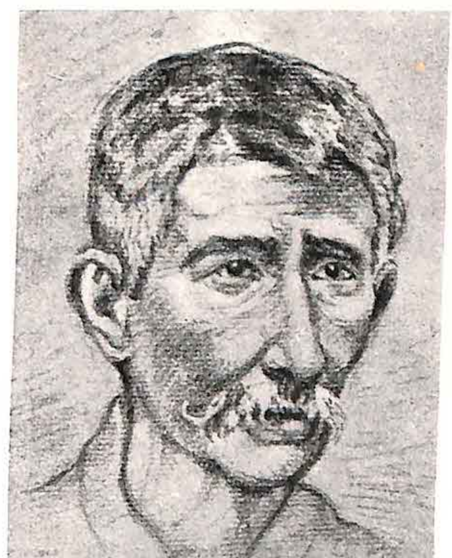
আমাদের ক্ষমতা যত অল্প হউক না কেন, দেশহিতৈষী সুশিক্ষিত মহাশয়দিগের সাহায্য নিতান্ত দুষ্প্রাপ্য নহে, এবং দেশীয় বিদেশীয় উত্তম উত্তম গ্রন্থ ও পত্রিকা হইতে হিতজনক এবং মনোরম প্রবন্ধাদি সঙ্কলন করাও নিতান্ত কঠিন কার্য্য নহে। এই দুই সদুপায়ের উপর নির্ভর করিয়া আমরা 'হিতসাধক' নামে একখানি ক্ষুদ্র পত্রিকা প্রতি মাসে প্রচার করিতে কৃতসংকল্প হইলাম।...স্বদেশানুরাগী মহাশয়েরা যদি এই সামান্য চেষ্টাকে নিতান্ত তাচ্ছিল্য না করেন, এবং এই উদ্যমে যদি স্বদেশীয় এক জনেরও কোন প্রকার উপকার সাধিত হয়, তাহা হইলেই আমাদের শ্রম সার্থক হইবে। আপামর সাধারণ সকলেই গ্রহণ করিতে পারিবেন বলিয়া ইহার মূল্য যৎপরোনাস্তি অল্প করা গেল। মুদ্রাঙ্কনের ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া যদি কিছু টাকা উদ্বৃত্ত থাকে, তাহা আমরা সুরাপাননিবারণী সভার কার্য্যে সমর্পণ করিব।



ভূদেব মুখোপাধ্যায়



প্যারীচরণ সরকার



শিশিরকুমার ঘোষ

উক্ত সভার উদ্দেশ্য যাহাতে উত্তমরূপে সাধিত হইবার সম্ভাবনা, তদ্বিষয়ে যত্ন করিতে আমরা ত্রুটি করিব না। মাদকসেবনের দোষ, সমাজসংস্কার, সুনীতি, আচারব্যবহারসংশোধন, জ্ঞানোপার্জ্জনের সুবিধা, প্রাকৃতিক সামান্য নিয়মাদির ব্যাখ্যা, সদাশয়তার দৃষ্টান্ত, ধার্ম্মিকতার গুণানুবাদ, পাপের তিরস্কার, উপকারজনক আবিষ্ক্রিয়ার সংক্ষেপ বর্ণনা, চিত্তরঞ্জক এবং উপদেশপূর্ণ আখ্যায়িকা, উত্তম উত্তম গ্রন্থ ও পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত গদ্যপদ্যময় প্রবন্ধ, এবং সাধারণতঃ হিতসাধনবিষয়ের উল্লেখ, এই পত্রিকায় সন্নিবেশিত হইবে। যাহাতে কোন ব্যক্তির বা সম্প্রদায়ের অপকার হইবার সম্ভাবনা, যাহাতে ব্যক্তিবিশেষের চরিত্র হাস্যাস্পদ হইতে পারে, অথবা কোন প্রকার সদনুষ্ঠানের ব্যাঘাত জন্মিতে পারে, তৎসমুদায় আমাদের নিতান্ত পরিত্যজ্য ; এবং যে সমস্ত প্রেরিত পত্রে বা প্রবন্ধে ঐ বিষয়ের উল্লেখ থাকিবে, তাহা আমরা প্রকাশ করিব না। ফলতঃ হিতসাধনই আমাদের উদ্দেশ্য, তজ্জন্যই আমরা সর্ব্বদা যত্নবান্ থাকিব।

'হিতসাধকে'র ১ম সংখ্যায় এই কয়টি রচনা আছে :—ভূমিকা, দেশাচার, কৃষিকার্য্যের আবশ্যকতা, উদ্ধৃত কবিতা, সুরাপান কি ভয়ঙ্কর! (কবিতা)।

'হিতসাধকে'র পরমায়ু এক বৎসর। ১২৭৫, অগ্রহায়ণ-পৌষ যুগ্মসংখ্যার শেষে সম্পাদক জানাইলেন :—"প্রায় এক বৎসর নানাবিধ শারীরিক ও মানসিক কষ্টে নিতান্ত কাতর থাকায়, হিত-সাধক প্রচার রহিত করিতে হইল।"

জ্ঞানরত্ন (মাসিক)। ফেব্রুয়ারি ১৮৬৮।

১২৭৪ সালের ফাল্গুন মাসে (ফেব্রুয়ারি ১৮৬৮) "সাহিত্যাদি নীতিগর্ভ" এই মাসিক পত্র সুরেন্দ্রলাল সোমের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। ৬ষ্ঠ সংখ্যা হইতে গুরুচরণ গুপ্ত 'জ্ঞানরত্নে'র সম্পাদক হন। ইহার আকার ছিল—রয়েল, ৩২ পৃষ্ঠা ; বার্ষিক মূল্য ১৲। পত্রিকার কণ্ঠে এই শ্লোকটি শোভা পাইত :—

অণুভ্যশ্চ মহদ্ভ্যশ্চ শাস্ত্রেভ্যঃ কুশলো নরঃ।
সর্ব্বতঃ সারমাদদ্যে পুষ্পেভ্য ইব ষট্পদঃ॥

অমৃত বাজার পত্রিকা (সাপ্তাহিক···)। ২০ ফেব্রুয়ারি ১৮৬৮।

১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দ এক বিষয়ে বিশেষভাবে স্মরণীয়। এই বৎসরেই শিশিরকুমার ঘোষের সম্পাদনায় 'অমৃত বাজার পত্রিকা' প্রকাশিত হয়। কবিবর নবীনচন্দ্র সেনের ভাষায় "তিনি ও তাঁহার পত্রিকাই প্রথম এই দেশে স্বদেশভক্তির পথপ্রদর্শক।"

'অমৃত বাজার পত্রিকা' প্রথমে বাংলা সাপ্তাহিক পত্র-রূপে জন্মগ্রহণ করে ; "এই পত্রিকা যশোহর অমৃত বাজার অমৃত প্রবাহিণী যন্ত্রে প্রতি বৃহস্পতিবারে শ্রীচন্দ্রনাথ রায় দ্বারা প্রকাশিত হয়।" পত্রিকার আকার ছিল, ১৭"×১০½", ৮ পৃষ্ঠা। ডাকমাশুল-বাদে পত্রিকার মূল্য—প্রত্যেক সংখ্যা ।০, ত্রৈমাসিক ২৲, ষাণ্মাসিক ৩৲ ও বার্ষিক ৫৲ ছিল।

'অমৃত বাজার পত্রিকা'র প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল—"৯ই ফাল্গুন বৃহস্পতিবার ১২৭৪ সাল। ২০ই ফেব্রুয়ারি ১৮৬৮ খ্রীঃ অব্দ।" ১৮৬৮ সনের এপ্রিল মাস হইতে দ্বিতীয় বর্ষের ৪র্থ সংখ্যা (১১ মার্চ ১৮৬৯) পর্য্যন্ত পত্রিকার কণ্ঠে এই কবিতাটি মুদ্রিত হইত :—

পরাধীন কালকূটে মরি হায় ২।
করেছে কি আর্য্যসুতে চেনা নাহি যায়।

পত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রথম সংখ্যার প্রারম্ভে সম্পাদক লিখিতেছেন :—

আপনার পরিচয় আপনি দেওয়া বিষম বিপদ, এই জন্য বোধ হয় পূর্ব্বকালে ভদ্রলোকের পরিচয় ভাটেরা দিত। সংবাদপত্র সম্পাদকেরদের নিকট এটী ক্ষেত্রতত্ত্বের পঞ্চম প্রতিজ্ঞা। এই দায় হইতে একবার কোন প্রকারে উদ্ধার হইতে পারিলে আর অধিক চিন্তার বিষয় থাকে না ; এক প্রকার করিয়া কাগজ পূর্ণ করিয়া দিতে পারিলেই হয়।

অনেকে গ্রন্থ লিখিয়া ভূমিকায় ব্যক্ত করেন যে তাঁহাদের গ্রন্থ লিখিবার কারণ বন্ধুগণের, কি স্বপ্নের আদেশ। কিন্তু আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি, যে আমরা পত্রিকা প্রকাশ বিষয়ে স্বপ্নও দেখি নাই, বন্ধুকর্ত্তৃক আদিষ্টও হই নাই। আমরা আপনারা২ অনেক তর্ক বিতর্ক করিয়া পরিশেষে এই দুরূহ কার্য্যে প্রবর্ত্ত হইয়াছি।

দেশের হিত সাধন করা আমাদের উদ্দেশ্য আছে কি না তাহা বলিতে পারি না, উদ্দেশ্য থাকিলেও বলিতে সাহস হয় না, কারণ দেশের মঙ্গল সাধন করিবার নাম করিয়া নানাবিধ লোক দেশের এত অমঙ্গল ঘটাইতেছে যে আপনাদিগকে সেই দলস্থ বলিয়া পরিচয় দেওয়া গৌরব মনে করি না, তবে যে স্থান হইতে এই পত্রিকা বাহির হইতেছে, তাহার পশ্চিমে ও উত্তরে ৩ দিনের পথ, পূর্ব্বে দেড় বৎসরের ও দক্ষিণে ৩ বৎসরের পথ পর্য্যন্ত একটীও মুদ্রাযন্ত্র নাই ; সুতরাং সংবাদপত্র থাকাও অসম্ভব, এমত স্থলে এ পত্রিকা দ্বারা কিছু উপকার প্রত্যাশা করা যাইতে পারে কি কেমন বহুদর্শী ব্যক্তিরা বলিতে পারেন।

এই পত্রিকাতে কি কি বিষয় লিখিত হইবে তাহার তালিকা দেওয়ার দুইটী আপত্তি আছে ; প্রথমতঃ জানি না এখন যেরূপ প্রতিজ্ঞা করি, ভবিষ্যতে তাহা পালন করিতে পারি কি না ; দ্বিতীয়তঃ পাছে একটি লম্বা জায় দিলে আত্মাভিমান প্রকাশ হয়। আবার নিতান্ত নম্রতা দেখাইতে ভয় হয়, কি জানি পাছে আমাদের কথা বিশ্বাস করিয়া পত্রিকাটী সকলে ঘৃণা করেন। কিন্তু রীতি আছে, ব্যবসায়ীরা আপনাদের পণ্যদ্রব্য প্রশংসা করিয়া থাকে ও তাহাতে লোকের নিকট নিন্দনীয় হয় না। হলোএ সাহেব বরাবর জগত ব্যাপিয়া রাষ্ট্র করিয়া আসিতেছেন যে তাঁহার বটীকা ও মলমের তুল্য ঔষধ পৃথিবীর কোথায় কখন জন্মে নাই, অথচ তাহাকে আত্মাভিমানি বলিয়া কেহ বিদ্রূপ করে না। আমাদেরও এটী ব্যবসায়, সুতরাং আমাদের এসম্বন্ধে দুটি একটী কথা ফাঁক গেলে উল্লিখিত রীত্যনুসারে বোধ হয় দোষ বলিয়া গণ্য হইবে না।

আমরা মনস্থ করিয়াছি, যে এদেশীয় ও ইউরোপীয় বিবিধ সংবাদ, নূতন আইনের মর্ম্ম, ব্রিটিশ ও এদেশস্থ অন্যান্য রাজ্যের শাসনপ্রণালী, ও তাহাদের পরস্পরের গুণাগুণ প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকটিত করিব। আমাদের বিশেষ যত্ন থাকিবে যে, যে স্বার্থশূন্য মহাত্মা ইংরাজ

বাহাদুরেরা আমাদের দেশ, পরম অত্যাচারি যবন অধিকার হইতে স্বীয় হস্তে লইয়া আমাদের এত উন্নতি করিয়াছেন—যাহারা কেবলমাত্র আমাদের হিত ও স্বচ্ছন্দতার নিমিত্ত, রাজ্যশাসনের ন্যায় অতি ক্লেশকর ও কঠিন কার্য্যে আমাদিগকে হস্ত ক্ষেপণ করিতে দেন না, তাহাদিগের রীতি, নীতি, উদ্দেশ্য, স্বার্থশূন্যতা, ও কৌশল যথাসাধ্য বর্ণনা করিয়া তাহাদিগের নিকট যে ঋণপাশে আবদ্ধ আছি, তাহা পরিশোধের যত্ন করি।

আমাদের পত্রিকায় কাহার কুৎসা ও নিন্দা যে থাকিবে না এরূপ বলিতে পারি না, ও এক্ষণে বলিলেও পরে কথা রক্ষা করিতে পারিব না, কারণ তাহা হইলে ভূমণ্ডলের সমুদয় সম্পাদক একত্রিত হইয়া আমাদিগকে সমাজচ্যুত ও একঘরিয়া করিবেন। বিশেষতঃ গালি ও নিন্দা সংবাদপত্রের জীবন, শুদ্ধ সংবাদপত্র কেন, গালি ও নিন্দা চর্চ্চা রহিত করিলে মনুষ্যের মধ্যে পরস্পরের কথোপকথনও রহিত হইবার সম্ভাবনা। একথা নিতান্ত অসঙ্গত নয়, যে অপরের নিন্দাচর্চ্চা করিব না তবে পত্রিকা বাহির করার প্রয়োজন কি?

সকল প্রকার কটু অসুখকর, কেবল অন্যের কটু বলা কি শ্রবণ করা ব্যতীত। আমরা কটু বাক্য প্রয়োগ করিতে যেরূপ তৎপর, গ্রহণ করিতেও সেইরূপ তৎপর থাকিলাম। পাঠক, মনে রাখিও, এই কটু বাক্য যেন চিকিৎসকের অস্ত্রের ন্যায় তীক্ষ্ণ ও পুঁজক্ষারক হয়।

আমরা স্থানে স্থানে সংবাদদাতা নিযুক্ত করিয়াছি; সুতরাং প্রত্যাশা করি, যে পাঠকবৃন্দকে দেশ বিদেশের নূতন২ সংবাদ দিতে পারিব। এবং নিশ্চিত বলিতে পারি, যে যত দিন আবিসিনিয়ার যুদ্ধ, ফিনিয়ানদিগের দৌরাত্ম্য শেষ না হয়, তত দিন সংবাদাবলী দ্বারা আমাদের পত্রিকা সুসজ্জিতা করিবার কোন চিন্তা থাকিবে না, কিন্তু সম্পাদকদিগের দুর্ভাগ্য ক্রমে যদি এ সমুদয় ক্ষান্ত হইয়া যায়, আর নূতন কোন রাজবিপ্লব, ঝটিকা জলপ্লাবন প্রভৃতি উপস্থিত না হয়, তখন আমাদিগকে কিছু বিপদে পড়িতে হইবে সন্দেহ নাই। এরূপ দায়ে যদি পড়ি, তখন আমরা সংবাদ প্রস্তুত করিতে ক্রটী করিব না, ও যদি কোন সম্পাদকের অনুগমন করিয়া সংবাদ প্রস্তুতে প্রবর্ত্ত হই, তবে আমরা এরূপ চমৎকার সংবাদ দিব, যাহা কোন কালে ঘটেও নাই, ঘটিবার সম্ভাবনাও নাই।

২১শ সংখ্যায় (৯ জুলাই ১৮৬৮) পত্রিকা-প্রচারের প্রধান উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সম্পাদক সুস্পষ্ট ভাষায় বলিতেছেন :—

যাঁহারা কলিকাতা মহানগরীতে থাকেন, তাঁহারা আমাদের মফঃস্বলে লোকের দুরবস্থার কথা অতি কম জানেন। আমাদের এখানে একজন কনেষ্টবলকে দেখিলে প্রাণ উড়িয়া যায়। আমাদের পত্রিকার উপর কোন কোন কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা বৈরক্তি প্রকাশ করিয়াছেন। আমাদিগের পত্রিকায় যদি মিথ্যা কথা লিখি, তবে কাহারও ক্ষতি হইতে পারে না। যদি সত্য কথা লিখি, তবে কর্ত্তৃপক্ষীয়দের আমারদিগকে তাড়া দিয়া ক্ষান্ত করিবায় কিছু লাভ নাই। বলের দ্বারা সত্য লুকাইয়া রাখা এবং কাপড় দিয়া আগুন বাঁধার চেষ্টা সমান। আমরা প্রায়ই স্পষ্ট কথা বলি। যে ঘটনা যে রকম, তাহা সাধারণকে স্পষ্ট করিয়া দেখাই। কাহার অনুরোধে কিংবা কাহাকে বিরক্ত করিবার ভয়ে কোমল করিয়া লিখি না। ফল আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যে কর্ত্তৃপক্ষকে প্রার্থনা করা আমাদের তত উদ্দেশ্য

নয় ; আমাদের দেশীয়েরা কিরূপ অবস্থায় আছেন, সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে কিরূপ হীনাবস্থায় আছেন, তাহা তাঁহারদিগকে দেখানই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য। আমরা ফটগ্রাফার মাত্র। সামাজিক ও রাজনৈতিক ফটগ্রাফ লইয়া আমরা এদেশীয়দিগকে দেখাইয়া থাকি, যদি ফটগ্রাফি তুলিতে এরূপ ছবি উঠে যে, কেহ২ অন্যের মুখের ভাত কাড়িয়া খাইতেছে ; বলবান দুর্ব্বলের গলা টিপিতেছে ; অভদ্র অপমান করিতেছে ; একজনের ন্যায্য সত্ত্ব অন্যকে দেওয়া হইতেছে, বিচারক অবিচার করিতেছেন, তবে আমাদের হাত কি ?

কোন২ প্রধান কর্ত্তৃপক্ষ আমারদিগকে এরূপও বলিয়াছেন যে, আমাদের পত্রিকা কর্ত্তৃক জাতিবৈরতা নষ্ট না হইয়া আরো বৃদ্ধি হইবে। এই উপদেশের নিমিত্ত তাঁহাকে ধন্যবাদ। কিন্তু জাতিবৈরতা নিবারণ করার কর্ত্তা কে ? আমরা অধিক ত কিছু চাই না, দুটি মিষ্ট কথা আর পাতের চারিটি প্রসাদ পাইলেই কৃতার্থ ও কৃতজ্ঞতায় গদগদ হই। প্রতিবিধিৎসার স্থান হিন্দুদিগের মন নয়। আমরা প্রহার খাইয়া যদি প্রহারকের নিকট দুটি মিষ্ট কথা শুনি, তাহা হইলেই আমাদের মন গলিয়া যায়। আমরা ইংরাজ অপেক্ষা এদেশীয়দিগকে অধিক ভালবাসি, এ কথা স্বীকার করি। কিন্তু বোধ হয় ন্যায়পরতা আমাদের কাছে সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়। মনে একটি মুখে অন্য প্রকার যাহারা প্রকাশ করেন, তাহাদের অপেক্ষা মনের কথা যাহারা খুলিয়া বলেন, তাহারা কি ভাল করেন না ? অতএব সত্যকথা বলিতে যে ফল হউক না কেন, আমরা তদ্বিষয় একবার চিন্তাও করি না।

'অমৃত বাজার পত্রিকা'র প্রথম দুই বৎসরের সংখ্যাগুলি অতীব দুষ্প্রাপ্য ; এমন কি, পত্রিকা-কার্য্যালয়েও পাইবার উপায় নাই। অধ্যাপক শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের সাহায্যে চুঁচুড়ার ভূদেব-লাইব্রেরিতে আমিই প্রথম এগুলির সন্ধান পাই ; ইহা হইতে কিছু কিছু প্রবন্ধ ও সংবাদ সঙ্কলন করিয়া 'শনিবারের চিঠি'তে (পৌষ-মাঘ ১৩৫৩) প্রকাশ করিয়াছি।* পত্রিকার সম্পাদকীয় প্রবন্ধগুলি সুচিন্তিত ও সুলিখিত ; মাঝে মাঝে রস-রচনাও ইহার কলেবর পূর্ণ করিত। রসরাজ অমৃতলাল বসু স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন :—

রস-সাহিত্য-রচনার জন্য আমি আর একজনের নিকট অত্যন্ত ঋণী। তিনি 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র সম্পাদক শিশির ঘোষ।...তখন কাগজখানি বাঙ্গালা ভাষায় পরিচালিত হইত ; যশোর হইতে নিয়মিত ভাবে কাগজ বাহির হইত ; কলিকাতা সহরে তখনও বড় একটা জাহির হয় নাই। 'অমৃতবাজার পত্রিকা'য় হাস্যোদ্দীপক প্রসঙ্গ 'বিবিধ' নামে প্রায়ই প্রকাশিত হইত। তেমন সরস comic titbits আমাদের সাহিত্যে অত্যন্ত দুর্লভ। পঞ্চানন্দের প্রথম আমলে অনেকটা ইন্দ্রনাথে সেই খাঁটি রস উপভোগ করা যাইত। আমি পত্রিকার সেই অংশটার রসপ্রাচুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া যাইতাম। ('পুরাতন প্রসঙ্গ', ২য় পর্য্যায়)

---

* শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল প্রথম তিন বৎসরের 'অমৃত বাজার পত্রিকা' হইতে উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ ও সংবাদাদি সঙ্কলন করিয়া 'ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ' পুস্তকের ১ম খণ্ড প্রকাশের আয়োজন করিয়াছেন। পত্রিকার ১ম সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠার ব্লকখানি তাঁহার সৌজন্যে প্রাপ্ত।

অমৃত বাজার পত্রিকা

সাপ্তাহিক

১ খণ্ড। } ৯ই ফাল্গুন বৃহস্পতিবার ১২৭৪ সাল। ২০ই ফেব্রুয়ারি ১৮৬৮ খৃঃ অব্দ। } ১ সংখ্যা।

অমৃত বাজার পত্রিকা।

৯ই ফাল্গুন। বৃহস্পতিবার।

আপনার পরিচয় আপনি দেওয়া বিষম বিপদ, এই জন্য পূর্ব্বকালে ভদ্রলোকের পরিচয় ভাটেরা দিত। সংবাদ পত্র সম্পাদকেরদের নিকট এটী কেবলমাত্র পঞ্চম প্রতিজ্ঞা। এই দায় হইতে একবার কোন প্রকারে উদ্ধার হইতে পারিলে আর অধিক চিন্তার বিষয় থাকেনা, এক প্রকার করিয়া কাগজ পূর্ণ করিয়া দিতে পারিলেই হয়।

অনেকে গ্রন্থ লিখিয়া ভূমিকায় ব্যক্ত করেন যে তাঁহাদের গ্রন্থ লিখিবার কারণ বন্ধুগণের, কি স্বদেশের আদেশ। কিন্তু আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি, যে আমরা পত্রিকা প্রকাশ বিষয়ে স্বপ্নও দেখিনাই, বন্ধুকর্তৃক আদিষ্টও হই নাই। আমরা আপনারাই অনেক তর্ক বিতর্ক করিয়া পরিশেষে এই দুরূহ কার্য্যে প্রবর্ত্ত হইয়াছি।

দেশের হিত সাধন করা আমাদের উদ্দেশ্য আছে কি না তাহা বলিতে পারি না, উদ্দেশ্য থাকিলেও বলিতে সাহস হয় না, কারণ দেশের মঙ্গল সাধন করিবার নাম করিয়া নানা বিধ লোক দেশের এত অমঙ্গল ঘটাইতেছে যে আপনাদিগকে সেই দলস্থ বলিয়া পরিচয় দেওয়া গৌরব মনে করিনা, তবে যে স্থান হইতে এই পত্রিকা বাহির হইতেছে, তাহার পশ্চিমে ও উত্তরে ৩ দিনের পথ, পূর্ব্বে দেড় বৎসরের ও দক্ষিণে ৩ বৎসরের পথ পর্য্যন্ত একটীও ছাপা যন্ত্র নাই, সুতরাং সংবাদ পত্র থাকাও অসম্ভব, এমত স্থলে এ পত্রিকা দ্বারা কিছু উপকার প্রত্যাশা করা যাইতে পারে কি কেবল দূরদর্শী থাকিয়া বলিতে পারেন।

এই পত্রিকাতে কি কি বিষয় লিখিত হইবে তাহার তালিকা দেওয়ার দুইটি আপত্তি আছে, প্রথমতঃ আমরা এক্ষণে প্রতিজ্ঞা করি, ভবিষ্যতে তাহা পালন করিতে পারি কি না; দ্বিতীয়তঃ পাছে একটি এক-কার লিখিলে আত্মাভিমানীর প্রকাশ হয়। আবার নিতান্ত নম্রতা দেখাইতেও ভয় হয়, কি জানি পাছে আমাদের কথা বিশ্বাস করিয়া পত্রিকাটী সকলে ঘৃণা করেন।

কিন্তু রীতি আছে, ব্যবসায়ীরা আপনাদের পণ্যদ্রব্য প্রশংসা করিয়া থাকে ও তাহাতে লোকের নিকট নিন্দনীয় হয়না। হলোএ সাহেব বরাবর জগত ব্যাপিয়া রাষ্ট করিয়া আসিতেছেন যে তাঁহার বটিকা ও মলমের তুল্য ঔষধ পৃথিবীর কোথায় কখন জন্মে নাই, অথচ তাহাকে আত্মাভিমানি বলিয়া কেহ বিদ্রূপ করে না। আমাদেরও এটী ব্যবসায়, সুতরাং আমাদের এসম্বন্ধে দুটি একটী কথা বলিতে গেলে উল্লিখিত রীত্যনুসারে বোধ হয় দোষ বলিয়া গণ্য হইবেনা।

আমারা মনস্থ করিয়াছি, যে এদেশীয় ও ইউরোপীয় বিবিধ সংবাদ, নূতন আইনের মর্ম্ম, ব্রিটিশ ও এদেশস্থ অন্যান্য রাজ্যের শাসন প্রণালী, ও তাহাদের পরস্পরের গুণাগুণ প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকটিত করিব। আমাদের বিশেষ যত্ন থাকিবে যে, যে স্বার্থশূন্য মহাত্মা ইংরাজ বাহাদুরেরা আমাদের দেশ, পরম অত্যাচারি যবন অধিকার হইতে উদ্ধার করিয়া, আমাদের এত উন্নতি করিয়াছেন—যাহারা কেবল মাত্র আমাদের হিত ও স্বচ্ছন্দতার নিমিত্ত, রাজ্য শাসনের ন্যায় অতি ক্লেশকর ও কঠিন কার্য্যে আমাদিগকে হস্ত ক্ষেপণ করিতে দেননা, তাহাদিগের রীতি, নীতি, উদ্দেশ্য, স্বার্থশূন্যতা, ও কৌশল যথাসাধ্য বর্ণনা করিয়া তাহাদিগের নিকট যে ঋণ-পাশে আবদ্ধ আছি, তাহা পরিশোধের যত্ন করি।

আমাদের পত্রিকায় কাহারো কুৎসা ও নিন্দা যে থাকিবেনা এরূপ বলিতে পারিনা, এক্ষণে প্রতিজ্ঞা করে পরে কথা রক্ষা করিতে পারিব না, কারণ তাহা হইলে ভূমণ্ডলের সমুদয় সম্পাদক একত্রিত হইয়া আমাদিগকে সমাজচ্যুত ও একঘরিয়া করিবেন। বিশেষতঃ গালি ও নিন্দা সংবাদ পত্রের জীবন, শুদ্ধ সংবাদ পত্র কেন, গালি ও নিন্দা চর্চ্চা রহিত করিলে মনুষ্যের মধ্যে পরস্পরের কথোপকথনও রহিত হইবার সম্ভাবনা। একথা নিতান্ত অসঙ্গত নয়, যে অপরের নিন্দাচর্চ্চা করিবনা তবে পত্রিকা বাহির করার প্রয়োজন কি?

সকল প্রকার কটু অসুখকর, কেবল অন্যের কটু বলা কি শ্রবণ করা ব্যতীত। আমরা কটু বাক্য প্রয়োগ করিতে যে রূপ তৎপর, গ্রহণ করিতেও সেই রূপ তৎপর থাকিলাম। পাঠক, মনে রাখিও, এই কটু বাক্য যেন চিকিৎসকের অস্ত্রের ন্যায় তীক্ষ্ণ ও পুংসস্কারক হয়।

আমরা স্থানে স্থানে সংবাদদাতা নিযুক্ত করিয়াছি, সুতরাং প্রত্যাশা করি, যে পাঠক বৃন্দকে দেশ বিদেশের নূতন সংবাদ দিতে পারিব। এবং নিশ্চিত বলিতে পারি, যে যতদিন আবিসিনিয়ার যুদ্ধ, ফিনিয়ান্ দিগের দৌরাত্ম্য শেষ না হয়, তত দিন সংবাদাবলী দ্বারা আমাদের পত্রিকা সুসজ্জিতা করিবার কোন চিন্তা থাকিবেনা, কিন্তু সম্পাদকদিগের দুর্ভাগ্য ক্রমে যদি ঐ সমুদয় ক্ষান্ত হইয়া যায়, আর নূতন কোন রাজবিপ্লব, ঝটিকা জলপ্লাবন প্রভৃতি উপস্থিত না হয়, তখন আমারদিগকে কিছু বিপদে পড়িতে হইবে সন্দেহ নাই। এরূপ দায়ে যদি পড়ি, তখন আমরা সংবাদ প্রস্তুত করিতে ক্রটী করিবনা, ও যদি কোন সম্পাদকের অনুগমন

['অমৃত বাজার পত্রিকা'র প্রথম সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠার প্রতিলিপি]

'অমৃত বাজার পত্রিকা'র ইতিহাস সংক্ষেপে এইরূপ :—যশোহরে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বৃদ্ধি পাওয়ায় পত্রিকা-কার্য্যালয় স্থান পরিবর্তন করিতে বাধ্য হয়; যশোহর হইতে ইহার শেষ সংখ্যার প্রকাশকাল—৪ অক্টোবর ১৮৭১। কলিকাতা ৫২ নং হিদেরাম ব্যানার্জ্জীর লেন, বউবাজার হইতে 'অমৃত বাজার পত্রিকা' পুনঃপ্রকাশিত হয়—পরবর্ত্তী ২১এ ডিসেম্বর। ১৮৬৯ সনের ২৫এ ফেব্রুয়ারি হইতে পরিশিষ্টরূপে কিছু কিছু ইংরেজী রচনাও ইহাতে স্থান পাইতে থাকে; প্রকৃতপক্ষে এই সময় হইতেই ইহা দ্বিভাষিক (ইংরেজী-বাংলা) পত্রে পরিণত হয় বলা চলে। ১৮৭৪ সনের ২৫এ মার্চ পর্য্যন্ত 'অমৃত বাজার পত্রিকা' বউবাজার হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল; অতঃপর পত্রিকা-কার্য্যালয় বাগবাজার আনন্দ চ্যাটার্জ্জীর লেনে স্থানান্তরিত হয়। এই ঠিকানা হইতে পত্রিকা প্রথম প্রচারিত হয় পরবর্ত্তী ২রা এপ্রিল হইতে। ১৪ মার্চ ১৮৭৮ তারিখে লর্ড লিটনের ভার্নাকিউলার প্রেস অ্যাক্ট জারি হইলে, পরবর্ত্তী ২১এ মার্চ 'অমৃত বাজার পত্রিকা' ইংরেজী সাপ্তাহিক পত্রে রূপান্তরিত হয়। ১৮৯১ সনের ১৯এ ফেব্রুয়ারি হইতে ইহা দৈনিক পত্রে পরিণত হইয়াছে। 'অমৃত বাজার পত্রিকা' অদ্যাবধি জীবিত থাকিয়া সগৌরবে চলিতেছে। ইহার বর্ত্তমান সম্পাদক—শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ।

সংশোধন ও সংযোজন

পৃ. ১৭১, পংক্তি ২১, ২৩ : "রাধানাথ" স্থলে "রাধামাধব" পঠিতব্য।

পৃ. ১৭৪, প. ৫-৮ : 'ভারতরঞ্জন' সম্বন্ধে এই কয় পংক্তি বর্জ্জনীয়।

পৃ. ১৮০-৮৩ : 'গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা'র বিবরণটি মুদ্রিত হইয়া যাইবার পর, কাঙ্গাল হরিনাথের পৌত্র শ্রীযুত বিশ্বনাথ মজুমদারের সৌজন্যে প্রথম কয়েক ভাগ পত্রিকা দেখিবার সুবিধা হইয়াছে। প্রথম সংখ্যা (মে ১৮৬৩) 'গ্রামবার্ত্তা'য় পত্রিকা-প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সম্পাদক এইরূপ লিখিয়াছিলেন :—

> বিজ্ঞাপন।—এ পর্য্যন্ত বাঙ্গালা সংবাদপত্রিকা যতই প্রচারিত হইতেছে তাহা কেবল প্রধান প্রধান নগর ও বিদেশীয় সম্বাদাদিতেই পরিপূর্ণ। গ্রামীয় অর্থাৎ মফঃসলের অবস্থাদি কিছুই প্রকাশিত হয় না। তজ্জন্য গ্রামবাসীদিগের কোন প্রকার উপকার দর্শিতেছে না। যেমন চিকিৎসক, রোগীর অবস্থা সুবিদিত না হইলে তাহার প্রতীকারে সমর্থ হন না, তদ্রূপ দেশহিতৈষী মহোদয়গণ গ্রামের অবস্থা অবিদিত থাকিলে কিরূপে তাহার প্রতীকার করিতে যত্নবান্ হইবেন? যাহাতে গ্রামবাসীদিগের অবস্থা, ব্যবসায়, রীতি, নীতি, সভ্যতা, গ্রামীয় ইতিহাস, মফঃসল-রাজকর্ম্মচারীগণের বিচার, এবং আশ্চর্য্য ঘটনাদি প্রকাশিত হয় তাহাই এই পত্রিকার প্রধানোদ্দেশ্য, এবং লোকরঞ্জনার্থ, ভিন্ন দেশীয় সম্বাদ, ও গদ্য পদ্য নানারূপ চিত্তরঞ্জন বিষয়ও লিখিত হইবেক। এই পত্রিকা সম্প্রতি বর্ত্তমান বৈশাখ অবধি প্রতিমাসে একবার প্রকাশিত হইবেক।

'গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা' মাসিক পত্রিকা-রূপে জন্মলাভ করিলেও কিছু দিন পাক্ষিক, কিছু দিন সাপ্তাহিক হইয়া, শেষে সাপ্তাহিক পত্রিকায় রূপান্তরিত হইয়াছিল। ইহার ১ম-১৫শ ভাগ এই ভাবে প্রকাশিত হয় :—

১ম ভাগ :	বৈশাখ-চৈত্র	১২৭০	...	মাসিক পত্রিকা
২য় ভাগ :	বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ	১২৭১	...	ঐ
	আষাঢ়-চৈত্র	১২৭১	...	পাক্ষিক পত্রিকা
৩য় ভাগ :	বৈশাখ-চৈত্র	১২৭২	...	মাসিক পত্রিকা।...
৭ম ভাগ :	বৈশাখ-চৈত্র	১২৭৬	...	পাক্ষিক পত্রিকা
৮ম ভাগ :	বৈশাখ-ভাদ্র	১২৭৭	...	সাপ্তাহিক পত্রিকা
	কার্ত্তিক-চৈত্র	১২৭৭	...	পাক্ষিক পত্রিকা
৯ম ভাগ :	বৈশাখ-চৈত্র	১২৭৮	...	সাপ্তাহিক পত্রিকা।...
১৩শ ভাগ :	২০ আষাঢ়-চৈত্র	১৮৮২	...	ঐ ...
১৫শ ভাগ :	বৈশাখ-চৈত্র	১২৮৪	...	ঐ

'গ্রামবার্ত্তা' সংবাদপত্রে রূপান্তরিত হইলে, "সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, রাজ-নীতি প্রভৃতি বিবিধ বিষয়িণী" একখানি মাসিক গ্রামবার্ত্তা স্বতন্ত্রভাবে অনিয়মে প্রচারিত হইত;

১২৭৮-৭৯ সালেও ইহার অস্তিত্বের প্রমাণ সাপ্তাহিক গ্রামবার্ত্তায় আছে। ১২৮০ সালে মাসিক গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিত হয় নাই বলিয়া মনে হয়। এই বৎসরের জ্যৈষ্ঠ মাসের ৩য় সপ্তাহ হইতে সাপ্তাহিক গ্রামবার্ত্তা কুমারখালী মথুরানাথ যন্ত্রে মুদ্রিত হইতে থাকে; ছাপাখানার গোলমাল মিটিলে ১২৮১ সালের বৈশাখ মাস হইতে মাসিক গ্রামবার্ত্তা রয়াল ৮-পেজী আকার ধারণ করিয়া পুনঃপ্রকাশিত হইতে সুরু হয়। সাপ্তাহিক গ্রামবার্ত্তায় (১০ জ্যৈষ্ঠ ১২৮১) প্রকাশ :—

> মাসিক গ্রামবার্ত্তা। গত বৈশাখ হইতে গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকার মাসিক খণ্ড পুনঃ প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এবার ইহার আকার পরিবর্ত্তন হইয়া রএল ৮ পেজি ফরমার ৪ ফরমা করিয়া বাহির হইতেছে। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২॥০...

মাসিক গ্রামবার্ত্তার মলাটে এই কবিতাংশ মুদ্রিত হইত :—

> **Some to the fascination of a name**
> **Surrender judgement hoodwinked—**
> Cowper

মাসিক গ্রামবার্ত্তার শেষ ভাগের সংখ্যা ১৯শ; আমরা ইহার এই কয়টি ভাগ দেখিয়াছি :—

১২শ ভাগ : ১২৮১ সাল
১৩শ ভাগ : ১২৮২, আশ্বিন—১২৮৩, ভাদ্র
১৯শ ভাগ : বৈশাখ-চৈত্র ১২৮৮।

সূচীপত্র

১২৭৮-৭৯ সালেও ইহার অস্তিত্বের প্রমাণ সাপ্তাহিক গ্রামবার্ত্তায় আছে। ১২৮০ সালে মাসিক গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিত হয় নাই বলিয়া মনে হয়। এই বৎসরের জ্যৈষ্ঠ মাসের ৩য় সপ্তাহ হইতে সাপ্তাহিক গ্রামবার্ত্তা কুমারখালী মথুরানাথ যন্ত্রে মুদ্রিত হইতে থাকে; ছাপাখানার গোলমাল মিটিলে ১২৮১ সালের বৈশাখ মাস হইতে মাসিক গ্রামবার্ত্তা রয়াল ৮-পেজী আকার ধারণ করিয়া পুনঃপ্রকাশিত হইতে সুরু হয়। সাপ্তাহিক গ্রামবার্ত্তায় (১০ জ্যৈষ্ঠ ১২৮১) প্রকাশ :—

> মাসিক গ্রামবার্ত্তা। গত বৈশাখ হইতে গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকার মাসিক খণ্ড পুনঃ প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এবার ইহার আকার পরিবর্ত্তন হইয়া রএল ৮ পেজি ফরমার ৪ ফরমা করিয়া বাহির হইতেছে। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২॥০...

মাসিক গ্রামবার্ত্তার মলাটে এই কবিতাংশ মুদ্রিত হইত :—

> Some to the fascination of a name
> Surrender judgement hoodwinked—
> Cowper

মাসিক গ্রামবার্ত্তার শেষ ভাগের সংখ্যা ১৯শ; আমরা ইহার এই কয়টি ভাগ দেখিয়াছি :—

১২শ ভাগ : ১২৮১ সাল
১৩শ ভাগ : ১২৮২, আশ্বিন—১২৮৩, ভাদ্র
১৯শ ভাগ : বৈশাখ-চৈত্র ১২৮৮।

* * *

১২৭৪ সালে প্রকাশিত আর একখানি সাময়িক-পত্রের নামোল্লেখ করিতে ভুল হইয়াছে; উহা 'রাজসাহী পত্রিকা'। 'গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা' (বৈশাখ ১২৭৫) বিগত বর্ষের ঘটনাসার প্রসঙ্গে লেখেন :—

> রাজসাহী।...এই স্থানে রাজসাহী নামে একখানি মাসিক সংবাদপত্র জন্ম গ্রহণ করিয়াছে এবং একটি মুদ্রাযন্ত্রও আনীত হইয়াছে।

পর-বৎসর 'রাজসাহী পত্রিকা' রাজসাহী হইতে স্থানান্তরিত হয়।

* * *

পৃ. ২০৮, প. ১০ :— ১২৭৫ (ইং ১৮৬৮) সালে 'হিন্দুরঞ্জিকা' সাপ্তাহিক আকার ধারণ করিলে হরিশ্চন্দ্র মিত্র কিছু দিন ইহার সম্পাদকতা করিয়াছিলেন। 'গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা' (আশ্বিন ১২৭৫) লেখেন :—

> 'বঙ্গবালা'...পুস্তকখানি এক্ষণে হিন্দুরঞ্জিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র মিত্র মহাশয়ের যত্নে বোয়ালিয়া তমোঘ্ন যন্ত্রে মুদ্রিত।

* * *

পৃ. ২১১, প. ১২ :— ১২৭৬ সালের বৈশাখ-সংখ্যা 'গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা' পাঠে 'পল্লী-বিজ্ঞান' সম্বন্ধে এই সংবাদটুকু জানা যায়—

> গত-বার্ষিক প্রধান প্রধান ঘটনা।—জৈনসার স্কুল হইতে...'পল্লী-বিজ্ঞান' নামে যে একখানি মাসিকপত্র প্রকাশিত হইতেছিল, বিগত আষাঢ় হইতে তাহার প্রচার বন্ধ হইয়াছে।

সূচীপত্র

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-সঙ্কলিত ও সম্পাদিত

সংবাদপত্রে সেকালের কথা

প্রথম খণ্ড (১৮১৮-১৮৩০); দ্বিতীয় খণ্ড (১৮৩০-৪০)। ভূমিকা ও টীকা-টিপ্পনী সহ।

মূল্য : প্রথম খণ্ড ৫৲; দ্বিতীয় খণ্ড ৭৲।

সেকালের বাংলা সংবাদপত্রে বাঙালী-জীবন সম্বন্ধে যে-সকল তথ্য পাওয়া যায়, এই পুস্তকখানি তাহারই সঙ্কলন। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশ, ইংরেজী শিক্ষা ও ইউরোপীয় প্রভাবের বিস্তার, দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় অবস্থা, সম্ভ্রান্ত বাঙালী পরিবারের ইতিহাস,—উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী-জীবনের এমন অল্প দিক্‌ই আছে, যাহার সম্বন্ধে অমূল্য উপকরণ এই পুস্তকে না-পাওয়া যায়।

স্যর শ্রীযদুনাথ সরকার :—"ব্রজেনবাবু ইতিপূর্ব্বে ইতিহাস-রচনায় যে-সব গুণের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা এই সংকলন ও সম্পাদন কার্য্যেও পরিস্ফুট হইয়াছে এবং এই গ্রন্থখানিকে এক দিকে পাঠ্য ও শিক্ষাপ্রদ সাহিত্যে এবং অপর দিকে পাণ্ডিত্যের কীর্ত্তিস্তম্ভে পরিণত করিয়াছে। যুগে যুগে বঙ্গের ঐতিহাসিক ছাত্রগণ ইহার সাহায্য লইতে বাধ্য হইবে। সাহিত্য-পরিষৎ এজন্য আমাদের ঋণী করিয়া রাখিয়াছেন।" ('ভারতবর্ষ,' অগ্রহায়ণ ১৩৩৯)

ডক্টর শ্রীসুশীলকুমার দে :—"বিস্মৃতপ্রায় গত শতাব্দীর অধুনা-দুষ্প্রাপ্য, কীটদষ্ট, গলিতপ্রায় সংবাদপত্রাদি যেখানে যাহা পাওয়া যায়, তাহা তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিয়া অনন্যসাধারণ পরিশ্রম ও একাগ্রতার সহিত তাহা মিলাইয়া, নকল করিয়া, তাহা হইতে যে বহু অজ্ঞাত ও মূল্যবান্ তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহার দ্বারা বর্ত্তমান গ্রন্থে তিনি সেই যুগের সুখ দুঃখ, গৌরব ও অগৌরবের একটি নির্ব্বিকার প্রামাণ্য চিত্র অঙ্কিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন।...তাঁহার সুদীর্ঘ ও সুসম্পাদিত সঙ্কলন উনবিংশ শতাব্দীর...সত্য ইতিহাস রচনার ভিত্তিস্বরূপ হইবে।"

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় :- "Mr. Brajendra Nath Banerjee has been doing a public service by unearthing from the newspaper files of a century or more ago valuable materials." *Life and Experiences of a Bengali Chemist*, p. 377.

দীনেশচন্দ্র সেন :- "বাঙালীর এক শত বৎসরের ধর্ম্ম, কর্ম্ম, আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, সাহিত্য ও সমাজের যদি একখানি নিখুঁৎ ছবি আপনারা দেখিতে চাহেন, তবে এই বইখানি পাঠ করুন।" ('বিচিত্রা,' মাঘ ১৩৩৯)

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি :—"যত দিন যাইবে ইহার মূল্য তত বাড়িবে।"

অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ : "যিনি ইতিহাস লিখিবেন, যিনি উনবিংশ শতাব্দীর কোন কথা লিখিতে বা জানিতে চাহিবেন, তাঁহার নিকট 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' অপরিহার্য্য ভাবে প্রয়োজন। এমন সুনির্ব্বাচিত ও সুবিন্যস্ত গ্রন্থ ইহার পূর্ব্বে বাঙলা ভাষায় কখনও বাহির হয় নাই।" ('বঙ্গশ্রী', কার্ত্তিক ১৩৪২)

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রণীত

বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস

ডঃ শ্রীসুশীলকুমার দে-লিখিত ভূমিকা সম্বলিত

পরিবর্দ্ধিত নূতন সংস্করণ—বহু চিত্রে সুশোভিত···৪৲

১৭৯৫ হইতে ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বাংলা দেশের সখের ও সাধারণ নাট্যশালার ইতিহাস। ইহাতে বাংলা নাট্যসাহিত্যের সূত্রপাত ও প্রতিষ্ঠার বিবরণ সমসাময়িক উপাদানের সাহায্যে নিপুণভাবে আলোচিত হইয়াছে।

ডক্টর শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ঃ "বাঙ্গালা সাহিত্য আলোচনার জন্য এতাবৎ যতগুলি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, আলোচ্য গ্রন্থখানি সেগুলির মধ্যে প্রথম শ্রেণীতে স্থান পাইবার যোগ্য এবং এক হিসাবে বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসের ক্ষেত্রে বইখানি অপূর্ব্ব ও একক।···ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিক ও সাহিত্যালোচকদের নিকট চিরকাল ধরিয়া source book অর্থাৎ আকর বা আধারপুস্তক হইয়া থাকিবে। বইখানি ঐতিহাসিক প্রমাণের ভাণ্ডারস্বরূপ হইলেও, বিশেষজ্ঞ বা সাহিত্য-সমালোচক ভিন্ন সাধারণ পাঠকগণও ইহাতে যথেষ্ট রস পাইবেন—এমনই চিত্তাকর্ষক করিয়া নিপুণ ইতিহাস-শিল্পী ব্রজেন্দ্রনাথ তাঁহার প্রমাণগুলি ও তদবলম্বনে তাঁহার ইতিহাস-কথা আমাদের শুনাইয়াছেন। তিনি প্রাচীনদের মুখ হইতেই প্রাচীন কথা শুনাইয়াছেন—প্রাচীনের সারল্য ও সরসতা ইহাতে অক্ষুণ্ণ থাকায় পাঠকালে যে আনন্দ আস্বাদন করা যায়, তাহা নিছক্ অধুনাতন ঐতিহাসিকের যুক্তিতর্কময় প্রমাণ-কণ্টকিত লেখায় পাওয়া অসম্ভব। বস্তুবিষয় বিন্যাসের কৌশলে বইখানি একাধারে ইতিহাস ও সাহিত্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে, এবং এইরূপ পুস্তক প্রত্যেক শিক্ষিত বা শিক্ষাভিমানী বাঙ্গালীর আলোচ্য বা পাঠ্য হইবার যোগ্য।···বাঙ্গালা নাটক ও রঙ্গমঞ্চ বিষয়ে সম্প্রতি যে কতকগুলি ইংরেজী ও বাঙ্গালা পুস্তক ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, সেগুলির বহু ত্রুটি-বিচ্যুতি ও ভ্রম-প্রমাদ এই প্রমাণ-ভাণ্ডার প্রকাশিত হওয়ায় জনসাধারণের পক্ষে সংশোধন করিয়া লইবার সুযোগ মিলিল। এই প্রকার পুস্তক প্রকাশ করা বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ন্যায় প্রতিষ্ঠানের পক্ষে অতি উপযুক্ত কার্য্য হইয়াছে। ('বঙ্গশ্রী,' শ্রাবণ ১৩৪০)

স্যর শ্রীযদুনাথ সরকার:—"অক্লান্ত পরিশ্রম ও যত্নের সহিত···ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস' সংকলন করিয়াছেন। তাঁহার 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা'র মত ইহা অমূল্য; কারণ, এই তিনখানি আধার একত্র না করিলে বঙ্গে নবজীবনের (রেনাসাঁজ-এর) ইতিহাস জানা সম্ভব নহে। এই গ্রন্থে ব্রিটিশ-যুগের নাটক ও নাট্যশালার ধারাবাহিক ইতিহাস, তারিখ ও প্রমাণ সহিত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। সভ্যতা ও সাহিত্যের ইতিহাস-লেখকদের পক্ষে ইহা প্রথম শ্রেণীর উপকরণ, অর্থাৎ কাঠামো।" ('ভারতবর্ষ', জ্যৈষ্ঠ ১৩৪১)